

Peace সিলেবাসের আলোকে

বিষয়ভিত্তিক



কুরআন

ও

হাদীস

সংকলন ①



বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১

সংকলনে

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

মাওলানা শফিকুল ইসলাম খান

বিএসএস (সম্মান) এম.এ, এম.এম.

সম্পাদনায়

মুকতি মুহাম্মদ আবুল কালাম গাজী

এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)

এম.এম, এম.এক, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)

মুফাসসীর

তামিরুল মিন্বাত কামিল মাদরাসা

ঢাকা।

হাকেরজ মাও: আরিফ হোসাইন

বি. এ (অনার্স সম্মান), এম.এ, এম.এম

পি এইচ ডি গবেষক [ঢাবি]

আরবী প্রভাষক

নওগাঁও রাশেদিয়া ফাজিল মাদরাসা

মতলব, চাঁদপুর।



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

বিষয়ভিত্তিক কুরআন

ও

হাদীস সংকলন-১

প্রকাশিকা

নারী প্রকাশনী

৪৫ পি কে রায় রোড

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, (৩য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন : ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭১৫৭৬৮২০৯

গ্রন্থসমূহ

প্রকাশিকা কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল : জানুয়ারি - ২০১১ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই - ২০১১ ইং

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল - ২০১২ ইং

চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ - ২০১৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন ও মাহফুজ কম্পিউটার

বার্ধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : আল আকাবা প্রেস

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq56@yahoo.com

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আল-কুরআন অনুসারীদের উদ্দেশ্যে

সম্পাদকীয়

প্রশংসার মস্তক অবনত করছি মহান করুণাময় আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের জন্যে, যার একান্ত মেহেরবাণীতে বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন-১ নামক গ্রন্থটি সংকলন করার সুযোগ হয়েছে। সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির একমাত্র দিশারী, শেষ নবী রাহমাতুল্লাহি আলামীন ও সাইয়েদুল কাওনাইন মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি। রুহের মাগফিরাত কামনা করছি আদি পিতা আদম (আ) থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যারা তাওহীদের কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নিজেদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে শহীদ হয়েছেন।

গতানুগতিকতার বাইরে কিছু বিশেষত্ব আনতে গিয়ে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকাশের কাজ প্রকৃতপক্ষেই শ্রমসাধ্য হয়েছে। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। সকল বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। একজন মুসলিম হিসেবে যা জানা একান্ত কর্তব্য। সাধারণ মানুষ যেহেতু কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরি এ বিষয়গুলো জানতে পারে না, তাই বিষয়ভিত্তিক আকারে গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হল। তথাপি কুরআন সূন্যাহর প্রচার-প্রসারে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় কাজটি হাতে নিয়েছি। কুরআন-সূন্যাহ প্রেমিক মুসলিম ধর্মপ্রাণ ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক নির্বিশেষে বইটি সকল পাঠকের যথেষ্ট উপকারে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ছাত্রজীবন থেকেই কুরআন হাদীসের জরুরী দলিল-প্রমাণগুলো সংকলনের চেষ্টা অব্যাহত থাকলেও তা ছিল অগোছালো। এবার সুযোগ আসায় তা সুবিন্যাস্ত করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছি। বইটির মান উন্নীত করার পাশাপাশি ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও অনুবাদ কর্মে সাহিত্যমানের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যতগুলো আয়াত ও হাদীস দেয়া হয়েছে প্রায় সবগুলোর সূত্র দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ মূল্যবান গ্রন্থটির এটি চতুর্থ সংস্করণ। এতে বিশেষকরে হাদীসের বাদ যাওয়া সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সূচিস্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। “বইটি ভাল হলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে আমাদের বলুন” আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে
জেনে নাও। (সূরা নাহল : ৪৩, সূরা আশ্বিয়া : ৭)

সূচিপত্র
বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস
১. আল কুরআনুল কারীম

আল কুরআন পরিচিতি	৪৯
১. কুরআনের আলোকে কুরআন	৫০
২. কুরআন পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ার নির্দেশ	৫০
৩. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ার নির্দেশ	৫০
৪. কুরআন পড়া ফরয	৫১
৫. কুরআন বুঝা সহজ	৫১
৬. কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে পড়া ফরজ	৫১
৭. কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ	৫১
৮. কুরআন তিলাওয়াতে ঈমান বৃদ্ধি পায়	৫২
৯. কুরআন মহৌষধ	৫২
১০. কুরআনে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে	৫২
১১. কুরআনে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে	৫৩
১২. মানবজাতির জন্যেই আল কুরআন	৫৩
১৩. আল্লাহই এর হেফাযতকারী	৫৪
হাদীসের আলোকে কুরআন	৫৪
১৪. কুরআন শিক্ষা করা উত্তম কাজ	৫৪
১৫. কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত	৫৪
১৬. কুরআন সর্বোত্তম বাণী	৫৫
১৭. কুরআন পড়া উত্তম ইবাদত	৫৫
১৮. কুরআন বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে	৫৬
১৯. কুরআন সুপারিশ করবে	৫৬
২০. কুরআনের আলোচনায় রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখে	৫৬
২১. কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দর করে পড়া	৫৭
২২. কুরআন না দেখে পড়ার চেয়ে দেখে পড়ার খিগুণ সাওয়াব	৫৭
২৩. সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা	৫৭

২৪.	যে দেহে কুরআন নেই সে দেহ বিরান ঘর	৫৮
২৫.	কুরআন পাঠকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা	৫৮
২৬.	কুরআনের হাফিজের মর্যাদা	৫৮
২৭.	কুরআন পাঠকারী আল্লাহর পরিবারভুক্ত	৫৯
২৮.	যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় কুরআনের আনুষ্ঠানিক বিষয়	৫৯ ৬০
২৯.	কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি	৬০
৩০.	আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস	৬১
৩১.	এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়	৬২
৩২.	কুরআনের আয়াত সংখ্যা	৬৪
৩৩.	কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়	৬৪
৩৪.	কুরআনের কিছু নাম	৬৫
৩৫.	সূরা আল ফাতেহার নামসমূহ	৬৯
৩৬.	আল কুরআনে উল্লেখিত নবীগণের নামীয় তালিকা	৭০
৩৭.	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর বিকৃত গাণিতিক রূপ ৭৮৬ (৭৮৬) লেখা	৭১ ৭১
৩৮.	পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আয়াত সংখ্যা	৭৪
৩৯.	শানে নুযূল বা ঐতিহাসিক পটভূমি	৭৪
৪০.	শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৭৪
৪১.	আয়াত ও আয়াতের প্রকারভেদ	৭৫
৪২.	সূরার নামকরণ	৭৫
৪৩.	সূরার প্রকারভেদ	৭৬
৪৪.	মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য	৭৬
৪৫.	মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য	৭৬
৪৬.	প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা	৭৭
৪৭.	কুরআন মাজীদে সিজদার আয়াতের বিবরণ	৭৭
৪৮.	কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা	৭৮
৪৯.	সমাধানের উপায়	৭৯
৫০.	কুরআনের তাফসীর	৭৯
৫১.	দারসে কুরআন উপস্থাপন পদ্ধতি	৮০

২. তাজভীদ

৫২.	ইলমুত তাজভীদ	৮০
৫৩.	মাখরাজ্জ	৮১
৫৪.	হরকত	৮২
৫৫.	তানভীন	৮২
৫৬.	জযম	৮৩
৫৭.	তাশদীদ	৮৩
৫৮.	ওয়াজিব ওল্লাহ	৮৩
৫৯.	কুলকলা	৮৪
৬০.	লাহান	৮৪
৬১.	নূন সাকিন ও তানভীন	৮৪
৬২.	মীম সাকিন	৮৫
৬৩.	مُتَّى শব্দ পড়ার নিয়ম	৮৫
৬৪.	مُتَّى, পড়ার নিয়ম	৮৫
৬৫.	মদ্দ	৮৬
৬৬.	এক আলিফের পরিমাণ	৮৬
৬৭.	এক আলিফ মদ্দ	৮৬
৬৮.	তিন আলিফ মদ্দ	৮৬
৬৯.	চার আলিফ মদ্দ	৮৭
৭০.	সকল مِثْلُ টানা মানা, চার জায়গার مِثْلُ ছাড়া	৮৭

৩. আল হাদীস

৭১.	হাদীস কী?	৮৭
৭২.	রাসূল ﷺ নিজ থেকে কিছু বলেন না	৮৮
৭৩.	রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ পালন করা	৮৮
৭৪.	রাসূলের আনুগত্য করা	৮৮
৭৫.	যে সর্বোত্তম আদর্শ	৮৯
৭৬.	রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করার পরিণাম	৮৯
৭৭.	সর্বক্ষেত্রে রাসূলকে মেনে নেওয়া	৮৯
৭৮.	হাদীস কি ওহী	৯০
৭৯.	অহীয়ে মাতলু	৯০
৮০.	অহীয়ে গায়রে মাতলু	৯১
৮১.	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	৯১
৮২.	প্রথম যুগ	৯২

৮৩.	দ্বিতীয় যুগ	৯৮
৮৪.	তৃতীয় যুগ	৯৮
৮৫.	চতুর্থ যুগ	৯৮
৮৬.	আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লেখার প্রারম্ভিক সময়	৯৩
৮৭.	হাদীসের অন্যান্য নাম	৯৩
৮৮.	হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	৯৪
৮৯.	হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	৯৬
৯০.	সাহাবায়ে কিরাম	৯৭
৯১.	কতিপয় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীরা (রা)	৯৮
৯২.	হাদীসে কুদসী পরিচিতি ও কতিপয় হাদীসে কুদসী	৯৯
৯৩.	প্রচলিত কতিপয় জাল হাদীস	১০৫

৪. ঈমান

৯৪.	আমরা রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না	১০৯
৯৫.	যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে রয়েছে তারা সফলকাম	১১০
৯৬.	পিতা ও ভাইকেও ঈমানের প্রয়োজনে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না	১১০
৯৭.	কুরআন শ্রবণে ঈমান বৃদ্ধি পায়	১১০
৯৮.	যারা আমলে সালেহ করে তারাই জান্নাতী	১১১
৯৯.	ঈমানদারদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ	১১১
১০০.	শয়তান ঈমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু	১১১
১০১.	ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্মতি যেন আল্লাহ থেকে গাফিল না রাখে	১১২
১০২.	যে কোনো বিপদ-আপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়	১১২
১০৩.	বিপদে পড়ে মানুষ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে	১১২
১০৪.	যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা	১১২
১০৫.	সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তবে ঈমানদার ছাড়া	১১৩
১০৬.	ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত	১১৩
১০৭.	ঈমানের মাপকাঠি	১১৩
১০৮.	আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শক্রতা	১১৪
১০৯.	ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে	১১৪
১১০.	কালিমায়ে তাইয়েব্যো-ই হলো জান্নাতের চাবি	১১৪
১১১.	ঈমানের অন্যতম তিনটি শর্ত	১১৫
১১২.	রাসূলের রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণের পরিণাম	১১৬

১১৩.	মুসলমানের পরিচয়	১১৬
১১৪.	বেশি আমল না করেও জান্নাতি হওয়া যায়	১১৬
১১৫.	অস্তর পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের পরিচয়	১১৭
১১৬.	ঈমান গ্রহণের তিনটি স্তর বা শর্ত	১১

৫. তাওহীদ

১১৭.	তাওহীদের পরিচয়	১১৮
১১৮.	তাওহীদের প্রকারভেদ	১১৯
১১৯.	আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী আল্লাহই	১১৯
১২০.	আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন	১১৯
১২১.	আল্লাহর পরিচয়	১২০
১২২.	একাধিক ইলাহ থাকলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত	১২১
১২৩.	সকল রাজত্বই আল্লাহর হাতে	১২১
১২৪.	গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই হাতে	১২১
১২৫.	আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী	১২২
১২৬.	ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা	১২৩
১২৭.	অন্যতম কবীরা গুনাহ	১২৩
১২৮.	সূরা ইখলাসের প্রতি ভালবাসা	১২৩
১২৯.	শিরক না করার ফলাফল	১২৪
১৩০.	সবচেয়ে বড় জ্বালেম যে	১২৫

৬. রিসালাত

১৩১.	অহী রাসূলের তৈরিকৃত নয়	১২৬
১৩২.	সকল নবী-রাসূলের একই দায়িত্ব ছিল	১২৬
১৩৩.	এক নবীর মর্যাদা অন্য নবীর উপর	১২৭
১৩৪.	প্রত্যেক নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে	১২৭
১৩৫.	কতিপয় নবী-রাসূলের দৃষ্টান্ত	১২৮
১৩৬.	প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে	১২৯
১৩৭.	রাসূলের রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দেয়া	১২৯
১৩৮.	রাসূল মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল	১৩০
১৩৯.	রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য	১৩০
১৪০.	প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয়	১৩০

১৪১. মুসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূলের অনুসরণ করতেন	১৩১
১৪২. ঈসা (আ)-এর পরিচয়	১৩১
১৪৩. প্রত্যেক নবী-রাসূলেরই সঙ্গী-সাথী ছিল	১৩২
১৪৪. শেষ নবী ও পূর্ববর্তীদের মাঝে দৃষ্টান্ত	১৩৪

৭. আখিরাত

১৪৫. সেদিন কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না	১৩৩
১৪৬. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়	১৩৫
১৪৭. আখিরাতের জীবন শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য	১৩৫
১৪৮. যে দুনিয়া চায় আল্লাহ তাকে দুনিয়াই দান করেন	১৩৫
১৪৯. কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা	১৩৫
১৫০. নেকের পাল্লা ভারী হলে জান্নাতী হালকা হলে জাহান্নামী	১৩৬
১৫১. বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না	১৩৬
১৫২. কিয়ামতের দৃশ্য	১৩৭
১৫৩. বনি আদমের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন	১৩৭
১৫৪. মৃত্যুকে অধিক স্বরণ করার ফযীলত	১৩৮
১৫৫. যালিম আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়ে নিকট	১৩৮
১৫৬. মানুষ হাশরের ময়দানে বিকল্প ও কাকফের অধঃমুখে থাকবে	১৩৮
১৫৭. জাহান্নামীদের চিত্র	১৩৯
১৫৮. কিয়ামতের সময়কাল	১৪০
১৫৯. যে দিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে	১৪০

৮. শিরক

১৬০. আল্লাহ শিরক ছাড়া সকল গুনাহ মাফ করে দেন	১৪১
১৬১. শিরককারীরা আল্লাহর পুত্র কন্যা সাব্যস্ত করে	১৪১
১৬২. আল্লাহ তাদের দাবি থেকে পুত-পবিত্র	১৪২
১৬৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না	১৪২
১৬৪. স্বীয় পুত্রকে লুকমান (আ)-এর উপদেশ	১৪৩
১৬৫. পিতামাতার বাধ্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না	১৪৩
১৬৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার চায় সে যেন শিরক না করে	১৪৩
১৬৭. আল্লাহর সাথে শিরক না করার নিষেধাজ্ঞা	১৪৪

১৬৮.	আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক	১৪৪
১৬৯.	লোক দেখানো ইবাদাত শিরক তুল্য	১৪৫
১৭০.	শিরক ও সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ	১৪৫
১৭১.	যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না সে জান্নাতে যাবে	১৪৬

৯. বিদআত

১৭২.	বিদআত পরিচয়	১৪৭
১৭৩.	আমাদের সমাজে সুন্নাতের নামে প্রচলিত কিছু বিদআত-	১৪৮

১০. শেখনবী

১৭৪.	মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী	১৪৯
১৭৫.	মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবেও আছে	১৫০
১৭৬.	মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ব মানবতার নবী	১৫০
১৭৭.	মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন	১৫০
১৭৮.	মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়্যাতের সীল মোহর	১৫১
১৭৯.	সকল নবী বৈমাত্রেয় ভাই	১৫২
১৮০.	মূসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূল ﷺ এর সবুগ্নত মেমে মিতেন	১৫২
১৮১.	রাসূল ﷺ এর তিনটি অর্পাধি	১৫৩

১১. ফেরেশতা

১৮২.	ফেরেশতা পরিচিতি	১৫৪
১৮৩.	ফেরেশতা ও আদম (আ)	১৫৪
১৮৪.	ফেরেশতার দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট	১৫৪
১৮৫.	ফেরেশতার ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের শত্রু	১৫৫
১৮৬.	ফেরেশতার কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না	১৫৫
১৮৭.	সম্মানিত লেখক (ফেরেশতা)	১৫৫
১৮৮.	ফেরেশতার মুমিনদের জন্য দুআ করে	১৫৬
১৮৯.	মুমিনদের নিকট ফেরেশতাদের সকাল বিকাল আগমণ	১৫৬
১৯০.	ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত	১৫৭
১৯১.	ফেরেশতাদের ছয়শত ডানা রয়েছে	১৫৮
১৯২.	ফেরেশতাদের আকৃতি	১৫৯

১২. জ্ঞানাত

১৯৩. জ্ঞানাত পরিচিতি	১৫৯
১৯৪. মু'মিনের জন্য দুনিয়া জেলখানার ন্যায়,	১৬০
১৯৫. জ্ঞানাতুল ফিরদাউস	১৬১
১৯৬. দারুল মাফাম	১৬১
১৯৭. জ্ঞানাতুল মাওয়া	১৬১
১৯৮. দারুল ক্বারার	১৬১
১৯৯. দারুল সালাম	১৬২
২০০. জ্ঞানাতুল আদন	১৬২
২০১. দারুল নাঈম	১৬২
২০২. দারুল খুলদ	১৬২
২০৩. জ্ঞানাতীরা জ্ঞানাত্তে তাদের ছীদের সাথে থাকবে	১৬৩
২০৪. জ্ঞানাতের নাজ-নেয়ামতের বর্ণনা	১৬৩
২০৫. জ্ঞানাতীর জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্ভাষণ	১৬৩
২০৬. অকল্পনীয় জ্ঞানাত	১৬৪
২০৭. প্রাকৃতিক হাজাতমুক্ত জ্ঞানাত	১৬৫
২০৮. জ্ঞানাত দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম	১৬৫
২০৯. সর্বশেষ জ্ঞানাত্তে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জ্ঞানাত দান করা হবে	১৬৫
২১০. চিরস্থায়ী জ্ঞানাত ও তার নাজ-নেয়ামত	১৬৬
২১১. জ্ঞানাতীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ	১৬৭
২১২. জ্ঞানাত্তে আগ্নাহর দীদার	১৬৮
২১৩. জ্ঞানাতীদের চেহারা দাঁড়ি-গোক থাকবে না, চোখ অলৌকিকভাবে লাজুক হবে এবং তাদের বয়স হবে ৩০ থেকে ৩৩ বছরের মাঝামাঝি	১৬৯

১৩. জাহান্নাম

২১৪. জাহান্নাম পরিচিতি	১৬৯
২১৫. জাহান্নামে যেভাবে আযাব দেওয়া হবে	১৬৯
২১৬. জাহান্নাম	১৭০
২১৭. হবিয়াহ	১৭০
২১৮. জাহীম	১৭০
২১৯. সাক্বর	১৭১

২২০. সাযীর	১৭১
২২১. ছতামাহ	১৭১
২২২. লাযা	১৭১
২২৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না	১৭১
২২৪. জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ করবে না	১৭২
২২৫. জাহান্নামীদের চরম তিরস্কার	১৭২
২২৬. জাহান্নামীদের টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে	১৭৩
২২৭. জাহান্নামীদের পানীয়	১৭৪
২২৮. জাহান্নামীদের খাদ্য-দ্রব্য	১৭৪
২২৯. শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব	১৭৫
২৩০. জাহান্নামের অগ্নি দুনিয়ার অগ্নি থেকে সত্তর গুণ বেশি	১৭৫
২৩১. জাহান্নামের শাস্তি শুধুই অগ্নি	১৭৬
২৩২. জাহান্নামকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে	১৭৬
২৩৩. দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে	১৭৭

১৪. সালাত

২৩৪. সালাত পন্নিসর	১৭৭
২৩৫. আল কুরআনে বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা	১৭৮
২৩৬. সন্তানদের প্রতি সালাত আদানের নির্দেশ ও সালাতের ফযীলত	১৯৪
২৩৭. সালাত মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী	১৯৫
২৩৮. নফল সালাত ফরয সালাতের পরিপূরক	১৯৬
২৩৯. জামাআতে সালাতের ফযীলত	১৯৬
২৪০. সালাত অতীত গুনাহের কাফ্ফারা	১৯৭
২৪১. সালাতে সূরা ফাতিহার পর আমিন বলা	১৯৮
২৪২. ফরজ সালাতের পর মাসনুন দোয়াসমূহ	১৯৯

১৫. যাকাত

২৪৩. যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের ৮২ আয়াত	২০২
২৪৪. আয যাকাত শব্দ দ্বারা ৩০ আয়াত	২০৩
২৪৫. আল ইনফাক শব্দ দ্বারা ৪৩ আয়াত	২১২
২৪৬. আস সাদাকা শব্দ দ্বারা ৯ আয়াত	২২৩
২৪৭. যাকাত আদানের শপথ	২২৬

২৪৮. অলংকারের যাকাত	২২৬
২৪৯. যাকাত আদায় না করার কল্পণ পরিণতি	২২৬
২৫০. যাকাত আদায়ের ক্ষয়ীলত	২২৭
২৫১. যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়	২২৮
২৫২. মাল পূর্ণ একবছর মালিকানায় থাকতে হবে	২২৮

১৬. সাওম

২৫৩. সাওম পরিচিতি	২২৯
২৫৪. সিয়ামের নির্দেশনা	২২৯
২৫৫. সিয়ামের ক্ষয়ীলত	২৩০
২৫৬. সিয়ামের গুরুত্ব	২৩১
২৫৭. রোযাদারের বিশেষ দু'টি খুশি	২৩২
২৫৮. সফরে রোযা না রাখার এখতিয়ার	২৩৩
২৫৯. রোযার কাফফারা	২৩৩
২৬০. রোযার রাতে স্ত্রী সহবাসের স্বাধীনতা	২৩৪
২৬১. শবে কদরের গুরুত্ব	২৩৫
৩৬২. রোযাদার নিজেকে প্রয়োজনে রোযাদার হিসেবে পরিচয় দেবে	২৩৫

১৭. হজ্জ

২৬৩. হজ্জ পরিচিতি	২৩৬
২৬৪. হজ্জের কুরআনিক নির্দেশ	২৩৬
২৬৫. হাদীসে হজ্জের নির্দেশ	২৩৯
২৬৬. হজ্জের গুরুত্ব	২৪০
২৬৭. হজ্জ তাড়াতাড়ি করা উচিত	২৪১
২৬৮. হজ্জ ফরজ হতে যা আবশ্যিক	২৪১
২৬৯. কদলী হজ্জ	২৪১
২৭০. মহিলাদের হজ্জ হলো ফেক্বা বিশেষে জিহাদ তুল্য	২৪২

১৮. ইসলামী আন্দোলন

২৭১. ইসলামী আন্দোলন পরিচিতি	২৪২
২৭২. জিহাদের নির্দেশ	২৪৩
২৭৩. জিহাদ অপছন্দনীয় হতে পারে তথাপি তাতে কল্যাণ নিহিত	২৪৪

২৭৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তাও জিহাদ	২৪৪
২৭৫. আল্লাহর পথে সামান্য সময় ব্যয় করাও অনেক ফযীলতের কাজ	২৪৫
২৭৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তার সুফল	২৪৬

১৯. দাওয়াত

২৭৭. দাওয়াত পরিচিতি	২৪৬
২৭৮. আল্লাহর পথে আহ্বান	২৪৭
২৭৯. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে রাসূলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ	২৪৮
২৮০. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন	২৪৯
২৮১. দাওয়াতী কাজে সহজ করতে হবে কঠিন করা যাবে না	২৫০
২৮২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জাতীয় দায়িত্ব	২৫১
২৮৩. দাওয়াতী কাজের গুরুত্বপূর্ণ কথা একাধিক বার বলতে হবে	২৫১
২৮৪. দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে আমলও করতে হবে	২৫২

২০. ইসলামী সংগঠন

২৮৫. ইসলামী সংগঠন পরিচিতি	২৫৩
২৮৬. আল্লাহর রক্ষণকে আঁকড়ে ধর	২৫৩
২৮৭. পাঁচটি কাজের রাসূলের বিশেষ নির্দেশ	২৫৫
২৮৮. এক বিষয়ত পরিমাণও সংগঠন থেকে দূরে থাকা যাবে না	২৫৫
২৮৯. জামায়াতহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যুর তুল্য	২৫৬
২৯০. সর্বদা নেতৃত্ব থাকা চাই	২৫৬
২৯১. সংগঠন থেকে পৃথক থাকার পরিণতি	২৫৭

২১. জিহাদ

২৯২. জিহাদ পরিচিতি ই	২৫৮
২৯৩. জিহাদ করার নির্দেশ	২৫৮
২৯৪. সবচেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা	২৬১
২৯৫. যুদ্ধের জন্য কাউকে প্রস্তুত করে দেওয়াও যুদ্ধের शामिल	২৬২
২৯৬. জান্নাত তরবারীর নিচে	২৬২
২৯৭. যারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের সহায় হন	২৬২
২৯৮. রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে যুদ্ধে না যাওয়ার পরিণাম	২৬২

২২. শাহাদাত

২৯৯.	শাহাদাত পরিচিতি	২৬৩
৩০০.	শহীদেদরা জীবিত	২৬৩
৩০১.	যারা শহীদ হয় তাদের আমল বিনষ্ট হবে না	২৬৪
৩০২.	যারা শহীদ হয় তারা আশেরাতের ফ্রেতা	২৬৪
৩০৩.	যারা শহীদ হয় তাঁরা আল্লাহর রিজিক প্রাপ্ত	২৬৪
৩০৪.	শহীদদের বাসস্থান	২৬৫
৩০৫.	শহীদ ব্যক্তি বারবার শহীদ হওয়ার জন্য দুনিয়াতে কিরে আসতে চাইবে	২৬৫
৩০৬.	রাসূল ﷺ-এর শহীদ হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা	২৬৬
৩০৭.	শহীদ হওয়াটা সামান্য দংশন মাত্র	২৬৭

২৩. বাইয়াত

৩০৮.	বাইয়াত পরিচিতি	২৬৭
৩০৯.	রাসূলের হাতে বাইয়াত নেয়ার অর্থই হলো আল্লাহর নিকট বাইয়াত নেয়া	২৬৭
৩১০.	বাইয়াত পূর্ণ করা প্রতিশ্রুতির অন্যতম অংশ	২৬৮
৩১১.	নির্দিষ্ট কতিপয় জিনিসের ব্যাপারে বাইয়াত নেওয়া	২৬৮
৩১২.	বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলি মৃত্যু	২৭০
৩১৩.	সামর্থ্য অনুযায়ী বাইয়াত	২৭০
৩১৪.	সারা জীবন বাইয়াতের উপর বিদ্যমান থাকা ফরয	২৭০
৩১৫.	আল্লাহর অবাধ্যচারিতায় বাইয়াত পালন না করা জরুরি	২৭১

২৪. আল্লাহর পথে ব্যয়

৩১৬.	আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে যা বুঝায়	২৭২
৩১৭.	মুসিবতের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় করা	২৭২
৩১৮.	স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায়ই দান করা	২৭২
৩১৯.	প্রিয় বস্তু দান করা	২৭৩
৩২০.	দান একটি শস্য বীজ দানার ন্যায়	২৭৩
৩২১.	আফসোস করার দিন আসার পূর্বেই দান কর	২৭৪
৩২২.	দান না করায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়ার শামিল	২৭৫
৩২৩.	ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ	২৭৫
৩২৪.	পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করাটাও দান তুল্য	২৭৫
২২৫.	দান করলে আল্লাহ প্রতিদান দেন	২৭৬

২৫. মু'মিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩২৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি বলতে যা বুঝায়	২৭৬
৩২৭. মু'মিনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি	২৭৭
৩২৮. মানব ও জিন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব	২৭৭
৩২৯. যার তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে	২৭৮
৩৩০. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে ভালোবাসা	২৭৮

২৬. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

৩৩১. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য	২৭৯
৩৩২. যে সব মু'মিনরা সফলকাম	২৮০
৩৩৩. যারা প্রকৃত মু'মিন	২৮০
৩৩৪. প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য	২৮১
৩৩৫. যেভাবে সত্যিকার মু'মিন হওয়া যায়	২৮২
৩৩৬. মু'মিন নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক	২৮২
৩৩৭. মু'মিন যেভাবে প্রশান্তি লাভ করে	২৮২
৩৩৮. মু'মিনরা যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে	২৮২
৩৩৯. মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই	২৮৩
৩৪০. যেভাবে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে	২৮৪
৩৪১. সৌভাগ্যবান মু'মিন	২৮৪
২৪২. ঈমান নির্ণয়ের পদ্ধতি	২৮৪
৩৪৩. মু'মিন ভালোবাসার প্রতীক	২৮৫
৩৪৪. আল্লাহর প্রতি মু'মিনের শঙ্কা ও ভয়	২৮৫

২৭. তাক্ওয়া

৩৪৫. তাক্ওয়ার পরিচয়	২৮৫
৩৪৬. যারা তাক্ওয়াবান	২৮৬
৩৪৭. আল্লাহকে ভয় করতে হবে	২৮৭
৩৪৮. যে জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে হবে	২৮৭
৩৪৯. যারা সফলকাম	২৮৭
৩৫০. যেভাবে মানুষের মৃত্যুবরণ করা উচিত	২৮৮
৩৫১. আল্লাহকে ভয় করার সুফল	২৮৮

৩৫২. ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে	২৮৮
৩৫৩. আল্লাহ যাদের সাথে আছেন	২৮৮
৩৫৪. যে অধিক সম্মানিত	২৮৯
৩৫৫. মুসলিম ভাইকে দুচ্ছন্দজন করা যাবে না এবং প্রকৃত তাকওয়া অন্তরে	২৮৯
৩৫৬. আল্লাহ আমল দেখেন আকৃতি নয়	২৯০
৩৫৭. যেভাবে আয় করতে হবে	২৯০
৩৫৮. আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন	২৯০
৩৫৯. তাকওয়া যার কাছে চাই	২৯১
৩৬০. তাকওয়ার মধ্যে যেটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে	২৯১
৩৬১. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে	২৯১
১৬২. সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে	২৯২
৩৬৩. তাকওয়ার মূলে পৌঁছতে হলে সংশয়মুক্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করতে হবে	২৯২

২৮. পর্দা

৩৬৪. পর্দা পরিচয়	২৯২
৩৬৫. মু'মিন পুরুষের চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত	২৯৩
৩৬৬. মু'মিন নারীর চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত	২৯৩
৩৬৭. পর্দা মানুষকে সম্মানিত করে	২৯৪
৩৬৮. পর্দায় থাকার ফলাফল	২৯৪
৩৬৯. পর্দায় থাকার নির্দেশ	২৯৫
৩৭০. নারীর প্রতি কু দৃষ্টিতে তাকানো কঠিন গোনাহের কাজ	২৯৫
৩৭১. স্বীয় সন্তানদের ঘরে প্রবেশ করতেও অনুমতির প্রয়োজন	২৯৬
৩৭২. পর্দা না করার পরিণাম	২৯৬
৩৭৩. প্রথম দৃষ্টির জন্য গুনাহ নেই	২৯৬
৩৭৪. বৃদ্ধাদের সাবধানতা অবলম্বন	২৯৭
৩৭৫. সাজ-গোজ করে বের না হওয়ার নির্দেশ	২৯৭
৩৭৬. অন্ধের সাথেও পর্দা করতে হবে	২৯৮
৩৭৭. পুরুষ পুরুষের সাথে ও নারী নারীর সাথে মেলামেশার বিধান	২৯৮
৩৭৮. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা	২৯৯
৩৭৯. দেবর মৃত্যুর মতো ভয়ংকর	২৯৯

২৯. আনুগত্য

৩৮০. আনুগত্য পরিচিতি	৩০০
৩৮১. যার আনুগত্য করতে হবে	৩০০
৩৮২. আনুগত্য করার ফলাফল	৩০১
৩৮৩. আনুগত্য না করার পরিণতি	৩০২
৩৮৪. শাসকের আনুগত্য করা	৩০২
৩৮৫. যখন আনুগত্য করা যাবে না	৩০৩
৩৮৬. রাসূলের আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা	৩০৪
৩৮৭. কতিপয় জিনিসের উপর আনুগত্যের শপথ নেয়া	৩০৪

৩০. সবর বা ধৈর্য

৩৮৮. সবর পরিচিতি	৩০৫
৩৮৯. ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহর নির্দেশ	৩০৫
৩৯০. বিপদে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা	৩০৭
৩৯১. সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সবরকারী ছাড়া	৩০৭
৩৯২. সকল বিপদ পাশের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ	৩০৮
৩৯৩. যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর	৩০৮
৩৯৪. ধীনের উপর থাকা চরম ধৈর্যের পরিচয়	৩০৯
৩৯৫. আল্লাহই সবচেয়ে বড় সবরকারী	৩০৯

৩১. পরামর্শ

৩৯৬. পরামর্শ কি?	৩১০
৩৯৭. পরামর্শ করতে আল্লাহর নির্দেশ	৩১০
৩৯৮. মু'মিনদের কাজ পরামর্শভিত্তিক	৩১০
৩৯৯. পরামর্শভিত্তিক কাজের জন্য লজ্জিত হতে হয় না	৩১১
৪০০. পরামর্শ ছাড়া কারো দায়িত্বশীল (নেতা) হওয়া যাবে না	৩১১
৪০১. পরামর্শভিত্তিক কাজ মু'মিন সমাজের বৈশিষ্ট্য	৩১১
৪০২. রাসূল ﷺ পরামর্শ গ্রহণ করতেন	৩১২
৪০৩. তিনজন থেকে দুইজন আলাদা হয়ে পরামর্শ করা যাবে না	৩১২

৩২. সালাম

৪০৫. সালাম পরিচয়	৩১৩
৪০৬. সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা	৩১৩

৪০৭. সালামের উত্তম জবাব দেয়া	৩১৩
৪০৮. আগে সালাম পরে কালাম (কথা)	৩১৪
৪০৯. সালাম বিনিময় পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যম	৩১৪
৪১০. ইসলামের উত্তম কাজ হলো সালাম দেয়া	৩১৪
৪১১. ছোটরা বড়দের সালাম দেবে	৩১৫
৪১২. বড়রাও প্রয়োজনে (শিক্ষা দেয়ার জন্য) ছোটদের সালাম দেবে	৩১৫
৪১৩. এক মুসলমানের উপর আর এক মুসলমানের সালামের জবাব পাওয়া হক	৩১৫
৪১৪. যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম	৩১৬
৪১৫. গৃহে প্রবেশ করতে সালাম, বিদায় হতেও সালাম	৩১৬

৩৩. জ্ঞানার্জন

৪১৬. জ্ঞানার্জন করা	৩১৬
৪১৭. মুসলিমের প্রথম ফরয জ্ঞান অর্জন করা	৩১৭
৪১৮. জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন এক নয়	৩১৮
৪১৯. জ্ঞানী একটি দল অবশ্যই থাকা চাই	৩১৮
৪২০. জ্ঞানীরাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে	৩১৯
৪২১. জ্ঞানীরাই মর্যাদাবান	৩১৯
৪২২. জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে	৩২০
৪২৩. ইনতিকালের পরও তিনটি নেক আমল বিদ্যমান থাকে	৩২০
৪২৪. শুধুমাত্র দুটি বিষয়ই ঈর্ষা করা জায়েয	৩২১
৪২৫. সামান্য সময় জ্ঞানার্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত (নফল) করার চেয়েও উত্তম	৩২১
৪২৬. জ্ঞান অর্জন করা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ	৩২১
৪২৭. জ্ঞানের কথা বিজ্ঞ জনের হারানো সম্পদ	৩২২
৪২৮. জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরী	৩২২

৩৪. আল্লাহর উপর ভরসা

৪২৯. আল্লাহর উপর ভরসার পরিচয়	৩২৩
৪৩০. আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত	৩২৩
৪৩১. যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট	৩২৪
৪৩২. মুসা (আ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহর উপর ভরসাকারী	৩২৪
৪৩৩. ইয়াকুব (আ)-এর নির্দেশ	৩২৫

৪৩৪.	তাহাজ্জদ সময়ের বিশেষ দোয়া	৩২৫
৪৩৫.	ভরসাকারীরা নরম দিল সম্পন্ন	৩২৬
৩৩৬.	সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল	৩২৬
৪৩৭.	পরিশ্রম করার মাধ্যমেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে	৩২৭
৪৩৮.	আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতিদান	৩২৮
৪৩৯.	আল্লাহই উত্তম ভরসাস্থল	৩২৯

৩৫. ইহতিসাব

৪৪০.	গঠনমূলক সমালোচনার পরিচয়	৩২৯
৪৪১.	আল্লাহ সবকিছুর হিসাব নিবেন	৩২৯
৪৪২.	আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে মানুষের হক আদায় করতে হবে	৩৩০
৩৪৩.	এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভুল সংশোধন করে দেয়া উচিত	৩৩০
৪৪৪.	প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল	৩৩১

৩৬. ওয়াদা পালন

৪৪৫.	ওয়াদা পালন পরিচিত	৩৩১
৪৪৬.	আল্লাহর নির্দেশ প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা পালন করা	৩৩২
৪৪৭.	ওয়াদা পালনের জন্য রাসূলের ৩দিন একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা	৩৩২
৪৪৮.	ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকের আলামত	৩৩৩
৪৪৯.	খেল-তামাশায়ও ওয়াদা ভঙ্গ করা যায় না	৩৩৪
৪৫০.	যখন ওয়াদা ভঙ্গ করা যায়	৩৩৪

৩৭. সত্যবাদিতা

৪৫১.	সত্যবাদিতা কি	৩৩৫
৪৫২.	যে সত্যবাদিতা দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে	৩৩৫
৪৫৩.	আল্লাহর নির্দেশ সততা বা সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে	৩৩৫
৪৫৪.	আল্লাহই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী	৩৩৬
৪৫৫.	সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ	৩৩৬
৪৫৬.	সত্যবাদীদের গুণাবলি	৩৩৬
৪৫৭.	সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে	৩৩৬

৩৮. আমানতদারিতা

৪৫৮.	আমানতদারিতা কি	৩৩৭
৪৫৯.	আমানত যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে নির্দেশ	৩৩৭

৪৬০. খিয়ানত না করার নির্দেশ	৩৩৮
৪৬১. আমানতরক্ষা করা স্বীনদারিতার লক্ষণ	৩৩৮
৪৬২. আমানতের খিয়ানত করা ক্ষতির কারণ	৩৩৯

৩৯. বিনয় ও নম্রতা

৪৬৩. বিনয় ও নম্রতা কি	৩৩৯
৪৬৪. অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে	৩৩৯
৪৬৫. মু'মিনরা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী	৩৩৯
৪৬৬. রহমানের বান্দারা নম্র	৩৪০
৪৬৭. বিনয়ী ও নম্র হলে আল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন	৩৪১

৪০. কৃতজ্ঞতা

৪৬৮. কৃতজ্ঞতা পরিচিতি	৩৪২
৪৬৯. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও স্মরণ করেন	৩৪২
৪৭০. কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর পুরস্কার	৩৪২
৪৭১. যার জন্য আল্লাহ জান্নাতে ঘর তৈরি করেন	৩৪২
৪৭২. কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নিয়ামত বেড়ে যায়	৩৪৩
৪৭৩. কৃতজ্ঞতাসহকারে ভক্ষণ কর	৩৪৩
৪৭৪. নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করলে জাহান্নামে যাবে	৩৪৪
৪৭৫. মানুষেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে	৩৪৫

৪১. ন্যায়-ইনসাফ

৪৭৬. ন্যায়-ইনসাফ পরিচিতি	৩৪৫
৪৭৭. বিচার ফায়সালা ইনসাফের ভিত্তিতে করা ফরজ	৩৪৫
৪৭৮. কুরআনের খেলাফ বিচার করলে কাফের ও ফাসিক হবে	৩৪৬
৪৭৯. পিতামাতার বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দিতে হবে	৩৪৬
৪৮০. সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আয়শের নিচে স্থান পাবে তার মধ্যে ন্যায়বিচারক অন্যতম	৩৪৭
৪৮১. ন্যায় ইনসাফকারী জান্নাতে যাবে	৩৪৮
৪৮২. যে অবস্থায় ফয়সালা করা ঠিক নয়	৩৪৮

৪২. ক্বমা

৪৮৩. ক্বমা কি	৩৪৯
৪৮৪. ক্বমা একটি মহৎ গুণ	৩৪৯
৪৮৫. ক্বমাশীল আল্লাহর মাহবুব বান্দা	৩৫০
৪৮৬. ক্বমা আল্লাহর বিশেষ গুণ	৩৫০
৪৮৭. ক্বমা করার নির্দেশ	৩৫০
৪৮৮. রাসূল ﷺ কখনো নিজের জাতির জন্য প্রতিশোধ নেননি	৩৫০
৪৮৯. প্রতিশোধের ফলাফল অতি নিকৃষ্ট	৩৫১
৪৯০. ক্বমা করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়	৩৫১
৪৯১. প্রকৃত বীর যে	৩৫২
৪৯২. আর্থিক সামর্থ্যের আলোকে পোশাক-আশাক হওয়া উচিত	৩৫২

৪৩. যিকর

৪৯৩. যিকর পরিচিতি	৩৫৩
৪৯৪. আল্লাহ তায়ালা বান্দার খুব নিকটেই রয়েছেন	৩৫৩
৪৯৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে	৩৫৩
৪৯৬. আল্লাহর যিকিরে মুমিনের অন্তর ভীত হয়ে যায়	৩৫৩
৪৯৭. যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আসেন	৩৫৪
৪৯৮. যারা দাড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে	৩৫৪
৪৯৯. সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির করা	৩৫৫
৫০০. -এর ফজিলত سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ	৩৫৫
৫০১. -এর ফজিলত سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ	৩৫৫
৫০২. আল্লাহকে স্মরণ না করার পরিণতি	৩৫৬
৫০৩. কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত-আদায় অন্যতম যিকির	৩৫৬
৫০৪. অন্তরে যখন মরিচা পড়ে	৩৫৭
৫০৫. ঈমানের সুস্পষ্ট নিদর্শন	৩৫৭
৫০৬. আল্লাহকে স্মরণকারী ও গাফিলের মাঝে দৃষ্টান্ত	৩৫৮
৫০৭. যে আল্লাহর দিকে হেঁটে আসে আল্লাহ তার দিকে দ্রুত (হামাগুড়ি দিয়ে) আসেন	৩৫৮
৫০৮. গোপন যিকিরই উত্তম যিকির	৩৫৯

৪৪. তাওবা

৫০৯. তাওবা পরিচিতি	৩৫৯
৫১০. আদম (আ)-এর তাওবা	৩৬০
৫১১. নিজের উপর জুলুম করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন	৩৬০
৫১২. আল্লাহ ক্ষমার হাত প্রসারিত করে দিনে রাতের গুনাগারের জন্য আর রাতে প্রসারিত করেন দিনের গুনাগারের জন্য	৩৬১
৫১৩. কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে	৩৬২
৫১৪. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে	৩৬২
৫১৫. বনি আদমের উদর মাটি ছাড়া পূর্ণ হবে না	৩৬২
৫১৬. ক্ষমা চাওয়া ও পাওয়ার বিশেষ সময়	৩৬৩
৫১৭. গুনাহ করে তাওবা করলে আল্লাহ গুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব দেন	৩৬৩
৫১৮. গুনাহের পর তাওবা না করলে শাস্তি জাহান্নাম	৩৬৩
৫১৯. তাওবা করতে হবে একনিষ্ঠভাবে	৩৬৪
৫২০. গুনাহ করার সাথে সাথেই তাওবা হবে	৩৬৪
৫২১. রাসূল ﷺ দিনে সত্তর বারেরও বেশি তাওবা করতেন	৩৬৫
৫২২. তাওবা করলে আল্লাহ চরম খুশি হন	৩৬৫

৪৫. গর্ব-অহংকার

৫২৩. গর্ব-অহংকার পরিচয়	৩৬৬
৫২৪. আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না	৩৬৬
৫২৫. অহংকারীর আবাসস্থল জাহান্নাম	৩৬৭
৫২৬. অহংকার জাতির জন্য ধ্বংস	৩৬৮
৫২৭. অহংকারী ব্যক্তি বা জাতি উন্নাদ তুল্য	৩৬৮
৫২৮. অহংকারী জান্নাতে যেতে পারবে না	৩৬৮
৫২৯. টাখনু গিরার নিচে জামা পরিধান করা অহংকারের শামিল	৩৬৯
৫৩০. যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে সে ও জান্নাতে যাবে না	৩৭০
৫৩১. অহংকার একমাত্র আল্লাহর চাদর	৩৭১

৪৬. গীবত

৫৩২. গীবত পরিচয়	৩৭১
৫৩৩. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার তুল্য	৩৭১

৫৩৪.	আল্লাহ তায়ালা অপছন্দনীয় কথাকে অপছন্দ করেন	৩৭২
৫৩৫.	যাকে গীবত বলা হয়	৩৭২
৫৩৬.	গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক	৩৭৩
৫৩৭.	গীবতের কাফ্ফারা	৩৭৩
৫৩৮.	গীবত করলে নেক আমল মুছে যায়	৩৭৩
৫৩৯.	গীবতের কারণে কবরে বিশেষ আযাব	৩৭৪
৫৪০.	গীবতকারীকে রাসূল ﷺ জাহান্নামে দেখেছেন	৩৭৪
৫৪১.	গীবত বড় গুনাহ	৩৭৫
৫৪২.	কারো দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা ঈমানের দাবি	৩৭৫

৪৭. চোগলখোরী

৫৪৩.	চোগলখোরীর পরিচয়	৩৭৫
৫৪৪.	চোগলখোরদের স্থান জাহান্নাম	৩৭৬
৫৪৫.	চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না	৩৭৬
৫৪৬.	চোগলখুরী করতে নিষেধ	৩৭৭
৫৪৭.	চোগলখুরী বড় গুনাহ	৩৭৭
৫৪৮.	চোগলখুরী কী?	৩৭৭

৪৮. মিথ্যাচার

৫৪৯.	মিথ্যাচার পরিচিতি	৩৭৮
৫৫০.	সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ না করা	৩৭৮
৫৫১.	মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত	৩৭৮
৫৫২.	সত্য গোপন করা অথবা অপবাদ আরোপ করা মিথ্যার তুল্য	৩৭৮
৫৫৩.	মিথ্যা নির্মূল হবেই	৩৭৯
৫৫৪.	আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে বড় জুলুম	৩৭৯
৫৫৫.	কাউকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলাও জঘন্য অপরাধ	৩৭৯
৫৫৬.	সন্তানদের সাথেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়	৩৭৯
৫৫৭.	সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো মিথ্যা বলা	৩৮০
৫৫৮.	ছোট জিনিস হলো মিথ্যা ছাড়তে হবে	৩৮০
৫৫৯.	সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে	৩৮১
৫৬০.	সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি	৩৮১

৪৯. সুদ ও ঘুষ

৫৬১. সুদ ও ঘুষ-এর পরিচয়	৩৮২
৫৬২. বিচারকে উৎকোচ দিতে নিষেধ	৩৮২
৫৬৩. যারা সুদ খায় তারা শয়তান কর্তৃক উন্মাদ তুল্য	৩৮২
৫৬৪. আল্লাহ সুদকে নিষিদ্ধ করেন এর দানকে বৃদ্ধি করেন	৩৮৩
৫৬৫. চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ	৩৮৩
৫৬৬. সুদ খাওয়ার পরিণতি	৩৮৩
৫৬৭. কোন কাজের সুপারিশ করে বিনিময় নিলে তা সুদতুল্য	৩৮৪
৫৬৮. সুদ খাওয়া ছেড়ে দাও নয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ কর	৩৮৪
৫৬৯. সুদদাতা ও গ্রহীতা সবার প্রতি শান্নাত	৩৮৪
৫৭০. জেনা-ব্যভিচার ও সুদ-ঘুষ সমাজের অবক্ষয়ের কারণ	৩৮৫
৫৭১. ঋণের পরিবর্তে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করা সুদ তুল্য	৩৮৫
৫৭২. সুদের সবচেয়ে ছোট গুনাহ মায়ের সাথে যেনা করা	৩৮৬
৫৭৩. সুদখোরের উপর রাসূলের লানত	৩৮৬
৫৭৪. সরকারী কর্মকর্তার ঘুষ নেওয়া হারাম	৩৮৬
৫৭৫. সরকারী মাল আত্মসাৎকারীর করুণ পরিণতি	৩৮৮

৫০. কৃপণতা

৬৭৬. কৃপণতার পরিচয়	৩৮৮
৫৭৭. কৃপণতা করে অর্জিত সম্পদই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ	৩৮৮
৫৭৮. যারা কৃপণতা করে তারা পরমুখাপেক্ষী	৩৮৮
৫৭৯. আল্লাহ তায়ালা কৃপণ ব্যক্তি থেকে মুক্ত	৩৮৯
৫৮০. কৃপণতা ও বদ স্বভাব মুমিনের স্বভাব নয়	৩৮৯
৫৮১. কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না	৩৮৯

৫১. অপচয় ও অপব্যয়

৫৮২. অপচয় ও অপব্যয় পরিচয়	৩৯০
৫৮৩. অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই	৩৯০
৫৮৪. যারা কৃপণতা করে না তারা মধ্যমপন্থী	৩৯০
৫৮৫. অপচয় করা অপছন্দনীয় কাজ	৩৯০
৫৮৬. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস অপচয়ের শামিল	৩৯১

৫২. মদ, জুয়া ও লটারীয় কুকল

৫৮৭. মদ, জুয়া ও লটারী কি	৩৯১
৫৮৮. মদ জুয়া ও লটারী নিষেধ	৩৯১
৫৮৯. মদ, জুয়া ও লটারী শয়তানের কাজ	৩৯২
৫৯০. মদ জুয়ার প্রতি শয়তান আহ্বান জানায়	৩৯২
৫৯১. দুনিয়াতে মদ পানকারী আশ্বেরাতের সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত	৩৯২
৫৯২. মদের আধিক্য হওয়া কিয়ামতের আলামত	৩৯৩
৫৯৩. মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির উপর লা'নত	৩৯৩

৫৩. মুনাফিকের চরিত্র

৫৯৪. মুনাফিকের পরিচয়	৩৯৩
৫৯৫. মুনাফিকদের	৩৯৪
৫৯৬. মুনাফিকরা একে অপরের অংশ বিশেষ	৩৯৪
৫৯৭. মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ জয় করতে চায় না	৩৯৪
৫৯৮. মুনাফিকের নিকৃষ্ট উদাহরণ	৩৯৫
৫৯৯. কুরআনে মুনাফিকের আলামত	৩৯৫
৬০০. মুনাফিকের দুটি মুখ	৩৯৬
৬০১. মুনাফিকের ৩টি আলামত	৩৯৬
৬০২. ষাঁটি মুনাফিক	৩৯৭
৬০৩. মুনাফিকের চারটি আলামত	৩৯৭
৬০৪. মুনাফিকের পরিণতি	৩৯৮
৬০৫. মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	৩৯৮
৬০৬. মুনাফিকের মধ্যে দুটি স্বভাব থাকতে পারে না	৩৯৮

৫৪. আত্মহত্যা

৬০৭. আত্মহত্যা কি	৩৯৯
৬০৮. আত্মহত্যা না করার নির্দেশ	৩৯৯
৬০৯. আত্মহত্যা করার পরিণাম	৪০০

৫৫. পবিত্রতা

৬১০. পবিত্রতা কি	৪০১
৬১১. আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালোবাসেন।	৪০১

৬১২. কুরআন স্পর্শের পূর্ব শর্ত পবিত্রতা	৪০১
৬১৩. পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ	৪০১
৬১৪. ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা	৪০২
৬১৫. অপবিত্রতার জন্য কঠিন শাস্তি	৪০২

৫৬. ওয়ু

৬১৬. ওয়ু কি	৪০৩
৬১৭. ওয়ুর চার ফরয	৪০৩
৬১৮. ওয়ুর ফযীলত	৪০৪
৬১৯. ওয়ু ছাড়া সালাত হবে না	৪০৪
৬২০. ওয়ুর কারণে গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে	৪০৪

৫৭. গোসল

৬২১. গোসল কি	৪০৫
৬২২. গোসলের বিধান	৪০৫
৬২৩. যখন গোসল ফরয হয়	৪০৬
৬২৪. মহিলাদের ফরয গোসল	৪০৭
৬২৫. স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান	৪০৭
৬২৬. ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস	৪০৭

৫৮. তায়াম্মুম

৬২৭. তায়াম্মুম কি	৪০৮
৬২৮. তায়াম্মুমের বিধান ও তায়াম্মুম যখন করবে	৪০৮
৬২৯. তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ	৪০৮
৬৩০. ১০ বছর পর্যন্তও তায়াম্মুম করা যাবে	৪০৯

৫৯. মিসওয়াকের গুরুত্ব

৬৩১. মিসওয়াকের পরিচয়	৪০৯
৬৩২. মিসওয়াকের গুরুত্ব	৪১০
৬৩৩. রাসূল ﷺ গৃহে প্রবেশ করেই মিসওয়াক করতেন	৪১০
৬৩৪. রাসূল ﷺ শেষ রাতে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন	৪১০

৬০. পিতা-মাতার অধিকার

৬৩৫. পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করা	৪১১
৬৩৬. সন্তানের দুধ ছাড়াতে সময় লাগে ৩০ মাস	৪১১
৬৩৭. পিতামাতার উদ্দেশ্যে উহ্ পর্যন্তও না বলা	৪১২
৬৩৮. তিনটি কাজ হারাম ও তিনটি অপছন্দীয়	৪১২
৬৩৯. মাতা-পিতার আনুগত্য যখন করা যাবে না	৪১৩
৬৪০. মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত	৪১৩
৬৪১. পিতামাতাকে দান করা	৪১৩
৬৪২. পিতামাতার জন্য দোয়া করা	৪১৪
৬৪৩. রাসূল ﷺ-এর হতভাগা বলেছেন	৪১৪
৬৪৪. মায়ের প্রতি সন্তানের হক বেশি	৪১৪
৬৪৫. পিতার খেদমত হচ্ছে বড় জিহাদ	৪১৫
৬৪৬. পিতা-মাতার প্রতি লানত করা কবীরা গুনাহ	৪১৫
৬৪৭. পিতামাতা হচ্ছে সন্তানের বেহেশত ও দোষখ	৪১৬
৬৪৮. দুধ মা হালিমার সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ	৪১৬
৬৪৯. পিতামাতা কাফির হলেও তাদের সম্মান করতে হবে	৪১৭
৬৫০. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়	৪১৭

৬১. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

৬৫১. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা ফরজ	৪১৮
৬৫২. মুমিনদের জন্য নবীর স্ত্রীরা মাতৃতুল্য	৪১৯
৬৫৩. আত্মীয়-স্বজনকে আদ্বাহর ভয় দেখানো	৪১৯
৬৫৪. নিকট আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা	৪১৯
৬৫৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা	৪১৯
৬৫৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে	৪২০
৬৫৭. আত্মীয়ের সাথে সছাবহারের উপকারিতা	৪২০
৬৫৮. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক নয়	৪২০
৬৫৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আদ্বাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন	৪২১
৬৬০. আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও নিজে সম্পর্ক বজায় রাখবে	৪২১

৬২. প্রতিবেশীর অধিকার

৬৬১. প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে আত্মাহর নির্দেশ	৪২২
৬৬২. প্রতিবেশীর হক আদায়ের জিব্রাইল (আ)-এর ওসিয়াত	৪২২
৬৬৩. প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা ঠিক নয়	৪২৩
৬৬৪. মুখের ভাষা ছাড়াও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব	৪২৩
৬৬৫. সৌভাগ্যের তিনটি জিনিস	৪২৪
৬৬৬. প্রতিবেশীর খোজ-খবর নেয়া	৪২৪
৬৬৭. নিকটবর্তী প্রতিবেশীই বেশি হকদার	৪২৪
৬৬৮. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের হিসাব হবে	৪২৪
৬৬৯. তরকারীতে পানি বেশি দিবে প্রতিবেশীর জন্য	৪২৫
৬৭০. প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো হওয়া	৪২৫
৬৭১. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী জাহান্নামী	৪২৬

৬৩. নারীর অধিকার

৬৭২. নারীর অধিকার প্রদানে আত্মাহর নির্দেশ	৪২৬
৬৭৩. নারীর মোহরানা আদায় কর	৪২৭
৬৭৪. নারীর আয় নারীর জন্য পুরুষের আয়া পুরুষের জন্য	৪২৭
৬৭৫. নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক স্বরূপ	৪২৭
৬৭৬. নারী-পুরুষ সমান অধিকার	৪২৮
৬৭৭. পরিবার-পরিজনের প্রতি সদয় হওয়া	৪২৮
৬৭৮. পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রধান্য না দেয়া	৪২৯
৬৭৯. কন্যা সন্তানের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত	৪৩০
৬৮০. স্ত্রীর বিশেষ অধিকার	৪৩১
৬৮১. স্বীমার গুরুত্ব	৪৩১

৬৪. শ্রমিকের অধিকার

৬৮২. মূসা (আ) যখন শ্রমিক নিযুক্ত হলেন	৪৩২
৬৮৩. শ্রমিকের সঙ্গে ভালো আচরণ করা	৪৩২
৬৮৪. নিজের যা খাবে ও পড়বে শ্রমিককেও তাই দিবে	৪৩৩
৬৮৫. সাধ্যের অতিরিক্ত বোকা দেয়া যাবে না	৪৩৩
৬৮৬. চাকর বা খাদেমকে সাথে খাওয়াবে	৪৩৩
৬৮৭. শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না	৪৩৪

৬৮৮. রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ অসিয়াত সালাত ও দাস-দাসী সম্পর্কে	৪৩৪
৬৮৯. সকল মানুষের মর্যাদা এক নয়	৪৩৪
৬৯০. শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে	৪৩৫
৬৯১. কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর বির্তক	৪৩৫
৬৯২. দাউদ (আ)-এর খাবারের আয়োজন	৪৩৬

৬৫. অমুসলিমদের অধিকার

৬৯৩. কাফিরদের সাথে অনর্থক বাক-বিতণ্ডা করা ঠিক নয়	৪৩৬
৬৯৪. কাফিরদের প্রয়োজনে আশ্রয় দেয়া অনুচিত নয়	৪৩৭
৬৯৫. প্রয়োজনে কাফিরদের সাথে সন্ধি করা	৪৩৭
৬৯৬. অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করা বেআইনি	৪৩৮
৬৯৭. বন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত	৪৩৮

৬৬. ইয়াতীমের অধিকার

৬৯৮. ইয়াতীমের পরিচয়	৪৩৯
৬৯৯. ইয়াতীমের মাল চল-চাতুরী করে ভক্ষণ করা জায়েয নয়	৪৩৯
৭০০. ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনে খাওয়া যাবে	৪৩৯
৭০১. যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আন্তনই ভক্ষণ করে	৪৪০
৭০২. ইয়াতীমরা তোমাদের ভাই	৪৪০
৭০৩. ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করো	৪৪০
৭০৪. ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করো	৪৪০
৭০৫. ইয়াতীমদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিও না	৪৪১
৭০৬. সাতটি ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাক	৪৪১
৭০৭. ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতো	৪৪২

৬৭. খিলাফত

৭০৮. পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ	৪৪২
৭০৯. প্রতিনিধির দায়িত্ব	৪৪৩
৭১০. প্রজাদের দায়িত্ব	৪৪৪
৭১১. প্রতিনিধি প্রেরণের কারণ	৪৪৪
৭১২. দাউদ (আ) কর্তৃক প্রতিনিধি নিযুক্ত	৪৪৫
৭১৩. প্রতিনিধির জীবিকার ব্যবস্থা	৪৪৫

৭১৪. যিনি প্রতিনিধি বানিয়েছেন	৪৪৫
৭১৫. প্রতিনিধি নির্বাচন	৪৪৬

৬৮. ইসলামী রাজনীতি বা ধর্মীয় রাজনীতি

৭১৬. কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান	৪৪৭
৭১৭. আল্লাহর অবাধ্যতায় বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যু শ্রেয়	৪৪৭
৭১৮. সৃষ্টি যার ছকুমত তার	৪৪৮
৭১৯. আল্লাহই হলেন রাজাধিরাজ	৪৪৯
৭২০. পৃথিবী যিনি (আল্লাহ) পরিচালনা করেন	৪৪৯
৭২১. যিনি ক্ষমতাবান	৪৪৯
৭২২. পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণের কারণ	৪৪৯

৬৯. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি

৭২৩. পররাষ্ট্র নীতিমালা	৪৫০
৭২৪. পররাষ্ট্রনীতি যেমন হওয়া উচিত	৪৫১
৭২৫. নিরাপদ অশ্রয় দান	৪৫৩
৭২৬. যাদের সাথে সন্ধি করা যাবে	৪৫৩
৭২৭. সাহায্য করার নীতিমালা	৪৫৩
৭২৮. রাসূল ﷺ-এর পররাষ্ট্রনীতি	৪৫৪

৭০. ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা

৭২৯. বিচার ব্যবস্থার বিধান	৪৫৫
৭৩০. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়	৪৫৬
৭৩১. বিচারের স্বাক্ষ্যদান	৪৫৭
৭৩২. বাদী ও বিবাদী উভয় উপস্থিত থাকবে বিচারকের সামনে	৪৫৭
৭৩৩. বিচারকের দায়িত্ব প্রবৃদ্ধির অনুসরণ করা যাবে না	৪৫৭
৭৩৪. ন্যায় বিচারকের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দোয়া	৪৫৮
৭৩৫. বিচারকদের বিচারক	৪৫৮
৭৩৬. মন্দ বিচারকের পরিণাম	৪৫৮
৭৩৭. তিন বিচারকের ২ জনই জাহান্নামের যাবে	৪৫৯

৭১. ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৭৩৮. অর্থনীতির নীতিমালা	৪৫৯
৭৩৯. বিচারককে ঘোষ দেয়া যাবে না	৪৬০
৭৪০. গরীবদের কষ্ট হয় ধনীদের বখিলী আচরণের কারণে	৪৬০
৭৪১. অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করার পরিণতি	৪৬১
৭৪২. যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হবে দায়িত্বশীলের দায়িত্বে	৪৬১
৭৪৩. যে ধরনের ব্যবসা করা উচিত	৪৬১
৭৪৪. ধন-সম্পদ দ্বারা পরকালের গৃহ বানানো উচিত এবং দুনিয়ার অংশ ভুলে যাওয়া যাবে না	৪৬২
৭৪৫. অন্যেরা জুলুম করলেও নিজে জুলুম করবে না	৪৬২
৭৪৬. সকল নবী-রাসূল ছাগল চড়িয়েছেন	৪৬২
৭৪৭. ভিক্ষা না করে প্রয়োজনে বোঝা বহন করতে হবে	৪৬৩
৭৪৮. ভিক্ষা করার করণ পরিণাম	৪৬৩

৭২. ইসলামে হালাল-হারাম

৭৪৯. হালাল ভক্ষণ করার নির্দেশ	৪৬৪
৭৫০. হালাল রিজিক অন্বেষণ করা বড় ফরজ	৪৬৪
৭৫১. বিশেষ যে জিনিস হারাম	৪৬৪
৭৫২. আয়-রোজগারে হালাল-হারামের তোয়াক্বা করা দরকার	৪৬৫
৭৫৩. হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা আবশ্যিক	৪৬৫
৭৫৪. এমন চুক্তি বৈধ নয় যা দ্বারা হালাল হারাম মিশ্রিত হয়ে যায়	৪৬৫
৭৫৫. নিজ হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য	৪৬৬
৭৫৬. হারাম খাদ্য দ্বারা অর্জিত দেহ জাহান্নামে যাবে	৪৬৬
৭৫৭. হারাম পথে অর্জিত সম্পদ জাহান্নামের পার্থেয়	৪৬৬
৭৫৮. হারাম পথে অর্জিত খাদ্য-পানীয়, পোশাক ও শরীর নিয়ে দোয়া করা সত্ত্বেও সে দোয়া কবুল করা হবে না	৪৬৭

৭৩. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

৭৫৯. ইসলামী সরকারের মৌলিক ৪টি দায়িত্ব	৪৬৮
৭৬০. যার নির্দেশ মান্য করতে হবে	৪৬৯
৭৬১. দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম	৪৬৯
৭৬২. দায়িত্বশীলের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম	৪৬৯

৭৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

৭৬৩. ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণাম	৪৭০
৭৬৪. ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়	৪৭০
৭৬৫. যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না	৪৭১
৭৬৬. যার যার পথ ও কর্ম তার তা পরিণাম	৪৭১
৭৬৭. ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই	৪৭১

৭৫. বিবাহ

৭৬৮. সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ করার নির্দেশ	৪৭২
৭৬৯. বিবাহের সামর্থ্য না আসা পর্যন্ত সংযম অবলম্বন করবে	৪৭২
৭৭০. সামর্থ্য থাকলে একাধিক বিবাহ করা যাবে	৪৭৩
৭৭১. নারী-পুরুষের ভালোবাসা আল্লাহ প্রদত্ত এবং স্বামী ও স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে	৪৭৩
৭৭২. একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমতা বিধান রাখার বিধান	৪৭৩
৭৭৩. বিবাহের উপকারিতা	৪৭৪
৭৭৪. আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন	৪৭৪
৭৭৫. মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা উচিত	৪৭৪
৭৭৬. নেককার স্ত্রী হলো সর্বোত্তম সম্পদ	৪৭৫
৭৭৭. বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত	৪৭৫
৭৭৮. ৪টি কাজ সকল রাসূলের সুন্নাত	৪৭৫
৭৭৯. জাঁকজমকহীন বিয়েতেই বরকত নিহিত	৪৭৬

৭৬. বিবাহের মহর

৭৮০. মহরানা আদায় করা ফরয	৪৭৬
৭৮১. যে মহরানা না দিয়ে অবৈধভাবে লালসা পূরণ করে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে	৪৭৭
৭৮২. সবচেয়ে বড় চুক্তি হল মোহরানা আদায় করার চুক্তি	৪৭৭
৭৮৩. মহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সমঝোতায় আসা	৪৭৭
৭৮৪. তালাকের সময়েও মহরানা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়	৪৭৮
৭৮৫. আদায়যোগ্য মহরানা নির্ধারণ করা উচিত	৪৭৮

৭৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ

৭৮৬. সকলের রিথিকের মালিক আল্লাহ	৪৭৯
৭৮৭. দারিদ্র্যতার ভয়ে সন্তান হত্যা বৈধ নয়	৪৭৯
৭৮৮. রিথিকের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে	৪৮০
৭৮৯. যারা আগমন করবে তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব নয়	৪৮০
৭৯০. মানসম্মত অধিক সন্তান নিতে রাসূলের উৎসাহ	৪৮১
৭৯১. আয়ল করা	৪৮১

৭৮. যিনা-ব্যভিচার

৭৯২. যিনা একটি অশ্রীল কাজ	৪৮২
৭৯৩. যিনাকারীকে একশ বেআঘাত মারা	৪৮২
৭৯৪. যিনাকারীর সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না	৪৮২
৭৯৫. যিনা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাসূলের হাতে বাইয়াত	৪৮৩
৭৯৬. সাতটি বিশেষ পাপের অন্যতম হলো যিনা	৪৮৩

৭৯. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

৭৯৭. ঈমানের পরীক্ষা	৪৮৪
৭৯৮. আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করা	৪৮৫
৭৯৯. অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে	৪৮৫
৮০০ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্যই	৪৮৬
৮০১. যত বড় মুমিন যে তত বড় পরীক্ষার সম্মুখীন	৪৮৬
৮০২. ঈমান রক্ষা করা জুলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত	৪৮৭
৮০৩. আল্লাহর অনুমতিতেই সবকিছু সংঘটিত হয়	৪৮৭
৮০৪. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ	৪৮৮
৮০৫. হারানো জিনিস নিয়ে দুঃখ করা ঠিক নয়	৪৮৮
৮০৬. যে রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে দরিদ্রতা তার দিকে দ্রুত আসে	৪৮৮
৮০৭. যত বিপদ-আপদ তত গুনাহ মাফ	৪৮৯

৮০. বিশ্বুদ্ধ নিয়ত

৮০৮. উচ্চমানের চিন্তা-চেষ্টনা থাকা উচিত	৪৮৯
৮০৯. মানুষ যা চায় তা পায়	৪৯০
৮১০. অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই	৪৯০

৮১১. যে পরকাল চায় সে পরকাল পায়	৪৯০
৮১২. যে দুনিয়া চায় সে দুনিয়া পাবে	৪৯০
৮১৩. আল্লাহ শুধু অন্তর দেখেন	৪৯১
৮১৪. নেক কাজের নিয়াতেই নেকি আর গুনাহের কাজ না করা পর্যন্ত কোন গুনাহ নেই	৪৯১
৮১৫. বাহ্যিকভাবে মানুষ ভাল করলে ভাল আর অন্তরের বিষয় আল্লাহর নিকট	৪৯২

৮১. সন্ত্রাসবাদ

৮১৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা পুরো জাতিকে হত্যার সামিল	৪৯৩
৮১৭. যে কাউকে হত্যা করলে সে চরিকাল জাহান্নামী	৪৯৩
৮১৮. ধ্বংসের কাজের দিকে বিন্দুমাত্রও যাওয়া যাবে না	৪৯৪
৮১৯. জালিম ও বিদ্রোহীরাই অপরাধী	৪৯৪
৮২০. সামান্য জমিও জ্বর দখলকারীর করুণ পরিণাম	৪৯৪
৮২১. যার জিহবা ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ কবল সেই মুসলিম	৪৯৪
৮২২. দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করা গুরুতর পাপ	৪৯৫
৮২৩. সন্ত্রাসীদের কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে	৪৯৫

৮২. ইসলামে নির্বাচন

৮২৪. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি	৪৯৬
৬২৫. আল্লাহ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন	৪৯৬
৮২৬. যথাযথ স্থানে ভোট প্রদান করতে হবে	৪৯৬
৮২৭. ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষিত নেতা	৪৯৬
৮২৮. তিনজন হলেও একজন আমীর বানিয়ে নাও	৪৯৭
৮২৯. প্রকৃত মুমিনরা দায়িত্বশীল হতে চায় না	৪৯৭
৮৩০. নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া যায় না	৪৯৭

৮৩. তাসাউফ-তায়কিয়ায়ে নাফস/আত্মশুদ্ধি

৮৩১. নিজেকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব	৪৯৮
৮৩৩. যাকাত দেয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধি অর্জন	৪৯৯

৮৩৪. রাসূল প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য	৪৯৯
৮৩৫. ভালো মানুষের বেশ ধারণ করলেই ভালো হওয়া যায় না	৪৯৯

৮৪. ইসলামী ছাত্রসংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচি

৮৩৬. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	৫০০
৮৩৭. আল কুরআন	৫০০
৮৩৮. আল হাদীস	৫০১
প্রথম দফা : দাওয়াত	
৮৩৯. আল কুরআন	৫০২
৮৪০. আল হাদীস	৫০৩
দ্বিতীয় দফা : সংগঠন	
৮৪১. আল কুরআন	৫০৫
৮৪২. আল হাদীস	৫০৬
তৃতীয় দফা : প্রশিক্ষণ	
৮৪৩. আল কুরআন	৫০৭
৮৪৪. আল হাদীস	৫০৮
চতুর্থ দফা : ইসলামী শিক্ষা ও ছাত্র সমস্যা	
৮৪৫. আল কুরআন	৫১০
৮৪৬. আল হাদীস	৫১১
পঞ্চম দফা : ইসলামী বিপ্লব	
৮৪৭. আল কুরআন	৫১২
৮৪৮. আল হাদীস	৫১৪

৮৫. বিশেষ আলোচনা

৮৫০. ইসলামী আন্দোলনের ৩ দফা দাওয়াত ও ৪ দফা কর্মসূচি	৫১৫
৮৫১. কালোমার এ বিপ্লবী দাওয়াতকেই ইসলামী আন্দোলন নিম্নরূপ ৩টি দফায় প্রকাশ করে	৫১৫
৮৫২. বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা কর্মসূচি	৫১৬
৮৫৩. ১ম দফা : দাওয়াত	৫১৬
১. একমাত্র রব বা প্রতিপালক	৫১৭

২.	স্থায়ী গুণের একমাত্র অধিকারী	৫১৮
	ক. خَالِقٌ বা সৃষ্টিকর্তা	৫১৯
	খ. رَزَّازٌ বা রিযিকদাতা	৫২০
১.	সামাজিক উদ্দেশ্য	৫২১
২.	ভালোবাসা উদ্দেশ্য	৫২১
৩.	শুকরিয়া প্রাপ্তি উদ্দেশ্য	৫২১
	গ. مَالِكٌ বা মালিক	৫২২
	ঘ. مَكْنَمٌ বা বিধানদাতা	৫২৫
৩.	একমাত্র উপাস্য	৫২৬
৮৫৪.	২য় দফা (দাওয়াত)	৫৩০
	২য় দফা দাওয়াতের ১ম দিক	৫৩২
	২য় দফা দাওয়াতের দ্বিতীয় দিক	৫৩২
৮৫৫.	৩য় দফা (দাওয়াত)	
৮৫৬.	১ম দফা কর্মসূচি : দাওয়াত ও তাবলীগ (চিন্তার পরিচিতি ও পূর্ণগঠন)	৫৩৬
১.	ব্যক্তিগত যোগাযোগ	৫৩৬
২.	গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ	৫৩৭
৩.	প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ	৫৩৭
৪.	ইসলামী সাহিত্য বিতরণ	৫৩৭
৫.	বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা	৫৩৭
৬.	বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়	৫৩৮
৭.	পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং	৫৩৮
৮.	মাসিক সাধারণ সভা	৫৩৮
৯.	দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল	৫৩৮
১০.	দাওয়াতী ইউনিট গঠন	৫৩৯
১১.	আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ	৫৩৯
১২.	সিরাতুননবী ﷺ মাহফিল	৫৩৯
১৩.	ইসলামী দিবস পালন	৫৩৯
১৪.	আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল	৫৩৯
১৫.	মসজিদভিত্তিক দাওয়াতি কাজ ও সংগঠিতকরণ	৫৪০
১৬.	প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ ব্যবহার	৫৪০

১৭.	সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সৃষ্টি	৫৪০
১৮.	পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ	৫৪০
১৯.	দাওয়াতী সঙ্গহ পালন ও দাওয়াতী অভিযান	৫৪০
২০.	জুম'আর বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা	৫৪০
২১.	দাওয়াতী চিঠি	৫৪১
২২.	দাওয়াতী বই উপহার প্রদান	৫৪১
২৩.	ইফতার মাহফিল	৫৪১
২৪.	সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম	৫৪১
২৫.	চা-চক্র ও বনভোজন	৫৪১
২৬.	হামদ ও নাত ইত্যাদি চর্চা	৫৪১
২৭.	বর্তমান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার	৫৪১
২৮.	দাওয়াতী ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশনা	৫৪১
২৯.	প্রদর্শনী	৫৪১
৩০.	মিছিল	৫৪১
৮৫৭.	২য় দফা কর্মসূচি : তানযীম ও ভারবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)	
	এ দফায় প্রধানত দুটো দিক রয়েছে	৫৪৩
১.	সংগঠন	৫৪৩
২.	প্রশিক্ষণ	৫৪৩
১.	সংগঠন	৫৪৩
1.	ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ	৫৪৪
11.	মুহাসাবা	৫৪৫
২.	প্রশিক্ষণ (ভারবিয়াত)	৫৪৫
১.	সামষ্টিক পাঠ	৫৪৬
২.	পাঠচক্র	৫৪৭
৩.	শববেদারী	৫৪৮
৪.	শিক্ষা শিবির	৫৪৯
৫.	বক্তৃতা অনুশীলন	৫৪৯
৬.	আত্মসমালোচনা	৫৪৯
৮৫৮.	৩য় দফা কর্মসূচি : ইছলাহে মুম্মাশারা	৫৪৯
১.	সামাজিক সংশোধন	৫৫০
ক.	প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ	৫৫০

১.	সকল জাহেলী চিন্তা দূর করা	৫৫০
২.	ইবাদত হবে একমাত্র মাধ্যম	৫৫১
৩.	যবেহ হবে আল্লাহর নামে	৫৫৪
৪.	সুপারিশের ব্যাপার	৫৫৪
৫.	আল্লাহ ছাড়া অনিষ্টকারী বা কল্যাণকারী কেউ নেই	৫৫৫
৬.	আল্লাহ ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে কু-ধারণার অপনোদন	৫৫৫
৭.	গাইরুল্লাহর নামে কসম	৫৫৬
৮.	বরকত গ্রহণ হবে আল্লাহর নামে	৫৫৭
৯.	গর্ববোধ হবে বৈধ বিষয় নিয়ে	৫৫৭
১০.	বিড়ি সিগারেট (ধূমপান)	৫৫৭
১১.	মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান চালু	৫৫৮
১.	বিবাহ	৫৫৮
২.	প্রচলিত গুরশ	৫৫৯
৩.	খাতনা দিবস পালন	৫৫৯
খ.	অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন	৫৬০
১.	প্রিন্টমিডিয়া	৫৬০
২.	ইলেকট্রনিকমিডিয়া, রেডিও-টেলিভিশন ও সিনেমা-ভিসি আর	৫৬০
৩.	দুঃস্থ মানবতার সেবা	৫৬১
১.	পরস্পর দয়র্দ্র হওয়া	৫৬১
২.	অন্যের প্রতি ইহসান করা	৫৬২
৩.	ক্ষমা করা	৫৬২
৪.	ভালো এবং কল্যাণের পথে আহ্বান করা এবং খারাপ থেকে বিরত রাখা	৫৬২
৫.	তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা	৫৬২
৬.	কর্মে হাসানা প্রদান	৫৬২
৭.	রুগীর সেবা করা, জানাযা দেয়া ইত্যাদি	৫৬৩
৮৫৯.	৪র্থ দফা কর্মসূচি : ইছলাহে হুকুমাত	৫৬৩
১.	পারিবারিক বিধান	৫৬৪
২.	সামাজিক বিধান	৫৬৪
১.	সবাই ভাই ভাই	৫৬৫
২.	তারা ত্যাগী হবে	৫৬৫
৩.	বিদ্রূপ রহিত হবে	৫৬৫
৪.	নিন্দা হবে পরিত্যাজ্য	৫৬৫

৫.	পরস্পর কল্যাণকামী হবে	৫৬৫
৩.	অর্থনৈতিক বিধান	৫৬৬
১.	রোজগার হালাল হতে হবে	৫৬৬
২.	ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় :	৫৬৬
৩.	বৈধ প্রত্যেকটি পছা প্রত্যেকের জন্য উনুজ	৫৬৬
৪.	ব্যবসায় ধোকা পরিত্যাজ্য	৫৬৬
৫.	সুদ হারাম	৫৬৬
৬.	ধনীদের সম্পদে অভাবীদের হক আছে	৫৬৬
৪.	রাষ্ট্রীয় বিধান	৫৬৭
১.	আল্লাহর রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য কয়েকটি দিক	৫৬৭
২.	রাসূলের অনুপস্থিতিতে খলিফা	৫৬৭
৩.	খলিফা ও জনতার মধ্যে সম্পর্ক হবে অত্যন্ত কোমল	৫৬৭
৪.	ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের গুরুত্ব	৫৬৮
৫.	ন্যায় প্রতিষ্ঠা	৫৬৮
৬.	আইন ব্যবস্থা	৫৬৮

৮৬. মাসয়ালা-মাসায়েল

৮৬০	তাইয়াস্বুমের ফরয : তাইয়াস্বুমে তিন ফরয	৫৬৯
৮৬১.	গোসলের ফরয : গোসলে তিন ফরয	৫৬৯
৮৬২.	অযুর ফরয : অযুতে চার ফরয	৫৬৯
৮৬৩.	অযু করার সূনাত তরীকা	৫৭০
৮৬৪.	অযু ভঙ্গের কারণ : অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি	৫৭০
৮৬৪.	নামাযের ফরয : সালাতের বাহিরে এবং ভিতরে তের ফরয ।	৫৭০
	সালাতের বাহিরে সাত ফরয	
	সালাতের ভিতরে ছয় ফরয	
৮৬৫.	সালাতের ওয়াজিব : সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি	৫৭১
৮৬৬.	সালাতে সূনাতে মুয়াক্কাদা বারটি	৫৭২
৮৬৭.	সালাত ভঙ্গের কারণ : সালাত ভঙ্গের কারণ উনিশটি	৫৭২
৮৬৮.	রোযা ভঙ্গের কারণ	৫৭৩
৮৬৯.	যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে ʾفَسَا ʾ وَ ʾكَفَّارَةٌ ʾ উভয়ই ওয়াজিব হয়	৫৭৩
৮৭০.	যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু ʾفَسَا ʾ ওয়াজিব হয়	৫৭৩
৮৭১.	রোযার কাফফারার পরিচয়	৫৭৪

হজ্জের আহকাম

৮৭২. হজ্জের ফরয তিনটি	৫৭৪
৮৭৩. হজ্জের ওয়াজিবসমূহ	৫৭৪
৮৭৪. হজ্জের সনাতসমূহ	৫৭৪

৮৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলﷺ-এর শেখানো দৈনন্দিন দু'আসমূহ

৮৭৫. হালাল উপার্জনের দু'আ	৫৭৫
৮৭৬. নিদ্রা যাওয়ার দু'আ	৫৭৬
৮৭৭. নিদ্রা থেকে উঠার পর দু'আ	৫৭৬
৮৭৮. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ	৫৭৬
৮৭৯. ইস্তিন্জার পরের দু'আ (বের হওয়ার দু'আ)	৫৭৬
৮৮০. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ	৫৭৬
৮৮১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ	৫৭৭
৮৮২. মসজিদে যাওয়ার সময়ের দোয়া	৫৭৭
৮৮৩. খাবার শুরু করার দু'আ	৫৭৭
৮৮৪. খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে খাবারের মাঝে পড়ার দু'আ	৫৭৭
৮৮৫. খাবার শেষ করে দু'আ	৫৭৭
৮৮৬. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ	৫৭৭
৮৮৭. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ	৫৭৮
৮৮৮. নৌকায় আরোহণের দু'আ	৫৭৮
৮৮৯. যানবাহনে উঠার দু'আ	৫৭৮
৮৯০. বাহন থেকে নামার দু'আ	৫৭৮
৮৯১. বাড়িতে ফেরার পর দু'আ	৫৭৮
৮৯২. যেকোনো বিপদ ও মুসিবতের সময়ের দু'আ	৫৭৯
৮৯৩. ইফতারের দু'আ	৫৭৯
৮৯৪. কবর যিয়ারতের দু'আ	৫৭৯
৮৯৫. মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ	৫৭৯
৮৯৬. কবরে মাটি দেয়ার দু'আ	৫৮০
৮৯৭. আনন্দের সময় দু'আ	৫৮০
৮৯৮. শোক বা দুঃখের সময় দু'আ	৫৮০
৮৯৯. ভয়ের সময় দু'আ	৫৮০

৯০০. অযুর শেষে দু'আ	৫৮০
৯০১. দৃষ্টিভ্রান্ত হতে বাঁচার দু'আ	৫৮১
৯০২. হাঁচির দু'আ	৫৮১
৯০৩. হাঁচির জবাবের দু'আ	৫৮১

৮৮. আল কুরআনে মুনাযাত

৯০৪. আল্লাহর শিখানো মুনাযাতসমূহ	৫৮১
---------------------------------	-----

৮৯. সালাতের নিয়তের বিবরণ ও সালাতের কতিপয় দু'আ

৯০৫. নিয়্যাত ও দোয়া	৫৮৭
৯০৬. আত্তাহিয়্যাত	৫৮৮
৯০৭. সালাত ও সালাম	৫৮৯
৯০৮. দু'য়ায়ে মাসূরা	৫৮৯
৯০৯. বিতর সালাতের দোয়া কুনূত (১) ও (২)	৫৮৯

৯০. আল আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ)

৯১০. আল আসমাউল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ)	৫৯৯
---	-----

৯১. কবিরাত্তনাহ কি, কয়টি ও তা থেকে বাঁচার উপায়

৯১১. কবিরাত্তনাহ কি, কয়টি ও তা থেকে বাঁচার উপায়	৫৯১
---	-----

৯২. আল কুরআনের বিশেষ আয়াতসমূহের ফজিলত

৯১২. আয়াতুল কুরসী	৬১৭
৯১৩. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজিলত	৬১৮
৯১৪. সূরা ফাতিহার ফজিলত	৬১৯
৯১৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফজিলত	৬১৯
৯১৬. সূরা মূলক ও (সাজ্জাদা) তানযীল আস-সাজ্জাদাহের ফজিলত	৯১৬
৯১৭. সূরা কাহাফের ফজিলত	৬২০
৯১৮. সূরা ইয়াসিনের ফজিলত	৬২০
৯১৯. সূরা ইখলাসের ফজিলত	৬২০
৯২০. সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস এর ফজিলত	৬২১

৯৩. বিবিধ

৯২১. কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে	৬২২
৯২২. সালাতের কাতার মিলিয়ে বা খালি জায়গা পূর্ণ করার মর্খাদা	৬২২

৯২৩.	সালাতে প্রথম কাতারের ফযীলত	৬২৩
৯২৪.	অঙ্কতাবশত কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা	৬২৩
৯২৫.	সালাত আদায়কারীর পুণ্ড্র ফেলা	৬২৪
৯২৬.	জুম'আর বিশেষ ফজিলত	৬২৪
৯২৭.	বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে	৬২৫
৯২৮.	সালাতে উযু ভঙ্গ হলে যেভাবে বেরিয়ে আসবে	৬২৬
৯২৯.	অসুস্থ ব্যক্তির সালাত প্রসঙ্গে	৬২৬
৯৩০.	ইমামের আগে রুকু বা সিজদা থেকে মাথা উঠানো	৬২৭
৯৩১.	কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে ইমাম সালাত সংক্ষেপ করবে	৬২৮
৯৩২.	পরিবার ও সম্মান সম্বন্ধিতর জন্য খরচ করলেও তা সদকা	৬২৮
৯৩৩.	আল্লাহর সৃষ্টি	৬২৯
৯৩৪.	নেক কাজের ইচ্ছা করা	৬২৯
৮৩৫.	মাতাপিতার আনুগত্য	৬৩০
৯৩৬.	সম্মান হত্যা করা মহাপাপ	৬৩০
৯৩৭.	রাসূলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা	৬৩১
৯৩৮.	দুটি বিশেষ সাওয়াব	৬৩১
৯৩৯.	বিশেষ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট	৬৩১
৯৪০.	রাসূল ﷺ মিরাজে আল্লাহকে দেখেননি	৬৩২
৯৪১.	নিজ সদকাও প্রয়োজনে খাওয়া যায়	৬৩২
৯৪২.	ইত্তিখারার সময়ে দু'আ	৬৩৩
৯৪৩.	বদ নযর লাগা সত্য	৬৩৪
৯৪৪.	সাপ কিংবা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুক দেয়া	৬৩৪
৯৪৫.	বদ নযরের জন্য ঝাড়ফুক করা	৬৩৫
৯৪৬.	কোনো কোনো ভাষণ যাদু তুল্য	৬৩৫
৯৪৭.	ইসলামের মৌলিক নির্দর্শন	৬৩৬
৯৪৮.	দাঁড়ি বড় রাখা	৬৩৬
৯৪৯.	কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ	৬৩৬
৯৫০.	কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী উল্কী অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্কি অংকন করায় তার পরিণতি	৬৩৭
৯৫১.	সালাত ও শোকরানা সিজদা প্রসঙ্গে	৬৩৭
৯৫২.	উভয় ঈদের সালাতে ইমাম যত তাকবীর বলবে	৬৩৮
৯৫৩.	মুসাফিরের সালাত	৬৩৮

৯৫৪.	সফরে দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করা	৬৩৯
৯৫৫.	মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা	৬৩৯
৯৫৬.	কুরবানী	৬৪০
৯৫৭.	স্বুধার্ত প্রতিবেশীর প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব	৬৪১
৯৫৮.	কিয়ামত	৬৪১
৯৫৯.	কিয়ামতের দশটি বিশেষ নিদর্শন	৬৪৩
৯৬০.	সর্বনিম্ন জ্ঞান্নাতীর মর্যাদা	৬৪৩
৯৬১.	জ্ঞান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন	৬৪৪
৯৬২.	বিতরের সালাত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত হওয়া প্রসঙ্গে	৬৪৪
৯৬৩.	সালামের পরে/পূর্বে সাহ সেজদাহ প্রসঙ্গে	৬৪৫
৯৬৪.	ইকামাত হয়ে গেলে ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নেই	৬৪৬
৯৬৫.	দু'জনেও জামায়াত হয়	৬৪৬
৯৬৬.	মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী আর লড়াই করা কুফুরী	৬৪৬
৯৬৭.	(মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিড়ে ফেলা ও বিলাপ করা হারাম	৬৪৭
৯৬৮.	যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়	৬৪৮
৯৬৯.	টাখনুর নিচে কাপড় পরা	৬৪৮
৯৭০.	মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করা	৬৪৮
৯৭১.	জানাযার সালাতে উপস্থিত হওয়া	৬৪৯
৯৭২.	জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা	৬৪৯
৯৭৩.	'তালবিয়া' বা হজ্জের শ্লোগান	৬৪৯
৯৭৪.	উটকে দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা মুস্তাহাব	৬৫০
৯৭৫.	মহিলাদের মুহরিরের সঙ্গে হজ্জ অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সফর করা	৬৫০
৯৭৬.	মহিলাদের সাথে একান্তে সাক্ষাত করা	৬৫০
৯৭৭.	তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা	৬৫১
৯৭৮.	বৌভাত অনুষ্ঠান সুল্লাত	৬৫১
৯৭৯.	বৌভাত অনুষ্ঠানের না যাওয়া অন্যায	৬৫১
৯৮০.	স্ত্রী সহবাসের দোয়া	৬৫১
৯৮১.	স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর উচিত নয়	৬৫২
৯৮২.	মাহে রমযানের পর বিশেষ ৬টি রোযা রাখা	৬৫২
৯৮৩.	নিকট আত্মীয়দের দান করার ফজিলত	৬৫২
৯৮৪.	স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান করা যাবে প্রয়োজনে	৬৫৩

৯৮৫. সহজে জান্নাতে যাওয়ার পদ্ধতি	৬৫৩
৯৮৬. ইখলাছপূর্ণ আমল ও ভাল নিয়্যাভের ফজিলত	৬৫৩
৯৮৭. শাহাদাত বাসনার ফজিলত	৬৫৪
৯৮৮. সাদা কাপড়ের ফজিলত	৬৫৪
৯৮৯. পরিবারের সকলে একত্রে খাওয়ার ফজিলত	৬৫৪
৯৯০. খালার সাথে সন্যবহারের নির্দেশ	৬৫৪
৯৯১. কন্যা সন্তানের জন্ম ব্যয় করার ফজিলত	৬৫৫
৯৯২. ব্যক্তি ভাল বরে স্বীকৃতি পাওয়ার মাপকাঠি স্ত্রীর নিকট	৬৫৫
৯৯৩. একটিমাত্র ভাল কথাও সদকা তুল্য	৬৫৫
৯৯৪. হাসি মুখে কথা বলাও সদকাতুল্য	৬৫৬
৯৯৫. বিশেষ ছয়টি জিনিসের হেফাজত	৬৫৬
৯৯৬. দুনিয়া ও আখেরাতের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ	৬৫৬
৯৯৭. গুজুর পর রুমাল বা গামছা ব্যবহার করা	৬৫৭
৯৯৮. গুজুর পর বিশেষ দোয়া	৬৫৭
৯৯৯. ইমাম হওয়ার অধিক হকদার যে	৬৫৮
১০০০. কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বন্ধনহীন অবস্থান মিলিত হওয়া নিষেধ	৬৫৮
১০০১. কখনো উলঙ্গ হওয়া যাবে না	৬৫৯
১০০২. মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবর খননের ফজিলত	৬৫৯
১০০৩. স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মৃত্যুর পর গোসল দেয়া	৬৬০
১০০৪. মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা	৬৬১
১০০৫. মৃতের গোসলের বর্ণনা	৬৬১
১০০৬. জীবিত বা মৃত কারো উরুর দিকে তাকানো যাবে না	৬৬২
১০০৭. মৃতকে গোসল দিলে পরে গোসল করে নিবে	৬৬২
১০০৮. রাসূল ﷺ-এর প্রতি (সালাত ও সালাম) দরুদের ফজিলত	৬৬২
১০০৯. বৃক্ষরোপন করা সদকাতুল্য	৬৬৩
১০১০. দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা হওয়া উচিত	৬৬৩
১০১১. যার যে নাম তাকে সে নামে সম্বোধন করা	৬৬৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. আল কুরআনুল কারীম

আল কুরআন পরিচিতি : الْقُرْآنُ শব্দটি আরবী ভাষার একটি ব্যাপক পরিচিতিমূলক শব্দ। قُرْآنُ শব্দটি قَرَأَ বা قُرِنُ শব্দমূল থেকে উৎকলিত। قَرَأَ অর্থ পড়া, আবৃত্তি করা, পাঠ করা। قُرِنُ যদি قَرَأَ শব্দ থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُونٌ তথা পঠিত, যাকে পাঠ করা হয়েছে। যেহেতু কুরআন পৃথিবীর সকল ধর্মীয় বা অধর্মীয় তথা যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পড়া হয় তাই কুরআনকে الْقُرْآنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবার قُرِنُ অর্থ মিলানো, সংযুক্ত করা, সম্পৃক্ত করা, শিৎ। আর قُرِنُ যদি قُرِنُ শব্দমূল থেকে ধরা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে مَقْرُونٌ তথা মিলিত, সংযুক্ত, সম্পৃক্ত ইত্যাদি। যেহেতু কুরআনের একটি অক্ষর আরেকটি অক্ষরের সাথে, একটি শব্দ আরেকটি শব্দের সাথে, একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের সাথে এবং একটি সূরা আরেকটি সূরার সাথে ছন্দের মতো মিল থাকে, তাই কুরআনকে الْقُرْآنُ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

পারিভাষিক অর্থে الْمَنَارُ প্রণেতা বলেন-

هُوَ الْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ -

কুরআন এমন একটি কিতাব যা রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ, যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যা সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ হতে নাযিলকৃত মানবজাতির জন্য এক মহাপাথের যা ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করে এবং মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে। নবী কারীম ﷺ-এর অনুপস্থিতিতে এ কুরআনই হলো মানবজাতির দিক-নির্দেশনার একমাত্র সঞ্চল। কেননা কুরআনই হল রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

১. কুরআনের আলোকে কুরআন

কুরআন কী-এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন নিজেই প্রদান করেছে-

(১) **الْم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَازِيْبٌ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -**

১. আলিফ-লাম-মীম। এটা এমন একটি কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হচ্ছে আল্লাহতীক্ষদের জন্যে পথ প্রদর্শক। (২-সূরা বাক্বারা : ১-২)

(২) **هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -**

২. এ কিতাব আমি নাখিল করেছি যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (৬-সূরা আনআম : ১৫৫)

(৩) **هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ -**

৩. এটা মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহতীক্ষদের জন্যে পথ প্রদর্শক ও উপদেশ। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৩৮)

(৪) **وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ -**

৪. আর এটা আপনার জন্যে এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে একটি উপদেশ। আর (এ নেয়ামত সম্পর্কে) শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৩-সূরা যুখরুফ : ৪৪)

২. কুরআন পাঠের পূর্বে (الْتَّعْوِذُ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজ্জীম পড়ার নির্দেশ

(১) **فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -**

১. অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (১৬- সূরা নাহল : ৯৮)

৩. (الْتَّسْمِيَةُ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ার নির্দেশ

(১) **إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -**

১. নিচয় উহা (বিলকিসের কাছে প্ররিত চিঠি) সুলাইমানের পক্ষ হতে এবং নিচয় উহা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। (২৭-সূরা নামল : ৩০)

৪. কুরআন পড়া ফরয

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ -

১. পড়, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (৯৬-সূরা আলাক্ব : ১)

(২) فَاقْرَأُوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ -

২. কুরআনের যতটুকু সহজ লাগে তা পাঠ কর। (৭৩-সূরা মুযাযেমল : ২০)

(৩) وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ط إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا -

৩. ফজরে কুরআন পাঠ কর। কেননা এ কুরআন পাঠ সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হবে। (১৭ সূরা বনী ইসরাইল : ৭৮)

৫. কুরআন বুঝা সহজ

(১) وَلَقَدْ بَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ -

১. আমি কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো চিন্তাশীল আছে কী? (৫৪-সূরা কামার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

(২) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ -

২. নিশ্চয়ই আমি এ কুরআনকে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১২-সূরা ইউসূফ : ২)

৬. কুরআন সহীহ শুদ্ধভাবে পড়া ফরয

(১) وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا -

১. ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে সহীহ শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত কর। (৭৩-সূরা মুযাযেমল : ৪)

৭. কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ

(১) وَأَنْتَلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ -

১. কুরআন হতে যে অংশটুকুই তোমার কাছে নাযিল হয় তা তিলাওয়াত কর এবং এর কথা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। (১৮-সূরা আল-কাহাফ : ২৭)

(২) وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ -

২. আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং কুরআন তেলাওয়াত করি। (২৭-সূরা আন নামল : ৯১-৯২)

(৩) أَتْلُ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ -

৩. তুমি তেলাওয়াত কর কিভাবে হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং সালাত কায়েম কর। (২৯-সূরা আনকাবূত : ৪৫)

নোট : ১. যারা ব্যস্ত তারা কুরআনের অংশ বিশেষ ফটোকপি করে পকেটে রাখতে পারেন, সময় পেলে যাতে পড়া যায়।

২. এবং যারা আরো ব্যস্ত তারা আযান হওয়ার সাথে সাথে ওজু করে মসজিদে চলে গেলে সালাত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন।

৮. কুরআন তিলাওয়াতে ঈমান বৃদ্ধি পায়

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

১. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা একমাত্র তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (৮-সূরা আনফাল : ২)

৯. কুরআন মহৌষধ

(১) وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ -

১. আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করছি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। (১৭-সূরা বনী ইসরাইল : ৮২)

১০. কুরআনে সকল বিষয় আলোচনা করা হয়েছে

(১) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ -

১. আমরা তোমার ওপর এমন কিভাবে অবতীর্ণ করেছি যা সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী। আর মুসলমানদের জন্যে হেদায়াত, রহমত এবং সুসংবাদ।

(১৬-সূরা নাহল : ৮৯)

(২) مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ -

২. আমি কুরআনে কোন কিছু উল্লেখ করতে বাদ দেইনি। (৬-সূরা আনআম: ৩৮)

১১. কুরআনে উত্তম কাহিনীর বর্ণনা করা হয়েছে

(১) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ .

১. আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমনিভাবে এ কুরআন তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি। (১২- সূরা ইউসূফ : ৩)

১২. মানবজাতির জন্যেই আল কুরআন

(১) الرَّكِيْبُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ .

১. আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রশালী, প্রশংসাহ। (১৪- সূরা ইবরাহীম : ১)

(২) كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيَتَذَكَّرَ بِهِ وَذَكَرَى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ .

২. এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটা বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। (৭-সূরা আরাফ : ২)

(৩) طه . مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ . إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَنْ يَخْشَى .

৩. ডা-হা! আপনি হতভাগা হয়ে থাকবেন- এজন্যে আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি; বরং এটা তাদের জন্য উপদেশ যারা ভয় করে (তাদের প্রতিপালককে) (২০-সূরা ডাহা : ১-৩)

(৪) كُو أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبَ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

৪. যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৫৯-সূরা-হাশর : ২১)

১৩. আল্লাহই এর হেফাজতকারী

(১) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

১. নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।
(১৫-হিজর : ১৪)

হাদীসের আলোকে কুরআন

১৪. কুরআন শিক্ষা করা উত্তম কাজ

(১) عَنْ عُمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .

১. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৬৩৯, তিরমিযী, হাদীস-২৯০৭)

১৫. কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَنْجُورِ رِيحُهَا طِيبٌ وَطَعْمُهَا طِيبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حَلْوٌ وَمَثَلُ الْمُتَنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طِيبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُتَنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

১. আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে উতরুঞ্জা (লেবুতুল্য ফল) যার স্রাণ মনোহর এবং স্বাদও আকর্ষণীয়। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুরমা, যার স্রাণ নেই এবং তার স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত সুগন্ধিফুল। যার স্রাণ আকর্ষণীয় অথচ স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত "মাকাল"। যার কোন স্রাণ নেই এবং স্বাদও তিক্ত। (মুসলিম-৩য় খণ্ড, অধ্যায়-ফাযাইলুল কুরআন, পৃষ্ঠা নং ১১৯) মিশকাত-২০১২

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর ﷺ বলেছেন, কুরআনওয়াল্লা ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তো বেঁধে রাখা উটের মতো তার দেখাভনা করলে তাকে আটকে রাখতে পারে, আর তাকে ছেড়ে দিলে (নিরুদ্ধেশ) চলে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৫০৩১, সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৮৯)

১৬. কুরআন সর্বোত্তম বাণী

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে উত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদ ﷺ-এর দেখানো পথ। (সহীহ মুসলিম)

১৭. কুরআন পড়া উত্তম ইবাদত

(১) عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

১. আসির ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : কুরআন পড়া হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। (জামিউস সাগির, বুখারী)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে সে উহার বদলে একটি নেকী লাভ করে আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি

না যে, **الم** একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, এবং মীম একটি হরফ। অর্থাৎ উহাকে তিনটি বর্ণরূপে গণ্য করা হয় এবং উহার জন্য ত্রিশটি নেকী অর্জিত হয়। (সহীহ তিরমিযী-২৯১০, মিশকাত-২১৩৭)

১৮. কুরআন বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে

(১) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ كُنْ تَظْلُرُوا مَا تَسْكُنْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ .

১. মালেক ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুটি নির্দেশিকা রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ কখনও বিভ্রান্ত হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসূলের সন্নাত (হাদীস)। (মুয়াত্তা)
(হাকেম, সহীহ তারগীব ১ম, ৩৬, জামে আস সগীর)

১৯. কুরআন সুপারিশ করবে

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِقْرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ .

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা কুরআন পাঠ কর, নিশ্চয়ই তা কেয়ামতের ময়দানে তার সাথীদের জন্যে সুপারিশ করতে উপস্থিত হবে (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮২৪)

২০. কুরআনের আলোচনায় রহমতের ফেরেশতারা ঘিরে রাখে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَعَدُّ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِبَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ .

১. আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন কোথাও বসে যিকির (কুরআনের আলোচনা) করে তখন ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে রাখে, রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছে যারা আছেন (অর্থাৎ ফেরেশতা) তাদের মাঝে এদের কথা উল্লেখ করে তাদের নিয়ে গর্ববোধ করেন।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৯৯, ২৭০০)

২১. কুরআন শুদ্ধ ও সুন্দর করে পড়া

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ بِالْقُرْآنِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে কুরআন সুন্দর উচ্চারণে পড়ে না সে আমার উম্মতের মধ্যে शामिल নয়। (সহীহ বুখারী অষ্টম খণ্ড পৃ: ৩৫০ ও ইবনে মাজাহ -১ম খণ্ড পৃ-৪৮৬) মিশকাত-২০৯০)

২২. কুরআন না দেখে পড়ার চেয়ে দেখে পড়ার দ্বিগুণ সাওয়াব

১. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآمِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَّعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফেরেশতাদের শ্রেণীভুক্ত, যারা মহা পুণ্যবান এবং লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি অতি কষ্টে ঠেকে ঠেকে কুরআন পড়ে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২৩. সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা

(১) عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَابِكُمْ

১. বারাহ ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন- তোমরা সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত কর।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৩৪২, আবু দাউদ-১৩২০, মিশকাত-২১৯৯, অনুবাদ মিশকাত-২০৯৫)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ذَنَ اللَّهُ لَشَيْبِي كَاذِبِهِ لِنَبِيِّ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ শব্দ করে সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতকারী নবীর প্রতি কান দেয়ার মতো অন্য কোনো কিছুর প্রতি কান লাগান না। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৭৫৪৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯২)

(৩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَبِيَّ إِنَّ

اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ سَمَانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبِي يَبْكِي .

৩. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, মহান আল্লাহ তোমাকে (কুরআন) পড়ে শোনাবার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। উবাই (রা) কললেন, আল্লাহ (নির্দিষ্ট করে) আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ করে তোমার নাম বললেন। উবাই (রা) তখন কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম ৩য় খণ্ড, অধ্যায়-ফাযাইলুল কুরআন পৃষ্ঠা নং ১২০)

২৪. যে দেহে কুরআন নেই সে দেহ বিরান ঘর

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَأَنَّ بَيْتَ الْخَرْبِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যার মধ্যে কুরআনের কোনো অংশ নেই সে হচ্ছে একটি বিরান ঘরের মতো
(যদিও তিরমিধী-১৯১৩, মিশকাত-২১৩৫)

২৫. কুরআন পাঠকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা

(১) عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْجُهَيْنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلَيْسَ وَالِدَاهُ تَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا .

১. মুয়াজ জুহানী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদনুযায়ী আমল করে কিয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে নুরের টুপি (মুকুট) পরানো হবে, যদি সূর্য তোমাদের গৃহে প্রবেশ করত তাহলে ঐ সূর্যের আলো অপেক্ষাও ঐ টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা কর যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তাঁর মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে? (আবু দাউদ-১৪৫২ দুর্বল)

২৬. কুরআনের হাফিজের মর্যাদা

(১) عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ (رض) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظَهَرَهُ فَاحِلٌ حَلَاكَةٍ وَحَرَمٌ حَرَامَةٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ .

১. হাফস ইবনে সুলায়মান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং উহা মুখস্থ করেছে অতঃপর কুরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্যে তা হালাল করেছে এবং কুরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্যে তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন দশ জনের জন্যে তার সুপারিশ কবুল করা হবে যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল। (তিরমিযী-২৯০৫ যঈফ, ইবনে মাজাহ-২১৬ অধিক দুর্বল)

২৭. কুরআন পাঠকারী আল্লাহর পরিবারভুক্ত

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَامَتُهُ.

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন— মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক, যারা আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সাহাবীগণ আরয় করল, হে আল্লাহর রাসূল তাঁরা কারা? তিনি বলেন, যারা কুরআন পাঠকারী এবং উহার উপর আমলকারী। তারা হলেন আল্লাহর পরিবার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ-২১৫)

২৮. যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَنَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ قَامَ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল এরশাদ করেছেন দুই প্রকার ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। ১. যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের এলম (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে সারারাত সে জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকে। ২. যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন এবং সে উহা দিবারাত্র আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

(বুখারী, হাদীস-৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম-৮১৫, তিরমিযী-১৯৩৬, ইবনে মাজাহ-৪২০৯)

কুরআনের আনুষ্ঠানিক বিষয়

২৯. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় একসাথে এক সময়ে নাখিল হয়নি; বরং মহানবী ﷺ-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে প্রয়োজন অনুসারে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনো একটি সূরা, কখনো কয়েকটি আয়াত পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ তদীয় ফেরেশতা জিব্রাইল (আ)-এর মাধ্যমে এ অহী প্রেরণ করতেন। প্রয়োজনানুপাতে বছার তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আগমন করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

۱. وَإِنَّ كُنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔

১. নিশ্চয় এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এটা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন বিশ্বস্ত আত্মা (জিব্রাইল) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। (২৬-সূরা শূআরা : ১৯২-১৯৫)

কুরআন সংরক্ষিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে। সেখান থেকে كَيْلُ الْعِزَّةِ নামক স্থানে এটি অবতীর্ণ হয়। এ একসাথে প্রথম আসমানের الْعِزَّةِ নামক স্থানে এটি অবতীর্ণ হয়। সেখান থেকে রাসূল ﷺ-এর জীবনকালে অল্প অল্প করে দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধানে প্রয়োজনানুসারে তা অবতীর্ণ হয়। রাসূল ﷺ-এর নিকট অহী নিয়ে জিব্রাইল (আ) আসলেও তিনি এ ওহী লাভ করেছিলেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো-

১. مِثْلُ صَلَٰةِ الْجَرَسِ (ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায়)

রাসূল ﷺ-এর নিকট কখনো কখনো ঘণ্টার আওয়াজের মতো আওয়াজ অনুভব হতো। এটা রাসূল ﷺ-এর জন্যে খুব কষ্টসাধ্য ছিল। ফলে তিনি ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যেতেন।

২. أَنْ يَنْفُثَ فِي رَوْعِهِ الْكَلَامَ (অন্তরে ঢেলে দেওয়া)

জিব্রাইল (আ) মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ-এর অন্তরে ওহী ফুৎকার দিয়ে ঢেলে দিতেন।

৩. أَنْ يَنْمُتَّ لَهُ الْمَلِكُ رَجُلًا (মানুষের আকৃতিতে আগমন)

কখনো কখনো জিব্রাইল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূল ﷺ-এর কাছে কুরআন নিয়ে আসতেন। রাসূল ﷺ-এর জনৈক সাহাবী দাহিয়্যা তুল

কালবী (রা)-এর আকৃতিতে তিনি সাধারণত আসতেন। এটা ছিল রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহী প্রাপ্তির সহজতর পদ্ধতি।

৪. اِثْبَانَةٌ فِي النَّوْمِ (ঘুমের মধ্যে আগমন)

অনেক সময় জিব্রাইল (আ) রাসূল ﷺ-এর ঘুমের মধ্যে আগমন করে ওহী পৌছে দিতেন।

৫. اِثْبَانَةٌ فِي صُورَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ (নিজস্ব আকৃতিতে আগমন)

কয়েক বার জিব্রাইল (আ) তাঁর নিজস্ব বিশাল আকৃতিতে রাসূল ﷺ-এর কাছে আগমন করেছেন, রাসূল ﷺ এতে অনেকটা ঘাবড়ে যেতেন, কিন্তু পরে অবস্থা স্বাভাবিক হতো।

৬. اَنْ يَكَلِّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى (আল্লাহর সাথে কথা বলা)

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বলে ওহী বা প্রত্যাদেশ নাযিল করেছেন, হয় জাহাত অবস্থায় না হয় ঘুমন্ত অবস্থায়।

৭. وَحْيُ اِسْرَافِيْلَ (ইস্রাফীল (আ)-এর মাধ্যমে অহীর আগমন)

কখনো কখনো আল্লাহ তায়ালা ইস্রাফীল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহী নাযিল করতেন।

নোট : জিব্রাইল (আ) রাসূল ﷺ-এর নিকট মোট ২৪ হাজার বার আগমন করেছেন

৩০. আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার শুরু হতেই আল কুরআন লিখবার ধারা আরম্ভ হয়। রাসূল কয়েকজন সাহাবীকে এই গুরু দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ দান করেন। তাঁরা যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হত তখনই তা যথারীতি লিখার ব্যবস্থা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তারা সাদা পাথরের টুকরো, খেজুরের প্রশস্ত ঢাল, পত্র এবং কাগজ ব্যবহার করতেন। এ লেখক সাহাবীগণ ছিলেন প্রথম স্তরের সাহাবী। যেমন ৪ খলিফা, আমীরে মুয়াবিয়া, আব্বান ইবনে সাঈদ, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, উবাই ইবনে কাব, য়ায়েদ ইবনে ছাবিত, ছাবিত ইবনে কায়স এবং আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রা)। এভাবে উল্লেখিত লেখক সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই একটি বিশেষ ধারায় কুরআন সংকলন করেছিলেন এবং তদানুসারে অনেক সাহাবী তা হিফজ করেছিলেন। তবে বর্তমানে কুরআন যেভাবে সংকলিত আমরা পাই তখন এ রকম ছিল না।

অতঃপর প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর সময় জঘন্য মিথ্যাবাদী মুসায়লামা নামক এক ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটলে তার বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে রক্তক্ষয়ী

যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কুরআনের প্রায় ৭০ জন হাফেজ শহীদ হন। এতে সাহাবীগণ কুরআন বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন। তখন উমর (রা) আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন।

আবু বকর (রা) প্রথমে সম্মত না হলেও পরে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ কাজে রাজি হন। তিনি ওহী লেখক زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ (জায়েদ ইবনে সাবেত)-কে প্রধান করে একটি সংকলন বোর্ড গঠন করে তাঁদের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে প্রস্তর খণ্ড, খেজুরের শাখা ও চামড়া ইত্যাদিতে বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত কুরআনকে একত্রিত করে হাফেজদের হিফজের সাথে মিলিয়ে একটি (Muster Copy) গ্রন্থ সংকলন করেন। এ কাজে উমর (রা) সহ আরো বেশ ক'জন বিশিষ্ট সাহাবী তাঁকে সাহায্য করেন। এটি হচ্ছে আল কুরআনের প্রথম সংকলন।

আবু বকর (রা)-এর ইন্তিকালের পর এ কপিটি উমর (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর কন্যা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এরপর উসমান (রা)-এর শাসনামলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের তিলাওয়াতের হেরফের দেখা দেয়। তিনি হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত কপিটি নিয়ে একই ধরনের ৭ (সাত) টি কপি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং একটি নিজের কাছে রেখে অবশিষ্ট সমস্ত কপি বিনষ্ট করে ফেলেন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সে রীতির কুরআনই বিদ্যমান রয়েছে। উসমান (রা)-এর কাজে অগ্রণী ভূমিকা রেখে জাতিকে কুরআন পাঠে বিভক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিধায় তাঁকে جَامِعُ الْقُرْآنِ বা কুরআন সংকলনকারী বলা হয়।

৩১. এক নজরে আল-কুরআনের পরিচয়

* আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় কী?

আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ। (১৪-সূরা ইব্রাহীম : ১)

* আল কুরআনের উদ্দেশ্য কী?

আল কুরআনের উদ্দেশ্য মানুষের হেদায়াত। (২- সূরা বাক্বারা : ২)

* আল কুরআন কত হিজরী পূর্ব নাখিল হয়?

আল কুরআন হিজরী পূর্ব ১৩ সনে (৬১০ খ্রিষ্টাব্দ) রমযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

* আল কুরআন কত হিজরী সনে অবতীর্ণ শেষ হয়?

হিজরী ১১ সনে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) সফর মাসে অবতীর্ণ শেষ হয়।

* আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?

আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতগুলো হচ্ছে: সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

- * আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছে: সূরা আল ফাতিহা।
- * আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি?
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে : সূরা মায়েরদার ৪ নং আয়াত।
- * আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?
আল কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হচ্ছে : আন নাছর।
- * হিজরী কত সালে এবং কে পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআন লিখিতরূপ দেন?
হিজরী ১২ সনে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গ লিখিতরূপ দেন।
- * কত হিজরীতে এবং কে সর্বপ্রথম আল কুরআনে হরকত সংযোজন করেন?
হিজরী ৭৫ সালে (৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সর্বপ্রথম আল কুরআনের হরকত (যের, যবর, পেশ) প্রদান করেন।
- * আল কুরআনের পারা কতটি?
আল কুরআনের পারা-৩০ টি।
- * আল কুরআনের সূরা কতটি?
আল কুরআনের সূরা ১১৪ টি।
- * আল কুরআনের মাক্কী সূরা কতটি?
আল কুরআনের মাক্কী সূরা ৮৬টি অথবা ৮৯টি।
- * আল কুরআনে মোট মাদানী সূরা কতটি?
আল কুরআনে মোট মাদানী সূরা ২৮টি অথবা ২৫টি।
- * আল কুরআনে মোট মনজিল কতটি?
আল কুরআনে মনজিল সংখ্যা ৭ (সাতটি)
- * আল কুরআনে মোট রুকু কতটি?
আল কুরআনে মোট রুকু ৫৬১টি।
- * আল কুরআনে মোট শব্দ কতটি?
আল কুরআনে মোট শব্দ ৮৬৪৩০টি অথবা ৭৭৪৩৯টি অথবা ৭৬৪৪০টি।
- * আল কুরআনে মোট অক্ষর কতটি?
আল কুরআনে মোট অক্ষর ৩,২৩,৬৭১টি অথবা ৩,১২,৬৯০টি।
- * আল কুরআনে মোট ওয়াক্ফ (বিরতি চিহ্ন) কতটি?
আল কুরআনে মোট ওয়াক্ফ (বিরতি চিহ্ন) ৫০৫৮টি।
- * আল কুরআনে আল্লাহُ اللهُ শব্দটি মোট কত জায়গায় আছে?
আল কুরআনে আল্লাহُ اللهُ শব্দ মোট ২৫৮৪ জায়গায় আছে।

- * আল কুরআনে মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দটি মোট কত জায়গায় আছে?
আল কুরআনে মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) শব্দ মোট ৪ জায়গায় আছে।
- * 'লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ' কুরআন মজিদে মোট কত জায়গায় আছে?
লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহُ الْاِلٰهَ الْاَحَدُ الْاَلَهَ الْاَحَدُ কুরআন মজিদে মোট ২ জায়গায় আছে?
- * আল কুরআনে সিজদা কতটি?
আল কুরআনে সিজদা ১৪টি। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ১৫টি।
- * আল-কুরআনে মোট যবর, যের, পেশ, মদ, তাশদীদ এবং নুজা কতটি আছে?
আল কুরআনে মোট ৫৩২৪৩টি যবর, ৩৯৫৮২টি যের, ৮৮০৪টি পেশ, ১৭৭১টি মদ, ১২৫৩টি তাশদীদ, এবং ১০৫৬৮১টি নুজা আছে।

৩২. কুরআনের আয়াত সংখ্যা

আয়েশা (রা)-এর মতে ৬৬৬৬, ওসমান (রা)-এর মতে ৬২৫০, আলী (রা)-এর মতে ৬২৩৬, ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে আয়েশা (রা)-এর গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদিও আমাদের এখানে প্রচলিত কুরআনের নোসখাসমূহ থেকে আয়াতের সংখ্যা গুনলে এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। আমল্লর এখানে প্রচলিত কুরআনের মধ্যে ৬২৩৬ টি আয়াত পাওয়া যায়।

নোট : এখানে ব্যাপক মতভেদের কারণ হল রাসূল ﷺ কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াত শেষে থামতে আবার কখনও না থেমে মিলাইয়া পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সকল আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, আবার কেউ কেউ মিলিয়ে হিসেব করেছেন, যার ফলে এ রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়।

৩৩. কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়

কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। এ মর্মে কুরআনের বাণী-

۱. اِنَّا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ۔

১. আমার এ আমানত (কুরআন)-কে আকাশমণ্ডলী, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করলাম, কিন্তু এরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না। তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তাকে স্বীয় ঋদ্ধে (হেদায়াতের জন্যে) তুলে নিল। (৩৩-সূরা আছ্বাব : ৭২)
মূলত: কুরআন মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ নির্দেশ করে। আল-কুরআন যেহেতু মানুষের জন্যেই নাযিল হয়েছে, তাই এর আলোচ্য বিষয় মানুষ।

৩৪. কুরআনের কিছু নাম

আল কুরআনের অসংখ্য নাম রয়েছে। কুরআনুল কারীমের নামসমূহ নামকরণের কারণসহ উল্লেখ করা হল। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তাঁর রচিত **الْأَتْفَانُ** তাঁর রচিত **فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ** নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে কুরআনের ৫৫টি নামের উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ** (কুরআন) : এটা উক্ত গ্রন্থের নির্দিষ্ট নাম। যেমন- **قُرْآنٌ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ**, অথবা **مَجِيدٌ فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ** বা অধিক গঠিত গ্রন্থ বিধায় এটাকে **قُرْآنٌ** নামকরণ করা হয়েছে।
২. **الْكِتَابُ** (কিতাব) : যেহেতু এর মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঘটনাবলী এবং গঠিত সংবাদ উত্তমরূপে একত্রিত করা হয়েছে তাকে **ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** বলা হয়। যেমন-
৩. **الْمُبِينُ** (স্পষ্ট) : **مُبِينٌ** অর্থ স্পষ্ট যা বাতিল থেকে হক এবং সত্যকে প্রকাশ করে। এজন্য কুরআনকে **مُبِينٌ** বলা হয়। যেমন- **وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ**
৪. **الْكَرِيمُ** (মহাসম্মানিত) : এটা আসমান এবং যমীনে মর্যাদাবান বা সম্মানিত গ্রন্থ তাই একে **الْكَرِيمُ** নামকরণ করা হয়েছে- **إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ**
৫. **الْفُرْقَانُ** (পার্শ্বকারী) : কেননা কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্শ্বকারী। যেমন আল্লাহ বলেন- **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ**
৬. **الْحَكِيمُ** (মহাসম্মানিত) : যেহেতু এটা গভীর অর্থবোধক ও বিজ্ঞানময়। যেমন- **يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ**
৭. **الْكَلَامُ** (কথাবার্তা) : যেহেতু কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। যেমন- **حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ**
৮. **الْمَوْعِظَةُ** (উপদেশ) : যেহেতু এটা মানব জাতির জন্য নসীহতস্বরূপ। যেমন- **قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ**
৯. **النُّورُ** (আলো) : কেননা এটা দ্বারা হালাল-হারামের অন্ধকর দূর হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- **قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ**

১০. **الْمُهَيْمِنُ** (সংরক্ষণকারী) : কেননা এটা পূর্ববর্তী কিতাব ও জাতির ঘটনাবলী সংরক্ষণ করে। যেমন আল্লাহর বাণী-

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ .

১১. **التَّذَكُّرَةُ** (উপদেশ) : কেননা এটা বহু উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ যেমন- আল্লাহর বাণী- **وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ**

১২. **الشفاء** (উপশমকারী) : কারণ কুরআন মানুষের শারীরিক ও আত্মিক রোগ উপশমকারী। যেমন- **وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ** -

১৩. **هدى** (হেদায়াত) : কেননা কুরআন মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ।

১৪. **الرحمة** (রহমত বা অনুগ্রহ) : এটা মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ।

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

১৫. **العجب** (বিশ্বয়কর) : কেননা এটা সঠিক বিবেচনায় এক বিশ্বয়কর গ্রন্থ। যেমন আল্লাহর বাণী- **قَرَأْنَا عَجَبًا**

১৬. **الوحي** (প্রত্যাদেশ) : কেননা কুরআন আল্লাহর প্রত্যাদেশ। যেমন আল্লাহর বাণী- **إِنَّهُ هُوَ الْوَحَىُّ وَالْوَحَىُّ يُوْحَىٰ**

১৭. **الروح** (আত্মা) : কেননা কুরআন হৃদয় ও আত্মাকে পুনর্জীবিত করে। যেমন আল্লাহর বাণী- **وَإِذْ نَسُفْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا**

১৮. **المجيد** (সম্মানিত) : যেহেতু এটা অত্যন্ত মর্যাদাশীল বা সম্মানিত কিতাব। যেমন- **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ** -

১৯. **ذِكْرٌ** (উপদেশ) : কেননা এতে অনেক উপদেশ এবং পূর্ববর্তী উস্মতের ঘটনার আলোচনা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহর বাণী- **وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ**

২০. **البارك** (বরকতময়) : পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য বরকতময় গ্রন্থ। যেমন- আল্লাহর বাণী- **وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ**

২১. **العلی** (সুমহান মর্যাদা) : কেননা এর মর্যাদা সুমহান। যেমন আল্লাহর বাণী- **لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٌ**

২২. **الحكمة** (প্রজ্ঞাপূর্ণ) : কেননা এটি অত্যন্ত হেকমত বা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। যেমন আল্লাহর বাণী- **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ**

২৩. **صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ** (সহজ-সরল রাস্তা) : কারণ এটা বেহেশতের পথ প্রদর্শন করে যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। যেমন আল্লাহর বাণী- **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي-مُسْتَقِيمًا**
২৪. **حَبْلُ اللَّهِ** (আল্লাহর রজ) : কেননা উক্ত কুরআন যে আকড়ে ধরবে সে জালাতে যাবে। যেমন- **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**-
২৫. **الْعَرَبِيَّةِ** (আরবি ভাষা) : কেননা এটা আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**-
২৬. **السُّدُوحِ** (সুদূহ) : যেহেতু এটা সুদূহ ও চিরস্থায়ী বাণী। যেমন- **فَيَمَّا تَتُنذِرْ بِهِ**-
২৭. **الْقَوْلِ** (কথা) : কেননা এটা আল্লাহর অমীয় বাণী।
২৮. **الْفَصْلِ** (পার্শ্বক্যকারী) : এ কুরআন সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্শ্বক্যকারী। যেমন- **إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ**-
২৯. **النَّبَأِ الْعَظِيمِ** (মহাসংবাদ) : যেহেতু এটা পুনরুত্থানের সংবাদ প্রদান করে। যেমন- **عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ**-
৩০. **أَحْسَنُ الْحَدِيثِ** (উত্তমবাণী) : যেহেতু কুরআন সর্বোত্তম বাণী। যেমন রাসূল ﷺ বাণী- **أَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ**-
৩১. **الْمَثَانِي** (বারবার আলোচিত বিষয়) : যেহেতু এর মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা ও উপদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে তাই তাকে **مَثَانِي** বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ**-
৩২. **الْمُعْشَاهِ** (সাদৃশ্যপূর্ণ) : যেহেতু তাঁর এক আয়াত অপর আয়াতের সদৃশ্য তাই তাকে **مُعْشَاهِ** বলা হয়।
৩৩. **الْمُنزِلِ** (ধীরে ধীরে অবতীর্ণ) : কেননা কুরআন প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- **وَأِنَّهُ لَمُنزِلٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ**-
৩৪. **الْبَصَائِرِ** (সংস্কার) : কেননা কুরআন মানুষের জন্য সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন- **هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ**-

৩৫. **الْبَيِّنَاتُ** (বর্ষিত) : যেহেতু কুরআনে সব কিছুই বর্ণনা রয়েছে ।
 هَذَا بَيِّنَاتٌ لِلنَّاسِ - যেমন
৩৬. **الْعِلْمُ** (জ্ঞান) : কেননা এটা সকল জ্ঞানের উৎস ।
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ - যেমন আল্লাহর বাণী-
৩৭. **الْحَقُّ** (সত্য) : কেননা এটা সত্য ও ন্যায়ের বাহক ।
 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ - যেমন
৩৮. **الْهَادِي** (পথ প্রদর্শক) : কারণ এটা জ্ঞানাতের পথ দেখায়-
 إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي
৩৯. **الْمُصَدِّقُ** (সত্যায়নকারী) : যেহেতু এটা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সত্যায়ন করে । যেমন-
 لَمَّا بَيَّنَّ يَدِيهِ مُصَدِّقًا - যেমন
৪০. **الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى** (মুক্তির একমাত্র অবলম্বন) : কেননা এটা মুক্তির একমাত্র অবলম্বন । যেমন আল্লাহর বাণী-
 فَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى - যেমন
৪১. **الصِّدْقُ** (সত্যবাণী) : কারণ, কুরআন অকাট্য সত্যবাণী-
 وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ - যেমন
৪২. **الْقَدْلُ** (ন্যায়পরায়ণতা) : কেননা এটা ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে । যেমন আল্লাহর বাণী-
 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا - যেমন
৪৩. **الْأَمْرُ** (আদেশ) : কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশের পাবুলিপি ।
 ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ - যেমন
৪৪. **الْمُنَادِي** (আহ্বায়ক) : কারণ এটা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, যেমন আল্লাহর বাণী-
 وَمُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِنْسَانِ - যেমন
৪৫. **بُشْرَى** (সুসংবাদ) : কেননা এটা পারলৌকিক মুক্তির সুসংবাদ দেয় । যেমন-
 هُدًى وَبُشْرَى
৪৬. **الزُّبُورُ** (যাবুর গ্রন্থ) : কেননা তা অন্যান্য কিতাবের মত ।
৪৭. **الْبَشِيرُ** (সুসংবাদদাতা) : কারণ এটা জ্ঞানাতের সুসংবাদ প্রদান করে ।
৪৮. **النَّذِيرُ** (শীতিপ্রদর্শক) : এ কুরআন জাহান্নাম থেকে ভয় প্রদর্শন করে করে ।
 يَمُنْ آللَّآهْرُ الْبَآئِي - যেমন আল্লাহর বাণী-
 كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

৪৯. **الْعَزِيزُ** (পরাক্রমশালী) : কেননা কুরআনের বিরোধীর জন্য এটা প্রবল পরাক্রমশালী। যেমন- **وَإِنَّ لِكِتَابِ عَزِيزٍ**
৫০. **الْبَلَاغُ** (প্রচারক) : কেননা এটা তৌহিদের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। যেমন- **هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ**
৫১. **أَحْسَنُ الْقَصَصِ** (উত্তম ঘটনাবলী) : কেননা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ সত্য, সুন্দর ও বিস্তৃত। যেমন- **نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ**
৫২. **الْمُصَفِّ** (গ্রন্থ) : যেহেতু এ গ্রন্থ মাসহাফে লিখিত গ্রন্থাবলী
৫৩. **الْمُكْرَمَةُ** (অতি সম্মানিত) : কারণ কুরআন অতি সম্মানিত কিতাব।
৫৪. **الْمَرْفُوعَةُ** (উন্নত) : কেননা, এ গ্রন্থ উন্নত মর্যাদার অধিকারী।
৫৫. **الْمَطْهُرَةُ** (পুত পবিত্র) : এ কুরআন মহা পবিত্র। যেমন আল্লাহর বাণী-
فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

নোট : ৫৫টি নামের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নাম হল ৫টি যেমন-

১. **الْقُرْآنُ** (আল-কুরআন)
২. **الْفُرْقَانُ** (আল-ফুরকান)
৩. **الْكِتَابُ** (আল-কিতাব)
৪. **الْتَنْزِيلُ** (আত-তানযিল)
৫. **الذِّكْرُ** (আয-যিকর)

৩৫. সূরা ফাতেহার নামসমূহ

১. **فَاتِحَةُ الْكِتَابِ** - কুরআনের ভূমিকা
২. **أُمُّ الْقُرْآنِ** - কুরআনের জননী
৩. **سُورَةُ الْكُنُزِ** - সম্পদের সূরা
৪. **الْكَافِيَةُ** - যথেষ্ট
৫. **الْوَافِيَةُ** - পরিপূর্ণ

৬. السَّبْعُ الْمَثَانِي - বারবার পাঠিত সূরা
৭. سُورَةُ الشِّفَاءِ - উপশমকারী সূরা
৮. سُورَةُ الْأَسَاسِيَّ - ভিত্তির সূরা
৯. سُورَةُ الدُّعَاءِ - প্রার্থনার সূরা
১০. سُورَةُ الشُّكْرِ - কৃতজ্ঞতার সূরা
১১. سُورَةُ الْمُنَاجَاةِ - মুক্তির সূরা
১২. سُورَةُ الصَّلَاةِ - সালাতের সূরা
১৩. سُورَةُ السُّوَالِ - প্রশ্নের সূরা
১৪. الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ - মহান কুরআন
১৫. سُورَةُ النُّورِ - আলোর সূরা
১৬. فَاتِحَةُ الْقُرْآنِ - কুরআনের শুরু
১৭. أُمُّ الْكِتَابِ - কিতাবের মাতা, মূল
১৮. سُورَةُ اللَّزِمَةِ - আবশ্যিকীয় সূরা
১৯. سُورَةُ تَعْلِيمِ الْمَسْئَلَةِ - প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষার সূরা
২০. سُورَةُ التَّفْوِيضِ - সোপর্দ করার সূরা
২১. سُورَةُ الْحَمْدِ الْقُصْرَى - সংক্ষিপ্ত প্রশংসনীয় সূরা
২২. سُورَةُ الْحَمْدِ الْأُولَى - প্রথম প্রশংসনীয় সূরা
২৩. سُورَةُ الرِّقْيَةِ - বাড়-ফুক দেয়ার সূরা
২৪. سُورَةُ الشَّافِيَةِ - সুস্থতার সূরা
৩৬. আল কুরআনে উল্লেখিত নবীগণের নামীয় তালিকা
 ১. আদম (আ)- কুরআনের ২৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
 ২. নূহ (আ)- কুরআনের ৪৩ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
 ৩. ইদ্রিস (আ)- কুরআনের ২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. ইব্রাহীম (আ)- কুরআনের ৬৯ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৫. ইসমাইল (আ)- কুরআনের ১২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. ইসহাক (আ)- কুরআনের ১৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৭. ইউসুফ (আ)- কুরআনের ২৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৮. ইয়াকুব (আ)- কুরআনের ১৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
৯. লুত (আ)- কুরআনের ২৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১০. হুদ (আ)- কুরআনের ১০ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১১. সালেহ (আ)- কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১২. শোয়াইব (আ)- কুরআনের ১১ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৩. মূসা (আ)- কুরআনের ১৩৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৪. যাকারিয়া (আ)- কুরআনের ৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৫. ইয়াহিয়া (আ)- কুরআনের ৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৬. হারুন (আ)- কুরআনের ২০ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৭. দাউদ (আ)- কুরআনের ১৬ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৮. সোলায়মান (আ)- কুরআনের ১৭ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
১৯. আইয়ুব (আ)- কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২০. জুলকিফল (আ)- কুরআনের ২ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২১. ইউনুস (আ)- কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২২. ইলিয়াস (আ)- কুরআনের ৩ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৩. আল ইয়াজা (আ)- কুরআনের ১ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৪. ঈসা (আ)- কুরআনের ২৫ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।
২৫. মুহাম্মদ ﷺ- কুরআনের ৪ স্থানে এ নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৭. ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’-এর বিকৃত গাণিতিক রূপ ৭৮৬ (৭৮৬) লেখা

কুরআনের প্রতি হরফের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা হয়েছে যাকে বলা হয় ‘আবজাদ’ মান। মাদরাসা পাঠ্য পুস্তক ‘বাকুরাতুল আদব’ এর পঞ্চম পৃষ্ঠায় এবং اَلْمُعْتَمُ الرُّسَيْطُ নামক অভিধানে উল্লেখিত নিম্ন নমুনায় আরবি অক্ষরের গাণিতিক বা ‘আবজাদ’ মানের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।

آبَجَدَّ			
كَلِمَٰتٍ	حُطَيَّ	هَوِّدَ	آبَجَدَّ
ضَطَّعَ	نَحَّدَ	قَرَّشْتَ	سَعَفَصَّ
ن	م	ل	ك
۵۰	৳	৲	ৱ
خ	ث	ت	ش
৬০০	৵	৳০০	৲০০
غ	ظ	ض	ذ
ৱ০০০	ৱ০০	ৱ০০	ৱ০০

আরবি বাক্য লেখার পদ্ধতিতে একটি অক্ষরের সাথে অন্য একটি অক্ষর মিলিয়ে লেখা হলে ঐ শব্দটি পাঠ করার সময় শব্দটির বাম পাশে হরকতবিহীন একটি আলিফ যোগ করে এক আলিফ টেনে পাঠ করতে হয়। আর অক্ষরটি বামের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে লিখলে হরকতবিহীন আলিফকে ছোট আকারে 'যবর' যোগ করে অক্ষরের উপর দিলেও এক আলিফ টেনে পাঠ করতে হয়। উক্ত ছোট আলিফকে খাড়া যবর বলে। আলিফের গাণিতিক মান হচ্ছে ১। অক্ষরের উপর দেয়া ছোট আলিফের অর্থাৎ খাড়া যবরের মানও হচ্ছে ১।

আরবি অক্ষরের (হরফের) গণিতের মান দিয়ে কোড নম্বর লিখার পদ্ধতিটির আবিষ্কারক হচ্ছেন মিসের প্রখ্যাত গণিত-বিশারদ (জ্যামিতিক) পিথাগোরাস। তিনি ছিলেন ইয়াহুদী। মুসলিমের প্রকাশ্য শত্রু। আরবি অক্ষরের মানের হিসাব কষে বিধর্মী কর্তৃক 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর যে সংখ্যা বা মান নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল ৭৮৬।

অতএব, জানা গেল রাসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর সংখ্যা নির্ণয়ক কোন মান লিখে যাননি। এ ছাড়া তিনি তাঁর সাহাবীগণ (রা) এদের কাউকে লিখতে অনুমোদনও দেননি। সুতরাং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এর পরিবর্তে ৭৮৬ সংখ্যাটি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে একটি বিদ'আত।

এবার আসুন, লক্ষ্য করি যে, কেন ৭৮৬ লেখা হচ্ছে। পিথাগোরাসের প্রবর্তিত অক্ষরের মান তথা 'আবজাদ' মান বসিয়ে দেখা যাক بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম' এর মান কত হয়?

ب س م ا ل ل ل ا ل ر ه ا ل ر ح ي م
 ৮ ২০০ ৩০ ১ ৫ ১ ৩০ ৩০ ১ ৪০ ৬০ ২

م ا ن ا ل ر ح ي م
 ৪০ ১০ ৮ ২০০ ৩০ ১ ৫০ ১ ৪০

অর্থাৎ ২+৬০+৪০+১+৩০+৩০+১+৫+১+৩০+২০০+৮+৪০+১+৫০+১+
 ৩০+২০০+৮+১০+৪০=৭৮৮

পাঠকবৃন্দ! পিথাগোরাসের আবিষ্কৃত আরবি অক্ষরের গাণিতিক মান বসিয়ে
 ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ এর কোড নম্বর পাওয়া গেল ৭৮৮, ৭৮৬ নয়।
 এক্ষণে মনে প্রশ্ন জাগবে যে, তাহলে আমাদের দেশের অনেক মাদরাসা, স্কুল,
 কলেজ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্যাশমেমো, ভাউচার, চাঁদার রসিদ, পোস্টার,
 সাইনবোর্ড, অফিসিয়াল প্যাড ইত্যাদি নানাবিধ দলীল বা কাগজ-পত্র তথা ভবিজের
 শিরোনামে যে ৭৮৬ কোড নম্বর লিখা হয়ে আসছে এর অর্থ কি? মুসলিম ভাই
 বোনেরা আশ্চর্যে উঠবেন না! আপনারা আরবিতে ‘হরে কৃশ্ণা’ هَرَى كُرْشَنَّا লিখে
 উহার আবজাদ মান প্রয়োগ করুন। দেখতে পাবেন যে, এর কোড নম্বর বা
 আবজাদ মান দাঁড়াচ্ছে ৭৮৬

ه ر ي ك ر ش ن ا
 ১ ৫০ ৩০০ ২০০ ২০ ১০ ২০০ ৫=৭৮৬

অর্থাৎ ৫+২০০+১০+২০+২০০+৩০০+ ৫০+১=৭৮৬

এবার চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহকে স্মরণ করতে গিয়ে না বুঝে বিধর্মীদের সবক
 নেয়া “আবজাদ” মান ব্যবহার করে আমরা নিজেদের অজান্তে কত বড় পাপের
 কাজ করে যাচ্ছি। অতএব সাবধান থাকুন এবং যাছাই-বাছাই না করে সংখ্যা
 তত্ত্বের হিসাব না জেনে দ্বীনি ব্যাপারে সংখ্যার ব্যবহার করবেন না, বরং আরবি শব্দ
 ব্যবহার করুন নতুবা নিজ ভাষায় লিখুন। মনে রাখবেন, রাসূল ﷺ বলেছেন-

সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে সংযোজিত প্রতিটি নতুন বিষয়ই বিদ’আত, প্রতিটি
 বিদ’আতই ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম। (মুসলিম. মিশকাত-
 ১৪১ নাসাঈ-১৫৭৭)

৩৮. পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আয়াত সংখ্যা

১. ওয়াদার আয়াত -	১০০০
২. ভীতি প্রদর্শক আয়াত-	১০০০
৩. নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াত-	১০০০
৪. আদেশসূচক আয়াত-	১০০০
৫. উদাহরণ সম্বলিত আয়াত-	১০০০
৬. ঘটনাবলী সম্বলিত আয়াত-	১০০০
৭. হালাল বিধান সম্বলিত আয়াত-	২৫০
৮. হারাম বিধান সম্বলিত আয়াত-	২৫০
৯. তাসবীহ বিষয়ক আয়াত-	১০০
১০. বিবিধ প্রসঙ্গের আয়াত-	৬৬
সর্বমোট আয়াত-	৬৬৬৬

তবে আমরা কুরআনের আয়াত গণনা করে দেখলে ৬২৩৬টি পাবে।

৩৯. শানে নুযূল বা ঐতিহাসিক পটভূমি

আল-কুরআনুল কারীম-এর আয়াতসমূহ বর্ণনার দিক থেকে দু'ধরনের। যথা-

- ক. এমন কিছু আয়াত যেগুলো কোনো উপলক্ষ ব্যতীত বর্ণনামূলকভাবে আলাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। যাতে কোনো ঘটনা বা প্রেক্ষাপট অথবা কোনো প্রশ্নের জবাব দানের জন্যে নয়।
- খ. এমন আয়াতসমূহ, যা কোনো অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যাকে সামনে রেখে আলাহ তার সমাধান কল্পে নাযিল করেছেন। এ ধরনের অবস্থা প্রেক্ষাপট ও ঘটনাকে ঐ আয়াতের বা অংশের শানে নুযূল বা ঐতিহাসিক পটভূমি বলা হয়।

৪০. শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অপরিপক্ব ইলমধারী কিছুসংখ্যক লোক শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনুল কারীম এত স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীরের জন্যে শানে নুযূলের জ্ঞান অর্জন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা নিতান্ত ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তৃত কুরআনুল কারীমকে সত্যিকার অর্থে হৃদয়ঙ্গম করে তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীর প্রদানের জন্যে শানে নুযূল সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় ও একটি অপরিহার্য শর্ত। এতদ্ব্যতীত কুরআনের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করার অনুকূলে শানে নুযূলের ভূমিকা অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪১. আয়াত ও আয়াতের প্রকারভেদ

আয়াত (آيَةٌ) শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিদর্শন। পরিভাষায় আয়াত হচ্ছে, আল কুরআনের একটি অংশ যা তার পূর্বের অংশ ও পরের অংশ থেকে পৃথক এবং সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত। আয়েশা (রা)-এর গণনায় কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি।

হুকুমের দিক থেকে আয়াত ৩ প্রকার। যথা- ১. হালাল, ২. হারাম, ৩. আমসাল বা উদাহরণ।

শব্দের দিক হতে আয়াত ২ প্রকার। ১. মুহকামাত, ২. মুতাশাবিহাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُنْتَشَابِهِ وَأَمْثَالٍ فَاحْلُوا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَأَمِنُوا بِالْمُنْتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল কুরআনে পাঁচ প্রকার আয়াত নাযিল হয়েছে- ১. হালাল, ২. হারাম, ৩. মুহকামাত, ৪. মুতাশাবিহাত, ৫. পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত। তোমরা হালালকে হালাল জান, হারাম থেকে দূরে থাক, আল্লাহর হুকুম মোতাবেক কাজ কর, মুতাশাবিহাত (যার অর্থ অস্পষ্ট) আয়াতের প্রতি ঈমান রাখ এবং পূর্বের জাতির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ কর।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

৪২. সূরার নামকরণ

সূরা (سُورَةٌ) হলো পবিত্র কুরআনের কতগুলো আয়াতের সমষ্টি। যার নিম্নসংখ্যা হচ্ছে তিন আয়াত। কুরআনের মোট সূরা সংখ্যা ১১৪টি। মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে, شَارِعٌ আল্লাহ বা মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে সূরাগুলোর নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের সূরাগুলোর নামকরণের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়ে থাকে।

প্রথমত: আলোচ্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন- সূরাতুল ফাতেহা, ইখলাছ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত: সূরার মধ্যস্থিত কোনো একটা শব্দ অথবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন- সূরা বাক্বারা, সূরা হজরাত ইত্যাদি।

তৃতীয়ত: সূরার আলোচ্য বিষয়ের পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়।
যেমন- সূরা তুল ফীল, সূরা লাহাব ইত্যাদি।

৪৩. সূরার প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে আল-কুরআনের সূরাগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১. মক্কী সূরা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদিনায় হিজরতের পূর্বে যে সকল আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মক্কী সূরা বলা হয়। মক্কী সূরার সংখ্যা ৮৬টি।
২. মাদানী সূরা : রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরতের পরে যে সকল আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা বলে। মাদানী সূরার সংখ্যা ২৮টি।

৪৪. মক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. মাক্কী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ঈমান ও হাশরের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।
২. মক্কী সূরাগুলো সাধারণত ছোট ছোট হৃদয়ময় আয়াত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী যা সহজে মুখস্থ করার যোগ্য।
৩. যেসব সূরায় **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** অর্থাৎ 'ওহে মানবজাতি! বলে সন্মোদন করা হয়েছে তা মক্কী।
৪. যেসব সূরায় **رَأَى** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা মক্কী।
৫. রাসূল ﷺ কে দেয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।
৬. যেসব সূরায় আদম (আ) এবং ইবলিসের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে তা মক্কী, তবে সূরা বাক্বারা এ মূলনীতির বাইরে।
৭. মাক্কী সূরার শুরুতে সাধারণত কসম করা হয়েছে।

৪৫. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. যেসব সূরায় **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** অর্থাৎ 'ওহে ঈমানদারগণ! বলে সন্মোদন করা হয়েছে তা মাদানী।
২. যেসব সূরায় জিহাদের নির্দেশ রয়েছে তা মাদানী।
৩. যেসব সূরায় মুনাফিকদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে তা মাদানী।
৪. মাদানী সূরাগুলো সাধারণত আকারে বড় ও বিস্তারিত।
৫. যাকাত ও গুশরের নিয়ম কানুন আলোচনা হয়েছে।

৬. মাদানী সূরাগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহার, হালাল, হারাম, বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিরাস, লেনদেন, স্বরাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, বন্দীনীতি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার বিশদ সমাধান।

৪৬. প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা

অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় মহাঘস্তু আল-কুরআন একবারেই নাযিল হয় নি। প্রথমে: **بَيِّنَاتُ الْغَيْبِ** নামক স্থানে নাযিল হয়। তারপর রাসূল ﷺ-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। জমহুর ওলামা ও মুফাসসিরগণের অভিমত হলো পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াত হচ্ছে সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত।

۱- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ -

১. পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা বড় দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৯৬ সূরা আলাক : ১-৫)

একদল আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা হলো সূরা আল মুন্দাসির। তবে এর স্বপক্ষে তেমন জোরালো দলীল পাওয়া যায়নি।

৪৭. কুরআন মজীদে সিজদার আয়াতের বিবরণ

কুরআন মজীদে ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। যা তিলাওয়াত করলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। একে আয়াতে সিজদাহ বলে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

নং	পারা	সূরা	ককু	আয়াত নং	সিজদার আয়াত
১	৯	আ'রাফ - ৭	২৪	২০৬	اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْجُدُوْنَ
২	১৩	রা'দ - ১৩	২	১৫	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُّ وَالْاَصَالِ
৩	১৪	নাহল - ১৬	৭	৪৯-৫০	وَلِلّٰهِ يَسْجُدُّ مَا يُؤْمَرُوْنَ

৪	১৫	ইসরা-১৭	১২	১০৭-১০৯	قُلْ آمِنُوا خُشُوعًا
৫	১৬	মারইয়াম-১৯	৪	৫৮	أُولَئِكَ الَّذِينَ وَكِبًا
৬	১৭	হুজ্জ-২২	২	৯৮	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ مَا يَشَاءُ
৭	১৯	ফুরকান-২৫	৫	৬০	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نَفُورًا
৮	১৯	নামল-২৭	২	২৫-২৬	الْأَسْجُدُوا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
৯	২১	সিজদাহ-৩২	২	১৫	إِنَّمَا يُزِمُّنُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
১০	২৩	ছদ-৩৮	২	২৪-২৫	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ وَأَنَابَ
১১	২৪	হা-মীম-সিজদা-৪১	৫৩	৩৭-৩৮	وَمِنْ آيَاتِهِ لَا يَسْتَمُونُ
১২	২৭	নাজম-৫৩	১	৬২	فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا
১৩	৩০	ইনশিক্বাক-৮৪	১	২১	وَإِذْ قُرِئَ لَا يَسْجُدُونَ
১৪	৩০	আলাক্-৯৬	১	১৯	كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَأَقْتَرِبَ

নোট : হানাফী মাজহাব মতে ১৪টি সিজদার আয়াত আছে। আর শাফেয়ী মাজহাব মতে ১৫টি। আর তা হলো সূরা হুজ্জর ৭৭ নং আয়াত। সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত যে সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো সূরা নাজম।

৪৮. কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা

মূলত: কুরআন বুঝা ও অধ্যয়ন করা খুবই সহজ, কিন্তু যেসব কারণে কুরআন বুঝা সমস্যা বলে মনে হয় তা হলো—

১. আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা।
২. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।
৩. একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ থাকা।
৪. কোনো বিষয় সূচি না থাকা।
৫. নাথিলের শ্রেণীপট না জানা।
৬. অনেকের তিলাওয়াত সহীহ না হওয়া (অনেকে মনে করেন তাদের তো কুরআন তিলাওয়াতই সহীহ না। এটা অধ্যয়ন করে আর কী হবে? বিষয়টি মারাত্মক ভুল ধারণা। একটু একটু করে তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন দুটিই সম্ভব।)
৭. অন্যান্য বিষয় জানা ও বুঝার জন্য যেভাবে সময় ও সম্পদ ব্যয় করা হয় কুরআনের জন্য সেরকম বা তার ১০০ ভাগের এক ভাগও ব্যয় না করা।
৮. সর্বোপরি আল্লাহদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থায় থেকে কুরআন বুঝা প্রায় অসম্ভব।

৪৯. সমাধানের উপায়

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে সে রকম মন-মানসিকতা নিয়ে বসতে হবে, যে রকম মন-মানসিকতা দাস তার মনিবের জন্যে পোষণ করে থাকেন। এখানে কিছু সমাধান তুলে ধরা হলো।

১. অধ্যয়নের সময় একাত্ন মন-মগজ নিয়ে বসা।
২. নিজেকে আবেহাতমুখী করা।
৩. কুরআন (আয়াত বা সূরা) নাযিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নুযূল জানা।
৪. রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে জানা।
৫. অধ্যয়নের যে আটটি (৮টি) সমস্যার কথা বলা হয়েছে তার সমাধান করা।
৬. সর্বোপরি ঘরে বসে কুরআন বোঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া।

৫০. কুরআনের তাফসীর

তাফসীর (تَفْسِيرٌ) অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। পবিত্র কুরআন নাযিলে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঠিক রেখে নাযিলের প্রেক্ষাপট উল্লেখসহ সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করার নাম তাফসীর। তাফসীর পড়লে কুরআন বোঝতে সহজ হয়। এ রকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তাফসীর হলো—

১. তাফহীমুল কুরআন।
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর।
৩. ফী বিলালিল কুরআন
৪. মাআরেফুল কুরআন।
৫. তাফসীরে তাবারী প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত তাফসীর।

অধ্যাপক গোলাম আযমের লিখিত, “কুরআন বুঝা সহজ” বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন— ছাত্রজীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তাফসীর দেখে কুরআন বুঝার চেষ্টা করেছিলাম। আলেম না হলে কুরআন বুঝা সম্ভব নয় মনে করেই এ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। ১৯৫৪ সালে মরহুম আবদুল খালেক সাহেবের দারস কুরআন কিছুদিন শুনে সহজ মনে হল। জানতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর লিখিত তাফহীমুল কুরআন থেকেই তিনি দরস দেন। তখন নতুন উৎসাহ নিয়ে এ তাফসীর অধ্যয়নে মনোযোগ দিলাম। বইটিতে তিনি তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবেই উল্লেখ করেন তাফহীমুল কুরআন যে বৈশিষ্ট্যের দরুণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তা এ তাফসীরখানা না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না। মধু কেমন তা খেয়েই বুঝতে হয়।

অন্যের কথায় মধুর স্বাদ ও মিষ্টতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নবুয়তের ২৩ বছরে রাসূল ﷺ কালেমা তাইয়্যোবার দাওয়াত দেয়া থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইক্বামতে ধীনের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন সে কাজটি করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আব্বাহ প্রয়োজন মতো যখন যে হেদায়াত পাঠিয়েছেন তাই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনের আসল রূপ দেখতে হলে রাসূল ﷺ-এর সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কুরআন এ কাজটিই করেছে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

৫১. দারসে কুরআন উপস্থাপন পদ্ধতি

যিনি দারসে কুরআন পেশ করবেন তাকে অবশ্যই সর্বপ্রথম বিস্কন্ধভাবে তারতীবি অনুযায়ী তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। অন্ততপক্ষে যে অংশটুকু হতে দারস দেবে, সে অংশটুকু সহীহ তেলাওয়াত ও প্রাথমিক ভাষাজ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। পরে যখন দারস উপস্থাপন করবেন তখন নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১. নির্বাচিত অংশ বিস্কন্ধভাবে তিলাওয়াত করা।
২. তিলাওয়াতকৃত আয়াতের ছব্বহ সরল অনুবাদ করা।
৩. সূরা বা আয়াতের নামকরণ (যদি থাকে)।
৪. তেলাওয়াতকৃত অংশের শানে নুযূল আলোচনা করা।
৫. যথাসম্ভব সূরা বা আয়াতের আলোচ্য বিষয় বা বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা।
৬. আয়াত ও বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীর উল্লেখ করা।
৭. পরিশেষে পয়েন্টভিত্তিক শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা।
৮. তখনকার পটভূমির আলোকে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে শিক্ষার বাস্তবায়ন পদ্ধতি আলোচনা করা।

২. তাজভীদ

৫২. ইলমুত তাজভীদ

সংজ্ঞা : তাজভীদ (تَجْرِيدٌ) অর্থ সুন্দরভাবে বিন্যাস করা, সাজানো বা শুদ্ধ করা।

পরিভাষায় : যে পুস্তক পাঠ করলে কুরআনুল কারীম সুন্দররূপে পড়া যায় তাকে তাজভীদ বলে।

ইলমে তাজভীদে প্রয়োজনীয়তা : আব্বাহর নির্দেশ : وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

আল কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (সূরা মুখায্বিল : ৪)

রাসূল ﷺ-এর সতর্কতা : رَبِّ قَارِي لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

এমন অনেক কুরআন পাঠক রয়েছে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

তাছাড়া সহীহ শুদ্ধ করে না পড়লে অর্থের বিকৃতি ঘটে। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلَّهِ অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। আর যদি পড়ে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ তা হলে অর্থ হবে সমস্ত ছিড়া কাপড় আল্লাহর জন্যে (নাউজ্জবিলাহ)। অন্নরূপভাবে قُلْ - অর্থ আপনি বলুন, আর كُنْ - অর্থ আপনি ভক্ষণ করুন। সুতরাং একটির স্থলে অন্যটি বললে অর্থের বিকৃতি হয়ে যাবে।

৫৩. মাখরাজ

হরফ যে স্থান হতে উচ্চারিত হয়, ঐ স্থানকে ঐ হরফের মাখরাজ বলে।

আরবি ২৯টি হরফকে উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ১৭টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ মাখরাজ ১৭টি। ১৭টি মাখরাজের বিবরণ নিচে দেয়া হলো-

১. এক নম্বর মাখরাজ- হলের শুরু হতে (হামজাহ- হা) ا - هـ
২. দুই নম্বর মাখরাজ- হলের মধ্যস্থান হতে (আইন- হা) ح - ع
৩. তিন নম্বর মাখরাজ- হলের শেষ ভাগ হতে (গাইন- খা) خ - غ
৪. চার নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে দুই নোকতাওয়ালা (কাফ) ق
৫. পাঁচ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে মধ্যস্থান পেচানো (কাফ) ك
৬. ছয় নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার মধ্যস্থান তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (জীম, শীন, ইয়া) ج . ش . ي
৭. সাত নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়ার কিনারা সামনের ওপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (দোয়াদ) ض
৮. আট নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগার কিনারা সামনের ওপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (লাম) ل
৯. নয় নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (নূন) ن
১০. দশ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (রা) ر
১১. এগার নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (ভোয়া, দাল, তা) ت - د - ذ

১২. বারো নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (সোয়াদ, সীন, যা) ص - س - ز
১৩. তেরো নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার আগা সামনের ওপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (যোয়া, যাল, ছা) ظ - ذ - ث
১৪. চৌদ্দ নম্বর মাখরাজ- নিচের ঠোঁটের পেট সামনের ওপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (ফা) ف
১৫. পনেরো নম্বর মাখরাজ- দুই ঠোঁট হতে ওয়াও, বা, মীম উচ্চারিত হয়। و - ب - م
১৬. ষোলো নম্বর মাখরাজ- মুখের খালি জায়গা হতে মদ্বের হরফ পড়া যায়, মদ্বের হরফ তিনটি و - ی - ا। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও, জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া। মদ্বের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- بِو - بُو - بِي - যেমন- (বা, বু, বী)
১৭. সতের নম্বর মাখরাজ- নাকের বাঁশী হতে গুনাহ উচ্চারিত হয়। যেমন- আম- মা- আন্-না اَمْ - اُنْ - اَمَّ

৫৪. হরকত

এক যবর (ـَ) এক জের (ـِ) এক পেশকে (ـُ) হরকত বলে।

(ـُ) হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

(ـَ) যবরের উচ্চারণ বাংলা (i) আকার এর মতো যেমন بَ বা যবর = বা।

(ـِ) যেরের উচ্চারণ বাংলা (i) ইকার এর মতো যেমন بِ বা যের = বি।

(ـُ) পেশের উচ্চারণ বাংলা (u) উকার এর মতো যেমন- بُو বা পেশ = বু।

যেমন- أَحَدٌ - أَمْرٌ - بَشِيرٌ - غَسِيلٌ - مِسْلٌ - لُطْفٌ - أَفْقٌ - غَلْبٌ

৫৫. তানভীন

(ـُ) দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানভীন বলে।

তানভীনের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

(দুই যবরের সাথে আলিফ ও ইয়া পড়া যায় না। আলিফ ও ইয়া রসমে খত বা লেখার নিয়ম। রসমে খত ওয়াকফের সময় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।)

যেমন : بُ বা দুই যবর = বান

بُ বা দুই যের = বিন

بُو বা দুই পেশ = বুন

বান, বিন, বুন,

حَسَدًا - أَحَدٌ - خُلُقٌ - بَحَلٌ - بَشْرٌ

আলিফ সব সময় খালি থাকে। তবে, (أ - إ - ا - آ) আফিলে যবর, যেহ, পেশ, জযম হলে ঐ আলিফকে হামজাহ বলে।

৫৬. জযম

(أ - إ - ا - آ) জযমওয়ালা হরফ তার ডানদিকের হরকতের সাথে মিলিয়ে একবার পড়া যায়। জযমের আওয়াজ কাটা হয়ে নিচের দিকে যায়।

যেমন : أ ت হামজাহ তা যবর = আত্

إ ت হামজাহ তা জের = ইত্

ا ت হামজাহ তা পেশ = উত্

আত, ইত, উত্

أَكْرَمٌ - بَعْدٌ - أَمْرٌ - نَفْسٌ - أَلْقَتْ

(আক্রামা, বায়দু, আমরিন, নাফসিন, আলকাত)

আরবি ২৩ টি হরফের মাঝে এরূপ হয়।

(বাকি ৫টি হরফে জযম হলে কুলকুলা করে পড়তে হয়)

৫৭. তাশদীদ

(أ - إ - ا - آ) তাশদীদ ওয়ালা হরফ দু'বার পড়া যায়। ডান দিকের হরকতের সাথে একবার এবং নিচের হরকতের সাথে একবার। তাশদীদের আওয়াজ শক্ত এবং ঘেঘানো।

যেমন : أَبٌ হামজাহ বা জবর = আব, বা জবর বা = আব্বা।

إ ب হামজাহ বা জবর = আব বা জের বি = আব্বি।

ا ب হামজাহ বা জবর = আব, বা পেশ বু = আব্বু।

আব্বা, আব্বি, আব্বু

أَنْ أَنْ أَنْ - أُنْ أَنْ أَنْ - أَجْ أَجْ أَجْ - أَحْ أَحْ أَحْ - بَرَزَ - حَصَلَ - كَذَبَتْ - نَبَتْ

৫৮. ওয়াজ্বিব ওন্নাহ

(أ - إ - ا - آ) হরকতের বামপাশে মীমে বা নুনে তাশদীদ হলে তাকে ওয়াজ্বিব ওন্নাহ বলে। ওয়াজ্বিব ওন্নাহ মানেই কিছুকরণ ওন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন-

أَمٌ হামজাহ মীম জবর = আম, মীম জবর মা = আম-মা

إ م হামজাহ মীম জবর = আম, মীম জের মি = আম-মি

ا م হামজাহ মীম জবর = আম, মীম পেশ মু = আম-মু

আম-মা, আ,ম-মি, আম-মু

إِمَامٌ - أَمَامٌ - أَنْ أَنْ أَنْ - إِنْ إِنْ إِنْ - أَنْكُمْ - جَهَنَّمَ - مُحَمَّدٌ - أَمَّنْ

- গ. ইদগাম : (গুন্নাহের সাথে মিলাইয়া পড়া) নূন সাকিন ও তানভীনের পর ইদগামের বর্ণ (ي - ر - م - ل - و - ن) থেকে যে কোন একটি বর্ণ আসলে উক্ত বর্ণের সাথে সংযুক্ত করে পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন- **مَنْ يَفْعَلْ** ইহা দু'প্রকার- ১. ইদগামে বা গুন্নাহ, ২. ইদগামে বে গুন্নাহ।
নোট : নূন সাকিনের পর **وَ** এবং **يَا** থাকে সত্ত্বেও ৪টি শব্দে ইখফার গুন্নাহ হয় না। যেমন ৪টি শব্দ - **سِنَانٌ - قِنْوَانٌ - بَنِيَانٌ - دُنْيَا**
- ঘ. ইখফা : (গুন্নাহ করে পড়া) নূন সাকিন ও তানভীনের পরে ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে তাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। ইখফার হরফ হলো-

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك
قَوْمًا تَجْهَلُونَ - مِنْ ثَمَرَةٍ - لَنْ تَفْعَلَ - مِنْ دَبِيرٍ - যেমন

৬২. মীম সাকিন

যে **م** এর ওপর (^) জযম থাকে, তাকে মীম সাকিন বলে। এ মীম সাকিনকে তিন নিয়মে পড়া যায়। যেমন-

- ক. ইখফা : মীম সাকিনের পর যদি (ب) বর্ণ থাকে থাকে, তখন তাকে গুন্নাহ করে পড়াকে ইখফা বলে। যেমন- **قُمْ يَا ذُنَّ اللَّهُ**
- খ. ইদগাম : মীম সাকিনের পর যদি মীম থাকে, তবে উভয় মীমকে গুন্নাহসহ পড়াকে ইদগাম বলে। যেমন- **عَلَيْهِمْ مَطْرًا**
- গ. ইজহার : **ب** ও **م** ব্যতীত বাকি ২৭টি বর্ণের যে কোনো একটি বর্ণ যদি মীম সাকিনের পর থাকে, তবে তাকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট করে পড়াকে ইজহার বলে। যেমন- **أَلَمْ تَرَ - وَهُمْ فَاسِقُونَ**

৬৩. **اللَّهُ** শব্দ পড়ার নিয়ম

যদি **اللَّهُ** আলাহ শব্দের **ل** এর পূর্ব বর্ণে পেশ বা যবর থাকে, তবে ঐ **ل** কে মোটা এবং যদি **ل** এর পূর্ব বর্ণে যের থাকে, তবে তাকে (চিকন) করে পড়তে হয়। যেমন **بِسْمِ اللَّهِ - اللَّهُمَّ**

৬৪. **رَأَى** পড়ার নিয়ম

رَأَى যদি যবর ও পেশ বিশিষ্ট এবং এর সাকিন অবস্থায় পূর্ব বর্ণ যদি যবর বা পেশ বিশিষ্ট হয় তবে একে মোটা করে পড়তে হয়। আর যদি **رَأَى** যের বিশিষ্ট অথবা সাকিন অবস্থায় পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হয়, তবে একে (চিকন) ক্ষীণ করে পড়তে হয়। যেমন- **رَجُلٌ - رَسُولٌ - أَنْصَرٌ - رِجَالٌ - أَرْحَمٌ**

৬৯. চার আলিফ মদ

ক. মদের হরফের ওপরের চিহ্নটি - মোটা হলে, চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- **أَتَعَاوَنِي ۞ أَلَمْ**

৭০. সকল **أَآ** টানা মানা, চার জায়গার **أَآ** ছাড়া

১. **أَبَ**-সূরা লুকমান, ১৫ নং আয়াত
২. **أَبُو**-সূরা যুমার, ১৭ নং আয়াত
৩. **أَمَل**-সূরা আলে ইমরান, ১১৯ নং আয়াত
৪. **أَسَى**-সূরা ফুরকান, ৪৯ নং আয়াত।

নোট : আসলে শিক্ষক ছাড়া সহীহ করে কুরআন পড়া খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে এটিএন বাংলা চ্যানেলে (সকালে) এ কে এম শাহজাহান (কেন্দ্রিয় ওস্তাদ তালীমুল কুরআন) নিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহ কুরআন শিক্ষা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর উদ্ভাবক। শব্দে শব্দে কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি বা সকালে এনটিভিতে দেখতে পারেন।

৩. আল হাদীস

৭১. হাদীস কী?

হাদীস (الْحَدِيثُ) আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ- কথা, বাণী, সংবাদ, উপদেশ ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে আন্বামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-

(۱) الْحَدِيثُ هُوَ أَقْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ.

১. মহানবী **ﷺ**-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হাদীস।

যুক্তি আমীমুল ইহসান (র) একটু ব্যাপকভাবে বলেছেন। তিনি বলেন-

(۲) الْحَدِيثُ هُوَ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ وَالصَّحَابِيِّ

والتابعيِّ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ.

২. সাধারণ অর্থে রাসূল **ﷺ**, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীদের উক্তি এবং রাসূল **ﷺ**-এর কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলে।

ড. মাহমুদ ত্বহান (র) বলেন,

(৩) **أَلْحَدِيثُ مَا أَضِيفُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ -**

৩. যে কথা, কাজ ও সমর্থনের সঞ্চক মহানবী ﷺ-এর দিকে করা হয়ে তাকে হাদীস বলে।

মূলত হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস ও মৌলিক দলীল। মানবজীবন পরিচালনার জন্যে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। হাদীসের জ্ঞান ব্যতীত পবিত্র কুরআন অনুধাবন করা এবং এর সঠিক তাৎপর্য বুঝা অসম্ভব। রাসূল ﷺ-এর জীবনাচরণ হলো কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। বস্তৃত কুরআন বুঝার জন্যে হাদীস জানা একান্ত অপরিহার্য।

৭২. রাসূল ﷺ নিজ থেকে কিছু বলেন না

(১) **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -**

১. আর তিনি রাসূল ﷺ প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কথা বলেন না; বরং ওহীর কথা বলেন যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (৫৪-সূরা নাজম : ৩-৪)

৭৩. রাসূল ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ পালন করা

(১) **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا**

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

১. রাসূল ﷺ তোমাদের জন্যে যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৯-সূরা হাশর : ৭)

৭৪. রাসূলের আনুগত্য করা

(১) **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ**

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

১. হে রাসূল ﷺ আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ মহাক্ষমশীল ও পরম দয়ালু। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৩১)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ .

২. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের অনুগত্য কর এবং তোমাদের আমলসমূহকে নষ্ট করে দিও না। (৩৩-সূরা আহযাব : ২১)

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

৩. হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের অনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য কর। (৪-সূরা নিসা : ৫৯)

৭৫. সর্বোত্তম আদর্শ

(১) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

১. নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এটা তাদের জন্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (৩৩-সূরা আহযাব : ২১)

৭৬. রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ না করার পরিণাম

(১) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ .

১. বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত তারা যদি বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। (৩-সূরা ইমরান : ৩২)

(২) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا .

২. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (৩৩-সূরা আহযাব : ৫৭)

৭৭. সর্বক্ষেত্রে রাসূলকে মেনে নেওয়া

(১) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

১. কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংশয় সৃষ্টি হবে না বরং তা সম্ভূষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিবে। (৪-সূরা নিসা : ৬৫)

(২) مَنْ يَطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا.

২. যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহর হুকুম মান্য করল আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী করে পাঠাইনি। (৪-সূরা নিসা : ৮০)

৭৮. হাদীস কি ওহী?

অহী আল্লাহ প্রদত্ত। অহী (الْوَحْيُ) শব্দটি আরবি। যার অর্থ- ইঙ্গিত করা, শ্রেণণ করা বা প্রত্যাদেশ করা। জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী-রাসূলদের কাছে মানুষের জন্যে উপযোগী উপদেশ সম্বলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই অহী বলে।

মহান আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর ওপর যে সকল অহী নাযিল করেছেন তা দু'প্রকার। যথা-

১. অহীয়ে মাতলু (وَحْيٌ مُتَلَوٌّ) বা পঠিত প্রত্যাদেশ।

২. অহীয়ে গায়রে মাতলু (وَحْيٌ غَيْرٌ مُتَلَوٌّ) বা অপঠিত প্রত্যাদেশ।

৭৯. অহীয়ে মাতলু

مُتَلَوٌّ অর্থ- যা তিলাওয়াত করা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত কুরআন উদ্দেশ্য। এটি এজন্য অহীয়ে মাতলু যে, এ প্রকার ওহী প্রথমত আল্লাহর বাণীবাহক জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-কে শব্দে শব্দে তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রমযান মাসে তা জিবরাঈল (আ)-কে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। এক্ষেত্রে যে যে শব্দ ও বাক্যে অহী নাযিল হয়েছে তা হুবহু বহাল রাখতে রাসূল ﷺ বাধ্য ছিলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

(১) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ.

لَا خُذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّ لَهُ لَتَذَكَّرَ لِّلْمُتَّقِينَ.

১. এটা (কুরআন) বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (তিনি) মুহাম্মদ ﷺ যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতেন তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা বা ঘাড়। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। এটা আল্লাহ ভীরুদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ। (৬৯-সূরা আল হাক্বাহ : ৪৩-৪৮)

সালাতে কেবলমাত্র এ প্রকারের অহী-ই তিলাওয়াত করা যায়।

৮০. অহীয়ে গায়রে মাতলু

গায়রে মাতলু হলো অপঠিত অহী। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বিষয়বস্তু অহী করা হতো। কিন্তু এ ধরনের অহীর মাধ্যমে প্রাণ্ড মূল বক্তব্যকে বা ভাবকে নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ ও উপস্থাপন করার অধিকার রাসূল ﷺ-এর ছিল। তবে আল্লাহ রাসূল আলামীন সেই ভাবধারাটি রাসূলের ﷺ অন্তঃকরণে সৃষ্টি করে দিতেন। তাই এটি অহীয়ে গায়রে মাতলু। এ ধরনের অহী সালাতে তিলাওয়াত করা যায় না। অহীয়ে গায়রে মাতলু দ্বারা হাদীস উদ্দেশ্য।

সুতরাং একথা বলা যায়, হাদীস অহী এবং তা পরোক্ষ অহী। ইসলামী শরীয়তের মূলভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরই হাদীসের স্থান।

৮১. হাদীস সংকলনের ইতিহাস

রাসূল ﷺ-এর হাদীসসমূহ তাঁর ও সাহাবীদের যুগে তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

১. লিখিত আকারে,
২. স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে এবং
৩. পঠন-পাঠনের মাধ্যমে।

এই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে হাদীস সংগ্রহ, বিন্যাস ও পুস্তকাকারে সংকলন করা হয়েছে। সংকলনের এই সময়টাকে চারযুগে বিভক্ত করা যায়।

৮২. প্রথম যুগ

নবী করীম ﷺ-এর যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংকলনের প্রথম যুগ ধরা হয়। এ যুগে সাহাবায়ে কিরামগণের সাথে একদল মহান তাবয়ী ছিলেন। সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর বাণীসমূহ পালনের মাধ্যমে স্মৃতিতে ধরে রাখার পাশাপাশি পাথরে কিংবা সংরক্ষিত স্থানে লিখে রাখতেন। এ যুগের হাদীস সংরক্ষক ও সংকলকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম সাহাবীগণ হলেন- আবু

হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালেক, আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ। এই মহান সাহাবীদের প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিল। এ যুগের তাবিয়ীগণের মধ্যে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রাফে (র) অন্যতম।

৮৩. দ্বিতীয় যুগ

এই যুগটি ১ম শতকের শেষের দিকে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এ যুগে তাবিয়ীদের একটি বিরাট দল তৈরি হয়ে যায় হাদীস সংকলনে। তারা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক সংকলনসমূহ একত্র করেন। এই যুগের হাদীস সংকলকগণের মাঝে ইমাম ইবনে যুহরী (র), ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (র) ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) ছিলেন প্রসিদ্ধ।

৮৪. তৃতীয় যুগ

এ যুগ প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের সংকলন প্রস্তুত করা হয়। রাসূল ﷺ এর বাণীসমূহকে সাহাবী ও তাবিয়ীদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলন করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিখ্যাত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। এ যুগের প্রসিদ্ধ সংকলকগণ হলেন—

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র),
২. ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (র),
৩. ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইনী আল-কুশাইরী (র),
৪. ইমাম আবু দাউদ আশশায়খ ইবনে সুলাইমান (র),
৫. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (র),
৬. ইমাম আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী এবং
৭. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনী (র)।

৮৫. চতুর্থ যুগ

এ যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয় এবং তা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ যুগে যে কাজ হয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো—

১. হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।
২. হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর এ যুগের অসংখ্য গ্রন্থ এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।
৩. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলি থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম হচ্ছে-
মিশকাতুল মাসাবীহ, রিয়াদুস সালাহীন, মুনতাকাল আখবার, বুলুগুল মারাম ও ইস্তেখাবে হাদীস ইত্যাদি।

৮৬. আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লেখার প্রারম্ভিক সময়

১০০ হিজরীতে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা)-এর সময় থেকে হাদীস আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা শুরু হয়। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ভাষায় ফরমান লিখে পাঠান-

۱. أَنْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْمَعُوا .

১. তোমরা মহানবী ﷺ-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু করো। মদিনার শাসনকর্তা আবু বকর ইবনুল হায়ম-এর নিকট ফরমান পাঠান-

(۱) أَنْظُرُوا مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسُنَّتِهِ أَوْ حَدِيثِ عُمَرَ أَوْ نَحْوِ هَذَا فَارْتَبِعُوا لِي فَأَنْتِ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ .

২. রাসূলের হাদীস, তাঁর সুন্নাহ কিংবা উমরের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশঙ্কাবোধ করছি।

৮৭. হাদীসের অন্যান্য নাম

হাদীসকে সুন্নাহ, খবর এবং আছারও বলা হয়।

সুন্নাহ : সুন্নাহ (سُنَّةٌ) হচ্ছে পদ্ধতি, পথ তথা রাসূল ﷺ-এর তরীকা ব পদ্ধতি। আল কুরআনের তথা মহান আল্লাহর প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশ ও

নিষেধসমূহ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্যে রাসূল ﷺ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে সূন্নাহ।

আবদুল হক মুহাদিস দেহলভী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে যা কিছু (জীবন চলার যে পদ্ধতি) এসেছে তা-ই সূন্নাত।

খবর : খবর শব্দের অর্থ- সংবাদ, হাদীসসমূহকে আরবি ভাষায় খবরও (خَبْرٌ) বলা হয়। কিন্তু খবর শব্দটি হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক। খবর শব্দটি দ্বারা একই সাথে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়।

কারো কারো মতে, রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সন্মতিকেই খবর বলে, যা হাদীসেরই নামান্তর। আবার কারো কারো মতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও মৌনসন্মতিকে খবর বলা হয়।

আছার : আছার (أَنَّ) বলতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকে বুঝায়। কিন্তু কেউ কেউ রাসূল ﷺ, সাহাবী ও তাবিয়ীদের কথা, কাজ, সমর্থন ও অনুমোদনকে 'আছার' বলে অভিহিত করেছেন।

৮৮. হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্যের ভিত্তিতে হাদীস তিন প্রকার। যথা- ১. কাওলী, ২. ফেলী ও ৩. তাকরিরী।

১. কাওলী : রাসূল ﷺ-এর কথামূলক বা বিবৃতিমূলক হাদীসকে কাওলী হাদীস বলে।
২. ফে'লী : রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবনে কর্মমূলক হাদীসকে ফে'লী হাদীস বলে।
৩. তাকরিরী : মৌন সন্মতিমূলক বা অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হাদীসকে তাকরিরী হাদীস বলে।

* রাবীর সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীস দু'প্রকার

১. হাদীসে মুতাওয়্যাতির : এর অর্থ- একের পর এক আসা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইত্যাদি। কাজেই হাদীসে মুতাওয়্যাতির ঐ হাদীস, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারের ওপর ঐক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।
২. হাদীসে আহাদ : ঐ হাদীস, যার বর্ণনাকারী মুতাওয়্যাতির পর্যায় পৌঁছায়নি।

* হাদীসে আহাদ আবার তিন প্রকার

১. মাশহুর : হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোনো যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

২. **আজ্জীজ** : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো যুগেই দুই এর কম ছিল না।
৩. **গরীব** : যার বর্ণনাকারী সংখ্যা কোনো যুগে এক জনে পৌঁছেছে।
এই তিন প্রকারকে একত্রে খবরে আহাদ বলে।
- * **রাবীদের সিলসিলা বা সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার**
১. **মারফু'** : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে।
২. **মাওকুফ** : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।
৩. **মাকতু'** : যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।
- * **রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার**
১. **মুত্তাসিল** : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদীসের রাবী সংখ্যা অক্ষুণ্ণ রয়েছে কখনো কোনো রাবী উহ্য থাকেনি, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।
২. **মুনকাতি** : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ না থেকে মাঝখানে থেকে রাবী উহ্য হয়েছে, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুনকাতি বলে।
- * **মুনকাতি হাদীস তিন প্রকার**
১. **মুয়াল্লাক** : যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।
২. **মু'দাল** : যে হাদীসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা তদূর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।
৩. **মুরসাল** : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে তাবেয়ী এবং রাসূল ﷺ-এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায়।
- * **ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার**
১. **শা'য** : যে হাদীসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত; কিন্তু তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।
২. **মুয়াল্লাল** : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পার্থক্য করতে পারেন।
- * **রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার**
১. **সহীহ হাদীস** : যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র) বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী, রাবী স্বচ্ছ স্বরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীসটি শা'য এবং মুয়াল্লাল নয়।
২. **হাসান** : 'স্বচ্ছ স্বরণ শক্তি' ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. **জয়ীফ** : যে হাদীসে উপরিউক্ত সকল কিংবা কোনো উল্লেখযোগ্য ক্রটি থাকে তাকে জয়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : ঐ হাদীস, যার ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভাষা রাসূল ﷺ-এর তাকে হাদীসে কুদসী বলে। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী এবং জিবরাঈলও বলে। হাদীসে কুদসী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

হাদীসে নববী : হাদীসে কুদসী ব্যতীত সকল হাদীসই হাদীসে নববী।

৮৯. হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সনদ : হাদীস বর্ণনাকারীদের সূত্রে সনদ বলে। অন্য কথায়, সনদ হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীদের সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা।

মতন : হাদীসের মূল অংশ বা বক্তব্যকে মতন বলে।

রাবী : হাদীস বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ানেত : হাদীসের বর্ণনাকে রেওয়ানেত বলে।

দেওয়ানেত : হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেওয়ানেত বলে।

রেজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিতে রেজাল বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষককে শায়খ বলে।

মুহাদ্দিস : সনদ-মতনসহ হাদীস চর্চা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুহাদ্দিস বলে।

হাকিম : সনদ-মতনসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্বকারীই হাকিম।

হুজ্জাত : সনদ-মতনসহ তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্বকারীকে হুজ্জাত বলে।

হাকীম : সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্বকারী।

আসমাউর-রিজাল : রাবীদের জীবনীগ্রন্থ।

বেশি হাদীস বর্ণনাকারী : পুরুষের মধ্যে আবু হুরায়রা (রা) ৫৩৭৪টি ও মহিলাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ২২১০টি।

সিহাহ সিন্তাহ : ৬টি বিদ্বৎ হাদীস গ্রন্থ : বুখারী, ৭৩৯৭, মুসলিম ৪০০০, আবু দাউদ ৪৩০০, তিরমিযী ৩৮১২, নাসায়ী ৪৪৮২ ও ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮।

সুনান : যে হাদীস গ্রন্থ ফিকাহের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

মুসনাদ : যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসসমূহকে সাহাবীদের নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং একজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত সকল হাদীসকে একটি মাত্র গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাকে মুসনাদ বলে। যেমন- মুসনাদে আহমদ।

জামে : যে হাদীস গ্রন্থে ৮টি বিষয় : আকাইদ, ছিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, আশরাত ও গুণাবলী (মানাকিব) সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সুনানে আরবায়া : ৪টি হাদীস গ্রন্থ : ১. আবু দাউদ, ২. তিরমিযী, ৩. নাসায়ী, ৪. ইবনে মাজাহ।

সহীহাইন : বুখারী ও মুসলিমকে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি : যে হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একই রাবী থেকে স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বলে।

আদালত : বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী হওয়া এবং ফিসকের উপায় উপকরণ থেকে মুক্ত ও বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে আদালত বলে।

যবত : শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্টি থেকে স্মৃতিশক্তিতে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তাকে যবত বলে।

ছিকাহ : যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালত ও যবত পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ বা সাবিত বলে।

তাকসীরে মা'ছুর : হাদীসের আলোকে যে তাকসীর করা হয় তাকে তাকসীরে মা'ছুর বলে। যেমন- ইবনে কাসীর।

৯০. সাহাবায়ে কিরাম

সাহাবী : সাহাবী (صَحَابِي) আরবি শব্দ। বহুবচনে আসহাব (أَصْحَاب)। যিনি ঈমান ও প্রত্যয়ের সাথে রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর অটল ছিলেন, তাকে সাহাবী বলে। অন্য কথায়, যারা রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন, ঈমান এনেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের ওপর কায়েম বা দৃঢ় ছিলেন তারা হলেন সাহাবী। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের সময় প্রায় দেড়লক্ষ সাহাবী ছিলেন।

তাবিয়ীন : যিনি কোন সাহাবী (রা)-এর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে একবার তাকে দেখেছেন তাকে তাবিয়ী বলে। তাবিয়ীনদের সংখ্যা হাজার হাজার। এরা সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছেন। হাদীসের জ্ঞান আহরণ, তা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তাবে-তাবেয়ীন : যিনি কোন তাবেয়ী (র)-এর কাছে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন বা তাকে দেখেছেন তাঁকে তাবে-তাবেয়ী বলে। তাদের সংখ্যাও হাজার হাজার। এরা তাবিয়ীদের কাছে থেকে হাদীসের ইলম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মতের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিলেন। এভাবে বিশ্বব্যাপী কুরআন-হাদীসের আলো ছড়িয়ে পড়ে।

৯১. কতিপয় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী

ক্রমিক নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	হাদীস সংখ্যা
১. আবু হুরায়রা (রা)	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫৩৭৪টি
২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	২৬৬০টি
৩. আয়েশা সিদ্দীকা (রা)	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২২১০টি
৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)	৭৩ হিজরী	৮৪ বছর	১৬৩০টি
৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)	৭৮ হিজরী	৯৪ বছর	১৫৬০টি
৬. আনাস ইবনে মালেক (রা)	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর	১২৮৬টি
৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা)	৭৪ হিজরী	৮৪ বছর	১১৭০টি

এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আমর ইবনুল আস (রা), আলী (রা) ও ওমর (রা), সেই সব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে।

৯২. হাদীসে কুদসী পরিচিতি ও কতিপয় হাদীসে কুদসী

হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে কুদসী। এ হাদীসের মূল বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত। কুদসী শব্দটি আরবী 'কুদুস' থেকে এসেছে, যার অর্থ পবিত্র ও মহান।

পরিচিতি : যে হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে সে হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' বলে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে 'ইলহাম' অথবা স্বপ্নযোগে এই মূল কথাগুলো জানিয়ে দিয়েছেন।

কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ; আর হাদীসে কুদসীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু এর অর্থ, ভাব ও বিষয়বস্তু আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। নিম্নে কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হল।

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মধ্যকার পার্থক্য

১. কুরআন বিশিষ্ট দূত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নাযিল হয়েছে এবং এর শব্দ ও ভাষা নিশ্চিতভাবে লগ্হে মাহফূজ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসীর মূল বক্তব্য আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। এর ভাষা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজস্ব।

২. সালাতে কুরআন থেকেই শুধু তেলাওয়াত করা হয়, কুরআন ছাড়া সালাত সহীহ হয় না।
পক্ষান্তরে সালাতে হাদীসে কুদসী পাঠ করা যায় না, হাদীসে কুদসী পাঠে সালাত আদায় হয় না।
৩. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা হারাম।
কিন্তু হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারে। এমনকি হায়েয নেফাস সম্পূর্ণ নারীও স্পর্শ করতে পারে।
৪. কুরআন মজীদ একটি মু'জিয়া; কিন্তু হাদীসে কুদসী মু'জিয়া নয়।
৫. কুরআন অমান্য করলে কাফের হয়ে যায়; কিন্তু হাদীসে কুদসী অমান্য করলে গুনাহ হয় বটে তবে কাফের হয়ে যায় না।
৬. কুরআন নাযিল হওয়ার জন্য আদ্বাহ ও রাসূলের মাঝখানে জিবরাঈল (আ) বাহক ছিলেন; কিন্তু হাদীসে কুদসীর জন্য জিবরাঈলের মাধ্যম জরুরী নয়।

নিম্নে কতিপয় হাদীসে কুদসী দেয়া হল-

(১) عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي مَنْ دَخَلَهَا مِنْ عَذَابِيْ-

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত আব্দুল্লাহ তা'আলা বলেন- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার দুর্গ। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করল, সে আমার আযাব থেকে রেহাই পেল। (ইবনুন্নাজ্জার)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ أَنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ-

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহা প্রতাপশালী আব্দুল্লাহ বলেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার সাথে আছি। যদি সে আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে তা তারই সাথে থাকবে। আর যদি আমার প্রতি খারাপ ধারণা করে তাহলেও তা তাঁর সাথে থাকবে।" (আহমদ)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِيْ لِقَائِيْ أَحَبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرِهْتُ لِقَاءَهُ-

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যখন আমার বান্দা আমার সাক্ষাত ভালবাসে, আমিও তার সাক্ষাত ভালবাসি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত ঘৃণা করে, আমিও তার সাক্ষাত ঘৃণা করি।” (মুয়াত্তা ও বুখারী)

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ أَدَمَ أَذْكَرُنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةٌ أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا -

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! ফজর ও আসরের সালাতের পর কিছুক্ষণের জন্য আমাকে স্মরণ করো তাহলে উভয় সালাতের মাঝামাঝি সময়ে আমি তোমার সহায়তা করব।” (আবু নুয়াইম)

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنِّي مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ -

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নিচয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকিরের মধ্যে তার উভয় ঠোঁট নড়াচড়া করে।” (ইবনে হিব্বান-৬১৫)

(৬) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي أُعْطِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي -

৬. হযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘আমার স্মরণ যাকে এভাবে মশগুল রাখে যে, সে আমার কাছে তার কাম্য বস্তু চাইবারও অবকাশ পায় না, আমি তার প্রয়োজন চাওয়ার আগেই তাকে দিয়ে থাকি।’ (আবু নুয়াইম)

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ فَكَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي -

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিকে প্রকাশ করলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর নিজের জন্য অবশ্য কর্তব্য বলে লিখে দিলেন- ‘নিচয়ই আমার করুণা আমার রাগের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।’

(ইবনে মাজাহ-৪২৯৫)

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ مُوسَى ابْنُ عِمْرَانَ يَا رَبِّ مَنْ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قَدَّرَ غَفَرَ.

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মূসা ইবনে ইমরান (আ) আরম্ভ করলেন, “হে প্রভু! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়?” আল্লাহ বললেন, “সেই ব্যক্তি, যে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।” (বায়হাকী, হাদীস-৮৩২, মিশকাত-৪৮৯৩ দুর্বল)

(৯) عَنْ أَنَسِ (رضى) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آيْنَ جِيرَانِي آيْنَ جِيرَانِي فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجَارَكَ؟ فَيَقُولُ آيْنَ عَمَّارُ الْمَسَاجِدِ.

৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে থাকবেন, “আমার প্রতিবেশী কোথায়”, “আমার প্রতিবেশী কোথায়”? তখন ফেরেশতাগণ আরম্ভ করবে, “হে আমাদের প্রভু! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার কার পক্ষে সম্ভব?” তখন তিনি বলবেন, “মসজিদসমূহ আবাদকারীগণ কোথায়?” (ইবনুন-নাঈজার)

(১০) عَنْ أَنَسِ (رضى) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثٌ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهِنَّ كَانَ وَلِيًّا حَقًّا وَمَنْ ضَيَعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوٌّ حَقًّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

১০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, তিনটি বস্তু আছে যে ব্যক্তি এদের হিফযত করে সে আমার প্রকৃত বন্ধু। আর যে এগুলো নষ্ট করে সে আমার শত্রু। এগুলো হচ্ছে, সালাত, রোযা ও স্ত্রী সহবাসের গোসল। (ইবনুন নাঈজার)

(১১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ.

১১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, “তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

(১২) عَنِ الْحَسَنِ (رض) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَوْدِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِي وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَا سَرَقَ أَوْفَيْكَهَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ

১২. হাসান (রা) হতে বর্ণিত, নিচয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে আদমের সন্তান! তোমার ধন ভাভার আমার কাছে আমানত রেখে দাও, তোমার মালে না আগুন লাগবে, না তা পানিতে ডুববে, না তা চুরি হবে। যখন তুমি এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অনুভব করবে, তখন আমি তা তোমাকে পূর্ণমাত্রায় দেব।” (বায়হাকী)

(১৩) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ (رضى) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَبْعَثُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمًا مِنْ قَبُورِهِمْ تَأْجُجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا -

১৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন একদল লোককে কবর থেকে উঠাবেন। তাদের মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা অন্যায়াভাবে এতিমদের সম্পদ খায়, নিচয়ই তারা আগুন দিয়ে তাদের পেট পূর্ণ করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে? (ইবনে আবু শায়বা)

(১৪) عَنْ صُهَيْبٍ (رضى) إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتْرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا أَلَمْ تَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتَنْجِبَنَا مِنَ النَّارِ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ -

১৪. সোহাইব (রা) হতে বর্ণিত, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ‘তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে

আরো বেশি কিছু দান করি?’ তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাগুলোকে উজ্জ্বল করে দেন নি? ‘আপনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান নি এবং দোযখ থেকে মুক্তি দেন নি?’ তখন আল্লাহ তাঁর হিজাব (আল্লাহ পর্দা) খুলে দিবেন। এরপর তাদেরকে তাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করার চাইতে অধিকতর কোন শ্রিয় বস্তু দেয়া হবে না। (তিরমিযী, হাদীস-২৫৫২)

(১৫) عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ (رضى) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أبيضٍ فَضْلٌ وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا تَجِبُوا بِالذُّنُوبِ تَحْمِلُونَهَا عَلَى أَعْنَاقِكُمْ وَيَجِيئُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ فَايُّكُمْ لَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

১৫. আদা ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘হে মানবকুল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সংযমী ব্যক্তিগণই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল। অতএব কোন আরববাসী কোন অনারবের চাইতে মর্যাদায় অধিক নয়। কোন অনারবও কোন আরবীর উপর অধিক মর্যাদাশীল নয়; কৃষ্ণকায়ের উপর শ্রেতকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন শ্রেতকায়ের উপরও কৃষ্ণকায়েরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র তাকওয়া ও সংযমের জন্য।’ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা দুনিয়াকে তোমাদের কাঁধের উপর বহন করে এনো না। যেমনভাবে অন্যান্য সম্প্রদায় আখিরাতে আনবে। কারণ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোন কাজে আসব না। (তিবরানী)

(১৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَسْطٌ مِّنْ أَصْحَابِي فَيَنْتَحِلُونَ عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي

فَيَقُولُ إِنَّكَ لَآ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدَوْا بَعْدَكَ عَلَى
أَدْبَارِهِمْ أَفَلْتَهْتَرُونَ

১৬. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমার সাথীদের একটি দল কিয়ামতের দিন আমার কাছে অবতরণ করবে এবং তাদেরকে হাউজ থেকে পানি আহরণ করতে বাধা দেয়া হবে। তখন আমি বলব, ‘হে আমার প্রভু! তারা আমার আসহাব (আমার উম্মত)।’ আল্লাহ বলবেন, “নিশ্চয়ই তারা তোমার পর ধর্মে যে নতুন প্রকার প্রবর্তন করেছে তার সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। তোমার পরে তারা পশ্চাদগমন করে মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস-৬৫৮৫)

(۱۷) عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ حَزِيمٍ (رضى) يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ
لِلْحِسَابِ فَيَجِيئُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَرْقُونَ كَمَا تَرْفُ الْحَمَامُ فَيُقَالُ
لَهُمْ قِفُوا لِلْحِسَابِ فَيَقُولُونَ مَا عِنْدَنَا حِسَابٌ وَأَتَيْنَنَا شَيْئًا نَحَاسَبُ
بِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ صَدَقَ عِبَادِي فَيَفْتَحُ لَهُمْ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُونَهَا قَبْلَ
النَّاسِ بِسَبْعِينَ عَامًا .

১৭. সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হাযীম (রা) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা’আলা লোকদেরকে হিসেবের জন্য একত্র করবেন। এরপর দরিদ্র মু’মিনগণ কবুতর যেমন তাড়াতাড়ি উড়ে, তেমন তাড়াতাড়ি আসবে। তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা হিসেবের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।’ তারা বলবে, ‘আমাদের কাছে কোন হিসেব নেই। আর আপনি কি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছিলেন, যার জন্য আমাদের হিসাব নেয়া যাবে?’ তখন আল্লাহ বলবেন, ‘আমার বান্দাগণ সত্য বলেছে।’ অতএব তাদের জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে। তারা অন্যান্য লোকদের সত্তর বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (আবু ইয়লা ও তিবরানী)

(۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) مَنِ اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ
بِخَيْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَيْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ لَا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ
ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ .

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে ব্যক্তি ভাল কাজ দিয়ে তার দিনের সূচনা করে এবং ভাল কাজ দিয়েই সমাপ্তি ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, এর মধ্যবর্তী সময়ের কোন গুনাহ তার আমলনামায় লিখো না।' (তিবরানী)

(১৯) عَنْ أَنَسٍ (رضى) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ الشَّيْبَ نُورٌ مِنْ نُورِي وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَ نُورِي بِنَارِي فَاسْتَحْيِ مِنْهُ .

১৯. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, 'হে আদম! নিশ্চয়ই বার্ষিক্য আমার নূরসমূহের একটি নূর। আমি আমার নূরকে আমার আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করি।' (আবুশ্-শায়খ)

(২০) عَنْ أَنَسٍ (رضى) مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ ثِنْتَيْ عَشْرَ سَنَةً فَلَمْ يَزُوجْهَا فَاصَابَتْ إِثْمًا فَإِنَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

২০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তাওরাতে লিখা আছে, যার কোন মেয়ে বার বছর বয়সে পৌছে, অথচ সে তাকে বিবাহ দেয় না—অতঃপর সে কোন গুনাহ করে, তবে তার সেই গুনাহ তার পিতার উপর পতিত হয়।

(বায়হাকী-৮৩০৩, মিশকাত-৩০০৪ হাদীস মুনকার)

৯৩. প্রচলিত কতিপয় জ্ঞান হাদীস

আল হাদীসের নামে জ্ঞান হাদীসগুলো আমাদের সমাজের সম্মানিত আলেমদের মুখে আমরা শুনে পাই। অনেকের হাদীসের সনদ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকার কারণে আল হাদীস ও জ্ঞান হাদীস এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। যদিও জ্ঞান হাদীসের কথা ইসলামের পক্ষে বলেই মনে হয়। তারপরও তা হাদীস হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না।

(১) الْمَسْجِدُ بَيْتُ اللَّهِ وَالْمَدْرَسَةُ بَيْتِي .

১. মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং মাদরাসা আমার ঘর।

(২) مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَأَنَّمَا زَنَى بِأُمَّهِ فِي الْكَعْبَةِ .

২. যে ব্যক্তি ধূমপান করল, সে যেন কাবা ঘরের মধ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করল।

(৩) لِأَصْلَاةٍ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ .

৩. অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া সালাত হবে না।

(৪) الدُّنْيَا مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةِ .

৪. দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।

(৫) أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لَاتِيَّ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ

أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ .

৫. তিনটি কারণে আরবদেরকে ভালোবাসবে, কেননা আমি আরবি, কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতের ভাষা আরবি।

(৬) أَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ .

৬. কোনো কওম বা গোত্রের মধ্যে শাইখ বা বয়স্ক মুরব্বী ব্যক্তি উম্মতের মধ্যে নবীর মতোই।

(৭) رُكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَاهِلِ خَيْرٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَتَمَانِينَ رُكْعَةً

مِنَ الْأَعْزَبِ .

৭. অবিবাহিতের ৮২ রাকাত অপেক্ষা বিবাহিতের দুই রাকাত উত্তম।

(৮) لَا سَلَامَ عَلَى أَكِلٍ .

৮. খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেয়া হবে না।

(৯) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَلَنْسُوَةً

خُمَاسِيَّةً طَوِيلَةً .

৯. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ-এর মাথায় একটি লম্বা পাচভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি (পাঁচকল্পি টুপি)।

(১০) مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ .

১০. যে ব্যক্তি হজ্জ সম্পাদনের আগে বিবাহ করল, সে পাপ দিয়ে শুরু করল।

(১১) مَنْ زَارَ قَبْرِيَّ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي .

১১. যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, আমার শাফায়াত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(১২) الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ .

১২. মুমিনের সালাত মী'রাজতুল্য।

(১৩) مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُ

أَرْبَعِينَ سَنَةً -

১৩. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথা বলবে, আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দিবেন।

(১৪) حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৪. দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।

(১৫) الْإِنْسَانُ سُرِّيٌّ وَأَنَاسِرُهُ -

১৫. মানুষ আমার গুপ্ত রহস্য এবং আমি মানুষের গুপ্ত রহস্য।

(১৬) أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَكُوْا كَانَ بِالصِّينِ -

১৬. চীনদেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান সন্ধান করো।

(১৭) نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ -

১৭. মুর্খের ইবাদাতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম।

(১৮) مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمَاءِ الشُّهَدَاءِ -

১৮. শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি উত্তম।

(১৯) كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ -

১৯. ওলীগণের কারামত সত্য।

(২০) اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ -

২০. আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমত বা করুণা স্বরূপ।

(২১) مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ -

২১. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো, সে যেন তার রবকে চিনলো

(২২) الْجَنَّةُ تَحْتَ قَدَمِ زَوْجٍ -

২২. স্বামীর পায়ের নিচে বেহেশত।

(২৩) مَنْ أَحَبَّ كَرِيْمَتِيهِ فَلَا يَكْتُبُنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ -

২৩. যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালোবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে।

(২৪) مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ فَكَأَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ أَوْ حُنَيْنٍ -

২৪. যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীর জন্য এক দিরহাম দান করলো, সে যেন বদর বা হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো।

(২৫) قَلْبُ الْمُزْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ -

২৫. মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ।

(২৬) لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْإِنْفَلَكَ -

২৬. আপনি না হলে আমি আসমান-যমিন বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতাম না।

তথ্যসূত্র : হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অধ্যাপক, আল হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৪. ঈমান (الْإِيمَانُ)

ঈমান (إِيمَانٌ) শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নির্ভর করা ও অবনত হওয়া। ইসলামের যাবতীয় ইবাদত ও নেক আমলের বুনিন্দাদ হচ্ছে ঈমান। ঈমাম গাযালী (র) বলেন, নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। তবে সহজ কথা হলো কালিমায়ে তাইয়েবা এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মর্ম অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে মুখে উচ্চারণ ও কর্মে বাস্তবায়ন করাকেই ঈমান বলে। যেখানে আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়ার এবং নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা রয়েছে। ঈমান ছাড়া কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়, কোনো নেকী কবুল হবার নয় এবং পরকালে নাজাত পাওয়াও সম্ভব নয়। যে কোনো আমল দেখতে যতই নেক মনে হোক না কেন, যদি তার ঈমান না থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই।

এ কারণেই ঈমানদারগণ ছাড়া যে যত বড়ই ভালো কাজ করুক না কেন, যতই কষ্ট স্বীকার করুক না কেন আল্লাহর কাছে তার কোনো মূল্য নেই এবং পরকালে এর জন্যে কোনো প্রতিদানও তার জন্যে নেই। একথা আমরা দুনিয়ার জীবনেই বুঝতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একটা বিস্টিং করে আর তার

ফাউন্ডেশন মজবুত করে নেয়, তবে উপরের দিকে যত ইচ্ছা তলা বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন না থাকলে তার বিস্তিৎ করা কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও কোনো রকম ইট বালি দিয়ে একতলা দাঁড় করায়, তবে তা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে এমন আশংকায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে। তেমনি ঈমান ছাড়া যত নেক আমলই করুক না কেন তা কোনো কাজে আসবে না। মূলত ৭টি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মুখে বলাকে ঈমান আনা বলে। সাতটি বিষয় হচ্ছে— ১. আল্লাহ, ২. আল্লাহর তৈরি ফেরেশতা, ৩. আল্লাহর পাঠানো কিতাব, ৪. রাসূলদের প্রতি, ৫. পরকালের প্রতি ৬. আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো-মন্দ তাকদীরের প্রতি এবং ৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে তার উপর।

ঈমানের ৭টি বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আমাদের সমাজের অনেকের এ আকিদা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। না, এটা বলা যাবে না। বরং আল্লাহ আরশে সমাসীন এবং সে আরশ থেকে তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ঈমাম আবু হানিফা রচিত “আল ফিকহুল আকবার” গ্রন্থটি পড়ে নেয়া আবশ্যিক।

ঈমান সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য—

৯৪. আমরা রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করি না

(১) أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط كُلُّ أَمَّنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَانْفِرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ . وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

১. রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর যে হেদায়াত নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর যেসব লোক ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাও ঐ হেদায়াতকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে ও তাঁর রাসূলদেরকে মানে এবং তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে শুনাহ মাফের জন্যে প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২—সূরা বাক্বার : ২৮৫)

৯৫. যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে রয়েছে তারা সফলকাম

(১) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

১. যারা অদৃশ্য বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা বিশ্বাস করে এবং পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (২-সূরা বাক্বারা : ৩-৫)

৯৬. পিতা ও ভাইকেও ঈমানের প্রয়োজনে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইয়েরা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফুরীকে বেশি ভালোবাসে তবে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর না। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক মানে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (৯-সূরা তাওবা : ২৩)

৯৭. কুরআন শ্রবণে ঈমান বৃদ্ধি পায়

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

১. প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। (৮-সূরা আনফাল : ২)

৯৮. যারা আমলে সালাহ করে তারা ই জ্ঞান্নাতী

(১) **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا -**

১. অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে, আর নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারী করার জন্যে ফেরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। কখনো তা হতে তারা বের হতে চাইবে না। (১৮-সূরা কাহাফ : ১০৭-১০৮)

(২) **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ - خَالِدِينَ فِيهَا -**

২. যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ সম্পাদন করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামত ভরা জ্ঞান্নাত। সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে।

৯৯. ঈমানদারদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ

(১) **أَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -**

১. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে, তাগুত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এরাই হলো জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২-সূরা বাক্বারা : ২৫৭)

১০০. শয়তান ঈমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু

(১) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ -**

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২-সূরা বাক্বারা : ২০৮)

১০১. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি যেন আল্লাহ থেকে গাফিল না রাখে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৩-সূরা মুনাফিকুন : ৯)

১০২. যে কোনো বিপদ-আপদ আল্লাহর অনুমতিক্রমেই হয়

(১) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ দেখান। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (৬৪-সূরা তাগাবুন : ১১)

১০৩. বিপদে পড়ে মানুষ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে

(১) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانٍ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زِينٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

১. আর মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন শুতে-বসতে, উঠতে আমাকে স্মরণ করে। অতপর আমি যখন তার কষ্ট দূর করে দেই তখন সে এমনভাবে চলে যায়, যেন কোনো বিপদেই আমাকে কখনো ডাকেনি। এমনভাবেই দূরত্বারা তাদের কীর্তিকলাপে মেতে রয়েছে। (১০-সূরা ইউনুস : ১১)

১০৪. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা

(১) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ .

১. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (৯৮—সূরা বাইয়্যোনাহ : ৭-৮)

১০৫. সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তবে ঈমানদার ছাড়া

(১) وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ -

১. শপথ মহাকালের। নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে। (১০৩—সূরা আশর : ১-৩)

১০৬. ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৫১৪, মুসলিম, হাদীস-১৬, মিশকাত, হাদীস-৩)

১০৭. ঈমানের মাপকাঠি

(১) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رِبَاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا -

১. আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'ধীন' এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১১৭৩ বুখারী, মিশকাত-৮)

১০৮. আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শক্ততা

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শক্ততা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। (সহীহ বুখারী)

১০৯. ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَذْنُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথে বা রাস্তার মধ্য হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ১১৮ ও বুখারী)

১১০. কালিমায়ে তাইয়্যেবা-ই হলো জান্নাতের চাবি

(১) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

১. মু'আয ইবনে জাবাল(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, জান্নাতের চাবি হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই। (আহমাদ, হাদীস-২২১৫৫ হাদীসটি দুর্বল, মিশকাত-৩৬)

(২) عَنْ عُمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র' ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ:-১০৮)

(৩) عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তার জন্যে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (মুসলিম-১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ: ১১১)

১১১. ঈমানের অন্যতম তিনটি শর্ত

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدِيهِنَّ حَلَاوَةٌ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْفَى فِي النَّارِ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো-

১. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কেবল আল্লাহর জন্যে ভালোবাসে এবং

৩. যে ব্যক্তিকে আদ্বাহ কুফর হতে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপহন্দ করে যেমনি অপহন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ:-১২২)

১১২. রাসূলের রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণের পরিণাম

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ نَمَّ يَمُوتُ وَكَمْ يَوْمٌ يَا لِدَيْ أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ্বাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন। এ উম্মতের যে কেউ চায় সে ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক আমার রিসালাতের কথা জনবে, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিকারী হবে। (সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: নং-২০৩)

১১৩. মুসলমানের পরিচয়

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا وَكَلَّ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تَخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ্বাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় সে অবশ্যই মুসলমান। তবে এ ব্যাপারে আদ্বাহ এবং তাঁর রাসূলই জিম্মাদার। অতএব তোমরা আদ্বাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না তার জিম্মার ব্যাপারে। (সহীহ বুখারী)

১১৪. বেশি আমল না করলেও জান্নাতি হওয়া যায়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتَهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ

بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ . قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وُلِّي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমাকে এমন কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবো। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয সালাতসমূহ প্রতিষ্ঠা করবে, নির্ধারিত হারে যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। আমি এর বেশি কিছু করবো না এবং এর কমও করবো না। এরপর যখন লোকটি চলে গেল তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন লোকটিকে দেখে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ:-৯৪)

১১৫. অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা ঈমানের পরিচয়

(১) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ .

১. নু'মান ইবনে বশীর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, জেনে রেখো নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি গোশতের টুকরা আছে- তা বিপুল থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রাখো ঐ গোশতের টুকরাটি হলো মানুষের কলব বা আত্মা, (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ:-৪০)

১১৬. ঈমান গ্রহণের তিনটি স্তর বা শর্ত

(১) عَنِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَّصَدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে- ১. মুখে স্বীকৃতি, ২. অন্তরে বিশ্বাস, ৩. ও ইসলামের মূল বিষয়গুলো কাজে পরিণত করা। (সিরাজী)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِأَبْعَثِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ জনমুখে বসা ছিলেন এমন সময় তাঁর কাছে একব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? তিনি বললেন- ঈমান হলো আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি (কেয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ৩৮ হাদীস জিব্রাইল)

(৩) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ .

৩. আলী ইবনে আবু তালেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং স্বীনি-বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন। (ইবনে মাজাহ-৬৫, হাদীসটি মণ্ডু বা বানোয়াট)

৫. তাওহীদ

১১৭. তাওহীদের পরিচয়ক

তাওহীদ (تَوْحِيدٌ) অর্থ একত্ববাদ। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামী বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। একজন মুমিনের এ বিশ্বাসই তাওহীদ। আল্লাহর প্রতি একজন মুমিনের এমনভাবে বিশ্বাস আনতে হবে যেন জীবনের সব কিছুই মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর হুকুমেরই পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্ম সংঘটিত হয়। তিনি অনন্ত সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। তিনি চিরকাল আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সারা পৃথিবী এবং এর সাথে যা কিছু আছে এ সবই তাঁরই সৃষ্টি। তার নির্দেশ ব্যতীত গাছের পাতাও ঝরে না। সৃষ্টি জগতের সবকিছুই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। তিনি সবকিছুই জানেন, দেখেন ও শুনে। এমনকি বান্দার

মনের ভিতর কী আছে তাও তিনি অবগত রয়েছেন। তিনিই জীবন-মরণের মালিক। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি হও, বললেই সবকিছু হয়ে যায়। মোটকথা আল্লাহই হলেন চিরজীব, চিরস্থায়ী, সর্বশক্তির অধিকারী। বাকি সব তাঁর সৃষ্টি এবং সকলেই ধ্বংসশীল। তাই জীবনের সবকিছু সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাই তাওহীদের মূলমন্ত্র।

১১৮. তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ ৩ প্রকার- ১. تَوْحِيدُ الرَّبُّوبِيَّةِ - আল্লাহর একত্ববাদ।

২. تَوْحِيدُ الْأَلُوْهِبَةِ - আল্লাহর ক্ষমতার একত্ববাদ।

৩. تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ - আল্লাহর গুণবাচক নাম ও সিফাতের একত্ববাদ।

১১৯. আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী আল্লাহই

(১) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

১. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১৮)

(২) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .

২. তোমাদের ইলাহ এক ও একক ইলাহ। সেই রহমান ও রাহীম ইলাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই। (২-সূরা বাক্বারা : ১৬৩)

(৩) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ .

৩. “নিচয়ই তোমাদের প্রতিপালক একক সত্তা। (১৮-সূরা কাহাফ : ১১০)

১২০. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন

(১) قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْنِي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ

مِّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

شَيْئٍ قَدِيرٌ . تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ .

১. বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান
করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান
করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়
তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাসীল। তুমি রাতকে দিনের ভিতরে এবং দিনকে রাতের
ভিতরে প্রবেশ করাও। তুমিই মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটায়, আবার জীবিত
হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটায়। আর তুমি যাকে ইচ্ছা সীমাহীন জীবিকা দান করো।
(৩-সূরা আলে-ইমরান : ২৬-২৭)

১২১. আল্লাহর পরিচয়

(১) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ . لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

১. আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি-
অনন্ত। তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে
সবই তাঁর। কে আছে এমন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?
তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি সবই অবগত। যা তিনি ইচ্ছা
করেন। তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন
আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে
না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২-সূরা বাক্বারা : ২৫৫)

(২) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ.

২. বলুন, তিনিই আল্লাহ একক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি এবং কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়। (১১২-সূরা ইখলাছ ১-৪ আয়াত)

১২২. একাধিক ইলাহ থাকলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

১. “যদি আসমান ও যমিনে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ থাকতো, তাহলে উভয় স্থানে অবশ্যই বিশৃংখলা লেগে থাকতো।” (২১-সূরা আঘিয়া : ২২)

১২৩. সকল রাজত্বই আল্লাহর হাতে

(১) تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

১. মহা মহিমাম্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬৭-সূরা মুলক : ১-২)

১২৪. গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই হাতে

(১) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

১. অদৃশ্যের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাপ্তে একটি পাতাও বাড়ে না, যমীনের অন্ধকারে এমন শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (৬-সূরা আনয়াম : ৫৯)

(২) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
 السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ . هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

২. তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শাস্তি, তিনিই নিরাপত্তাদাতা, তিনিই আশ্রয়দাতা, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের দাবিদার। তারা যাকে শরীকদার করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯-সূরা হাশর : ২২-২৪)

১২৫. আল্লাহই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

(১) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ . قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

১. তিনিই (আল্লাহ) সঠিকভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি বলেন : (কুন) হয়ে যাও, (ফাইয়াকুন) তখনই হয়ে যায়। তাঁর কথাই সত্য। যে দিন শিকায় ফুঁ দেয়া হবে সে দিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব বিষয়ে তিনি অবগত। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। (৬-সূরা আনআম : ৭৩)

(২) إِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
 وَمَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ .

২. নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। এ তো আল্লাহ, সুতরাং তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৬-সূরা আনয়াম : ৯৫)

১২৬. ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকা

(১) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْتَلُّ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ -

১. সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, তিনি আমাকে বললেন, বলো আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার ওপর অটল অবিচল থাকো। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২০, মিশকাত-১৪)

১২৭. অন্যতম কবীরা গুনাহ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرُ الْأَشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغُمُوسُ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন যে, কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। (সহীহ বুখারী)

১২৮. সূরা ইখলাসের প্রতি ভালবাসা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يقرأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخْتَمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُّوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ

فَقَالَ لِأَنهَاصِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। সালাতে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতো তখন قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ দিয়ে শেষ করতো। অভিযান শেষে ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি নবী ﷺ-এর কাছে বললেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, ওই সূরাতে আল্লাহ তায়ালায় গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালোবাসি। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (সহীহ বুখারী)

১২৯. শিরক না করার ফলাফল

(১) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُصَلِّيَ الْخُمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ
قُلْتُ أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَعَهُمْ يَعْمَلُوا .

১. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছে এবং রমযানের রোযা রেখেছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ আমি কি লোকদেরকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেবো? তিনি বললেন, বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। (সহীহ আহমদ, মিশকাত-৪৩)

(২) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِثْنَانِ
مَوْجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمَوْجِبَتَانِ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, রাসূল সে

দুটি বিষয় কী? নবী করীম ﷺ বললেন, যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

(সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃষ্ঠা-১৫৩, মিশকাত-৩৪)

(৩) عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩. ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ:-১০৮)

১৩০. সবচেয়ে বড় জ্বালেম যে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ يَخْلُقِي فَلِيَخْلُقُوا ذُرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন : তাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে? তাহলে তারা একটা শস্যদানা কিংবা যব তৈরি করুক। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অ: তাওহীদ, পৃ: ৬৩৮) (সা)

৬. রিসালাত

রিসালাত رِسَالَةٌ অর্থ পৌঁছানো। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর হুকুম-আহকাম ও হেদায়াত পৌঁছানোর জন্যে যে ব্যবস্থা করেন তাকে রিসালাত বলে। যাদেরকে আল্লাহ মানুষের মধ্য হতে নির্বাচন করে মানুষের কাছে তার হুকুম-আহকাম হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে মনোনীত করেন তাদেরকে নবী-রাসূল বলে। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল আগমন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে। রিসালাত আল্লাহর বিরাট দান। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। বলে বা চেয়ে কিংবা দাবি করে এ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রত্যেক নবীর দাওয়াত ছিল একই। তাদের কোনো একজনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার করা বোঝায়।

নবীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করা। আদম (আ) থেকে নিয়ে ঈসা (আ) পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের কেউ ছিল এলাকাভিত্তিক কিংবা জাতিভিত্তিক কিন্তু রাসূল ﷺ ছিলেন পুরো বিশ্ববাসীর জন্য নবী। নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিনের জন্যে তাঁর নবুয়ত থাকবে। আল্লাহর কাছে তারাই নাজাত পাবে যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তার আনুগত্যের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবে। নবী করীম ﷺ কুরআন মাজীদ নিয়ে আসার পর তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল কিতাবের প্রতি আমল করা যাবে না।

১৩১. অহী রাসূলের তৈরিকৃত নয়

(১) وَكَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . نُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ .

১. তিনি যদি নিজের কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর নিশ্চয়ই তাঁর শাহরগ কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই আমাকে তা থেকে ফেরাতে পারত না। (৭০-সূরা মাআরিজ: ৪৪-৪৭)

(২) وَمَا عَلَّمَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ . إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

مبين

২. আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তার জন্যে তা শোভনীয়ও নয়। এটাতো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন। (৩৬-সূরা ইয়াসীন : ৬৯)

(৩) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

৩. তিনি তার প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলতেন না। যা বলতেন তা শুধু অহী। (৫৩-সূরা নজম : ৩-৪)

১৩২. সকল নবী-রাসূলের একই দায়িত্ব ছিল

(১) وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ . فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ . فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ .

১. প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার করো। এরপর তাদের মধ্য হতে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করলেন আর কারো ওপর গোমরাহী চেপে বসলো। সুতরাং তোমরা জমীনে পরিভ্রমণ করো আর দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছিল। (১৬-সূরা নাহল : ৩৬)

১৩৩. এক নবীর মর্যাদা অন্য নবীর উপর

(১) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلِ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا نَدَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ .

১. ঐ রাসূলগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আর কারো মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট মুজিয়া দান করেছি এবং রুহুল-কুদুস অর্থাৎ জিব্রাইলের মাধ্যমে তাকে শক্তি দান করেছি। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ আসার পর রাসূলদের পেছনে যারা ছিলো তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলো। ফলে তাদের মধ্যে কেউ ঈমান আনলো এবং কেউ কুফরী করলো। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। (২-সূরা বাকারা : ২৫৩)

১৩৪. প্রত্যেক নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে

(১) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ . وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ۗ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ . إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ .

১. তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও হু শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের সম্প্রদায়-সামুদ, লুতের সম্প্রদায় আইকার লোকেরা। এরাই ছিলো এক একটা বিশাল বাহিনী। এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার আযাব হয়েছে বাস্তব। (৩৮-সূরা ছোয়াদ : ১২-১৪)

১৩৫. কতিপয় নবী-রাসূলের দৃষ্টান্ত

(১) اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهٖ
 وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطِ وَعِيسَى
 وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُونَ وَسَلِيْمَانَ وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زُوْرًا ؕ وَرُسُلًا قَدْ
 قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ
 مُوسٰى تَكْلِيْمًا ؕ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰى اللّٰهِ
 حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌۢ . لٰكِنَّ اللّٰهَ يَشْهَدُۢ بِمَا اَنْزَلَ
 اِلَيْكَ اَنْزَلَهُۥ بِعِلْمِهٖ ؕ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا .

১. (হে নবী!) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং তাঁর পরবর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি। আর ওহী পাঠিয়েছি ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর কিতাব। এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত পূর্বে আপনাকে গুনিয়েছি এবং এমনও অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে গুনাইনি। আর আল্লাহ মুসা'র সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলদের পাঠিয়েছি, যাতে রাসূলদের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্যে না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। আল্লাহ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তা তিনি জেনে-গুনেই নাযিল করেছেন। আল্লাহ নিজেই এর সাক্ষী এবং ফিরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪-সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৬)

১৩৬. প্রত্যেক নবী-রাসূলের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে

(১) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ . وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ .

১. আপনার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম। তোমরা যদি না জানো তবে যারা স্মরণ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো। আমি তাদেরকে এমন দেহ বিনিময় করিনি যে, তারা খাবার খেতো না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (২১-সূরা আশিয়া : ৭-৮)

(২) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

২. (ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আ) প্রার্থনা করলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করো, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২-সূরা বাকারা : ১২৯)

১৩৭. রাসূলের কাজ রিসালাতের দায়িত্ব পৌছে দেয়া

(১) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

১. হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌছে দিন। আর যদি তা না করেন- তবে তো আপনি তার পয়গামের কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে সং পথে পরিচালিত করেন না। (৫-সূরা মায়িদা : ৬৭)

১৩৮. রাসূল মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল

(১) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ -

১. তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই তিনি কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্যে তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (৯-সূরা তওবা : ১২৮)

১৩৯. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

(১) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا -

১. তিনিই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য ধীন (আল-ইসলাম) সহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে অন্য সব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৮-সূরা ফাতাহ : ২৮)

১৪০. প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয়

(১) عَن أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত, হাদীস-৬)

(২) عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে। (শরহে সুন্নাহ)

(আলবানী : মিলালুল জালাত, হাদীস-১৫, আত-তানকীল-৩/২৫৩ পৃষ্ঠা)

১৪১. মূসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূলের অনুসরণ করতেন

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَيْدًا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبِعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوْتِي لَاتَّبَعْنِي وَفِي رِوَايَةٍ مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي .

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-ইরশাদ করেছেন, সে মহান সত্তার শপথ যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তার অনুসরণ করো, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা নিশ্চতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হয়েছে, তার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোনো উপায় থাকতো না। (মিশকাত, হাদীস-১৮৪)

১৪২. ঈসা (আ)-এর পরিচয়

(১) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أُمَّتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ .

১. উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নি:সন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। অবশ্যই ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাসূল এবং আল্লাহর বান্দীর পুত্র ও তাঁর বাক্য কُنُّন দ্বারা সৃষ্টি। যা তিনি মারইয়ামের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে একটি রুহ মাত্র। আর জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। (বুখারী ও মুসলিম)

১৪৩. প্রত্যেক নবী-রাসূলেরই সঙ্গী-সাথী ছিল

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَعْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِنُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার পূর্বে আল্লাহ এমন কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের নিকট প্রেরণ করেননি যার জন্য তাঁর সে জাতি হতে কোনো সঙ্গী ছিল না। বরং সঙ্গীরা তাঁর সুন্নাতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন, এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদেরকে এমন কথা বলতো যারা নিজেরা তা করতো না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লড়াই করবে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখে প্রতিবাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে তা প্রতিহত করার চিন্তা করবে সেও মু'মিন। এটাও যারা করবে না তাদের সাথে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (সহীহ মুসলিম)

১৪৪. শেষ নবী ও পূর্ববর্তীদের মাঝে দৃষ্টান্ত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ كِبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَإِنَّا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ .

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু সে এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো-ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিই সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবী। (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: আখিয়া কিরাম (আ), পৃ: ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: ফযীলত, পৃ: ৩০৬)

৭. আখিরাত (الْآخِرَةُ)

‘আখিরাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পরিণাম, পরকাল, শেষ ফল ও শেষ পরিণতি ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মানুষের মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকে যে অনন্ত জীবন যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তাকেই আখিরাত বলে। আখিরাতের দু’টি পর্যায়। ‘আলমে বরযখ’ অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোক চক্ষুর অন্তরালে যে মধ্যবর্তী সময় রয়েছে তাকে ‘আলমে বরযখ’ বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘কিয়ামত’ বা পুনরুত্থান বা বিচার দিবস। কিয়ামতের আরো একটি স্তর হচ্ছে বিচারের পর শেষ আবাসস্থল। পৃথিবী লয়ের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহরই নির্দেশে এক নতুন জগত তৈরি হবে। প্রতিটি মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। দুনিয়ার জীবনে সে ভালো-মন্দ যা কিছুই করেছে, তার হিসাব-নিকাশ সেদিন তাকে দিতে হবে আল্লাহর দরবারে। এটিকে বলা হয়েছে বিচার দিবস। এ দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও বিচারক হবেন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা। আল্লাহর সাথে কেউ কথা বলার সাহস করবে না। তিনি যাকে অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই সেদিন কঠিন মুহূর্তে সুপারিশ করতে পারবেন। আলমে বরযখ, কবর, হাশর, বিচার ব্যবস্থা, পুলসিরাত পর্যায়ক্রমে শেষ হওয়ার পর সর্বশেষ পরিণতি জান্নাত নতুবা জাহান্নাম। আর এটাই শেষ ঠিকানা।

১৪৫. সেদিন কোনো সুপারিশ গৃহীত হবে না

(১) وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ.

১. আর তোমরা সেদিনের ভয় করো, যখন কেউ কারো সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোনো সুপারিশও কবুল হবে না, কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না, আর তারা কোনো রকম সাহায্যও পাবে না। (২-সূরা বাকারা : ৪৮)

(২) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَعِوجَ لَهُ ج وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا . يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا .

২. সেদিন তারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনবে না। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় সম্মত হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না। (২০-সূরা জ্বা-হা : ১০৮-১০৯)

(৩) إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتِهِمْ أَجْمَعِينَ . يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ . إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .

৩. নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবারই নির্ধারিত সময়, যেদিন কোনো বন্ধুই কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। (৪৪-সূরা দুখান : ৪০-৪২)

(৪) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .

৪. কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন : অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৬৪-সূরা তাগাবুন : ৭)

১৪৬. দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়

(১) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَكُهُوفٌ ۖ وَكَلْدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

১. আর পার্থিব জীবনতো খেল-তামাশা ব্যতীত কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখো না? (৬-সূরা আনআম : ৩২)

১৪৭. আখিরাতের জীবন শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য

(১) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

১. পরকালের আবাস আমি সে সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেবো, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (২৮-সূরা কাসাস : ৮৩)

১৪৮. যে দুনিয়া চায় আল্লাহ তাকে দুনিয়াই দান করেন

(১) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ . وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ .

১. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (৪২-সূরা শূরা : ২০)

১৪৯. কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা

(১) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا . وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا . يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا . يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ . فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

১. যখন পৃথিবী তার আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, যখন পৃথিবী তার ভার বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হলো? সেদিন সে তার সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণুপরিমাণ সংকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণুপরিমাণ অসংকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯-সূরা যিলযাল : ১-৮)

(২) **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا**
يُؤَلِّمُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ .

২. এবং যখন সত্য প্রতিশ্রুতি আসন্ন হবে, তখন হঠাৎ কাক্ষেরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা তো উদাসীন ছিলাম এ বিষয়ে। বরং আমরাই ছিলাম পাপাচারী। (২১-সূরা আযিয়া : ৯৭)

১৫০. নেকের পাল্লা ভারী হলে জান্নাতী হালকা হলে জাহান্নামী

(১) **فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ . نَارٌ حَامِيَةٌ .**

১. অতঃপর যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে। আর যার (নেকীর) পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়াহ্। আপনি জানেন, তা কি? তা হলো জলন্ত আগুন। (১০১-সূরা কারিয়াহ : ৬-১১)

১৫১. বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না

(১) **يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ**
مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

১. যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি যুলুমও করা হবে না। (১৬-সূরা নাহল : ১১১)

১৫২. কিয়ামতের দৃশ্য

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনশিতার ও সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (সহীহ আত-তিরমিযী, হাদীস-৩৩৩৩)

(২) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَفُرْصَةِ النَّعِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لَأَحَدٍ .

২. সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে মখিত আটার রুটির ন্যায় লাগিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: কিয়ামত, জালাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃষ্ঠা-২৯, মিশকাত-৫২৯৮)

১৫৩. বনি আদমের জন্য পাঁচটি প্রশ্ন

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْزُولُ قَدَمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمَرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ .

১. ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম ﷺ এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

(তিরমিযী, হাদীস-২৪১৬)

১৫৪. মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করার ফযীলত

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَنْ أَكْبَسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْأَكْبَسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর নবী ﷺ লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, লোকদের মধ্যে যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্যে যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী ও মুজাম্মাস-সগীর)

১৫৫. যালিম আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়ে নিকৃষ্ট

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ أَقْرَبُوا فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন মোটা-তাজা বড় লোককে হাজির করা হবে আল্লাহর কাছে যার মর্যাদা একটা মশার ডানার সমানও হবে না। অতঃপর রাসূল ﷺ অত্র আয়াত পাঠ করতে বললেন, “কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে মিয়ান কায়ম করবো না। কারণ, তাদের পরিমাপ যোগ্য কোনো কাজ থাকবে না।” (বুখারী ও মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃ: ২৯১)

১৫৬. মানুষ হাশরের ময়দানে বিবন্ধ ও কাকের অধ:মুখে থাকবে

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاءَ عُرَاءٍ عُرَاءٌ عُرَاءٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ .

১. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে খালি, উলঙ্গ ও খাখনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয় করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকাবে! নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! সে দিনের অবস্থা এতো ভয়াবহ হবে যে, (নারী-পুরুষ) একে অপরের দিকে তাকাবার কোনো চিন্তাই করবে না। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৩০২)

(২) عَنْ أَنَسٍ (رضد) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْثَالُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ .

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিয়ামতের দিন কান্ফেরদেরকে কীভাবে মুখের ওপর হাটিয়ে একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দু'পায়ে চালিয়ে দিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের ওপরে চালাবার ক্ষমতা রাখেন না? (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৩০৩)

১৫৭. জাহান্নামীদের চিত্র

(১) عَنْ عَدِيِّ (رضد) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَبَّكَلِمَةً رِيَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَمَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ يَلْقَاءُ وَجْهَهُ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১. আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন না। যে সময় তার এবং তার রবের মধ্যে কোনো অনুবাদক (সুপারিশকারী) অথবা কোনো আড়াল থাকবে না। সে ডান দিকে তাকাবে কিন্তু নিজের পূর্বকৃত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সে সামনের দিকে তাকাবে সেখানে জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তাই তোমরা সে আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো। এমনকি একটি খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)

১৫৮. কিয়ামতের সময়কাল

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
مِيَّ لَا يُقَالُ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, পৃথিবীতে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ বলার মতোও কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। (সহীহ তিরমিখী, হাদীস-২২০৭)

১৫৯. যে দিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ رَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْفِيَامِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُزْمِنِ حَتَّى
يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, “যেদিন মানুষ বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে” সেদিন কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? (কারণ সেদিনের একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (সেদিন আল্লাহদ্রোহী ও পাপীদের জন্যে খুবই কঠিন ও দীর্ঘ হবে কিন্তু) মুমিনদের জন্য সেদিনটি হবে খুবই হালকা, ফরজ সালাত আদায় (মিশকাভ, হাদীস-৫৩২৮, ২৯, বায়হাকী, দুর্বল)

৮. শিরক (الشِّرْكُ)

‘শিরক’ অর্থ-অংশ। ইসলামী পরিভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা জাত এবং সিফাতের সঙ্গে যে কাউকে তাঁর সমকক্ষ, সহায়ক এবং অংশীদার স্থির করাতে শিরক বলে। শিরক একটি কবীরা গুনাহ এবং জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা শিরককে বড় মিথ্যা এবং জুলুম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দার যেকোনো গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু শিরকের গুনাহকে ক্ষমা করেন না। আমাদের সমাজে আল্লাহ তায়ালা সঙ্গে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পন্থায় শিরক করা হয়ে থাকে। মানুষ পাথর, অগ্নি, গাছ, পীর ও কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বিবাহ-শাদী, রোগ-শোক, আয়-রোজগার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে

এবং বিভিন্ন পন্থায় শিরক করা হয়ে থাকে। মানুষ পাথর, অগ্নি, গাছ, পীর ও কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, বিবাহ-শাদী, রোগ-শোক, আয়-রোজ্জগার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পন্থায় অহরহ শিরক করে থাকে। শিরককে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. আল্লাহর মূল সত্য শিরক, ২. আল্লাহর গুণাবলিতে শিরক, ৩. আল্লাহর অধিকারে শিরক ও ৪. আল্লাহর এখতিয়ারে শিরক।

১৬০. আল্লাহ শিরক ছাড়া সকল গুনাহ মাফ করে দেন

(১) **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا. إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثَاءً
وَأَنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا.

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তারা তাঁর পরিবর্তে শুধু দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। (৪-সূরা নিসা : ১১৬-১১৭)

(২) **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ لِإِيَّاهُ اتَّخِذْ آلِهَةً إِنِّي أَرَى أَنَّكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -**

২. স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললেন : তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে করো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। (৬ সূরা আনয়াম : ৭৪)

নোট: ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম- তারেক, যা অন্য বর্ণনায়ও পাওয়া যায়।

১৬১. শিরককারীরা আল্লাহর পুত্র কন্যা সাব্যস্ত করে

(১) **وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَ وَتَعَالٰى عَمَّا يُصِفُونَ . بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ . اٰتٰى يَكُوْنُ لَهُ وِلْدٌ وَكَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ . وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ . وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .**

১. তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর শরীক করে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও মহিমাম্বিত এবং তারা যা বলে তিনি তার উর্ধ্বে। তিনি আসমান ও জমীনের আদি স্রষ্টা, কীরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে? অথচ তার কোনো সঙ্গিনী নেই, তিনি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (৬ সূরা আনয়াম : ১০০-১০১)

১৬২. আল্লাহ তাদের দাবি থেকে পুত্র-পবিত্র

(১) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِيرًا.

১. হে নবী! ঘোষণা করে দিন, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না তার শাসন ও সাম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তার পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। (১৭ সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ - فَمَنْ عَمِلَ أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : “আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪২০২, ও মুসলিম)

১৬৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না

(১) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نَفْعَ لَهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُّ الْبَعِيدُ - يَدْعُوا مَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْشَسَ الْمَوْلَى وَلَيْشَسَ الْعَشِيرُ -

১. তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তাদের কোনো অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম বিভ্রান্তি যে, তারা এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত নিকৃষ্ট এই বন্ধু এবং কত নিকৃষ্ট এই সঙ্গী। (২২ সূরা হুজ্ব : ১২-১৩)

১৬৪. স্বীয় পুত্রকে লুকমান (আ)-এর উপদেশ

(১) **وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .**

১. যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (৩১ সূরা লুকমান : ১৩)

১৬৫. পিতামাতার বাধ্য হয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না

(১) **وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .**

১. তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক করতে পীড়া-পীড়ি করে যার জ্ঞান তোমার নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যে আমার অনুগামী হয় তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করবো। (৩১ সূরা লুকমান : ১৫)

২. **لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .**

২. সৃষ্টির অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী)

১৬৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর দীদার চায় সে যেন শিরক না করে

(১) **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ**

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .

১. অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সংকর্ম সম্পাদন করতে থাকে আর তার রবের দাসত্ব ও ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে। (১৮ সূরা কাহাফ : ১১০)

১৬৭. আল্লাহর সাথে শিরক না করার নিষেধাজ্ঞা

(১) وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

১. তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব ও ইবাদত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তার সঙ্গে শরীক করো না। (৪ সূরা নিসা : ৩৬)

১৬৮. আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক

(১) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كُنْتُ رِذْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَقِيرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْإِعْبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْإِعْبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا .

১. মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকাইর নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে আরোহী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মু'আয, তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর ইবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে তাকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন, না, তুমি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসবে। (বুখারী ৫ম খণ্ড; অ: জিহাদ, পৃ: নং-১৪৭, মিশকাত, হাদীস-২২)

১৬৯. লোক দেখানো ইবাদাত শিরক তুল্য

(১) وَعَنْ سَدَادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ .

১. শাদাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে সালাত পড়ল সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখিয়ে রোযা রাখল সেও শিরক করল।
(মুসনাদে আহমদ, মিশকাত, হাদীস-৫০৯৯ দুর্বল)

(২) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِي
فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ قَالَ يَبْكِينِي شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِنْ يَسِيرَ الرَّيَاءُ شِرْكًا .

২. উমর ইবনুল খাত্তাব, (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ এর মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন, যে মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা) রাসূল ﷺ এর কবরের কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন কেন কাঁদছেন? মু'য়ায বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, এ কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সামান্যতম রিয়্যাও (অহংকার) শিরক। অর্থাৎ কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সিজদা করাই শিরক নয় বরং অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত, হাদীস-৫০৯৬ দুর্বল)

১৭০. শিরক ও সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا
السَّبْعَ الْمُؤْتَبَرَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ
وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ
مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغَافِلَاتِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কী কী? তিনি বললেন, এগুলো হলো- ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং ৭. পুত্রপুত্রী ইমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ইমান পৃ: ১৫১)

(২) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِثْنَانِ مُوجِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ- وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি বিষয় অপর দু'টি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! সে দু'টি বিষয় কী? নবী করীম ﷺ বললেন, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ইমান পৃ: ১৫৩)

১৭১. যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না সে জান্নাতে যাবে

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَلْتُ وَإِنْ زُنِيَ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زُنِيَ سَرَقَ.

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, জিব্রীঈল (আ) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইস্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে তারপরও কী? তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ইমান পৃ: ১৫০)

৯. বিদআতُ الْبِدْعَةُ

১৭২. বিদআত পরিচয়

بِدْعَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন কোন বিষয় সৃষ্টি করা, কোন যন্ত্র, উপাদান, কাল বা স্থানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন বস্তু উদ্ভাবন করা। এজন্য আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম হল আল বাদী (الْبَدِيعُ) উহার অর্থ হল যে আল্লাহ হলেন এরূপ সত্তা, যিনি কোনরূপ নমুনা বা আদর্শ না দেখেই নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতা বলে কোনও অভিনব বস্তু সৃষ্টি করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন— (بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা (২-সূরা বাক্বারা : ১১৬)

শরীয়াতের পরিভাষায় : ধীনদারী কিংবা আমল ও ইবাদতের নামে নব উদ্ভাবিত এমন সব কাজ, যা রাসূল ﷺ কোন সময় করেন নি এবং যার কোন নমুনা ছাহাবী কিংবা তাবেয়ীনদের যুগেও পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে ধীনদারী কিংবা ইবাদতের নমুনা আল্লাহর রাসূল ﷺ বা সাহাবায়ে কেবাম অথবা তাবেয়ীনদের কাছ থেকেও পাওয়া যায় না, তা কোন ধীনদারী নয় এবং কোন ইবাদতও নয়।

বিদআতের কয়েকটি সহজ পরিচয় হল বিদআত সূন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত, সূন্নাতের একরূপ বিদআতের বহুরূপ, সূন্নাত আল্লাহ রাসূল থেকে অনুসৃত আর বিদআত ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত, তাই বিদআতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন—

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যা করা সম্পর্কে আমাদের কোন হুকুম বা নির্দেশনা নেই তা অগ্রাহ্য।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَىٰ غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ .

যে ব্যক্তি আমাদের ধীন কাজের উপর অন্য কোন কোন কাজ আবিষ্কার করল তা হবে অগ্রাহ্য। (আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৬, ইবনে মাজাহ, হাদীস-১৪)

إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

সাবধান, তোমরা ধীনে নতুন কোন (ইবাদত) কিছু করা হতে বিরত থাকবে। কেননা, এতে প্রত্যেক নতুন কিছু করার নামই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহী হবে জাহান্নামী। (আবু দাউদ-৪৪৪৩, ইবনে মাজাহ-৪৬)

বিদআতীদের পরিণাম

১. যারা বিদআত করে তারা হাশরের ময়দানে হাউষে কাওসারের পানি পান করতে পারবে না।

২. দুনিয়াতে তাদের দোয়া কবুল করা হবে না।

৩. বিদআতীরা চরমভাবে লাল্কিত।

৪. বিদআতীদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম।

১৭৩. আমাদের সমাজে সুন্নাতের নামে প্রচলিত কিছু বিদআত-

১. সম্মান করার নামে কদমমুসী করা।

২. নতুন দোকান, বাড়ী, অফিস বা গাড়ী উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কুরআন খতম, মিলাদ মাহফিল বা খতমে গাউছিয়া পড়া।

৩. ছেলে বা মেয়ের পরীক্ষা, বিদেশে যাত্রার প্রাক্কালে, বিপদ থেকে রক্ষা বা আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন আলেম বা মৌলভী দ্বারা কুরআন খতম করানো।

৪. হাফেজ দ্বারা খতমে সবিনা পড়ানো।

৫. রাসূল ﷺ নিদের্শিত দুরুদ ছাড়া অন্য দুরুদ পড়া। যেমন- দুরুদে লাখি, দুরুদে তাজ, দুরুদে হাজারী, দুরুদে মুকাদাস, দুরুদে নারীয়া, দুরুদে মাহী, দুরুদে মুজাদ্দিয়া, দুরুদে কাদরিয়া, দুরুদে চিস্তিয়া, দুরুদে নকশবন্দিয়া বা অন্য সকল দুরুদ যা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক রচিত।

৬. রাসূলের উপস্থিতি মনে করে দাঁড়িয়ে দুরুদ পড়া।

৭. ইসতিনজার ক্ষেত্রে টিলা বা টয়লেট পেপার দিয়ে পুরুষাঙ্গ হাতে ধরে এদিক ঐদিক হাঁটাইটি কিংবা চল্লিশ কদম হাঁটা, মাটিতে জোরে জোরে পা মারা, এক উরু দিয়ে অন্য উরুতে চাপ দেয়া, যা ভদ্রতা, সভ্যতা, সুকৃতি, ধীনী মর্যাদা ও লজ্জার বিপরিত।

৮. আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পেশ করা।

৯. সালাত শুরু করার পূর্বে **لِلَّذِي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي** এ দোয়া পড়া।

১০. মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করে পড়া।

১১. সালাতের শেষে ইমামের নেতৃত্বে মুনাযাতকে আবশ্যিক মনে করা।

১২. জুমআর খুতবার সময় ইমাম কারুকার্য সম্পন্ন ও লম্বা লাঠি ব্যবহার করা ।
 ১৩. রোজার নিয়্যাত মুখে মুখে বলা ।
 ১৪. কোন পীর অলীর মাজার জিয়ারাত করা ।
 ১৫. ববিউচ্ছানীর ১১ তারিখ ফাতেহা ইয়াজদাহম এর নামে বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী সাহেবের নামে ফাতেহা বা উরস করা ।
 ১৬. শবে বরাত ও শবে মেরাজের বিশেষ সালাত পড়া ।
 ১৭. নারায়ে রিসালাত ও নারায়ে গাউসিয়া শ্লোগান দেয়া ।
 ১৮. হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথমে বায়তুল্লাহ না গিয়ে সরাসরি মদীনা শরীফ জেয়ারাত করা ।
 ১৯. তসবীহের ছড়া দিয়ে তাসবীহ গণনা করা বিদআত, আঙ্গুলের গিরা দ্বারা গণনা করা সুল্লাত । কেননা আঙ্গুল সমূহ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবে (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)
 ২০. কুরআন তিলায়াতের সময় কানে মুখে হাত দিয়ে চেহারা বিকৃত করে তেলায়াত করা এবং শেষে-**صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ** বলা ।

১০. শেখনবী (خَاتَمُ النَّبِيِّنَ)

পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন । মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল । তারপরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবেন না । তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মনোনীত নবী । কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা তার উম্মতের মধ্যেই গণ্য হবে । রাসূল ﷺ আদ্বাহর পথে মানুষকে ডাকার এ মহান জিহাদারী তাঁর উম্মতের মাঝে যারা কুরআন হাদীসের জ্ঞানে-জ্ঞানী তাদের উপর দিয়েছেন । তিনি একথাও বলেছেন, তার পরে যদি কেউ নবী হতো সে হতো ওমর (রা) । কিন্তু পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না । আদম (আ) প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী ছিলেন । তাকে দিয়ে নবীদের দরজা খোলা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ এর মাধ্যমে এ দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে ।

১৭৪. মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী

মুহাম্মদ ﷺ যে শেষ নবী এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

(১) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّنَ . وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

১. মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৪০)

১৭৫. মুহাম্মদ ﷺ এর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবেও আছে
 (১) **يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓئِيْلُ اِنِّىۡ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ
 مِنَ التَّوْرَةِ وَّمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِيْ مِنْۢ بَعْدِىۡ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ .**

১. হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে, আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ। (৬১-সূরা আস-সফ : ৬)

১৭৬. মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ব মানবতার নবী

(১) **قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىۡ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .**

১. হে নবী আপনি বলে দিন হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। (৭-সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

(২) **وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .**

২. (হে নবী) আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (২১-সূরা আশ্বিয়া : ১০৭)

(৩) **وَمَاۤ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كٰفَّةً لِّلنَّاسِ بِشَيْرٍ اَوْ نَذِيْرًا وَّلٰكِنۡ اَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .**

৩. আমি আপনাকে সমগ্র জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৩৪-সূরা সাবা : ২৮)

১৭৭. মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন

(১) **وَمَا مُحَمَّدٌۭ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ فَدَخَلَتْ مِنْۢ قِبَلِهٖ الرُّسُلُ ۗ اَفَاَنْتِنۡ مَاتَ
 اَوْ قُتِلَ اَنْفَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبِهٖ فَلَنْ يُّضُرَّ اللّٰهُ
 شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ .**

১. মুহাম্মদ তো রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা কী (তার আদর্শ হতে) ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

১৭৮. মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়াতের সীল মোহর

(১) عَنْ عَرِيَّاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنِّي عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَنَّ أَدَمَ لَمَنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ -

১. ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর নিকট খাতামুল্লাবিয়ীন হিসেবে তখনও লিখিত ও নির্দিষ্ট, যখন আদম (আ) মাটির গাড়া হিসেবে পড়েছিলেন।

(মুসনাদে আহমদ, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী ও হাকেম, মিশকাত-৫৫১২ দুর্বল)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بِنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ يَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَقَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন। আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০৬, মিশকাত-৫৪৯৯)

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ أَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ -

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টির তকদীর ঠিক করে দিয়েছেন এবং লাওহে মাহফুযে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ খাতামুল্লাবিয়ীন। (সহীহ মুসলিম)

১৭৯. সকল নবী বৈমায়েয় ভাই

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعَبْسِي آلِ النَّبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ وَكَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَيْسَى نَبِيٍّ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঈসার সব চেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পর বৈমায়েয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোনো নবী নেই। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-৫৪৭৭)

১৮০. মূসা (আ) এখনো জীবিত থাকলে রাসূল ﷺ -এর নবুওয়ত মেনে নিতেন

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَيْدًا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبِعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّاوَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَا تَبِعْنِي وَفِي رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي -

১. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সত্তার! মুহাম্মদের জীবন যার হাতে। যদি মূসার পুনরাবির্ভাব ঘটে আর তোমরা আমাকে বাদে তাঁর অনুসরণ করো, তবে অবশ্যই তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মূসা যদি আমার নবুওয়ত পর্যন্ত বেঁচে থাকত, তবে অবশ্যই আমার অনুসরণ করত। অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমার অনুসরণ ছাড়া তার কোনো গত্যন্তর থাকবে না। (মিশকাত-১৮৪, মুসনাদে আহমদ ও দারেমী)

১৮১. রাসূল ﷺ-এর তিনটি উপাধি

(১) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمَحِّي بِي الْكُفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ .

১. জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল মাহি-এমন ব্যক্তি যে আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি আল-হাশির-এমন ব্যক্তি যে, আমার পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব, আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি, যার পর কোনো নবী নেই। অর্থাৎ আমিই শেষ নবী। (মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: ফযীলত পৃ: নং-৩৪৭)

১১. ফেরেশতা (الْمَلَائِكَةُ)

১৮২. ফেরেশতা পরিচিতি

ফেরেশতা হচ্ছে আল্লাহর দূত এবং তাঁর রাজ্যের সেবক। আল্লাহ তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সর্বদা তারা আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকেন। অসংখ্য ফেরেশতার হিসাব কেবলমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের সাতটি মূল বিষয়ের একটি। তারা আল্লাহর ইবাদাত এবং প্রশংসা করা এবং আল্লাহ যা বলেন তা করা ছাড়া নিজ ইখতিয়ারে কিছুই করতে পারেন না। প্রধান ফেরেশতা চারজন। জিবরাঈল (আ), মিকাইল (আ), আজরাঈল (আ) তথা মালাকুল মাউত ও ইসরাফিল (আ)। জিবরাঈল আমীন আল্লাহর বাণী নবী-রাসুলের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে বাণী পৌঁছানোর মাধ্যমে তার দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মিকাইল (আ) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি প্রাণীর ক্বজি ভাগ-বন্টনের দায়িত্ব ও বৃষ্টিবর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আজরাঈল (আ) তথা মালাকুল মাউত সকল প্রাণীর জান কবজ করার দায়িত্বে আছেন এবং ইসরাফিল (আ) আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন শিকায় ফুঁ দেওয়ার জন্যে। তিনি শিকায় ফুঁ দিলে সমস্ত পৃথিবী আল্লাহর হুকুমে মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বাকি সব ফেরেশতা আল্লাহর নিয়োজিত দায়িত্বে ব্যস্ত আছেন।

১৮৩. ফেরেশতা ও আদম (আ)

(১) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ

১. সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন- আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান যে জমিনে বিশৃঙ্খলা করবে এবং রক্তপাত করবে, বরং আমরাই আপনার তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (২-সূরা বাকারা : ৩০)

(২) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۗ

২. আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন ফেরেশতাগণকে বললাম- তোমরা আদমকে সিজদা করো, ফলে তারা সকলে (আদমকে) সিজদা করল। (২-সূরা আল বাকারা : ৩৪)

১৮৪. ফেরেশতারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট

(১) الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئَةِ رُسُلًا
 أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَّةٍ ۖ وَرُبَّ ۗ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাদেরকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা শোভা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৫-সূরা আল ফাতির : ১)

১৮৫. ফেরেশতারা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের শত্রু

(১) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ - مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ -

১. (হে নবী!) বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়, যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ বাণী আপনার অন্তরে নাযিল করেন যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ বাণীর এবং মুমিনদের জন্যে পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, রাসূলগণ, জিবরাঈল ও মিকাইলের শত্রু সে জেনে রাখুক, আল্লাহও ঐ সব কাফেরদের শত্রু। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৯৭-৯৮)

১৮৬. ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে ভয়ংকর আকৃতি ও কঠিন হৃদয়ের ফেরেশতারা। যারা কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে না বরং তারা আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করে। (৬৬-সূরা আত তাহরীম : ৬)

(২) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ -

২. মানুষের সম্মুখে পিছনে পালাক্রমে ফেরেশতারা বেটন করে আছে। আল্লাহর হুকুমে তারা মানুষকে হিফাজত করে। (১৩-সূরা রা'য়াদ : ১১)

১৮৭. সম্মানিত লেখক ফেরেশতা

(১) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ - كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ -

১. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে পাহারাদার রয়েছে। তারা সম্মানিত লেখক, তোমরা যা করো তা তারা জানে। (৮২-সূরা আল ইনফিতার : ১০-১২)

(২) اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا بَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

২. স্মরণ রেখ, যখন ডান ও বামের দুজন মালাইকা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, ঐ ব্যক্তি যা-ই বলবে ও করবে, তাই তারা সংরক্ষণ (লিপিবদ্ধ) করে রাখে। (৫০-সূরা আল কাফ : ১৭-১৮)

১৮৮. ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দুআ করে

(১) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ .

১. যারা আরশকে বহন করছে, আর যারা তার চতুর্দিকে রয়েছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে ও ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৪০-সূরা মু'মিন : ৭)

১৮৯. মু'মিনদের নিকট ফেরেশতাদের সকাল বিকাল আগমণ

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْتَلْهُمُ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট রাত্রি দিন পালাক্রমে ফেরেশতা আসা-যাওয়া করেন এবং তারা ফজর ও আছরের সময় একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছেন, তারা আকাশে আরোহণ করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? অথচ তিনি বান্দাদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। উত্তরে তারা বলেন, তাদেরকে সালাত আদায় করতে দেখে এসেছি এবং তাদের কাছে সালাত আদায় অবস্থায় গিয়েছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

১৯০. ফেরেশতাদের সংখ্যা অগণিত

(৩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَافِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعٌ قَدِمَ وَلَا شِبْرٌ وَلَا كَفٌّ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَانِمٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ مَلَكٌ رَاقِعٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلَّا إِنَّا لَمَنُشْرِكُ بِكَ شَيْئًا .

৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আকাশে ফেরেশতা ছাড়া পা ফেলার মতো এক বিষত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থানও খালি রাখেন নি। তাঁরা কেউ দণ্ডয়মান, কেউ সিজদায় এবং কেউ রুকুতে রত আছেন। তাঁরা কিয়ামতের দিন এক বাক্যে বলে উঠবেন তোমারই প্রশংসা হে আল্লাহ! আমরা তোমার উপযুক্ত ইবাদত করতে পারিনি, তবে তোমার সাথে কাউকেও শরীক করি নি। (তাবরানী)

(৪) ثَبَّتَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَقِيلَ فِي السَّادِسَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَعْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ بِحِيَالِ الْكَعْبَةِ حَرَمَتُهُ فِي السَّمَاءِ كَحَرَمَةِ الْكَعْبَةِ فِي الْأَرْضِ وَإِذْ هُوَ يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخَرَ مَا عَلَيْهِمْ .

৪. মিরাজ সম্পর্কিত কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীর নিকট বায়তুল মামুর উপস্থিত করা হয়, যা সপ্তম অথবা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। আর যা জমিনে স্মৃতিবহ কাবাগৃহের সমপর্যায়ের মতো এবং তার বরাবর আকাশে তার সন্ধান। প্রত্যহ এতে সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। তারপর তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পায় না। (এভাবে ফেরেশতাদের আধিক্য বুঝানো হয়েছে) (সহীহ মুসলিম)

(৫) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ عَنِ التَّعَرِّيِّ فَاسْتَحْبِرُوا مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَكُمْ الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ أَحَدِي ثَلَاثِ حَالَاتِ الْفَانِطِ وَالْجَنَابَةِ وَالْفُسْلِ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بَعْرَاءٍ فَلْيَسْتَنْزِ بِثَوْبِهِ أَوْ يَجِدْمِ حَانِطٍ أَوْ غَيْرِهِ -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদেরকে নগ্ন হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ফেরেশতাদের লজ্জা করো। যারা তোমাদের সাথী অতি সন্মানিত এবং তোমাদের আমলনামার লেখক এবং তারা তিন অবস্থা ছাড়া তোমাদের হতে পৃথক হয় না। ১. পেশাবের সময়, ২. স্ত্রী সহবাসের সময় ও ৩. গোসলের সময়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খোলা ময়দানে গোসল করে তখন সে যেন কাপড় অথবা দেয়াল অথবা অন্যকিছু দিয়ে আড়াল করে নেয়।

১৯১. ফেরেশতাদের ছয়শত ডানা রয়েছে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَكَهُ سِتِّ مِائَةِ جَنَاحٍ وَكُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا سَدُّ الْأَفْقِ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَاوَالِدِ وَالْيَقُوتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمُ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত পাখা রয়েছে, প্রত্যেকটি পাখা আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর পাখা হতে বিভিন্ন রংয়ের মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ঝরে, যে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

(মিশকাত-৫৪১৮, ১৯ (আংশিক))

১৯২. ফেরেশতাদের আকৃতি

(২) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِّنْ مَّلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ .

২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে আঙ্গাছর আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি হতে গর্দান পর্যন্ত সাত শত বছরের রাস্তা। (আবু দাউদ-৪৭২৭, মিশকাত-৫৭২৭)

১২. জান্নাত (الْجَنَّةُ)

১৯৩. জান্নাত পরিচিতি

جَنَّةٌ (জান্নাত) শব্দটি আরবি। যার অর্থ বাগান। ফারসী ভাষায় যাকে বলে বেহেশত। জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্যান, বাগান, সুখময় স্থান ইত্যাদি। আর পরিভাষায় পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মুমিনের অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে আঙ্গাছর আব্বাস আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশত বলে।

(১) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالَُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

১. আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার নিম্ন দেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে- এতো অবিকল সে ফল-ই যা আমরা ইতোপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। আর তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২-সূরা বাক্বারা : ২৫)

(২) وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَا أُعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ -

২. তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ার দিগারের ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (৩-সূরা আলে ইমরান- ১৩৩)

(৩) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ط وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ط ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

৩. আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য। (৯-সূরা তাওবা : ৭২)

১৯৪. মু'মিনের জন্য দুনিয়া জেলখানার ন্যায়,

জেলখানায় যেমন যা ইচ্ছা তাই করতে পারে যায় না, তেমনি মু'মিনরাও দুনিয়াতে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না।

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন পৃথিবী মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাতের ন্যায়। (মুসলিম)

যে একবার জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরকাল তথায় থাকবে। জান্নাত মোট আটটি। স্তর হিসেবে পর্যায়ক্রমে জান্নাতগুলো হচ্ছে—

১. জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)

২. দারুল মাঙ্কাম (دَارُ الْمَقَامِ)

৩. জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَأْوَى)

৪. দারুল ক্বারার (دَارُ الْقَرَارِ)

৫. দারুল সালাম (دَارُ السَّلَامِ)

৬. জান্নাতুল আদন (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

৭. দারুল নঈম (دَارُ النَّعِيمِ)

৮. দারুল খুলদ (دَارُ الْخُلْدِ)

এগুলোর মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত।

১৯৫. জান্নাতুল ফিরদাউস

(১) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا -

১. নিচয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১৮-সূরা আল-কাহাফ : ১০৭)

১৯৬. দারুল মাক্বাম

(২) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ -

২. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না, স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (৩৫-সূরা ফাতির - ৩৫)

১৯৭. জান্নাতুল মাওয়া

(৩) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (৩২-সূরা সাজদাহ : ১৯)

১৯৮. দারুল ক্বারার

৪. يَقَوْمُ إِنَّمَا هِيَ الْحَبِوَةُ الدُّنْيَا مَنَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ -

৪. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০-সূরা মু'মিন : ৩৯)

১৯৯. দারুস সালাম

(৫) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৫. তাদের জন্য প্রতিপালকের নিকট নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (৬-সূরা আনয়াম : ১২৭)

২০০. জান্নাতুল আদন

(৬) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبٍ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ طَرِيقِ رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ -
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

(৬) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জনের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ তারা সেগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি আর এটিই হলো মহাসাক্ষ্য (৯-সূরা তাওবা : ৭২)

২০১. দারুন্ নাঈম

(৭) وَكَوْا أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكُمْفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَلَا دَخَلْنَاَهُمْ جَنَّةِ النَّعِيمِ -

৭. যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনতো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম। (৫-সূরা মায়েরা : ৬৫)

২০২. দারুন্ খুলদ

(৮) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ - كَانَتْ

لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا -

৮. বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকিদেরকে? সেটাই হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (২৫-সূরা ফুরক্বান : ১৫)

২০৩. জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের স্ত্রীদের সাথে থাকবে

(১) **إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ - هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ - لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ - سَلْمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ -**

১. সেদিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্যে ফলমূল এবং তাদের জন্যে চাহিদা অনুযায়ী সবকিছু। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (৩৬-সূরা ইয়্যাসীন: ৫৫-৫৮)

২০৪. জান্নাতের নাজ-নেয়ামতের বর্ণনা

(১) **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ - وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ - وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّشْرِبِينَ - وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى - وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ -**

১. পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থান নিম্নরূপ : তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবেব নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারী ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগারেরা কি তাদের সমান যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন বিছিন্ন করে দিবে। (৪৭-সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)

২০৫. জান্নাতীর জন্য ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সাদর সম্বাষণ

(১) **وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا - حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلْمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ**

فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ . وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا
الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ .

১. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উনুজ দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষিরা তাদেরকে বলবে তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাপূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার। (৩৯-সূরা যুমার : ৭৩-৭৪)

(২) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ . لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ .
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً . فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ . فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ . وَأَكْوَابٌ
مَوْضُوعَةٌ . وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ . وَزُرَابِيٌّ مُبْتُوثَةٌ .

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে সজ্জিব। তাদের কর্মের কারণে সজ্জিত। তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। তথায় শুনবে না কোনো অসার কথাবার্তা। তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন এবং সংরক্ষিত পানপাত্র। আর সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (৮৮-সূরা গাশিয়া : ৮-১৬)

২০৬. অকল্পনীয় জান্নাত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ
مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : “আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্যে (জান্নাতে)
এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান
শুনেনি এবং কোনো অন্তরও তা সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। আর এর

সত্যতার জন্যে তোমরা ঐ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো “ফালা তা’লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহম মিন কুররাতি আয়ুনি” অর্থাৎ “আল্লাহ চোখ জুড়ানো সে সব নেয়ামত নেক বান্দাদের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করে রেখেছেন, তা সম্পর্কে কেউ কোনো জ্ঞান রাখে না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, পৃ:৩২২, মিশকাত-৫৩৭১)

২০৭. প্রাকৃতিক হাজারমুত্ত জ্ঞানাত

(১) عَنْ جَابِرٍ (رضد) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَنْفُلُونَ وَلَا يَتَغَرَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِصُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاعٌ وَرَشَعٌ كَرَشِعِ الْمِسْكِ يُلْهُمُونَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحِيَّةُ - كَمَا يُلْهُمُونَ النَّفْسُ.

১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— অবশ্যই জ্ঞানাতবাসীরা তাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থু-থু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিংবা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, তাদের ডক্ষণবস্তুর (পেটের) কি দশা হবে? রাসূল ﷺ বলেছেন, ঢেকুরের মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু তা হবে মেশকের সূজের মতো। আর জ্ঞানাতবাসীর অন্তরে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ (প্রশংসাকরণ) এমনভাবে বেঁধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস (অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড-৩২৮, মিশকাত-৫৩৭৯)

২০৮. জ্ঞানাত দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيهَا -

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জ্ঞানাতের একটা কোড়া (বেতদণ্ড) রাখার মতো স্থান দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

২০৯. সর্বশেষ জ্ঞানাতে প্রবেশকারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জ্ঞানাত দান করা হবে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ وَخُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ

النَّارِ زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلَقَ فَإِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ
الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذَكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي
كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ ! فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ
تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ
قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ
نَوَاجِذُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَيَقُولُ إِنِّي لَا سْتَهْزِي مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَى مَا
أَشَاءُ قَادِرٌ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি, তার অবস্থা হবে এই যে, সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাকে বলা হবে চল, যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে পূর্ব থেকেই সকল মানুষ জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে, যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলো? সে বলবে হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে চাও, সে চাইবে তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হল ইহজগতের চেয়ে আরো দশগুণ বেশি। তখন সে বলবে আল্লাহ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ? হাদীস বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এমনকি তাঁর দাঁত দেখা গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাকে বলা হবে নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তবে আমি যা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্তিমান। (মুসলিম)

নোট : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির জবাব শুনে এজন্য হেসেছেন যে, আল্লাহর ক্ষমতা প্রসঙ্গে বান্দাদের ধারণা এত অল্প যে, আল্লাহর নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে, তা সে ঠাট্টা বলে সম্বোধন করেছে।

২১০. চিরস্থায়ী জান্নাত ও তার নাজ-নেয়ামত

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا

فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا . وَإِنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا ، وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبِرُوا
فَلَا نَهْرُمُوا أَبَدًا ، وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَشْبِرُوا فَلَا نَهْرُمُوا أَبَدًا وَإِنْ لَكُمْ أَنْ
تَنْعَمُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا . وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যখন জান্নাতি লোক জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন এক ঘোষণাকারী (ফেরেশতা) ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীরা! এখন আর তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে না, সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের মৃত্যু হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে, তোমরা সর্বদা যুবক হয়ে থাকবে, কখনও তোমাদের বৃদ্ধাবস্থা আসবে না। তোমরা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, কখনও অস্বচ্ছলতা ও অনাহারের মধ্যে পড়বে না। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ আপন কিতাবে বলেছেন : জান্নাতবাসীকে বলা হবে “যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিল তা হলো এই। তোমাদের কৃতকর্মের ফলে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করে দেয়া হয়েছে।” (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: জান্নাত-৩৩০)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا يَبْلَى نِيَابَهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ
رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতে এমন সব নেয়ামত আছে যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো মানুষের ধারণায় যা কখনও আসেনি। (তারগীব, তারহীব, মুসলিম ৭ম খণ্ড-৩২৯, মিশকাত-৫৩৮০)

২১১. জান্নাতীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ

১. সাধারণ মুমিনদেরও দুটি করে বাগান দেয়া হবে, যাব বিশেষ বান্দাদের বাগানের তুলনায় কম মর্যাদাপূর্ণ হবে।

২. তাদের বাগানসমূহে ঝর্ণা ও সুস্বাদু ফল-মূল থাকবে।

৩. সতী, পবিত্র, সুন্দরী ও আকর্ষণীয় চোখবিশিষ্ট ছুররা তাদের স্ত্রী হবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কেউ স্পর্শও করেনি।

(১) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ فِيهِمَا عَيْنٌ نَضَّاجَتَيْنِ ... فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ - لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ -

১. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি উদ্যান রয়েছে। উভয় বাগানে আছে উজ্জ্বলিত দুই প্রস্রবণ সেথায় রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার তারা হুর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ ও জ্বীন স্পর্শ করে নি.....। (৫৫-আর রহমান : ৬২ - ৭৮)

২১২. জান্নাতে আল্লাহর দীদার

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تَعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ إِلَّا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন : হে জান্নাতবাসী! তারা বলবে : হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত আছি, সকল প্রকার মঙ্গল আপনার হাতে। কি নির্দেশ বলুন! আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন : তোমরা কি আমার পুরস্কার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা জবাব দিবে : হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন সব নেয়ামত দিয়েছেন যা অন্য কাউকে দেননি, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো না কেন? তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন : আমি কি এর চাইতে তোমাদেরকে উত্তম ও উন্নত জিনিস দান করব না? তারা বলবে : এর চাইতে অধিক উত্তম জিনিস

আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন : আমি চিরকাল তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকব, তোমাদের ওপর আর অসন্তুষ্ট হবো না।

(মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩২৪, বুখারী ১০ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯৩, মিশকাত-৫৩৮৪)

২১৩. জান্নাতীদের চেহারা দাঁড়ি-গোফ থাকবে না, চোখ অলৌকিক ভাবে লাজুক হবে এবং তাদের বয়স হবে ৩০ থেকে ৩৩ বছরের মাঝামাঝি

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جَرْدًا مَرْدًا مُكْحَلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثِ
وَتَلَاثِينَ سَنَةً .

১. মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ বলেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারা কোন দাড়ি গোঁফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি।

(মিশকাত-৫৩৯৭ (হাসান হাদীস))

১৩. জাহান্নাম (جَهَنَّمَ)

২১৪. জাহান্নাম পরিচিতি

جَهَنَّمَ (জাহান্নাম) শব্দটি আরবি। যার অর্থ শাস্তির স্থান। আরবিতে জাহান্নামকে جَهَنَّمَ বলে, যার অর্থ আগুন। ফার্সী ভাষায় যাকে বলে দোযখ। জাহান্নাম শব্দের আভিধানিক অর্থ দুঃখময় স্থান, শাস্তির জায়গা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় শেষ বিচারের দিন যারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাকেই জাহান্নাম বলে। সেটি হবে ভয়াবহ কঠিন জায়গা। বিচার দিবসে যারা কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও পাপী হিসেবে সাব্যস্ত হবে তাদেরকে এহেন কঠিন আযাবের জায়গা জাহান্নামে যেতে হবে।

২১৫. জাহান্নামে যেভাবে আযাব দেওয়া হবে

১. বিষাক্ত, দুর্গন্ধময় খাবার ও উত্তপ্ত গরম পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে।
২. মাথায় উত্তপ্ত পানি প্রবাহিত করে শাস্তি।
৩. অগ্নিনির্মিত সংকীর্ণ অন্ধকার গৃহে রেখে শাস্তি।
৪. মুখমণ্ডলে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে শাস্তি।

৫. গুর্জ ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে শাস্তি ।
 ৬. বিষাক্ত সাপ ও বিজ্জুর দংশনের দ্বারা শাস্তি ।
 ৭. দেহকে বিশাল আকৃতি করে শাস্তি ।
 ৮. অসহনীয় ঠাণ্ডা দিয়ে শাস্তি ।
 ৯. আরো কতিপয় অজানা শাস্তি ।
- জাহান্নাম মোট সাতটি ।

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ১. জাহান্নাম (جَهَنَّمُ) | ২. হাবিয়াহ (هَاوِيَةٌ) |
| ৩. জাহীম (جَحِيمٌ) | ৪. সাক্বার (سَقْرٌ) |
| ৫. সায়ীর (سَعِيرٌ) | ৬. হুতামাহ (حُطَمَةُ) |
| ৭. লাযা (لُظَى) | |

২১৬. জাহান্নাম

(১) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمَ
وَكَبِشَسَ آثِمَهُادُ -

১. আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোজখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২-সূরা বাক্বারা : ২০৬)

২১৭. হাবিয়াহ

(২) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ -

২. আর যার পাত্তা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০১-সূরা করিয়াহ : ৮৯)

২১৮. জাহীম

(৩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا لَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَحِيمِ -

৩. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আর আপনি দোজখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (২-সূরা বাক্বারা : ১১৯)

২১৯. সাক্ফার

৴. سَأْصَلِيهِ سَقْرًا . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقْرٌ . لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَدْرُ .

৴. আমি তাকে দাখিল (প্রবেশ) করাব অগ্নিতে । আর আপনি অগ্নি সম্পর্কে কি জ্ঞানেন? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না । (৭৴-সূরা আল-মুদদাসির : ২৬-২৷)

২২০. সায়ীর

(৵) إِنْ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا . وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

৵. নিশ্চয় যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে আশুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে । (৴-সূরা নিসা : ১০)

২২১. হতামাহ

(৶) كَلَّا لَبِئْسَ دَنًّا فِي الْحُطْمَةِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ . نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ

৶. কখনই না সে অবশ্যই নিষ্কিঞ্চ হবে পিষ্টকারীর মধ্যে । আপনি পিষ্টকারী সম্পর্কে কি জানেন? এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি । (১০৴-সূরা হুমাযাহ : ৴-৶)

২২২. লাযা

(৷) كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَىٰ . نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَىٰ .

৷. কখনই নয় । নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি । যা চামড়া তুলে নিবে । (৭০-সূরা মায়ারেজ : ১৵-১৶)

২২৩. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না

(৸) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَائِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

لَيُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ . وَكَهْمُ عَذَابِ الْيَمِّ .

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا . وَكَهْمُ عَذَابِ

مَقِيمٍ .

১. নিশ্চয় যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফুরী করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে (এ সব কিছু) এবং এর সমান বস্তুও যদি এর সাথে দেয়া হয়, তবুও তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে না। বরং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না, তাদের জন্যে রয়েছে অনন্তকাল স্থায়ী আযাব। (৫-সূরা মায়িদাহ : ৩৬-৩৭)

২২৪. জাহান্নামীরা চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ করবে না

(১) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ .

১. আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৫-সূরা ফাতির : ৩৬)

(২) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ .

২. সেখানে সে মৃত্যুবরণ করবে না এবং জীবিতও হবে না। (৮৭ সূরা আ'লা : ১৩)

২২৫. জাহান্নামীদের চরম তিরস্কার

(১) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُسَّاتُ الْمُصِيرُ . إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرٌ . تَكَادُ تَمِيْزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْفَىٰ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ . فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيْرِ . فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ .

১. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকট স্থান। যখন তারা সেখায় নিষ্কিণ হবে, তখন তারা বিকট গর্জন শুনতে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি? তারা বলবে : হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা তাকে মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ তায়ালা কোনো কিছু নাযিল করেননি। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে আছ। তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য। (৬৭ সূরা যুলক : ৬-১১)

۲. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فَنَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ .

২. আর কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। এমনকি যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে তোমাদের নিকট কি কোনো আহ্বানকারী আসেনি? (৩৯-সূরা জুমার : ৭১)

(۳) سَأُصَلِّبُ سَفَرًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَفَرٌ ۚ لَاتَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ ۚ لَوَاحَةٌ
لِّلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ .

৩. আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকারে (আগুনে)। আপনি কি জানেন সাকার কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দক্ষ করবে। এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশজন ফেরেশতা। (৭৪-সূরা মুদাসসির : ২৬-৩০)

২২৬. জাহান্নামীদের টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে

(۱) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۚ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۚ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحُضُّ

عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ - فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ - وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلَيْنِ - لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ -

১. ফেরেশতাগণকে বলা হবে : ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, অতঃপর নিষ্কেপ করো জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সম্বরগজ দীর্ঘ এক শিকলে। নিশ্চয় সে মহান আত্মাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করত না। অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোনো সুহৃদ নেই এবং কোনো খাদ্য নেই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ছাড়া। গোনাহগার ছাড়া কেউ এটা খাবে না। (৬৯-সূরা হাক্বাহ : ৩০-৩৭)

২২৭. জাহান্নামীদের পানীয়

(১) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّجَابِطِينَ
فَانِهِمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشْرِبًا
مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ -

১. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ? না যাক্কুম বৃক্ষ? যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষারূপে, এ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। তার মোচা যেন শয়তানের মাথা, এটা থেকে তারা অবশ্যই উক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জলিত অগ্নির দিকে। তারা তাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৩৭-সূরা সাফ্বাত : ৬২-৬৯)

২২৮. জাহান্নামীদের খাদ্য-দ্রব্য

(১) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَعْتَلًا وَسَعِيرًا - إِنَّ الْأَبْرَارَ
يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا -

১. আমি অবিবাহিতদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও লেলিহান আগুন। নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কায়ুর মিশ্রিত পানপাত্র হতে। এটা একটা ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাহুগণ পান করবে। তাঁরা একে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (৭৬- সূরা দাহর : ৪-৬)

(২) **إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِلطَّغْيِينِ مَآبًا . لِيُثْبِتْنَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا . الْأَحْمِيمَا وَعَسَاقًا . جَزَاءٌ وَوَقَافًا . إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا . وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا .**

২. নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থল রূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেখায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত ঠাণ্ডা এবং কোনো পানীয় আন্বাদন করবে না। এটাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারূপে করতো। (৭৮-সূরা নাবা : ২১-২৮)

২২৯. শুধুমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব

(১) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنْ أَحَدٌ يَدْخُلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَيَقِيلُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعِدَنِي رَبِّي بِرَحْمَتِهِ .**

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিও। তবে আমার প্রভু আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন (মুসলিম)

২৩০. জাহান্নামের অগ্নি দুনিয়ার অগ্নি থেকে সত্তর গুণ বেশি

(১) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ نَّارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فَضِلَّتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلَ حَرِّهَا .**

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হলো, হে আব্দাহর নবী! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? রাসূল ﷺ বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: কিয়ামত জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ পৃ: ৩৩২) মিশকাভ-৫৪২১)

২৩১. জাহান্নামের শাস্তি শুধুই অগ্নি

(১) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي أَحْمَصَ قَدِ مَبِهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِيٰ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

১. নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন : জাহান্নামে যে ব্যক্তিকে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তা হলো দু'পায়ের তলায় জাহান্নামের আগুনের দু'টি অঙ্গার রেখে দেয়া হবে, যার ফলে কোনো চুলার উপর যেমনভাবে ফুটতে থাকে, তেমনভাবে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (তারগীব ও তারহীব, বুখারী ১০ম খণ্ড অধ্যায় কোমল হওয়া পৃ: ৯৭ এবং মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: জাহান্নাম পৃ: ৭৬)

(২) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا .

২. রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামের মতো ভয়াবহ আর কিছুই আমি দেখিনি, অথচ তা থেকে যারা বাঁচতে চায় তারা ঘুমাচ্ছে এবং জান্নাতের মতো আরামদায়ক আর কিছুই দেখিনি অথচ যারা তা পেতে চায় তারাও ঘুমাচ্ছে। (তিরমিখী ৫ম খণ্ড, হাদীস-২৬০১ হাদীস হাসান)

২৩২. জাহান্নামকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَوْقَدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اخْمَرَتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى آبِضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلَمَةٌ .

১. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবৎ তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা স্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড়কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪৩২০, হাদীসটি দুর্বল)

২৩৩. দুনিয়ার ভোগ বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ .

১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (দুনিয়ার) ভোগ-বিলাস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টন করে আছে জান্নাতকে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩২১, মিশকাত-৪৯৩৩)

১৪. সালাত

২৩৪. সালাত পরিচয়

‘সালাত’ আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত ‘নামায’ মূলত ফারসী শব্দ। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা নত হওয়া, অবনত করা ও বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান করা, রুকু-সিজ্দা দাসহ আল্লাহর ইবাদত করাকে সালাত বলা হয়। ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। মিরাজের রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালগ ও আকেল (সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন) লোকের উপর সালাত ফরয। একজন ঈমানদার ও একজন কাফেরের মাঝে পার্থক্য হলো ঈমানদার সালাত পড়ে আর কাফের সালাত পড়ে না। সালাতই মুসলমানের পরিচয়। এই সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ কারণে হাদীসে সালাতকে মু‘মিনদের মি‘রাজ বলা হয়েছে।

২৩৫. আল কুরআনে বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা

(১) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔

১. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কয়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। [২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৩]

(২) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ۔

২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৩]

(৩) وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَأِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔

৩. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৪৫]

(৪) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَ وَيَا أَوْلِيَاءَ الدِّينِ احْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ۔

৪. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। এভাবেই তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৮৩]

(৫) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

৫. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত আদায় করো এবং যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১১০]

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

৬. হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিচয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। [২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৫৩]

(৭) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ۖ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَالْمَلَائِكَةِ ۖ وَالْكِتَابِ ۖ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۖ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ۖ وَحِينَ الْبَأْسِ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

৭. আর তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহর) কিতাবের ওপর, নবী-রাসূলদের ওপর এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে- (তাছাড়াও রয়েছে সেসব

পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্র্যের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য ধারণ করে মূলত এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং প্রকৃত আল্লাহভীরু।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-১৭৭]

(৪) حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ ۖ وَقَوْمُوا لِلَّهِ

فَتَيْنِ -

৮. তোমরা সালাতসমূহের ওপর (গভীরভাবে) যত্নবান হও, (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী সালাত এবং তোমরা আল্লাহর জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে যাও।

[২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৩৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা আছরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে

(৯) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

৯. যারা আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। [২-সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-২৭৭]

(১০) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۚ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا -

১০. তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

[৪-সূরা নিসা : আয়াত-১০১]

(১১) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ

مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا

مِنْ وَّرَآنِكُمْ ۖ وَتَلَاتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمْ ۖ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْنَعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّبِينًا .

১১. আর ভূমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সাথে সালাত
কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন
সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান
করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন
সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা
করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে
তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য
কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন
দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। [৪-সূরা নিসা : আয়াত-১০২]

(১২) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا ۖ
عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ
الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا .

১২. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে
আল্লাহকে স্মরণ করবে, যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম
করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

[৪-সূরা নিসা : আয়াত-১০৩]

(১৩) لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ

الزُّكُورَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا .

১৩. কিছু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে। এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের অচিরেই আমি মহাপুরস্কার দিবো। [৪-সূরা আন নিসা : আয়াত-১৬২]

(۱۴) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ .

১৪. আল্লাহ তা'আলা নবী ইসরাঈলের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন, অতঃপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (দ্বীনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মোচন করে দিব। আর তোমাদের আমি এমন এক জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। এরপর যদি কোন ব্যক্তি (আল্লাহকে) অঙ্গীকার করে, তাহলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। [৫-সূরা আল মায়িদা : আয়াত-১২]

(১৫) اِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ .

১৫. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং সেসব ঈমানদার লোকেরা, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সদা অবনমিত থাকে। [৫-সূরা আল মায়িদা : আয়াত-৫৫]

(১৬) قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ .

১৬. বল, 'আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবকিছু) জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' [৬-সূরা আন'আম : ১৬৩]

(১৭) قُلْ اَمْرٌ رَّبِّيْ بِالْقِسْطِ نَدِ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ .

১৭. বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। [৭-সূরা আ'রাফ : আয়াত-২৯]

(১৮) الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

১৮. (আল্লাহর ভরসাকারী তারা) যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [৮-সূরা আনফাল : আয়াত-৩]

(১৯) فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحُرْمَ فَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ
حَيْثُ وُجِدْتُمُوْهُمْ وَاَحْصُوْهُمْ وَاَقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
ؕ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَتَوْا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

১৯. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৯-সূরা তাওবা : আয়াত-৫]

(২০) فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

২০. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। [৯-সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১১]

(২১) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ تَدَفَعْسَى أَوْلِيكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

২১. আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ তো আবাদ করবে তারাই, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। [৯-সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১৮]

(২২) وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْهُونَ .

২২. তাদের অর্থ-সম্পদ সাহায্য গ্রহণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। [৯-তাওবা : আয়াত-৫৪]

(২৩) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

২৩. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই দয়া করবেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৯-সূরা আত্ তাওবা : ৭১]

(২৪) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ .

২৪. আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর সালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয় সৎকাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। [১১-সূরা হূদ : আয়াত-১১৪]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা এশা, ফজর ও মাগরিব সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২৫) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ .

২৫. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে তুমি বল 'সালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে- সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'
[১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩১]

(২৬) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ .

২৬. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কয়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রিয়্কের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

[১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৭]

(২৭) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا
وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ .

২৭. 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কয়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর।

[১৪-সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪০]

(২৮) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ .

২৮. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (সময়ের ভেতর) সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং প্রতিষ্ঠা করবে ফজরের সালাত।

[১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭৮]

ব্যাখ্যা : এ আয়াত দ্বারা যোহর, মাগরিব এবং ফজরের সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২৯) وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آمِنًا مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

২৯. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তঁার) অনুগ্রহভাজন করবেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত আদায় করি।

[১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৩১]

(৩০) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
مَرْضِيًّا .

৩০. সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

[১৯-সূরা মারইয়াম : আয়াত-৫৫]

(১৪) اِنِّىٓ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ

لِدِكْرِىْ -

৩১. 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। [২০-সূরা জ্বাহ : ১৪]

(৩২) وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۙ لَا تَسْئَلُكَ

رِزْقًا ۙ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۙ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى -

৩২. এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

[২০-সূরা জ্বাহ : আয়াত-১৩২]

(৩৩) وَجَعَلْنٰهُمْ اٰنِمَةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ

الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةِ وَاٰتٰنَا الزَّكٰوةَ ۗ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ -

৩৩. আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে সুপথ দেখাত। নেক কাজ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা আমারই আনুগত্য করত।

[২১-সূরা আল আশ্বিয়া : আয়াত-৭৩]

(৩৪) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّبِيْرِيْنَ عَلٰى

مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

৩৪. যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে, এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [২২-সূরা হাজ্জ : আয়াত-৩৫]

(৩৫) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ -

৩৫. আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। [২২-সূরা আল হাঙ্ক : আয়াত-৪১]

(৩৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

৩৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকু কর, সিজ্দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে সফলকাম হতে পার। [২২-সূরা হাঙ্ক : আয়াত-৭৭]

(৩৭) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّكُمُ
الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

৩৭. আর আল্লাহ তা'আলার পথে তোমরা জিহাদ করো, যেভাবে তাঁর জন্যে জিহাদ করা উচিত। তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে) তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং জীবন বিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের ওপর সুদৃঢ় থাক। তিনি আগেই তোমাদের 'মুসলিম' নাম রেখেছিলেন। এবং যেন রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এবং তোমরাও সমগ্র মানব জাতির ওপর (আল্লাহর ধর্মের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো। অতএব, সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত

আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলার রশি শক্তভাবে ধারণ করে। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী! [২২-সূরা আল হায্জ : আয়াত-৭৮]

(৩৮) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ -
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُورِ فَعِلُونَ -

৩৮. নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদারগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একান্ত বিনয়-নম্র (হয়), অর্থহীন বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে। [২৩-সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-১-৪]

(৩৯) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ -

৩৯. এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে। [২৩-সূরা মুমিনুন : আয়াত-৯]

(৪০) رِجَالٌ ۚ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكُورِ ۗ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ -

৪০. তারা এমন লোক- ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল করে দেয় না- বেচা-কেনা তাদের আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে না, তারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।

[২৪-সূরা আন নূর : আয়াত-৩৭]

(৪১) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُورَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ -

৪১. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও, রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। [২৪-সূরা আন নূর : ৫৬]

(৪২) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا -

৪২. এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থাকে। [২৫-সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৪]

(৬৩) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ -

৪৩. যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। [২৭-সূরা নাম্বল : আয়াত-৩]

(৬৪) أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ -

৪৪. তুমি আবৃত্তি কর কিভাবে হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

[২৯-সূরা আনকাবূত : আয়াত-৪৫]

(৬৫) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

هُمْ يُوقِنُونَ -

৪৫. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [৩১-সূরা লুকমান : আয়াত-৪]

(৬৬) يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ -

৪৬. 'হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ। [৩১-সূরা লুকমান : আয়াত-১৭]

(৬৭) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

৪৭. আর (হে নারীরা) তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যুগের (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তা'আলা (মূলত) এসব কিছুই মাধ্যমে নবী পরিবার এবং তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক পবিত্র করে দিতে চান। [৩৩-সূরা আল আহযাব : আয়াত-৩৩]

(৬৪) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِئِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

৪৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও উহা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার কিছুই বহন করা হবে না- নিকট আত্মীয় হলেও। ভূমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখিয়ে ভয় করে এবং সালাত কয়েম করে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহরই দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। [৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-১৮]

(৬৫) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.

৪৯. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কয়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [৩৫-সূরা ফাতির : আয়াত-২৯]

(৫০) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ ۖ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ
فَاَزْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيْظَ
بِهِمُ الْكٰفِرَ ۗ وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا .

৫০. মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু' ও সিদ্ধায় অবনত দেখবে। তাদের বৈশিষ্ট্য তাদের মুখমণ্ডলে সিদ্ধার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের। [৪৮-সূরা ফাতহ : আয়াত-২৯]

(৫১) اَشْفَقْتُمْ اَنْ تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۗ فَاِذْ
لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلٰىكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاْتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

৫১. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সদকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাক এবং (সর্ববিষয়ে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকৈফহাল রয়েছে।

[৫৮-সূরা আল মুজাদালাহ : আয়াত-১৩]

(৫২) الَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دٰنِمُوْنَ .

৫২. যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত। [৭০-সূরা মা'আরিজ : আয়াত-২৩]

(৫৩) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔

৫৩. এবং তারা নিজেদের সালাতে যত্নবান । [৭০-সূরা মা'আরিজ : আয়াত-৩৪]

(৫৪) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا الْقُرْآنَ

قَرَأًا حَسَنًا۔

৫৪. অতএব, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও । [৭৩-সূরা আল মুযাযিল : আয়াত-২০]

(৫৫) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔

৫৫. তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না ।

[৭৪-সূরা মুদাছছির : আয়াত-৪৩]

(৫৬) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ

حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ۔

৫৬. (অথচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের ধীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে । কেননা, এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান ।

[৯৮-সূরা আল বাইয়্যিনাহ : আয়াত-৫]

(৫৭) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ

الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ۔

৫৭. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে । [১০৭- সূরা মাউন : আয়াত-৪-৬]

(৫৮) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔

৫৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুবরানী কর । [১০৮-সূরা কাওছার : আয়াত-২]

২৩৬. সন্তানদের প্রতি সালাত আদায়ের নির্দেশ ও সালাতের ফযীলত

(১) عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ -

১. আমার ইবনে শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয়। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার করো, আর তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।

(আবু দাউদ, হাদীস-২৪৭, মিশকাত, হাদীস-৫৭২)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتُمْ لَوَانْ نَهَرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল ﷺ বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)

(৩) عَنْ عَبْدِ بَنِ صَامِتٍ (رض) قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَمْسُ صَلَاةٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنِ وَضُوءِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ وَوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَكَ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكَ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَكَ -

৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সময় মতো সালাত আদায় করবে এবং রুকু সিজদায় খেয়াল রেখে মনোনিবেশের সাথে সালাত আদায় করবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে তা করবে না তার অপরাধ মাফ করে দেয়া সম্পর্কে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, অথবা তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

(আবু দাউদ, হাদীস-৪২৫, মাজাহ-১৪০১, নাসায়ী-৪৬১)

(৩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبِرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بِرْهَانًا وَلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ .

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- যে ব্যক্তি সালাতের সঠিকভাবে হিফাজত করবে, তার এই সালাত কিয়ামতের দিন তার জন্যে আলো, দলিল ও মুক্তির কারণ হবে এবং যে তার সঠিক হিফাজত করবে না, তার জন্যে সালাত কিয়ামতের দিন আলো, দলিল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের ন্যায় কাফিরদের সাথে উঠবে। (আহমদ-৬৫৭৬, ইবনে হিব্বান-১৪৬৭, দারেমী-২৭৭১, হাসান হাদীস)

২৩৭. সালাত মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বান্দা (ঈমানদার) ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা। (তিরমিযী-২৬১৮)

২৩৮. নফল সালাত ফরয সালাতের পরিপূরক

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মাঝে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে হিসাব নেয়া হবে। তার সালাত যদি যথাযথ সঠিক প্রমাণিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি সালাতের হিসেবেই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হিসেবে সালাতের ফরযে যদি কিছু কম পড়ে, তবে আত্মাহ রাক্বুল আলামীন তখন বলবেন তোমরা দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল সালাত বা নফল বন্দেগী আছে কি না, যদি থাকে তাহলে এর দ্বারা ফরযের কমতি পূরণ করো। পরে তার অন্যান্য সব আমানের ব্যাপারে এটিই বিবেচিত ও অনুরূপভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (আবু দাউদ, হাদীস-৮৬৪-৬৬, মিশকাত, হাদীস-১৩৩০)

২৩৯. জামাআতে সালাতের ফযীলত

(১) عَنْ عُمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ .

১. ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈশার সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেন অর্ধ রাত্রি সালাত আদায় করেছে, অতঃপর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেছে সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করেছে।

(মুসলিম, হাদীস-১৫২৩, আবু দাউদ-৫৫৫, আহমদ-৪০৮, হাসান সহীহ)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- জামায়াতের সাথে সালাত আদায়কারী একাকী সালাত আদায়কারী থেকে সাতাশ গুণ বেশি ফযীলতের অধিকারী। (বুখারী-মুসলিম)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ نَاسَفِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرُ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَنْخَلِفُونَ عَنْهَا فَأَمُرُ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزْمِ الْجَطَبِ بِيوتهم وَاكْوَعَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا كَشَهْدَةٍ يَغْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক সালাতে কোনো এক লোককে অনুপস্থিত পান। তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোনো একজনকে এই মর্মে আদেশ করি যে, সে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন এবং আমি তাদের পিছনে যাই, যারা সালাতে আসেনি। তারপর আমি নির্দেশ দেই যে, তাদের কাঠের আঁচি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেয়া হোক। তারা যদি জানত যে, এখানে আসলে মোটা হাড় পাওয়া যাবে, তবে নিশ্চয় এই সালাত অর্থাৎ এশার সালাতে উপস্থিত হতো। (মুসলিম-২য় খণ্ড, অ: সালাত পৃ : ৩৪০)

২৪০. সালাত অতীত শুনাহের কাফ্ফারা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْصَلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفِرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াস্ত সালাত, এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান কাফফারা হয় সে সব গুনাহর জন্যে যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয় যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (তওবা ব্যতীত কবীরা গুনাহ মাফ হয় না) (মুসলিম, হাদীস-৫৭৪, তিরমিযী, হাদীস-২১৪)

(২) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوَا فِيهِمَا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

২. য়ায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি দু'রাকয়াত সালাত আদায় করেছে আর তাতে ভুল করেনি, আব্বাহ তার (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেবেন যা অতীতে হয়ে গেছে। (আহমদ-১৭০৫৪, হাকিম-৪১৫, আবু দাউদ-৯০৫ (হাদীস যঈফ)

২৪১. সালাতে সূরা ফাতিহার পর আমিন বলা

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ

فِي الصَّلَاةِ أَمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ أَمِينَ فَوَافَقَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে আমীন বলবে ও ফেরেশতার আকাশের ওপর আমীন বলবে এবং উভয়টি একই সময় হবে, তখন তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(মুসলিম, হাদীস-৯৪২, বুখারী, হাদীস-৭৩৮, আবু দাউদ-৯৩৬, তিরমিযী-২৫০, মুয়াত্তা-১৮০)

২৪২. ফরাজ সালাতের পর মাসনূন দোয়াসমূহ

الْأَذْكَارُ الْمَسْنُونَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ

সহীহ হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ফরাজ সালাতের পর যে সকল দোয়া পড়তে হয়।

১. সালাত শেষান্তে সালাম ফিরানোর পর বলবে- **اللَّهُ أَكْبَرُ**

(বুখারী-১১৬ পৃ., মুসলিম-২১৭ পৃ., আবু দাউদ ১৪৪ পৃ., নাসায়ী ১৫৯ পৃ.)

২. তারপর পড়বে ৩ বার- **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** -“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

(মুসলিম, হাদীস-৪১৪, আবু দাউদ ২১২+২১৩ পৃ. নাসায়ী পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিজি-৬৬ পৃ.)

অতঃপর পড়বে-

(৩) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ**

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৩. আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক তার কোন শরীক নেই, সমুদয় প্রশংসা তারই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আপনি যা দিয়েছেন তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই আর আপনি যা প্রতিরোধ করেন তা ফিরিয়ে দেয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া কোন মর্যাদা মর্যাদাবানকে উপকার করতে পারে না।

(বুখারী-১/২২৫, মুসলিম-১/৪১৪, আবু দাউদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ.)

তারপর পড়বে-

(৪) **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا**

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

৪. হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, আর আপনার থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময়, আপনি মহত্বের অধিকারী এবং মহা সম্মানী।

(আবু দাউদ-১২১ পৃ., ইবনে মাজাহ-২২ পৃ., তিরমিযী-৬৬ পৃ., নাসায়ী-১৫০ পৃ., মুসলিম-৪১৪)

অতঃপর পড়বে-

(৫) اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

৫. হে আল্লাহ! আপনার জিকির, আপনার শুকরিয়া আদায় এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। (আবু দাউদ, হাদীস-১৫২২)

অতঃপর পড়বে-

(৬) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَكَوَفِّرَهُ الْكَافِرُونَ .

৬. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তার কোন শরীক নেই এবং তার জন্যই সকল রাজত্ব। তার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমরা শুধুমাত্র তারই ইবাদত করি। সকল নিয়ামত একমাত্র তারই, সকল অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম প্রশংসা তারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, দ্বীন একমাত্র তারই জন্য। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

(মুসলিম-১/৪১৫, নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২১১ পৃ.)

অতঃপর পড়বে-

(৭) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

৭. হে আল্লাহ! আমি আপনার তাসবিহ বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর আপনারই নিকট তাওবা করছি। (নাসায়ী, হাদীস-১৩৪৩, সহীহ)

অতঃপর পড়বে-

(৮) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

৮. হে আল্লাহ! আমার পূর্বের -পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সর্বপ্রকার পাপ মাফ করুন, এ ছাড়া আমার পাপ সম্পর্কে আপনি অধিক অবহিত। আপনিই প্রথম ও আপনিই শেষ, আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! (আবু দাউদ, হাদীস-১৫০৯, মুসলিম)

৯. অতঃপর পড়বে- সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে।

(নাসায়ী-১৫০ পৃ., আবু দাউদ-২০৬ পৃ.)

১০. অতঃপর পড়বে- আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত। (মেশকাত-১৮৫ পৃ., নাসায়ী)

১১. ডান হাতের আঙুলি দ্বারা তাসবীহ পড়া- সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, অতঃপর বলবে-

(১১) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

(আবু দাউদ-২১১ পৃ., তিরমিযী-৫/৫১৫, আহমদ-৪/২২৭, নাসায়ী-১৫২ পৃ., মুসলিম-২১৯ পৃ.)

১৫. যাকাত (الزُّكُوةُ)

২৪৩. যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের

৮২ আয়াত

زَكَاةً; শব্দের আভিধানিক অর্থ اُنْتَا - বৃদ্ধি; ক্রমবৃদ্ধি, প্রাচুর্য এর আর একটি অর্থ اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি। ফিকহ'র পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হয়। -রোযার ন্যায় যাকাত সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। যাকাত ধনীদের জন্যে ফরয করা হয়েছে। যাদের কাছে বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর ৭.৫০ (সাত সাত) তোলা পরিমাণ স্বর্ণের সমমূল্যের সম্পদ কিংবা ৫২.৫০ তোলা পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ গচ্ছিত থাকে, তাদের ওপরই যাকাত ফরয। গচ্ছিত সম্পদের ২.৫ শতাংশ যাকাত দিতে হয়। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা গরিব তাদের যাকাত প্রদান করা উত্তম।

মোটকথা দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অনন্য রক্ষা কবচ।

আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরাশি আয়াতে যাকাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত (الزُّكُوَّةُ) - শব্দ দ্বারা ৩০ বার এছাড়া (الْإِنْفَاقُ) - শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং (الصَّدَقَةُ) - শব্দ দ্বারা ০৯ বার। মোট ৩০ + ৪৩ + ০৯ = ৮২ বার।

২৪৪. الزُّكُوَّةُ (যাকাত) শব্দ দ্বারা ৩০ আয়াত

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(১) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوَّةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ.

১. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো আর যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো। [২-আল বাক্বারা : ৪৩]

বনী ইসরাঈলদের থেকে যাকাত আদায়ের প্রতিশ্রুতি

(২) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ هَدَيْنَا سَبِيلَ الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوَّةَ لِنَسِّئَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوَّةَ لِنَسِّئَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

২. আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। [২-আল বাক্বারা : ৮৩]

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(৩) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكُوَّةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

৩. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত আদায় করো এবং যে সব নেকী তোমরা আল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান। [২-আল বাক্বারা : ১১০]

(৪) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى

الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ.

৪. আর তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন নেকী নিহিত নেই। তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ঈমান আনবে আদ্বাহর ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আদ্বাহর) কিতাবের ওপর, নবী-রাসূলদের ওপর এবং আদ্বাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই ভালোবাসা পাবার মানসে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও মুসাফিরের জন্যে ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে— [২-আল বাক্বারা : ১৭৭]

(৫) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

৫. নিশ্চয় যারা আদ্বাহ তা'আলার ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকাত আদায় করেছে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা সেদিন চিন্তিতও হবে না। [২-আল বাক্বারা : ২৭৭]

(৬) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

৬. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, সালাত কয়েম কর এবং যাকাত দাও। [৪-নিসা : ৭৭]

(৭) لَكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ

وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

৭. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের জ্ঞানের গভীরতা রয়েছে তারা এবং এমন সব ঈমানদার যারা আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপর বিশ্বাস করে, আপনার পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আদ্বাহ তা'আলা ও শেষ দিনের ওপর ঈমান আনে। [৪-আন নিসা : ১৬২]

(৪) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

৮. আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের (কাছ থেকে আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করল, অতঃপর আমি (এ কাজের জন্যে) তাদের মধ্য থেকে বারো জন সর্দার নিযুক্ত করলাম; আল্লাহ তা'আলা তাদের বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, আমার রাসূলদের ওপর ঈমান আনো এবং (ঈনের কাজে যদি) তোমরা তাদের সাহায্য- সহযোগিতা করো, (সর্বোপরি) আল্লাহ তা'আলাকে তোমরা যদি উত্তম ঋণ প্রদান করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ মোচন করে দেব। আর তোমাদের আমি এমন এক জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। [৫-আল মায়িদা : ১২]

(৯) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ ۚ

৯. তোমাদের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং সেরা ঈমানদার লোকেরা, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং সদা অবনমিত থাকে। [৫-আল মায়িদা : ৫৫]

(১০) وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

১০. তুমি আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লিখে দাও, হিদায়াতের জন্যে আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাভর্তন করছি। আল্লাহ তা'আলা

বললেন, আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই এবং আমার দয়া তো (আসমান-জমিনের) সব কয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আমি অবশ্যই তা লিখে দেব এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, যাকাত আদায় করে এবং আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।

[৭-আল আ'রাফ : ১৫৬]

নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলে যুদ্ধ

(১১) فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

১১. অতঃপর এরপরও তারা যদি তাওবা করে (ধীনের পথে ফিরে আসে) এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও বড় দয়াময়। [৯-আত্ তাওবা : ৫]

যারা মুমিনদের ধীনি ভাই

(১২) فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

১২. (এ সত্ত্বেও) যদি তারা তাওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তারা হবে তোমাদেরই ধীনি ভাই। আমি সেসব মানুষের কাছে আমার আয়াতসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি, যারা (সত্য-মিথ্যার তারতম্য) বুঝতে পারে। [৯-আত্ তাওবা : ১১]

যারা মসজিদ আবাদ করার যোগ্য লোক

(১৩) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ .

১৩. আল্লাহ তা'আলার (ঘর) মসজিদ তো আবাদ করবে তারা, যারা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের ওপর ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, এরা হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। [৯-আত্ তাওবা : ১৮]

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু

(১৪) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

১৪. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আদ্বাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করে। এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ, যাদের ওপর আদ্বাহ তা'আলা অচিরেই দয়া করবেন। অবশ্যই আদ্বাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। [৯-আত্ তাওবা : ৭১]

ইসা (আ)-কেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(১৫) وَجَعَلْنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

১৫. যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে (তাঁর) অনুগ্রহভাজন করবেন। আর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি বেঁচে থাকি ততদিন যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করি এবং যাকাত আদায় করি। [১৯-মারইয়াম : ৩১]

(১৬) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا .

১৬. সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত আদায় করার আদেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের একান্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

[১৯-মারইয়াম : ৫৫]

ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকেও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(১৭) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ .

১৭. আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে সুপথ দেখাত, নেক কাজ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা ও যাকাত দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছি। আর তারা আমারই আনুগত্য করত।

[২১-আল আশিয়া : ৭৩]

ইসলামী সরকারের মৌলিক দায়িত্ব ৪টি

(১৪) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

১৮. আমি যদি তাদের পৃথিবীতে রাজত্ব দান করি, তাহলে তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। [২২-আল হাঙ্ক : ৪১]

সালাত ও যাকাতের বিধান কালেম কর এবং জিহাদ কর

(১৯) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ
هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

১৯. অতএব, সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহ তা'আলার রশি শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী!

[২২-আল হাঙ্ক : ৭৮]

(২০) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ .
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ .

২০. নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদারগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে একান্ত বিনয়-নম্র (হয়), অর্থহীন বিষয় থেকে বিরত থাকে এবং (রীতিমতো) যাকাত প্রদান করে। [২৩-আল মু'মিনূন : ১-৪]

(২১) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ رِجَالٌ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ .

২১. তারা এমন লোক- ব্যবসা বাণিজ্য যাদের কখনো আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল করে দেয় না- বেচা-কেনা তাদের আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফেল রাখতে পারে না, তারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে।

[২৪-আন নূর : ৩৭]

সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(২২) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

২২. আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও আর রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। [২৪-আন নূর : ৫৬]

(২৩) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔

২৩. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [২৭-আন নামাল : ৩]

যাকাত আদায়ে সম্পদ বৃদ্ধি পায়

(২৪) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ۔

২৪. যা কিছু তোমরা সুদের ওপর দাও, (তা তো এ জন্যই দাও) যেন তা অন্য মানুষদের মালের সাথে (অন্তর্ভুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে তা বাড়ে না। অপরদিকে যে যাকাত তোমরা দান করো, তা (যেহেতু একান্তভাবে) আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে দান করো, তাই বৃদ্ধি পায়। এরাই হচ্ছে (সেসব লোক) যারা (যাকাতের মাধ্যমে) আল্লাহর দরবারে নিজেদের সম্পদ বহুগুণে বাড়িয়ে নেয়। [৩০-আর্ রুম : ৩৯]

(২৫) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔

২৫. যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) কিয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। [৩১- লুকমান : ৪]

বিশেষ করে নারীদের যাকাত আদায়ের নির্দেশ

يُؤْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
بَيْنَ الزَّكَاةِ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

২৬. আর তোমরা ঘরে অবস্থান করবে, পূর্বকার জাহেলিয়াতের যুগের (নারীদের) মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তা'আলা (মূলত) এসব কিছুর মাধ্যমে নবী পরিবার এবং তোমাদের মাঝ থেকে (সব ধরনের) অপবিত্রতা দূর করে (তোমাদের) পাক পবিত্র করে দিতে চান। [৩৩-আল আহযাব : ৩৩]

কাকিররা যাকাত দেয় না

(২৭) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ۔

২৭. তারা যাকাত দেয় না এবং তারা পরকালের ওপরও ঈমান আনে না। [৪১-হা-মীম আস্ সাজ্জদা : ৭]

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

(২৮) أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذْكُم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزُّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ۔

২৮. তোমরা কি তোমাদের একাকী কথা বলার আগে সদকা আদায় করার আদেশে ভয় পেয়ে গেলে? যদি তোমরা তা করতে না পারো এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা দ্বারা তোমাদের ক্ষমা করে দেন, তবে তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করতে থাকো, যাকাত আদায় করতে থাক এবং (সর্ববিষয়ে) আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকো; তোমরা যা করছ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সে সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াক্কেফহাল রয়েছে। [৫৮-আল মুজাদলাহ : ১০]

(২৯) وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزُّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔

২৯. অতএব, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। [৭৩-আল মুযায্বিল : ২০]

(৩০) وَمَا أَمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزُّكُوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقِيٰمَةِ۔

৩০. (অখচ) এদের এ ছাড়া আর কিছুই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের ধীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। কেননা, এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান।

[৯৮—আল বাইয়্যিনাহ : ৫]

২৪৫. যাকাত অর্থে الْأَثْفَانُ শব্দ দ্বারা তেতাল্লিশ (৪৩) আয়াত

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তাকিদ

(১) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ۔

১. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কয়েম করে এবং তাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [২—আল বাক্বারা : ৩]

(২) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔

২. আল্লাহর পথে খরচ করো এবং আপন হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেও না। ইহসানের পথে চলো। [২—আল বাক্বারা : ১৯৫]

(৩) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الدِّينِ وَالْآقْرِبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔

৩. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কী খরচ করব? জবাব দিন, যে মালই (সম্পদ) তোমরা খরচ করো; নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ করো। [২—আল বাক্বারা : ২১৫]

আল্লাহর পথে যতটুকু সম্পদ ব্যয় করা উচিত

(৪) وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ۔

৪. এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা আল্লাহর পথে কী খরচ করব? জবাবে বলুন, যা তোমাদের প্রয়োজনের বেশি আছে। [২—আল বাক্বারা : ২১৯]

বিপদের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর

(৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ .

৫. হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া ধন-সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো- সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোন রকম বোচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকবে না-আর থাকবে না কোন রকমের সুপারিশ। [২-আল বাক্বরা : ২৫৪]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার উপমা

(৬) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

৬. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যাদান। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।

[২-আল বাক্বরা : ২৬১]

দান করার পর খোটা দেয়া যাবে না

(৭) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

৭. যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [২-আল বাক্বরা : ২৬২]

(৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى . كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا .

৮. হে ঈমানদারগণ! অন্যের কাছে বলে বেড়ায়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতকে নষ্ট করো না। যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত একে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। [২-আল বাক্বারা : ২৬৪]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফলাফল

(৯) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

৯. আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেকে আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, যাতে মুসলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাতে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। অতঃপর যদি মুসলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। [২-আল বাক্বারা : ২৬৫]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ

(১০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

১০. হে ঈমানদারগণ! যে মাল তোমরা উপার্জন করেছে এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে যা উত্তম তা আল্লাহর পথে খরচ করো। [২-আল বাক্বারা : ২৬৭]

(১১) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ .

১১. আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা যা কিছু তোমরা মানত করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

[২-আল বাক্বারা : ২৭০]

(১২) وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ .

১২. তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাকো।

[২-আল বাক্বারা : ২৭২]

(১৩) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ ۖ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

১৩. এটা (যাকাত) প্রাপ্য সেসব অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকায় জীবিকার জন্য জমিনে পদচারণা করতে পারে না এবং (আত্মসম্বলের কারণে) কারও নিকট হাত পাতে না বলে অস্বস্তি লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদের (দারিদ্র্যের) লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট মিনতি করে যাচনা করে না। আর যে কল্যাণকর কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা সর্বিশেষ অবহিত। [২-আল বাক্বারা : ২৭৩]

দিবা-ব্রাদ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় দান করবে

(১৪) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

১৪. যারা নিজেদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। [২-আল বাক্বারা : ২৭৪]

প্রিয় বন্ধু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে

(১৫) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ .

১৫. তোমাদের ঐসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা পুণ্য হাসিল করতে পারো না। [৩-আলে ইমরান : ৯২]

কাফেরদের দান-খয়রাত

(১৬) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَيْحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتُهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ .

১৬. এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, তা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রেকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারা ই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। [৩-আলে ইমরান : ১১৭]

সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করা

(১৭) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

১৭. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালোবাসেন।

[৩-আলে ইমরান : ১৩৪]

লোক দেখানোর জন্য দান করা যাবে না

(১৮) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا .

১৮. আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ! [৪-আন নিসা : ৩৮]

আল্লাহর পথে দান করার নির্দেশ

(১৯) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا .

১৯. আর তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ তাদেরকে রিযিক হিসেবে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ তাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। [৪-আন নিসা : ৩৯]

(২০) الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ -

২০. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [৮-আল আনফাল : ৩]

(২১) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ -

২১. আল্লাহর পথ হতে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অনন্তর তারা সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অতঃপর তা তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। [৮-আল আনফাল : ৩৬]

(২২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٌ -

২২. হে ঈমানদারগণ! পণ্ডিত এবং সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই মানুষের সম্পদ অন্যায়াভাবে ভোগ করে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মস্তূদ শাস্তির সুসংবাদ দিন। [৯-আত তাওবা : ৩৪]

(২৩) قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ -

২৩. বলুন, তোমরা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ব্যয় করো, তোমাদের নিকট হতে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না। নিশ্চয় তোমরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

[৯-আত তাওবা : ৫৩]

(২৪) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ .

২৪. আর তাদের থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। [৯-আত তাওবা : ৫৪]

(২৫) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ
بِكُمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

২৫. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আর আল্লাহ সর্বশোতা, মহাজ্ঞানী। [৯-আত তাওবা : ৯৮]

(২৬) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَّتِ الرُّسُولُ ۗ إِلَّا أَنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

২৬. আর মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। জেনে রেখ, নিশ্চয় তা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৯-আত তাওবা : ৯৯]

(২৭) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

২৭. আর তারা ছোট বা বড় যাই ব্যয় করে এবং যেকোনো প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন। [৯-আত তাওবা : ১২১]

(২৮) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَمُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّارِ -

২৮. আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম। [১৩-আর রাদ : ২২]

(২৯) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٍ -

২৯. (হে নবী!) আমার যে বান্দারা ঈমান এনেছে তুমি তাদের বলো, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আমারই পথে) ব্যয় করে, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, (কিয়ামতের) সে দিনটি আসার আগে, যেদিন (মুক্তির জন্য) কোন রকম (সম্পদের) বেচা-কেনা চলবে না এবং কোন রকমের বন্ধুত্ব কাজে লাগবে না। [১৪-ইবরাহীম : ৩১]

(৩০) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا -

৩০. আল্লাহ তাআলা উপমা দিচ্ছেন, অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোনো কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিযিক দান করেছেন, আর সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।

[১৬-আন নাহল : ৭৫]

(৩১) وَأَحِيطْ بِشَمْرِهِ فَاصْبَحْ يَلْبَبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا -

৩১. আর তার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেলে এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল, যখন তা মাচানসহ ভূমিসাগ হয়ে গেল। আর সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম। [১৮-আল কাহাফ : ৪২]

(৩২) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔

৩২. আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [২২-আল হাঙ্ক : ৩৫]

(৩৩) أُولَٰئِكَ يُزْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔

৩৩. তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। [২৮-আল কাসাস : ৫৪]

(৩৪) تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔

৩৪. তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

[৩২-আস সাজ্দাহ : ১৬]

(৩৫) قُلْ إِنْ رِئَىٰ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔

৩৫. বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। [৩৫-সাবা : ৩৯]

(৩৬) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ۔

৩৬. নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। [৩৫-ফাতির : ২৯]

(৩৭) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ ۖ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -

৩৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তাওমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন আমরা কি তাকে খাওয়াবো? নিশ্চয় তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ। [৩৬-ইয়াসীন : ৪৭]

(৩৮) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ -

৩৮. আর যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। [৪২-আশ শুরা : ৩৮]

আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নির্দেশ

(৩৯) هَآئِنْتُمْ هَآؤَآءَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ۗ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ -

৩৯. তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। [৪৭-মুহাম্মাদ : ৩৮]

(৪০) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ -

৪০. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় করো। অনন্তর

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। [৫৭-আল হাদীদ : ৭]

(৫১) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنۢ أَنفَقَ مِنۢ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَتْلَ -

৪১. আর তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। [৫৭-আল হাদীদ : ১০]
সামর্থের আলোকে ব্যয় কর

(৫২) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَضَعْتُمْ وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ -

৪২. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, আর শ্রবণ করো, আনুগত্য করো ও ব্যয় করো তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণের জন্য।

[৬৪-আত তাগাবুন : ১৬]

বিস্তবান সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করে

(৫৩) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنۢ سَعَتِهِ ۚ وَمَنۢ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلِيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ -

৪৩. বিস্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। [৬৫-আত তালাক : ০৭]

২৪৬. যাকাত অর্থে (الصَّدَقَةُ) সদকা শব্দ দ্বারা নয় (৯) আয়াত।

গোপনে দান করা উত্তম

(১) إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنۢ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -

১. (আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য) তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো, তা ভালো কথা (তাতে কোন দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখ এবং (চুপে চুপে) অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম; (এ দানের কারণে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন।

[২-আল বাক্বারা : ২৭১]

আল্লাহ দান সদকা বৃদ্ধি করেন

(২) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ -

২. আল্লাহ তা'আলা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদকা (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তা'আলা অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না। [২-আল বাক্বারা : ২৭৬]

(৩) لِأَخَيْرٍ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا -

৩. তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় সদাকাহ, সৎকাজ বা মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তা করবে, অনন্তর অচিরেই আমি তাকে মহা পুরস্কার দেবো। [৪-নিসা : ১১৪]

(৪) وَمِنْهُمْ مَّن يَّلمِزُكَ فِى الصَّدَقَتِ ۗ فَإِن أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ -

৪. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সদাকাহ বণ্টন সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে, অতঃপর এর কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিভুষ্ট হয়, আর এর কিছু তাদেরকে দেয়া না হলে তৎক্ষণাৎ তারা বিস্কুদ্ধ হয়।

[৯-আত তাওবা : ৫৮]

সদকা (যাকাত) ব্যয়ের খাত আটটি

(৫) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

৫. নিশ্চয় সদকা (যাকাত) হলো, ১. ফকীর, ২. মিসকীন, ৩. ঐসব লোকদের, যারা সদকার কাজে নিযুক্ত, ৪. তাদের, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন। ৫. (তা ছাড়া) দাস মুক্ত করা, ৬. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, ৭. আত্মাহর পথে জিহাদকারী ও ৮. মুসাফিরদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য। এটা আত্মাহর পক্ষ থেকে একটা ফরয বিধান। আর আত্মাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাময়। [৯-আত তাওবা : ৬০]

(৬) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنۡ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

৬. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিল, আত্মাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে দান করলে আমরা অবশ্যই সাদাকাহ দেবো এবং নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো। [৯-আত তাওবা : ৭৫]

নিষ্ঠা ও আত্মাহের সাথে মু'মিনদের দান

(৭) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

৭. যারা আন্তরিক নিষ্ঠা ও আত্মাহের সাথে আত্মাহ তা'আলাহর পথে দান করে (এবং যারা দান করার মতো) নিজেদের পরিশ্রম (-লব্ধ সামান্য কিছু সম্পদ) ছাড়া কিছুই পায় না, এসব মু'মিনদের যারা দোষারোপ করে এবং তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে; এ (বিদ্রূপকারী)-দের স্বয়ং আত্মাহ তা'আলাহও বিদ্রূপ করতে থাকেন, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। [৯-আত তাওবা : ৭৯]

সদকা পবিত্র ও পরিশোধিত করে

(৪) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

৮. তুমি তাদের ধন-সম্পদ থেকে (যাকাত) সদকা গ্রহণ করো, সদকা দ্বারা তাদের পবিত্র করে দিবে, তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে; কেননা, তোমার দু'আ তাদের জন্য (হবে পরম) সান্ত্বনা; আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। [৯-আত তাওবা : ১০৩]

(৯) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

৯. তারা কি এ কথাটা জানে না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি (যাকাত) সদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু। [৯-আত তাওবা : ১০৪]

যাকাত প্রসঙ্গে যা জানা দরকার

যাকাত পাবে যারা

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ১. ফকীর। | ৫. দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য। |
| ২. মিসকীন। | ৬. ঋণ মুক্তির জন্য। |
| ৩. যাকাত বিভাগের কর্মচারি। | ৭. আল্লাহর পথে। |
| ৪. মুআল্লিফাহ আল কুলুব | ৮. মুসাফিরদের জন্য। |
- (যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন)। সূরা তাওবা ৬০ আয়াত

যাকাত পাবে না যারা

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ১. নিসাবের অধিকারী। | ৬. সন্তান এবং নিম্নগামী, |
| ২. স্বামী, | ৭. বনী হাশিম, |
| ৩. স্ত্রী, | ৮. অমুসলিম, |
| ৪. উপার্জনক্ষম, | ৯. যাদের ভরণ পোষণের |
| ৫. পিতা, মাতা এবং উর্ধ্বগামী, | দায়িত্ব আছে। |

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| ১. মুসলিম হওয়া, | ৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা, |
| ২. স্বাধীন হওয়া, | ৬. পূর্ণাঙ্গ মালিক হওয়া, |

৩. বালিগ হওয়া, ৭. পূর্ণ এক বছর
৪. আকিল হওয়া, জ্ঞানবান হওয়া, মালিকানায় থাকা।

যাকাতযোগ্য মালের শর্তাবলি

১. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া,
২. আবর্তনশীল হওয়া,
৩. নিসাব পরিমাণ হওয়া,
৪. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া,
৫. ঋণমুক্ত হওয়া,
৬. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

যেসব মালের যাকাত দিতে হবে

- | | |
|-------------------|----------------|
| ১. নগদ অর্থ, | ৫. ফল ফসল, |
| ২. পণ্ড সম্পদ, | ৬. খনিজ সম্পদ, |
| ৩. সোনা-রূপা, | ৭. মধু, |
| ৪. ব্যবসায় পণ্য, | ৮. গুপ্তধন। |

নোট : আমাদের সমাজে অনেক মহিলার স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি বা রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি থাকা সত্ত্বেও যাকাত ফরজ হয়েছে মনে করে না। তাই তারা যাকাত দেয় না। সাবধান এ স্বর্ণ-গহনার যাকাত দেয়া ফরজ।

যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| ১. ফল ফসল। | ৪. বাণিজ্যিক খামারের মাছ। |
| ২. খনিজ সম্পদ (সোনা রূপা ছাড়া)। | ৫. মধু। |
| ৩. গুপ্তধন। | |

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

১. নিসাবের কম।
২. শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী।
৩. বসবাসের ঘর।
৪. গৃহস্থালীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র।
৫. ব্যবহারের যানবাহন।
৬. ব্যবহারের ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী।
৭. ব্যবহারের পোষাক পরিচ্ছদ।
৮. ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগি।
৯. বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু মহিষ।
১০. ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ।

২৪৭. যাকাত আদায়ের শপথ

(১) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীমের ﷺ কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেয়ার এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্যে। (বুখারী, ৩য় খণ্ড অ: যাকাত পৃ: ৬ ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৩২)

২৪৮. অলংকারের যাকাত

(১) عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ (رضى) قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ فَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে খুত্বা দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকাহ করো (যাকাত দাও) যদিও তোমাদের গহনা পত্রের হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিক অধিবাসী হবে জাহান্নামের। (তিরমিযী, হাদীস-৬৩৫)

২৪৯. যাকাত আদায় না করার করুণ পরিণতি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُوَدِّ زَكَوَتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ زَيْبَتَانِ يَطْوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অত:পর সাপ উজ্জ্ব ব্যক্তির গলায় বুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (বুখারী ও নাসায়ী-২৪৮২)

(২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ
 اِبْلٌ اَوْ بَقْرٌ اَوْ غَنَمٌ لَا يُزِدِّي حَقَّهَا اِلَّا اُنِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْظَمَ
 مَا تَكُونُ وَاَسْمَنَهُ تَطْوَهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كَلَّمَا جَازَتْ اُخْرًا
 هَارَدَتْ عَلَيْهِ اَوْلَاهَا حَتَّى يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

২. আবু যার গিফরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যেকোনো ব্যক্তির উট, গরু বা ছাগল-ভেড়া থাকবে অথচ সে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তাকে অতি বড় ও অতি মোটা-তাজা অবস্থায় আনা হবে। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে। নিজেদের ক্ষুর দ্বারা এবং শিং দ্বারা তাকে মারতে থাকবে। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে একরূপ করতে থাকবে যতক্ষণ না মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা শেষ হয়ে যায়। (বুখারী ৩৭ ৯৭, অধ্যায় যাকাত ৭: ৩৮)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ كَنْزُ
 اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفْرِمْنُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُطْلَبُهُ حَتَّى
 يَلْقَاهُ اَصَابِعَهُ .

৩. আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের সংরক্ষিত সম্পদ কিয়ামতের দিন কেশহীন বিষাক্ত সাপ হবে এবং তা থেকে তার অধিকারী পলায়ন করতে চাইবে কিন্তু তা তাকে অনুসন্ধান করতে থাকবে যতক্ষণ না সে (খাদ্যরূপে) তার মুখে আপন অঙ্গুলীসমূহ দেয়।

(মিশকাত-১৬৯৯ সহীহ)

২৫০. যাকাত আদায়ের ফযীলত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ بَرٍّ يَصِيحُ
 الْعِبَادُ فِيهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مَنْفِقًا خَلْفًا
 وَيَقُولُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكَاتِلًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী, হাদীস-১৩৫১, মুসলিম, হাদীস-২৩৮৭)

(২) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا فَإِنَّ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقِيلَتْهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا .

২. হারিসা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সদকা করো। কেননা অচিরেই তোমাদের উপর এমন সময় আসবে, যখন মানুষ সাদকার মাল নিয়ে ঘুড়ে বেড়াবে, তখন গ্রহীতা বলবে, গতকাল নিয়ে এলে অবশ্যই গ্রহণ করতাম কিন্তু আজ এর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অধ্যায় যাকাত, পৃ:-১৩)

২৫১. যে দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায়

(৩) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَحْسَدَ الْآئِ فِي اثْنَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেবল মাত্র দু'ধরনের ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা রাখা যেতে পারে, একজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং ন্যায় পথে তা ব্যয় করার মতো ক্ষমতাবান বানিয়েছেন। অপরজন এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ হীনের জ্ঞান দান করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা দেন ও অন্যদেরকে তা শিক্ষা দেন। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অ: যাকাত, পৃ: নং-১১)

(৪) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ .

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট যাকাত আদায়কারী আসবে, তখন সে যেন তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (মুসলিম ৩য় খণ্ড অ: যাকাত পৃ: ৩৯৮)

২৫২. মাল পূর্ণ একবছর মালিকানায় থাকতে হবে

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না।

(তিরমিযী-৬৩১, ইবনে মাজাহ-১৭৯২)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ .

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ বুখারী)

১৬. সাওম (الصَّوْمُ)

২৫৩. সাওম পরিচিতি

(الصَّوْمُ) 'সাওম' বা 'সিয়াম' আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত রোযা মূলত ফারসী শব্দ। সাওম অর্থ বিরত থাকা, দূরে থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম চেষ্টা ও আত্ম সংযম। ইসলামী পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তের সঙ্গে পানাহার ও সকল প্রকার যৌন-সম্বোগ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। প্রিয়নবী রাসূল ﷺ হিজরতের পর মদীনার ইহুদীদের মধ্যে আশুরার রোযা পালন করতে দেখে মুসলমানদেরকে উক্ত দিনের রোযা পালন করতে নির্দেশ দেন। হিজরতের আঠার মাস পর, 'কিবলাহ্' পরিবর্তনের পরে শা'বান মাসে রমযানের রোযা ফরয হবার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। তখন থেকে আশুরার রোযা পালনের অপরিহার্যতা নাকচ হয়ে যায়। প্রত্যেক বয়:প্রাপ্ত, সুস্থ, মুকীম ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মুসলিম নর-নারীর ওপর রমযানের রোযা ফরয। সঙ্গত কারণে উক্ত মাসে রোযা না রাখতে পারলে পরবর্তী সময় তা কাযা করা ফরয। তাছাড়া কাফ্ফারা আদায়েরও বিধান রয়েছে। মানুষের আত্মিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রোযা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

২৫৪. সিয়ামের নির্দেশনা

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُنْتُمْ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্যে রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাহাজ হবে। (২-সূরা বাকারা : ১৮৩)

(২) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

২. রমযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে আল কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্যে জীবন বিধান এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্যে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। আর হক ও বাস্তবতার মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে সে যেনো এ মাসের রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান, তোমাদের জন্যে কঠিন করতে চান না। যাতে তোমরা এ সংখ্যা পূরণ করতে পারো এবং তোমাদের হেদায়াত দানের জন্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পার। (২-সূরা বাকারা : ১৮৫)

২৫৫. সিয়ামের ফযীলত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে (সওয়াবের আশায়) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যায় (বুখারী-৩৭, ১৮৭৫, মুসলিম-১৮১৭)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে লোক একদিন আল্লাহর পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল জাহান্নাম হতে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী, তিরমিধী, নাসায়ী-২২৪৭-২২৪৮, ইবনে মাজাহ-১৭১৮-১৭১৯, মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৭০)

২৫৬. সিয়ামের গুরুত্ব

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا كَمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ صَفَدَتْ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَّمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرَّمَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের নিকট রমযান মাস উপস্থিত। এটি এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজা-সমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহর জন্যে এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহাকল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি।

(নাসায়ী, হাদীস-২১০৬, মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্যে শাফায়ত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি

আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাতে
নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ তাদের
সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (হাকিম-২০৩৬, আহমদ-৬৬২৬ হাসানসহীহ)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَدْعُ

قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা
কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার
পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই (মুসলিম, তিরমিযী-৭০৭, ইবনে মাজা

(৪) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فِي

الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّانِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَدْخُلُ

مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّانِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ أَخْرَهُمْ

أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ .

৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ
বলেছেন বেহেশতের একটি দরজা আছে তাকে রাইয়ান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে
কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের
ছাড়া অন্য কেই এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে
রোযাদাররা কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে, এভাবে সকল রোযাদার
ভিতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ
প্রবেশ করবে না। (বুখারী-১৭৬৩, মুসলিম-২৭৬৬, ইবনে মাজাহ-১৬৪০, তিরমিযী-৭৬৫)

২৫৭. রোযাদারের বিশেষ দু'টি খুশি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ

آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তা একান্তভাবে আমারই জন্যে। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) এর প্রতিফল দিব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্যে স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্যে দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখো রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম। (বুখারী ৩য় খণ্ড-অ: সাওম পৃ: ২৩৮ ও মুসলিম ৩য় খণ্ড-অ: সিয়াম পৃ: ৪৬৮)

২৫৮. সফরে রোযা না রাখার এখতিয়ার

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ أَنَّ حَمْرَةَ بِنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযাহ্ ইবনে আমর আসলামী (রা) বেশি বেশি রোযা রাখত। একদা সে নবী করিম ﷺ কে জিজ্ঞেস করল রাসূল আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখতে পারি? মহানবী ﷺ বললেন, যদি চাও রাখতে পার, আর যদি না চাও ভাঙ্গতে পার। (বুখারী, ও মুসলিম ৩য় খণ্ড অ: সিয়াম পৃ: ৪৪৩)

২৫৯. রোযার কাফফারা

(১) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

১. (এই রোযা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্যে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, অথবা সফরে থাকবে, তবে (সেই সময় রোযা না রেখে) অন্য সময় এই সংখ্যক পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্কিনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশির সাথে সংকাজ করে, তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি (কষ্ট সত্ত্বেও) রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। (২-সূরা বাকারা : ১৮৪)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ

صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেছে আর ফরয রোযা তার ওপর (কাযা) আছে, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা (কাযা) আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬০. রোযার রাতে স্ত্রী সহবাসের স্বাধীনতা

(১) أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ط كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ -

১. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা (রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে) আত্মপ্রভাষণ করেছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের (অপরাধ থেকে) অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্যে দান করেছেন তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সন্মুখে রাত্রির বুক হতে প্রভাতের আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরপর রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে নাও। আর মসজিদে

ইতিফাক অবস্থায় তোমরা স্ত্রী সহবাস করো না। এই হচ্ছে আল্লাহ নির্দিষ্ট সীমাসমূহ। সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হবে না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষের জন্য বর্ণনা করে দেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (২-সূরা বাকারা : ১৮৭)

২৬১. শবে কদরের গুরুত্ব

(১) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ . تَنْزِيلُ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحُ فِيْهَا يٰٓاٰذِنٌ رَّبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ . سَلَّمَ هٰٓى حَتٰى مَطَّعَ الْفَجْرِ .

১. নিশ্চয় আমি একে (কুরআনকে) নাখিল করেছি মহিমান্বিত রাত্রিতে। মহিমান্বিত রাত্রি সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত্রি হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে। আর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে ফজরের উদয় পর্যন্ত। (৯৭-সূরা ক্বদর)

৩৬২. রোযাদার নিজেকে প্রয়োজনে রোযাদার হিসেবে পরিচয় দেবে

(১) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّيَامُ جَنَةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَاِنْ سَابَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ اِمْرٌآ صَانِمٌ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনোদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَانِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَانِمٌ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সিয়ামরত কোনো ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিত আমি রোযাদার। (মুসলিম ৩য় খ: অ: সিয়াম, পৃ: ৪৬৬)

১৭. হজ্জ (الْحَجُّ)

২৬৩. হজ্জ পরিচিতি

“হজ্জ” আরবি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা সংকল্প করা, কোথাও যাবার ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বা ঘর এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি স্থানে ইসলামের বিধানানুযায়ী অবস্থান করা বা যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়। ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম কা'বাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে হজ্জ প্রবর্তন করেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর নবম হিজরীতে তা ফরয হয়। শরীয়তের বিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। হজ্জ ফরয হবার শর্ত সাতটি যেমন— ১. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া, ৪. সুস্থ হওয়া, ৫. যাতায়াত ও মক্কার অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা, ৬. রাস্তা নিরাপদ হওয়া, ৭. ফিরে আসা পর্যন্ত স্ত্রী লোকদের জন্যে স্বামী অথবা এমন কোনো আত্মীয় সফর সঙ্গী থাকা আবশ্যিক যার সাথে বিবাহ হারাম। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভিতর কেবল হজ্জই শারীরিক এবং আর্থিক উভয় ইবাদতকে শামীল করে। মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে হজ্জ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২৬৪. হজ্জের কুরআনিক নির্দেশ

(১) وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔

১. মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরীর আচরণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ৯৭)

(২) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّبِّ الرَّحْمَنِ الْأَعْلَىٰ .

২. আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আদ্বাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু ব্যবহৃ করার সময়। অত:পর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং অভ্যক্ষমতাকে আহার করাও। (২২-সূরা হজ্জ : ২৭-২৮)

(۳) الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ . وَتَزُودُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ .

৩. হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন তার দ্বারা যেন কোনো পাশবিক লাগসা তৃপ্তির কাজ, কোনো যিনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। আর তোমরা যা কিছু সংকাজ করো, আদ্বাহ তা জানেন। আর তোমরা উত্তম পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নি:সন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হছে আদ্বাহর ভয়। হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো। (২-সূরা বাকারা : ১৯৭)

(۴) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا ط وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ط وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِّلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ .

৪. যখন আমি কা'বা গৃহকে মানবজাতির জন্যে সম্মিলনস্থল ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম- তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে সালাতের স্থান বানাও এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সিজদাহকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (২-সূরা বাকারা : ১২৫)

(৫) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ . ثُمَّ أَفْبِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

৫. তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে কোনো পাপ নেই। (হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়) অত:পর যখন তাওয়্যাকের জ ন্যে ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো। আর তাঁকে স্মরণ করো তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। অত:পর তাওয়্যাকের জ ন্যে দ্রুত গতিতে সেখানে থেকে ফিরে এসো, যেখান থেকে সবাই ফিরে আসে; আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী ও করুণাময়। (২-সূরা বাকারা : ১৯৮-১৯৯)

(৬) إِنْ الصَّفَا وَالثَّرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ .

৬. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ সম্পন্ন করবে, এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোনো পাপের কাজ নয়। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোনো মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং এর পুরস্কার দান করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (২-সূরা বাকারা : ১৫৮)

(৭) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَغَدِيَّةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ ط فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ

يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
 ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

৭. তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে, আর কোথাও যদি পরিবেষ্টিত হয়ে পড় তবে যে কুরবানী সম্ভব তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পেশ করে দিও এবং নিজেদের মুশ্বন কর না যতক্ষণ না কুরবানী এর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোনো অসুখ থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা ফিদিয়া দিবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চায়, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার ওপর কর্তব্য। বস্তৃত যারা কুরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে তিনটি রোযা আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্যে, যারা মসজিদুল হারামের পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন। (-সূরা বাকারা : ১৯৬)

২৬৫. হাদীসে হজ্জের নির্দেশ

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا .

৮. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, হে লোকেরা, আল্লাহ তোমাদের জন্যে হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ আদায় কর। (বুখারী ও মুসলিম)

(৯) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا
 يَنْفِي الْكَبِيرُ خُبثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ
 نَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ .

৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দুটি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ নিচ্ছিন্ন করে দেয়। যেমন রোত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যর জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (নাসায়ী-৩য় খণ্ড, অ : হজ্জ পৃ:-২৪২, তিরমিখী-৮১০, ইবনে মাজাহ-২৮৮৭ হাদীস হাসান)

২৬৬. হজ্জের শুকুত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা (স্ত্রী সংগম) ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হজ্জ কার্য সমাধা করে, সে যেনো মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট (নিষ্পাপ) হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী-১৪২৮, মুসলিম-৩৩৫৭)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبْلَ نَمِّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبْلَ نَمِّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হলো অতঃপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো তারপর কোন আমলটি সর্বোত্তম? বললেন, কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী-২৫, মুসলিম-২৫৮)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَنَّةُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।

(নাসায়ী-৩য় খণ্ড, হজ্জ পৃ: ২৪২, আহমদ-৯৯৪১, তিরমিখী-৯৩৩)

২৬৭. হজ্জ তাড়াতাড়ি করা উচিত

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ تَفْقُدُ الرَّاحِلَةَ وَتُعْرِضُ الْحَاجَّةَ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমাৰ্পণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। (ইবনে মাজাহ-২৮৮৩, আবু দাউদ-১৯২২)

২৬৮. হজ্জ ফরজ হতে যা আবশ্যিক

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? রাসূল ﷺ বললেন, নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় ঋাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ। (যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার জন্যই হজ্জ ফরয।) (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ২৮৯৬, অত্যধিক দুর্বল)

২৬৯. বদলী হজ্জ

(১) عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ (رض) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمَرَ .

১. আবু রাজীন উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ এবং ওমরা করতে পারছেন না। তিনি এত বৃদ্ধ যে বাহনে বসতে পারেন না। (এমতাবস্থায় কি করার আছে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও ওমরা আদায় করো। (তিরমিযী ৯৩০, ইবনে মাজাহ-২৯০৬)

২৭০. মহিলাদের হজ্জ হলো ক্ষেত্রবিশেষে জিহাদ তুল্য

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ

فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجَّ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের (মহিলাদের) জিহাদ হলো হজ্জ অর্থাৎ তোমরা হজ্জের মাধ্যমেই জিহাদের সওয়াব পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

১৮. إِسْلَامِيَّةُ (الْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ)

২৭১. ইসলামী আন্দোলন পরিচিতি

আন্দোলনকে ইংরেজিতে Movement এবং আরবিতে الْحَرَكَةُ বলা হয়। এজন্য আধুনিক আরবি পরিভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হলো الْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ কিন্তু আল-কুরআনের পরিভাষায় فِي سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদ, যাকে আধুনিক বাংলা পরিভাষায় 'ইসলামী আন্দোলন' বলা হয়। যে আন্দোলনের মধ্যে নিম্নের পাঁচটি কাজ থাকবে তাকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন বলা যাবে। সে কাজগুলো হলো : ১. দাওয়াত ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আহ্বান। ২. শাহাদাত আলান্নাস অর্থাৎ মানুষের জন্যে বাস্তব সাক্ষ্য। ৩. কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য লড়াই। ৪. ইক্বামতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং ৫. আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার অর্থাৎ সং কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ বা প্রতিরোধ। আল-কুরআনের আলোকে الْحَرَكَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ এর কাজগুলো ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন করা যে ফরয এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যেই সমাজে কুরআনী বিধান চালু নেই সেই সমাজের মুসলমানদের জন্যে ইসলামী আন্দোলন করা ফরয। শুধু ফরযই নয় বরং সব ফরযের বড় ফরয। কারণ ঐ সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকতে দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে চতুর্মুখী বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। এই জন্যেই ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে বড় ফরযটি আদায় করলে অন্যান্য ফরয আদায় করা সহজ হয়ে যায়। এ ফরযকে অস্বীকার করা হল ইসলামকে অস্বীকার করা।

২৭২. জিহাদের নির্দেশ

(১) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ -

১. আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছেন, আর ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আর তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। (২২-সূরা হুজ্ব : ৭৮)

(২) وَمَالِكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا -

২. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না, যারা দুর্বল এবং তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একজন বন্ধু কিংবা একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (৪-সূরা নিসা : ৭৫)

(৩) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا -

৩. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের (তাগুতের) পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাকো শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে- (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একেবারেই দুর্বল। (৪-সূরা আন-নিসা-৭৬)

২৭৩. জিহাদ অপছন্দনীয় হতে পারে তথাপি তাতে কল্যাণ নিহিত

(১) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ . وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ . وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

১. জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, অথচ তোমাদের অসহ্য মনে হতে পারে। কোনো জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হলো, অথচ তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইহাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভালো লাগল, অথচ তাই তোমাদের জন্য খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আত্মাহ জানেন, তোমরা জানো না। (২-সূরা বাকারা : ২১৬)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلَّمْ إِلَى الْأَرْضِ ط أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ط فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ .

২. হে মুমিনগণ! তোমাদের হল কি যে, যখন তোমাদেরকে আত্মাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে বুকিয়ে পর? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনে ভোগের উপকরণ তো কিঞ্চিৎকর। (৯-সূরা তাওবা : ৩৮)

২৭৪. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তাও জিহাদ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .

১. তোমরা হলে উত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আত্মাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৭৭)

(২) وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ط وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

২. তোমাদের মাঝে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দিবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই সফলকামী। আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পর বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১০৪-১০৫)

(৩) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوَلَيْسَ كُنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

৩. হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযী-২১৬৯ হাদীস হাসান, সিলঃ সহীহ-২৮৬৮)

(৪) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يَغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا .

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে একথা বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন।

(আবু দাউদ-৪৩৩৯, হাদীস হাসান)

২৭৫. আল্লাহর পথে সামান্য সময় ব্যয় করাও অনেক ফযীলতের কাজ

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رُوحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী পঞ্চম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১০-১১৫)

(২) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةَ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ.

২. মুয়াজ্জ ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম ﷺ বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (সহীহ তিরমিযী-১৬৫০)

২৭৬. ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তার সুফল

(১) عَنْ خُبَابِ بْنِ الْأَرْتِ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ لَيَتَمَنََّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكْبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمُوتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ.

১. খাব্বাব ইবনে আরতে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন- আল্লাহর শপথ! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যেকোনো উষ্টারোহী সানয়া থেকে হাজারা মাউত পর্যন্ত পথ নিরাপদে সফর করবে। এ সময়ে সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। অর্থাৎ নিরাপদ একটি সমাজ কামেম হবে। (সহীহ বুখারী)

১৯. দাওয়াত (الدَّعْوَةُ)

২৭৭. দাওয়াত পরিচিতি

দাওয়াত (دَعْوَةٌ) আরবি শব্দটি “দায়া” ধাতু হতে নেওয়া হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো-ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। ইংরেজিতে Call, invite বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইহকালীন কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে মানব জাতিকে ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহ্বান বা ডাকাকে ‘দাওয়াত’ বলা হয়। যুগে যুগে মানুষ যখন আল্লাহ তা‘য়ালা এবং তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে তখনই আল্লাহ তা‘য়ালা মেহেরবানী করে

মানবজাতির মধ্যে থেকেই সঠিক পথ দেখানোর জন্যে নবী বা রাসূল পাঠিয়েছেন। আর সকল নবী-রাসূলগণই তৎকালীন তাঁর জাতির কাছে প্রথমেই তাঁর প্রকৃত মালিকের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওফাতের পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। কিন্তু যারা তাঁর প্রকৃত অনুসারী তাঁরাই কুরআন এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য দাওয়াতের কাজটি চালিয়ে যাবেন। সুতরাং দাওয়াত বা আহ্বানের কাজটি কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

২৭৮. আল্লাহর পথে আহ্বান

(১) اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ.

১. হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়। তোমার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে রয়েছে। (১৬-সূরা নাহল-১২৫)

(২) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

২. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (৪৩-হা-মীম সিজদা-৩৩)

(৩) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ
اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

৩. (হে ইউসুফ! (আ)) বলে দিন : এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে বুঝে বুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র, আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১২-সূরা ইউসুফ-১০৮)

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِّغُوا عَنِّي وَكُلُّ آيَةٍ وَحَدِيثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (তিরমিযী-২২৬৯)

(৫) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَنْدَ عَنْهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

৫. হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সংকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বারণ করবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে) দু'আ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না। (জামে তিরমিযী-২১৬৯, সিলসিলাহ সহীহ-২৮৬৮)

২৭৯. রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে রাসূলের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

۱. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ . وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ . وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

১. হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয়ার 'হুক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে সংপথ প্রদর্শন করেন না। (৫-সূরা মায়িদা-৬৭)

(২) يَا يٰهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَ
دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا -

২. হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৩৩-সূরা আহযাব-৪৫-৪৬)

২৮০. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন

(১) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ ؕ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

২. (আল্লাহ বলেন) নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন : হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। (৭-সূরা আল-আ'রাফ-৫৯)

(২) وَاِلَى عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوْدًا - قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَيْرِهٖ - اَفَلَا تَتَّقُوْنَ -

২. এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার দেশবাসী! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। এখনও তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না? (৭-সূরা আ'রাফ-৬৫)

(৩) وَاِلَى ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صَالِحًا - قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ -

২৮২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জাতীয় দায়িত্ব

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে প্রতিরোধের চিন্তা করে। আর অন্তরে প্রতিরোধের চিন্তা করাটা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا .

২. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আব্দুল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ-৪৩৩৯, হাদীস হাসান)

২৮৩. দাওয়াতী কাজের গুরুত্বপূর্ণ কথা একাধিক বার বলতে হবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَدَّهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন কোনো কথা বলতেন তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেন তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। (সহীহ বুখারী)

২৮৪. দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে আমলও করতে হবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ كَلْبَةً أُسْرِي بِي رَجَالًا تَفْرَضُ شِفَاهَهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قَلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ يَا مَرْوَنَ النَّاسَ بِالْبَيْرِ وَ يَنْسُونَ أَنْفُسَهُمْ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিব্রীঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের মোবান্নিগ (প্রচারক)। যারা অপরকে নেক কাজ করার নসিহত করত কিন্তু নিজেরা তা আমল করত না। (মিশকাভ-৪৫৯১)

(২) قَالَ مُعَاوِيَةُ (رض) سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَانِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ .

২. মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা হবে আল্লাহর হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যে সমস্ত লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে তারা (বিরোধিরা) তাদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর ফয়সালা এসে যাবে। আর এই দ্বীনের রক্ষকেরা এ অবস্থার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

২০. ইসলামী সংগঠন (الْتَنْظِيمُ الْإِسْلَامِيَّةُ)

২৮৫. ইসলামী সংগঠন পরিচিতি

সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ। এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ জীবন। সংগঠন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Organization যার শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন Orgon বা উপাদানকে একত্রিকরণ। সংগঠনের আরবি প্রতিশব্দ تَنْظِيمٌ (তানযীম) আল্লাহর যমীনে বাতিল খোদাদ্রোহী মতাদর্শ উৎখাত করে তথ্য ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সংগঠন প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় তাকে ইসলামী সংগঠন বলে।

২৮৬. আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর

(১) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

১. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দ্বীনকে) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের (অনুগ্রহের) কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের হৃদয়গুলো জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহে ও মেহেরবানীতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলে। আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পার। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১০৩)

(২) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔

২. যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর (ধীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (৪-সূরা নিসা-১৭৫)

(৩) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

৩. তোমরা সেই সব লোকদের মতো হয়ো না যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১০৫)

(৪) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ .

৪. অতএব সালাত কয়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (রক্ষককে) শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (২২-সূরা হজ্জ-৭৮)

(৫) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ .

৫. তোমরা মূলত একই দলভুক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করে চল। (২৩-সূরা মু'মিনুন-৫২)

(৬) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ .

৬. আল্লাহ তোমাদের জন্যে সেই ধীনকে নির্ধারিত করেছেন যা তিনি নূহ (আ)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আপনার প্রতি যে ওহী নাযিল করেছি এবং আমি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা (আ)-কে একই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা ধীনকে প্রতিষ্ঠিত করো বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (৪২-সূরা আশ-শূরা-১৩)

(৭) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

৭. তোমরা কেমন করে কুফুরী করতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সত্য সঠিক পথ লাভ করবে। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১০১)

২৮৭. পাঁচটি কাজের জন্য রাসূলের বিশেষ নির্দেশ

(১) عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَمَرْتُكُمْ بِخَمْسٍ أَلَّفَهُ اللَّهُ أَمْرِنِي بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ فَيَدْشِيرُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ . وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُنَىٰ جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

১. হারিস আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে- ১. জামায়াতবদ্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. তার আদেশ মেনে চলবে, ৪. আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে এবং ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিষত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, যতক্ষণ না সে সংগঠনে ফিরে আসবে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের জ্বালানি হবে। যদিও সে রোযা রাখে, সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে। (আহমদ ও সহীহ তিরমিযী-২৮৬৩)

২৮৮. এক বিষত পরিমাণও সংগঠন থেকে দূরে থাকা যাবে না

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ .

১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রশি তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল। (আহমদ ও
(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ-৪৭৫৮)

২৮৯. জামায়াতহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর তুল্য

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নেতার (আমীরের) আনুগত্য পরিহার করে জামায়াত হতে পৃথক হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় মারা যায়, তবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদ্বাহ তায়লা আমার উম্মতকে অথবা (বলেছেন) মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। (আর জামায়াতের উপরই আদ্বাহর রহমত)। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (জামে তিরমিযী-২১৬৭)

২৯০. সর্বদা নেতৃত্ব থাকা চাই

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনজন ব্যক্তি যখন সফরে বের হবে তখন অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০১ হাদীস হাসান সহীহ)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِغَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি যদি কোনো জঙ্গলে ও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েয নয়। (মুনতাকা)

২৯১. সংগঠন থেকে পৃথক থাকার পরিণতি

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ ثَلَاثَةٌ فِي قَرْيَةٍ وَلَا يَدُولُوا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الْقَاصِبَةَ .

১. আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো জঙ্গলে অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে, আর তারা যদি তখন (জামায়াতবদ্ধভাবে) সালাত সালাত আদায় করার ব্যবস্থা না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়েের বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে খায়। (আবু দাউদ, নাসায়ী-৮৪৭ হাদীসটি হাসান)

(২) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الشَّيْطَانُ ذَنِبُ الْإِنْسَانِ كَذَنِبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِبَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةَ .

২. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মেঘ পালের বাঘের (শত্রু) ন্যায় মানুষের বাঘ (শত্রু) হলো শয়তান। (মেঘ পালের মধ্য হতে) বাঘ সেই মেঘটিকেই ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। কিংবা (খাদ্যের অন্তর্গত) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান! তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরি পথে যাবে না বরং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

২১. জিহাদ (الْجِهَادُ)

২৯২. জিহাদ পরিচিতি

جِهَادُ (জিহাদ) শব্দটি আরবি। এর মূল শব্দ হচ্ছে- جَهَدٌ ও جِهْدٌ (জাহদুন ও জুহদুন)। এর আভিধানিক অর্থ হলো- কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ, সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা ও চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনা সংগ্রাম ও আন্দোলন করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর ধীনকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে মাল, জ্ঞান, বুদ্ধি-জ্ঞান, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং শক্তি-সামর্থ্য উৎসর্গ করে সর্বাঙ্গিক ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করার নামই জিহাদ। عِلَا: كَلِمَةُ اللَّهِ। তথা আল্লাহর বাণী বা আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা, তার জন্যে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় শক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করাই হলো জিহাদ।

২৯৩. জিহাদ করার নির্দেশ

(১) وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ؕ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ .

১. আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই (জেহাদ) করো যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর ধীন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোনো জ্বরদস্তি করো না, তবে যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)। (২-সূরা আল বাক্বারা-১৯৩)

۲. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

২. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৫-সূরা মাদিগা : ৩৫)

নোট : এখানে ওসিলা বলতে বুঝানো হয়েছে নেক আমলকে।

(৩) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

৩. তোমরা (যুদ্ধে) বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্যে অতি কল্যাণকর যদি তোমরা জানো। (৯-সূরা আত তাওবা-৪১)

(৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ . تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

৪. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাহে তোমাদের মাল-জ্ঞান কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (৬১-সূরা আছ ছফ-১০-১১)

(৫) إِنْ اللّٰهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ .

৫. প্রকৃত কথা এই যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান-মাল জ্ঞানাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে, সে সংগ্রামে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (৯-সূরা আত তাওবা-১১১)

(৬) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .

৬. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম আর তা কতোই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান (৯-সূরা আত তাওবা-৭৩)

(৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ ۖ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ - اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوْهُ شَيْئًا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিভ্রষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য। যদি (যুদ্ধে) বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের পীড়াদায়ক শাস্তি দিবেন এবং অপর কোনো জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৯-সূরা আত তাওবা-৩৮-৩৯)

(৪) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهِدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصّٰدِقِيْنَ .

৮. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণ লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তারই জন্য ধৈর্যশীল। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১৪২)

(৯) عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ .

৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মাল, জ্ঞান ও মুখ (জবান) দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ-২৫০৪)

(১০) عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سَفْيَانَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ . هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيَتْ . وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ

১০. যুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। “তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নও, তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছে।” (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১২০)

(১১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا أُسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا .

১১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেরিয়ে পড়। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১১০)

২৯৪. সবচেয়ে উত্তম কাজ জিহাদ করা

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ .

১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ আমল সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَبْلَ نَمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ نَمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন আমল? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মকবুল হজ্ব তথা গৃহীত হজ্ব। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: নং২৫)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الثَّاقِمِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, অবশ্য আল্লাহই অধিক জ্ঞাত কে তাঁর পথে জিহাদ করেছেন, সর্বদা সিয়াম পালনকারী ও সালাত আদায়কারীর ন্যায়। (সহীহ বুখারী) (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১২)

২৯৫. যুদ্ধের জন্য কাউকে প্রস্তুত করে দেওয়াও যুদ্ধের শামিল

(১) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا.

১. য়ায়েদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে দেয়, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের মুজাহিদদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করল, সেও যেন নিজেই জিহাদ করল। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১৪২)

২৯৬. জান্নাত তরবারীর নিচে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْلَمُوا

أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّ السُّيُوفِ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ)

২৯৭. যারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের সহায় হন

۱. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ -

১. যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্ম পরায়ণদের সাথে থাকেন। (২৯-সূরা আনকাবূত : ৬৯)

২৯৮. রাসূল ﷺ-এর আহবানে যুদ্ধে না যাওয়ার পরিণাম

তাবুক যুদ্ধে রাসূল ﷺ সকল সাহাবীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আহবান করলেন। সকল সাহাবীই যুদ্ধে গেলেন কিন্তু তিনজন গেলেন না। রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধ শেষে সবাইকে নিয়ে বসে পর্যালোচনা শেষে জানতে চাইলেন কে যুদ্ধে যায়নি। মুনাফিকরা সবাই বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পেলেন। কিন্তু যুদ্ধে না যাওয়া তিনজন সাহাবী মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় না দিয়ে সরাসরি নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন। তাদের এ অপরাধের সাজাস্বরূপ সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়।

ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুবিসহ অবস্থা ভোগের পর আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করেন।

উল্লেখ্য যে, তারা ইতোপূর্বে বায়'আতে আ'কাবা ও মহানবী ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলেন। এ তিনজন সাহাবী হলেন—

১. কা'আব ইবনে মালেক (রা), ২. মুরারা ইবনে রবি'আ (রা), ৩. হেলাল ইবনে উমাইয়া। (বিস্তারিত দেখুন সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)

২২. শাহাদাত (الشَّهَادَةُ)

২৯৯. শাহাদাত পরিচিতি

শাহাদাত শَهَادَةٌ শব্দটি একটি আরবি শব্দ। ش-ه-د শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। এ শব্দ থেকেই নির্গত হয়েছে শহীদ شَهِيد; যার অর্থ দাঁড়ায় যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি দেখেছেন এবং জেনেছেন, যিনি স্বচক্ষে দেখে কিংবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি দেখা, জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ধীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে সংগ্রাম করে নিহত হয় সে-ই শহীদ। একজন শহীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বিরাট। শহীদি মৃত্যু অন্য যে কোনো মৃত্যুর চেয়ে শ্রেয়।

৩০০. শহীদেরা জীবিত

(১) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ

لَا تَشْعُرُونَ.

১. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত কল না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না। (২-সূরা আল বাক্বারা-১৫৪)

(২) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ.

২. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত। (৩-সূরা আলে-ইমরান-১৬৯)

৩০১. যারা শহীদ হয় তাদের আমল বিনষ্ট হবে না

(৩) وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ - سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِأَلْمِهِمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ -

৩. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (৪৭-সূরা মুহাম্মদ-৪-৬)

৩০২. যারা শহীদ হয় তারা আখেরাতের ক্রেতা

(৪) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا -

৪. (এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়। আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (৪-সূরা আন নিসা-৭৪)

(৫) وَكُنْتُمْ قَتْلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ كَمَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرًا مِمَّا يَجْمَعُونَ -

৫. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তোমরা যা কিছু জমা করে থাক আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়া সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (৩-সূরা আল-ইমরান-১৫৭)

৩০৩. যারা শহীদ হয় তাঁরা আল্লাহর রিজিক প্রাপ্ত

(৬) وَالَّذِينَ هَارَبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيُرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ - لِيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ -

৬. যারা আল্লাহর পথে বাড়ি ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে, অথবা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট

রিযিকদাতা। তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে প্রবেশ করাবেন, যাকে তাঁরা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ তো প্রজ্ঞাময়, সহনশীল। (২২-সূরা আল-হজ্জ-৫৮-৫৯)

(৭) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا .

৭. মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাৎ বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি। (৩৩-সূরা আল-আহযাব-২৩)

৩০৪. শহীদদের বাসস্থান

(১) عَنْ سَمُرَةَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اتَّيَانِي فَصَعِدَا بِي الشَّجْرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْقُطْ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا أَمَا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ .

১. সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর। (বুখারী ৫ম খণ্ড অ: জিহাদ পৃ: ১১৫)

৩০৫. শহীদ ব্যক্তি বারবার শহীদ হওয়ার জন্য দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে।

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ وَلَّهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشُّهَيْدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ فَيَقْتُلُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ .

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জান্নাতের প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তার জন্যে দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে)

থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে। (সহীহ বুখারী)

(৩) عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى نَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .

৩. আমর (ইবনে দীনার) হতে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে বলল, বলুন তো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকব? তিনি (নবী সা) বললেন, জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী সপ্তম খণ্ড অ: যুদ্ধাভিযান পৃ: ২৩)

৩০৬. রাসূল ﷺ-এর শহীদ হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا أَن رَجُلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَاتَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أُجِدُّ مَا حَمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْرَوْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সেই সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুমিনদের এমন একটি দল না থাকত, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে না এবং যাদের সকলকে সওয়ারী দিতে পারব না বলে আশংকা করতাম, তা হলে যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে, আমি সেই ক্ষুদ্র দলটির সঙ্গী হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সন্তার কসম। যার হাতে আমার প্রাণ, আমি পছন্দ করি আমাকে যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়। আবার জীবিত করা হয়, এরপর শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়, পুনরায় শহীদ করা হয়। (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ, পৃ: ১১৭)

৩০৭. শহীদ হওয়াটা সামান্য দংশন মাত্র

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ

الْمَ الْفِئْتَلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ الْمَ الْفِرْصَةَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেমন দংশনে ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ছাড়া নিহত হওয়ার ব্যথা অনুভব করে না। (মিশকাত, ইবনে মাজাহ-২৮০২, তিরমিযী-১৬৬৮ হাসান সহীহ)

২৩. বাইয়াত (الْبَيْعَةُ)

৩০৮. বাইয়াত পরিচিতি

বাইয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাহাবায়ে কেলাম রাসূল ﷺ -এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। **بَيْعَةٌ** শব্দটি আরবি **بَيْع** শব্দ থেকে নির্গত। **بَيْعَةٌ**-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার, নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। যাকে ইংরেজিতে বলে To sell, to buy. to make a contract. Agreement, Arrangement, business deal. ইত্যাদি। আর শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের মাল ও জ্ঞানকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেওয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত।

নোট : বর্তমান আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পর্দা লঙ্ঘন করে পীরের হাতে হাত রেখা যে বাইয়াত করে তা নাজায়েজ।

৩০৯. রাসূলের হাতে বাইয়াত নেয়ার অর্থই হলো আল্লাহর নিকট বাইয়াত নেয়া

(১) اِنَّ الَّذِيْنَ بَيَّاعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبَّاعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فَمِزَّتْ بِهٖ اَجْرًا عَظِيْمًا .

১. হে রাসূল! যেসব লোক আপনার নিকট বাইয়াত নিয়েছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত নিয়েছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। অতঃপর যে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কুফল তার উপরই

বর্তাবে। আর যে তা পূর্ণ করবে যা সে আল্লাহর সাথে করেছে। তবে খুব শীঘ্রই আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। (৪৮-সূরা ফাতাহ-১০)

(২) لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . فَعَلِمَ

مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا .

২. হে রাসূল! আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। আর আল্লাহর জানা ছিল তাদের মনের অবস্থা। এ জন্য তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন। পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে তিনি নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (৪৮-সূরা আল ফাতাহ-১৮)

৩১০. বাইয়াত পূর্ণ করা প্রতিশ্রুতির অন্যতম অংশ

(১) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

১. তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করো যা তোমরা শক্ত করে করেছিলে এবং নিজেদের কসম পাকা পোক্তভাবে করার পর ভেঙ্গ না। যখন তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী বানিয়ে (বাইয়াত) নিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। (১৬-সূরা নাহল-৯১)

(২) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

২. আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে, সে আল্লাহ এর প্রিয়জন হবে। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (৩-সূরা আলে-ইমরান-৭৬)

৩১১. নির্দিষ্ট কতিপয় জিনিসের ব্যাপারে বাইয়াত নেওয়া

(১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ

بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

১. হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যাভিচার করবে না, তাদের সম্মানদেরকে হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বায়আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নি:সন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৬০-সূরা আল মুমতাহিনা-১২)

(২) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

২. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা, আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বাবস্থায়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করব না। (নাসায়ী হাদীস-৪১৫২, ৫৩)

(৩) عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) (وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّبَاءِ كَلِمَةَ الْعُقْبَةِ) أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُونَ بِيَهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَتُهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

৩. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি 'আকাবা' রাত্রিতে নিযুক্ত নেতাদের অন্যতম যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তখন তাঁর চার পার্শ্বে সাহাবাদের একটি দল উপস্থিত ছিল, তোমরা আমার নিকট এ

কথার উপর বায়আত করো যে, ১. তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, ২. তোমরা চুরি করবে না, ৩. যিনা করবে না, ৪. তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবে না, ৫. তোমরা পরস্পরের উপর সামনা-সামনি মিথ্যা দোষারোপ করবে না এবং ৬. তোমরা ভালো কাজের ব্যাপারে কখনও নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে এ 'বায়আত' যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিফল এবং পুরস্কার দান আল্লাহর উপর বর্তাবে। আর যে, এ নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্য হতে একটিও করবে এবং সেজন্যে দুনিয়ার কোনো শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। তবে তা হবে তার গুনাহের কাফফারা। আর যে এর মধ্যে হতে কোনো একটি কাজ করবে, কিন্তু আল্লাহ তা গোপন করবেন, তবে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর সোপর্দ থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনাহ ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। আর আমরা এ কথাগুলো মেনে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট 'বায়আত' গ্রহণ করলাম। (বুখারী ১০ খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪৬)

৩১২. বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু জাহেলি মৃত্যু

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَكَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

৩১৩. সামর্থ্য অনুযায়ী বাইয়াত

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيهَا اسْتَطَعْتُمْ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূল ﷺ-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪০)

৩১৪. সারা জীবন বাইয়াতের উপর বিদ্যমান থাকা করণ

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ بِخَفِرُونَ الْخَنْدَقَ، فَقَالَ :

اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْأَخِرَةِ، فَاعْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَاجَابُوا :
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا ﷺ * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শীতের এক সকালে বের হলেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন খন্দক (পরিখা) খননের কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণই তো প্রকৃত কল্যাণ, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও। তারা এর জবাবে বলল, আমরাও সেই জামাআত যারা আজীবন জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। (মুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪৪০)

৩১৫. আল্লাহর অবাধ্যচারিতায় বাইয়াত পালন না করা জরুরি
আবু বকর (রা) খলিফা হওয়ার পর প্রথম ভাষণে জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন

(۱) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ أَبُو بَكْرٍ (رض) أَمَا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ
وَلَّيْتُ عَلَيْكُمْ وَكَلَّمْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوْمُونِي
أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي
عَلَيْكُمْ قَوْمُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। আবু বকর (রা) আল্লাহর প্রশংসার পর বলেন, হে সমবেত জনগণ! আমাকে তোমাদের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি নই। আর যদি ভালো কাজ করি, তাহলে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আমি যদি কোনো অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। যতদিন আমি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে চলি, তোমরা ততদিন আমার আনুগত্য করে চলবে। আমি যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করি, তাহলে আমার আনুগত্য করতে তোমরা বাধ্য থাকবে না। তোমরা আমার জন্যে সর্বদা দোয়া করবে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। (কানযুল উম্মাল)

২৪. আল্লাহর পথে ব্যয় (الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

৩১৬. আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে যা বুঝায়

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়” যাকে আরবিতে **إِنْفَاقٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (ইনফাকু ফি সাবিলিল্লাহ্) বলা হয়। **إِنْفَاقٌ** আরবি শব্দটি **نَفَقَ** মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। **نَفَقَ**-এর অর্থ ‘সুড়ঙ্গ’। যার উভয় মুখ খোলা অর্থাৎ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়। মুসলমানদের মাল-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার জন্যে নয়; বরং একদিকে আয় হবে অন্যদিকে তেমন তা ব্যয় হতে থাকবে। ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র জন্যে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহর পথে অর্থ খরচের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌ তায়াল্লা তাঁর কালামে হাকীমে যেখানেই জিহাদের কথা বলেছেন সেখানেই মালের ও জানের কথা বলেছেন। মাল-জানের কুরবানী ছাড়া আল্লাহ্‌র ধীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জিহাদের পূর্বশর্ত হিসেবে জানের পূর্বে মালের কথা বলেছেন। এ ছাড়াও গরিবদেরকে দান-খয়রাতের প্রতিও যথেষ্ট তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করতে হবে, মূলত এ কথাটা হবে এরূপ যে, মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা, কারণ মানুষ আগে যদি মালের মায়া-মহব্বত ত্যাগ করতে পারে তাহলে পরে জানের মহব্বত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারবে।

৩১৭. মুসিবতের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় করা

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

১. হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান করো; সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোনো বন্ধুত্ব এবং কোনো সুপারিশ থাকবে না। আর কাফিররাই প্রকৃত জালিম। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৫৪)

৩১৮. স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায়ই দান করা

(۱) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ . وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

১. যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এসব নেককার লোককেই আল্লাহ ভালোবাসেন। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمَهِّلَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا لِفُلَانٍ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় দান। যখন তোমার দরিদ্র হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি প্রতিনিয়তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌঁছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্য এটা তমুকের জন্য এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌঁছানো হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩১৯. প্রিয় বস্তু দান করা

(১) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ -

১. তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (৩-সূরা আলে-ইমরান-৯২)

৩২০. দান একটি শস্য বীজ দানার ন্যায়

(১) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ - وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

১. যারা আল্লাহর পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের এই খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে, যা যমীনে বপন বা রোপণ করার পর তা থেকে সাতটি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী। (২-সূরা আল বাক্বারা-২৬১)

(২) عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ خَرِيمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ .

২. আবু ইয়াহইয়া (রা) খারীম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল
 ﷺ বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ
 সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিযী-১৬২৫)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي
 مِثْلُ أَحَدِ ذَهَبًا لَأَسْرَنْتِي أَنْ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ
 الْأَشْيَاءِ أَرْصِدُهُ لِذِينِ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার
 নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও
 তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ দেনা
 পরিশোধের জন্যে সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকিটুকু
 আল্লাহর কাজে দান করে দিব) (সহীহ বুখারী)

৩২১. আফসোস করার দিন আসার পূর্বেই দান কর

(১) وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
 رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ . فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَلَنْ
 يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا . وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

১. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে খরচ করো
 তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে
 হবে, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে
 আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কিন্তু কারো মৃত্যুর
 নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ
 তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকুফহাল। (৬৩-সূরা আল
 মুনাফিকুন : ১০-১১)

২২২. দান না করায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়ার শামিল

(১) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

১. খরচ কর আল্লাহর পথে, নিজেদের হাতকে নিজের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। উত্তমরূপে নেক কাজ আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজ উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান, আল্লাহ তাদের অবশ্যই ভালোবাসেন। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৯৫)

৩২৩. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি পরীক্ষাস্বরূপ

(১) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ - فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ
شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . إِنْ تَقَرُّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ
لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ .

১. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্মতি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর আদেশ শুনো ও আনুগত্য করো, এতে তোমাদের নিজেদেরই জন্য রয়েছে কল্যাণ। যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও ধৈর্যশীল। (৬৪-সূরা আত-ত্বাফ্বার : ১৫-১৭)

৩২৪. পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করাটাও দান তুল্য

(১) عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ
الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ دِينَارٍ يَنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يَنْفِقُهُ عَلَى
أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

১. সাওবান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সম্ভান-সম্মতি ও পরিবারের জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার

জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পণ্ডর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। (সহীহ মুসলিম)

২২৫. দান করলে আল্লাহ প্রতিদান দেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ يَوْمَ يُصْبِحُ

الْعِبَادُ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مَنفَعًا خَلْفًا وَيَقُولُ
الْآخَرُ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্য জন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

أَنْفَقَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ عَلَيْكَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী ও মুসলিম)

২৫. মু'মিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (هُدَى الْمُؤْمِنِينَ)

৩২৬. আল্লাহর সন্তুষ্টি বলতে যা বুঝায়

মুমিন জীবনের প্রতিটি আমল বা কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। তাই বান্দাহর প্রতিটি মুহূর্ত এবং সময় অতিবাহিত করা উচিত আল্লাহর দেয়া বিধানুযায়ী। আর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি হাসিল করতে হলে সমাজে ইসলামী বিধান চালু থাকতে হবে। ইসলামী বিধান বা কুরআনী শাসন ছাড়া একজন মুমিন বান্দার কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি হাসিল করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রথম এবং প্রধান কাজই হলো কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক থাকা।

৩২৭. মু'মিনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

(১) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

১. বলুন, আমার সালাত আমার কুরবানী আমার জীবন ও মৃত্যু জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (৬-সূরা আন আম : ১৬২)

(২) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ .

২. আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে- যারা কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জ্ঞান-প্রাণ উৎসর্গ করে। বস্তৃত আল্লাহ হলেন এসব বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২-সূরা আল বাক্বার : ২০৭)

(৩) إِنِّي أَنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

৩. আমি তো একমুখি হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকেই কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি যমীন ও আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্বিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে शामिल নই। (৬-সূরা আল আনয়াম : ৭৯)

(৪) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّيَ الْأَعْلَى . وَكَسُوفَ يَرْضَى .

৪. সে তো কেবলমাত্র তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। তিনি অবশ্যই (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন। (৯২-সূরা আল লাইল : ২০-২১)

(৫) وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

৫. আমার জন্য কি কারণ থাকতে পারে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না? অথচ তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (মৃত্যুর পর) তাঁর নিকটেই ফিরে যেতে হবে। (৩৬-সূরা ইয়াছিন : ২৩)

৩২৮. মানব ও জ্বীন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব

(১) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

১. আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, একমাত্র আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। (৫১-সূরা আয যারিয়াত : ৫৬)

(২) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .

২. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (৩৯-সূরা যুমার : ১১)

৩২৯. যার তিনটি গুণ থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে। তা এই- ১. তার কাছে অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয় হবেন। ২. সে কাউকে ভালোবাসলে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যেই ভালোবাসবে। ৩. আশুনে নিষ্কিণ্ড হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জানে। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: নং-২০)

(২) عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ طَعْمِ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا .

২. আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে কবুল করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৩০. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই অন্যকে ভালোবাসা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لِي .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, ওহে ! যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিল, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব। আর এদিনে আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই নেই। (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرَادَ اللَّهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ قَدْ أَحْبَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্যে অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, আর পথে আল্লাহ তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদিসে বর্ণনা করেন (ফেরেশতা তাকে বলেন,) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে একরূপ ভালোবাসেন, যে রূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস। (সহীহ মুসলিম)

২৬. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য (صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ)

৩৩১. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য

أَمِنٌ (আমনুন) আরবি শব্দ হতে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ, যে বিশ্বাস করে, যে স্বীকৃতি দেয় বা স্বীকার করে।

পারিভাষিক অর্থ-আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ যে হেদায়েত নিয়ে এসেছেন তাকে অন্তর থেকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা, মুখে এর স্বীকৃতি দেয়া এবং সে অনুযায়ী কাজ করাকে ঈমান বলা হয়। আর যে এ ঈমানের ঘোষণা দেয় সেই মু'মিন। আল্লাহ তা'য়ালার একক সত্তা, তাঁর রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত এবং তাকদীরের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মু'মিন বলা হয়।

৩৩২. যে সব মু'মিনরা সফলকাম

(১) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ - الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

১. সে সব মু'মিনরা নিশ্চিতই সফলকাম, ২. যারা নিজেদের সালাতে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে, ৩. যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, ৪. যারা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে কর্মতৎপর থাকে, ৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফায়ত করে কিন্তু ৬. তাদের পত্নী ও অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীদের ব্যতীত, তাতে তাদের কোনো দোষ হবে না, ৭. যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যভাবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী হয় তারা শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী, ৮. এবং যারা আমানত প্রত্যর্পন করে, ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করে, ৯. যারা নিজেদের সালাতসমূহকে পূর্ণভাবে হিফায়ত করতে থাকে। এরাই হচ্ছে সেই অধিকারী, যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। (২৩ সূরা আল মু'মিনুন : ১-১১)

(২) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا - وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

২. মুমিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আহ্বাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও আনুগত্য করলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (২৪-সূরা আন নূর : ৫১)

৩৩৩. যারা প্রকৃত মু'মিন

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ -

১. প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (৪৯-সূরা আল হুজরাত : ১৫)

(২) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ . الَّذِيْنَ يَفِيْعُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ . اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا . لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ .

২. প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : আল্লাহর স্বরণে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর ওপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে। বস্তৃত এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং আরো রয়েছে তাদের কৃত অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিযিক। (৮-সূরা আল আনফাল : ২-৪)

৩৩৪. প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য

(১) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَاٰلِدِهِ وَاُوْلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৯৩)

(২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আকাজিক্ত মানের মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল-খুশি) আমার আনীত আদর্শের অনুসারী হয়। (মিশকাত, হাদীস-১৬০ হাদীসটি দুর্বল)

৩৩৫. যেভাবে সত্যিকার মু'মিন হওয়া যায়

(১) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْانَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ -

১. আর যারা ঈমান এনেছে, দ্বীনের জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তারাই হলো সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযিক। (৮-সূরা আল-আনফাল : ৭৪)

৩৩৬. মু'মিন নারী-পুরুষ একে অপরের সহায়ক

(১) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ - إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

১. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয়। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরকেই আল্লাহ তা'আলা কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯-সূরা আত তাওবা : ৭১)

৩৩৭. মু'মিন যেভাবে প্রশান্তি লাভ করে

(১) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ -

১. যারা মু'মিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সে জিনিস, যার দ্বারা দিল পরম শান্তি লাভ করে থাকে। (১৩-সূরা রাদ : ২৮)

৩৩৮. মু'মিনরা যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে

(১) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ - وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرَكُمُ
اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ -

১. মু'মিনগণ যেনো অন্য মু'মিন ছাড়া কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আত্মাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতির আশংকা করো, তবে তাদের সাথে সতর্কতার সাথে থাকবে। আত্মাহর তায়াল্লা তার সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ২৮)

৩৩৯. মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ طَبِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

১. মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে (কোনো ঝগড়া-বিবাদ হলে) মীমাংসা করে দেবে এবং আত্মাহকে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করো। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকেও উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। কেউ ঈমান আনলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে বিরত হয় না তারা ই জালেম। (৪৯-সূরা আল হুজরাত : ১০-১১)

(২) عَنِ النَّعْمَانِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجَلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلَّهُ .

২. নু'মান (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমস্ত মু'মিন একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তাতে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত, হাদীস-৪৭৩৭, সহীহ মুসলিম)

৩৪৪. যেভাবে ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেছে যে, নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (মিশকাত, আবু দাউদ-৪৬৮২, তিরমিযী-১১৭৮)

৩৪১. সৌভাগ্যবান মু'মিন

(১) عَنْ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

১. সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর প্রকৃতির হয়ে থাকে। তার সকল অবস্থা ও কাজই কল্যাণকর, আর এ সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে না। সে যদি দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং দুঃখ-কষ্টে পড়ে তাহলে ধৈর্যধারণ করে এমনভাবে স্বচ্ছল অবস্থাতেও সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। এ উভয় অবস্থাই তার জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (সহীহ মুসলিম)

২৪২. ঈমান নির্ণয়ের পদ্ধতি

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَإِذَا سَأَتُكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ .

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : ঈমান কী? তিনি বললেন : যখন তোমার নেক কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে এবং বদ কাজ তোমাকে দুঃখিতায় (অনুশোচনায়) ফেলবে

তখন তুমি হবে মু'মিন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর নবী। গুনাহ কী জিনিস? তিনি বললেন : কোনো কাজে তোমার অন্তর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়লে তা পরিত্যাগ করো। (অর্থাৎ যে কাজটি মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাই পাপ।) (মুসনাদে আহমদ)।

৩৪৩. মু'মিন ভালোবাসার প্রতীক

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয় না। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত-৪৭৭৮ হাদীসটি সহীহ)

৩৪৪. আল্লাহর প্রতি মু'মিনের শঙ্কা ও ভয়

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ إِنْ الْمُؤْمِنُ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذِبَابٍ مَرَّ عَلَى آتِنِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شَهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ آتِنِهِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোনো পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবু শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (সহীহ বুখারী)

২৭. তাকওয়া (التَّقْوَى)

৩৪৫. তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া (تَقْوَى) আরবি শব্দ। وَقَايَةً হতে এর উৎপত্তি। আভিধানিক অর্থ- ভয় করা, বিরত থাকা, রক্ষা করা, সাবধান হওয়া, আত্মরক্ষা, পরহেয়গারী, নিজকে যে কোনো বিপদ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা বা কোনো অনিশ্চিত হতে

নিজকে দূরে রাখা ইত্যাদি। সাধারণ অর্থে আল্লাহ ভীতিকে তাকওয়া বলা হয়। ফারসী ভাষায় তাকওয়ার প্রতিশব্দ হচ্ছে পরহেযগারী। ইসলামী পরিভাষায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী বিধানে নিষিদ্ধ সকল প্রকার কথা, কাজ ও চিন্তা পরিহার করে, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মতো জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রতিনিয়ত প্রেমমাখা জ্ঞ করে চলাকে তাকওয়া বলে। তাত্ত্বিক অর্থে তাকওয়া বলা হয় আল্লাহ-ভীতি জনিত মানুষের মনের সে অনুভূতিকে যা তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, যে সকল ভাব, প্রবৃত্তি, কাজ পরজগতে ক্ষতিকর এবং যে সমস্ত কার্যকলাপ দৃশ্যতঃ বৈধ বলে মনে হলেও পরিণতিতে মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, সে সকল ভাব, প্রবৃত্তি ও কার্যকলাপ হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাকে তাকওয়া বলে। তাকওয়ার গুণে গুণাঙ্কিত ব্যক্তিকে “মুস্তাকি” বলে যার বহুবচন মুস্তাকীন। মূলত চারটি বিষয় এমন রয়েছে যা একজন মু’মিনকে সর্বোচ্চ মর্যাদার দরজায় পৌঁছায়।

১. ঈমান (إِيمَانٌ) হতে মু’মিন (مُؤْمِنٌ)
২. ইসলাম (إِسْلَامٌ) হতে মুসলিম (مُسْلِمٌ)
৩. তাকওয়া (تَقْوَى) হতে মুস্তাকি (مُتَّقِي) ও
৪. ইহসান (إِحْسَانٌ) হতে মুহসিন (مُحْسِنٌ)

মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়ন সম্পূর্ণভাবে তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইহজগতে সৎ ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে পরজগতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের মন মজ্জাগতভাবে সব সময় মানুষকে অসৎ ও অনিষ্টকর কাজ করার জন্যে ওয়াসওয়াসা দেয় এবং আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হওয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। কাজেই তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ছাড়া এ সব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়।

৩৪৬. যারা তাকওয়াবান

(۱) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارِيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

১. এটি সেই কিতাব (আল-কুরআন) যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীনের জন্যে, যারা অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে রুখী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে এবং যারা বিশ্বাস করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের ওপর যা আপনার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) কাছে নাযিল হয়েছিল। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে। (২-সূরা বাক্বরা : ২-৪)

৩৪৭. আল্লাহকে ভয় করতে হবে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ -

১. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (৯-সূরা আত তাওবা : ১১৯)

৩৪৮. যে জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে হবে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكَلِمَاتُكَ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকের উচিত আগামীকালের জন্যে (পরকালের জন্যে) সে কি পাঠিয়েছে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে খবরা-খবর রাখেন। (৫৯-সূরা আল হাশর : ১৮)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَيُّكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَلِبًا -

২. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা আল্লাহর দরবারে (কিয়ামতের দিন) সেগুলো সম্পর্কে ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৪৯. যারা সফলকাম

(ইবনে মাজাহ, হাদীস-৪২৪৩)

(১) وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ -

১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (২৪-সূরা আল নূর : ৫২)

৩৫০. যেভাবে মানুষের মৃত্যুবরণ করা উচিত

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১০২)

৩৫১. আল্লাহকে ভয় করার সুফল

(১) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ -

১. যারা আল্লাহকে ভয় করে দৃষ্টির অগোচরে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৬৭-সূরা আল মূলক : ১২)

৩৫২. ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে

(১) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

১. যেসব কাজ পুণ্য ও ভয়মূলক (তাকওয়ামূলক) তোমরা তাতে একে অপরকে সাহায্য করো, আর যা গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজ তাতে কারো এক বিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (৫-সূরা আল মায়দা : ২)

(২) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ -

২. যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে (হাশরের দিন) দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৭৯-সূরা আন নাযিয়াত : ৪০-৪১)

৩৫৩. আল্লাহ যাদের সাথে আছেন

(১) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ -

১. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেযগার এবং সৎ কাজ করে। (১৬-সূরা আন নাহল : ১২৮)

৩৫৪. যে অধিক সম্মানিত

(১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

১. হে মানব! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (৪৯-সূরা আল হুজরাত : ১৩)

৩৫৫. মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যাবে না এবং প্রকৃত তাকওয়া অন্তরে

(১) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ .

১. (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের (মনের) তাকওয়া। (২২-সূরা আল হজ্জ : ৩৭)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ آخِرُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَىٰ هَهُنَا وَيُسْبِرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (সহীহ মুসলিম)

৩৫৬. আল্লাহ আমল দেখেন আকৃতি নয়

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

১. রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ভায়ালা তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলি দেখে থাকেন ।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহা-৪১৪৩, সিলসিলাহ সহীহ-২৬৫৬)

৩৫৭. যেভাবে আয় করতে হবে

(১) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتَبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَهُ بِطَاعَتِهِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোনো লোকই মারা যাবে না । সাবধান ! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা করো । রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে । কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায় । (ইবনে মাজাহা, মিশকাত, হাদীস-৫০৭০ সহীহ)

৩৫৮. আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسَاءِ .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুনিয়া অবশ্যই মিষ্টি ও আকর্ষণীয় । আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি

করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচো এবং নারীদের (ফিতনা) থেকেও বাঁচো। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছিল। (সহীহ মুসলিম)

৩৫০. তাকওয়া যার কাছে চাইতে হবে

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتَّقٰى وَالعَفَاةَ وَالفِغْنٰى .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই। (সহীহ মুসলিম)

৩৬০. তাকওয়ার মধ্যে যেটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে

(১) عَنْ اَبِيْ ظُرَيْفٍ عَدْنِيَّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِي (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ نُّمَّ رَاىْ اَتَقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلَياَتِ التَّقْوٰى .

১. আবু জরীফ আদি ইবনে হাতেম তাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে কসম খাওয়ার পর অধিকতর আল্লাহর ভীতির (তাকওয়ার) কোনো কাজ দেখলে এ অবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে। (অর্থাৎ বেশি তাকওয়ার কাজটি করতে হবে।) (সহীহ মুসলিম)

৩৬১. যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে

(১) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اَتَيْتُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارِكُمْ الَّذِيْنَ اِذَا رَمَوْا ذُكِرَ اللّٰهُ .

১. আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলব? লোকেরা বলল : জী হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো মানুষ যাদের দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। (অন্তরের তাকওয়ার কারণে বাহ্যিক দিকও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে ওঠে)। (ইবনে মাজাহ-৪১১৯, মিশকাত, হাদীস-৪৮০৩)

১৬২. সামান্য গোনাহের কাজও ত্যাগ করতে হবে

(১) عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ

الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ.

১. আতিয়া আস-সা'য়াদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে গুনাহের কাজে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যে সবে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গুনাহ নেই। (তিরমিযী, মিশকাত, ইবনে মাজাহ-৪২১৫)

৩৬৩. তাকওয়ার মূলে পৌঁছতে হলে সংশয়মুক্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করতে হবে

(১) قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) لَا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ التَّقِي حَتَّى يَدَعَ مَا

حَاكَ فِي الصَّدْرِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আল্লাহর বান্দা সত্যিকারের তাকওয়া (খোদাতীকতা) এর শেষ স্তরে তখনই পৌঁতে সক্ষম হবে, যখন সে মনের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিষয়াদি হতে বিরত থাকবে। (বুখারী)

২৮. পর্দা (الْحِجَابُ)

৩৬৪. পর্দা পরিচয়

প্রচলিত 'পর্দা' শব্দটি বাংলা। আরবিতে 'হিযাব' বলা হয়। যার আভিধানিক অর্থ-আবরণ, ঢাকনা বা অন্তরাল। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই 'হিযাব' বা পর্দা। সাধারণ অর্থে- পর্দা বলতে বেগানা পুরুষ বা বেগানা নারী থেকে নিজের মন-মানসিকতা, চোখ, কান, যবানকে হিফায়ত করে যৌন

জীবনকে পবিত্র রাখা। ইসলামের অনুশাসনে প্রত্যেক নারী-পুরুষ সকলের জন্য পর্দা করা ফরয। কেননা পর্দা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পথ বন্ধ করে সমাজকে কলুষমুক্ত রাখে। পর্দা যিনার পথ বন্ধ করে দেয়। অপরপক্ষে পর্দা সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফলেই যিনার পথ খুলে যায়। অখচ আদ্বাহ্ তা'য়ালা বলেন, তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেও না।

৩৬৫. মু'মিন পুরুষের চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত

(১) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ - ذَلِكَ

أَزْكَى لَهُمْ - إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ -

১. হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে। এটা তাদের জন্যে উত্তম। যা তারা করে নিশ্চয়ই আদ্বাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। (২৪-সূরা নূর : ৩০)

৩৬৬. মু'মিন নারীর চোখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত

(১) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ -

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانِهِنَّ أَوِ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ أَوْلِي

الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ -

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ - وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا يَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ -

১. আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে নিম্নগামী রাখে, নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা

না দেখায়; কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করবে না, কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলা-মেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়নি, তারা নিজেদের পা যমীনের ওপরে মেরে চলাফেরা করবে না। এভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২৪-সূরা নূর : ৩১)

৩৬৭. পর্দা মানুষকে সম্মানিত করে

(১) يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَ وَيُرِيهَا وَاَلْبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ - ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ -

১. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভাবর্ধনের উপায়, সর্বোত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক। তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। সম্ভবত লোকেরা তা হতে শিক্ষাগ্রহণ করবে। (৭-সূরা আরাফ : ২৬)

৩৬৮. পর্দায় থাকার ফলাফল

(১) يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وِبَنَاتِكَ وِنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّعْرِفْنَ فَلَا يُزْدِيْنَ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

১. হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও ফলে তাদেরকে সহজে উভ্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩৩-সূরা আহযাব : ৫৯)

৩১৭. পর্দায় থাকার নির্দেশ

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়।
(জামে তিরমিযী-১১৭৩ হাদীসটি সহীহ)

৩৭০. নারীর প্রতি কু দৃষ্টিতে তাকানো কঠিন ওনাহের কাজ

(১) عَنْ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظَرَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوْلَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ .

১. বুরাইদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! কোনো অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয় বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)।
(আবু দাউদ, হাদীস-২৭৭৭ হাদীস হাসান)

(২) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهْمِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبَدَلْتَهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ .

২. রাসূল ﷺ বলেছেন দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দিব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (জামে তিরমিযী)

(৩) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صَبَّ فِي عَيْنِهِ لِأَنَّكَ بَوْمَ الْقَيْمَةِ .

৩. নবী করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে। (ফাতহুল কাদীর)

৩৭০. স্বীয় সম্মানদের ঘরে প্রবেশ করতেও অনুমতির প্রয়োজন

(১) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

১. তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্বতা পর্যন্ত পৌছবে, তখন তারা যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে তাদের পূর্বে। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (২৪-সূরা নূর : ৫৯)

৩৭২. পর্দা না করার পরিণাম

(১) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

১. যারা পছন্দ করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রসার হোক, তাদের জন্যে পৃথিবীতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং আখেরাতেও। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। (২৪-সূরা নূর : ১৯)

(২) وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .

২. তোমরা তার পত্নীদের কাছ থেকে যখন কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের জন্যে অধিকতর পবিত্র উপায়। (৩৩ সূরা আহযাব : ৫৩)

৩৭৩. প্রথম দৃষ্টির জন্য শুনাহ নেই

(১) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصْرَكَ .

১. জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোনো মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কী করতে হবে? রাসূল ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নেবে। (মিশকাত-২৯৭০ হাদীসটি সহীহ)

৩৭৪. বৃদ্ধাদের সাবধানতা অবলম্বন

(১) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ط وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

১. যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক পুনরায় কোনো বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে শর্ত যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যে মঙ্গলময়। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন ও শুনে। (২৪-সূরা নূর : ৬০)

৩৭৫. সাজ-গোজ করে বের না হওয়ার নির্দেশ

(১) يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا - وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا -

১. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নাও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না। যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে না পারে বরং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। আর নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মতো সাজগোজ করে বেড়িও না। সালাত কয়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তাই চান যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (৩৩-সূরা আহযাব : ৩২-৩৩)

৩৭৬. অন্ধের সাথেও পর্দা করতে হবে

(১) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِيمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدُ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْبَسَ هُوَ أَعْمَى لَا يَبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَعْمَيَا وَإِنْ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِيهِ .

১. উম্মুল-মুমিনীনা উম্মে সালামাহ (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি এবং মায়মুনা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। হঠাৎ সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। রাসূল ﷺ উম্মে মায়মুনাকে (রা)-কে বললেন, তোমরা (আগস্তুক) লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ﷺ! লোকটি তো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা দু'জনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না?

(তিরমিযী, হাদীস-২৭৭৮, মিশকাত-৩১১৬ হাদীসটি দুর্বল)

৩৭৭. পুরুষ পুরুষের সাথে ও নারী নারীর সাথে মেলামেশার বিধান

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا يَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

১. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অন্য কোনো নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়া জড়ি করে ঘুমাবে না।

(তিরমিযী, হাদীস-২৭৯৩, ইবনে মাজাহ, হাদীস-২২১)

৩২৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যিনা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبَةٌ مِنَ الرِّزْقِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَأَمْحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكْذِبُهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আদম সন্তানের জন্যে ব্যাভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পর জ্বীর প্রতি নজর করা, দু'কানের যিনা হলো যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হলো আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে এবং তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। আর যৌনাঙ্গ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৭৯. দেবর মৃত্যুর মতো ভয়ংকর

(১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَرَيْتَ الْحَمَوَ؟ قَالَ الْحَمَوُ الْمَوْتُ .

১. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পর নারীর সাথে মেলামেশা করা থেকে বিরত থাক। একজন বলল, দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি বললেন : দেবর মৃত্যুর মতো ভয়ংকর। (আল 'হামউ' অর্থ- স্বামীর আত্মীয় যেমন- ভাই, ভাতিজা এবং চাচাত ভাই। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-২৯৬৮)

২৯. আনুগত্য (الْإِطَاعَةُ)

৩৮০. আনুগত্য পরিচিতি

‘আনুগত্য’ অর্থ মেনে নেয়া, মান্য করা বা মেনে চলা। আদেশ ও নির্দেশ পালন করা, নেতা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা। কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় একে اطاعة (ইতা‘য়াত) বলা হয়। যার অর্থ আনুগত্য করা, মেনে নেয়া। এর বিপরীত শব্দ مَعْصِيَةٌ (মা‘হিয়াত) যার অর্থ অমান্য করা। ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনের কর্মীদের নেতার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। সংগঠন বা আন্দোলনের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আনুগত্য হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। আনুগত্যবিহীন কোনো আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। তবে আনুগত্য হবে কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশের ক্ষেত্রে। ব্যক্তির খাম-খেয়ালীমূলক কোনো নির্দেশ মান্য করা যাবে না।

৩৮১. যার আনুগত্য করতে হবে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

১. হে মু‘মিনগণ ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর (নেতা) তাদের আনুগত্য করো। কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান এনে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৪-সূরা নিসা : ৫৯)

(২) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

২. এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে নাও, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৩২)

(৩) وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ .

৩. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তার নাফরমানী হতে দূরে থাকে এসব লোকই সফলকাম হবে। (২৪-সূরা নূর : ৫২)

(৬) مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا .

৪. যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাইল, তা যা-ই হোক না, আমি তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (৪-সূরা নিসা : ৮০)

৩৮২. আনুগত্য করার ফলাফল

(১) وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে বর্ণাধারা প্রবাহিত হবে এবং তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ হলো বিরাট সাফল্য। (৪-সূরা নিসা : ১৩)

(২) وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا .

২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহলে আল্লাহ যাদের প্রতি নিয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হলেন- নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (৪-সূরা আন নিসা : ৬৯)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে যেন আমাকে অস্বীকার করল। (সহীহ বুখারী)

৩৮৩. আনুগত্য না করার পরিণতি

(১) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ ط وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ۔

১. (হে রাসূল!) বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তবে সৎপথ পাবে, রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া। (২৪-আন-নূর : ৫৪)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ۔

২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো। তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না। (৪৭-সূরা মুহাম্মদ : ৩৩)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَّقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً۔

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল এবং জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সে অবস্থায় সে মারা গেল সে যেন জাহেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

৩৮৪. শাসকের আনুগত্য করা

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاذًا أَمْرًا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ۔

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোনো পাপকার্যের আদেশ না করবে সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর নাই হোক। হ্যাঁ সে যদি কোনো পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮৫. যখন আনুগত্য করা যাবে না

(১) عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .

১. আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, গোনাহের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ أَمْرًا تَعْرِفُونَ وَتَنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرَى وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ أَيُّ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُنْقَاتُلُوهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوا .

২. উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন তোমাদের ওপর এমন শাসক চাপানো হবে, যারা ভালো কাজও করবে মন্দ কাজও করবে। সুতরাং যে তার প্রতিবাদ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে আর যে মনে মনে তাকে খারাপ জানবে এবং অন্তরে তার প্রতিবাদ করবে সেও নিরাপদ হবে। কিন্তু যে উক্ত খারাপ কাজকে পছন্দ করে তার অনুসরণ করবে, সে উক্ত পাপ কার্যের অংশীদার হবে। সাহাবীরা আরয় করলেন, হে আল্লাহর নবী! আমরা কি সে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না? রাসূল ﷺ বললেন, না। যখন পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করতে থাকবে তখন পর্যন্ত তোমরা তা করবে না। (সহীহ মুসলিম)

৩৮৬. রাসূলের আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرًا فَقَدْ عَصَانِي .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহর হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী ১০ম খণ্ড অ: আহকাম পৃ: ৪০৫)

৩৮৭. কতিপয় জিনিসের উপর আনুগত্যের শপথ নেয়া

(১) عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَنْكِرِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا تَنْزَاعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ إِنَّمَا كُنَّا لَأَنْخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَانِم .

১. আবু ওলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম- ১. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে-তা দু:সময়ে হোক আর সুসময়ে হোক। খুশির মুহূর্তে হোক আর অখুশির মুহূর্তে হোক। ২. নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ৩. নির্দেশ দাতার সাথে বিতর্কে জড়াবে না। তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে জিন্ন কথা। ৪. যেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন হক কথা বলতে হবে, আল্লাহর পথে কোনো নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

৩০. সবর বা ধৈর্য (الصَّبْرُ)

৩৮৮. সবর পরিচিতি

الصَّبْرُ (সবর) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবি শব্দ। যার অর্থ কোনো একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ধৈর্যধারণ করা, সহজ করা, বিরত থাকা, বাধা দেয়া, বেধে রাখা, অটল অবিচল থাকা, অধ্যবসায় ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'সবর' অর্থ- সর্বপ্রকার বিপদ-আপদে বা পার্শ্বিক কোনো বালা-মুসিবতে, কিংবা কোনো অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখ-কষ্টে, রোগে-শোকে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ইবাদতে, যুদ্ধ-জিহাদে বিচলিত না হয়ে এবং মেজাজের ভারসাম্য না হারিয়ে, আনন্দে ও সুখে আত্মভোলা না হয়ে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ মহান গুণে গুণান্বিত তাকে সাবের বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

৩৮৯. ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহর নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ -

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৫৩)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ -

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগ এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ২০০)

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ - وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ -

৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে, তখন সুদৃঢ় থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবে না। যদি তা করো, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে, আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৮-সূরা আল আনফাল : ৪৫-৪৬)

(৪) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ .

৪. তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি নির্ভরশীল। (৩৮-সূরা সাদ : ১৭)

(৫) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ .

৫. তারা যা কিছু বলে, তার জন্যে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (৫০-সূরা আল ক্বাফ : ৩৯)

(৬) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ

مَكْظُومٌ .

৬. (হে নবী!) আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না, যখন সে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল। (৬৮-সূরা আল ক্বাম : ৪৮)

(৭) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ

لَا تَغْضَبُ فَرَدَدَ ذَلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ .

৭. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর কাছে নিবেদন করল যে, রাসূল! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং রাসূল ﷺ বার বার তাকে জওয়াব দিচ্ছিলেন যে, তুমি রাগ করবে না। (সহীহ বুখারী)

৩৯০. বিপদে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা

(১) وَكَلَبُواكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشُّمُوتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল ও জ্ঞানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে ফিরে যাব। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৫৫-১৫৬)

(২) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰٓئِىٓ أَنَّىٰٓ أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ أَنَّىٰ
أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَا بَتِ ائِفْعَلْ مَا تَوَمَّرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ -

২. অতঃপর সে (ইসমাইল) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী দেখ? সে বলল : পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (৩৭-সূরা আস সাফফাত : ১০২)

৩৯১. সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সবরকারী ছাড়া

(১) وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

১. মহাকালের শপথ, নিশ্চয় সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের তাকিদ করে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়। (১০৩-সূরা আল আছর)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ
يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৯২. সকল বিপদ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصْبٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ خَطَايَاهُ.

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিধে তাও তার গুনাহ মাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী ও মুসলিম)

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَكْدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সম্ভান মারা যায় আবার কখনও তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এ সকল মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার ফলে তার কলব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিষ্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (জামে আভ-তিরমিযী-২৩৯৯ হাসান সহীহ)

৩৯৩. যে সবচেয়ে বড় বাহাদুর

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অঃ সন্থবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: ১৩০)

৩৯৪. দ্বীনের উপর থাকা চরম ধৈর্যের পরিচয়

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا تَيْ عَلَى النَّاسِ

زَمَانُ الصَّابِرِ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَأَنَّ بَيْضَ عَلَى الْجَمْرِ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী হাদীস-২২৬০ সহীহ ও মিশকাত)

৩৯৫. আল্লাহই সবচেয়ে বড় সবারকারী

(১) إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ حَلِيمٌ -

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

(২) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا

أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أذى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ

وَيُرْزِقُهُمْ -

২. আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কেউই নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এরপরেও তিনি তাদেরকে শাস্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অধ্যায় জাহামিয়াদের মতের খণ্ডন ও তাওহীদ প্রসঙ্গ, পৃ: ৯৫-৫৩৬)

৩১. পরামর্শ (الْمُشَاوَرَةُ)

৩৯৬. পরামর্শ কি?

পরিবার-সমাজ এবং রাষ্ট্রের কার্যকলাপ পরিচালনা পরামর্শভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন বলে ইসলাম উল্লেখ করেছে। পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি কাজ পরিচালনা এবং সমস্যার সমাধান হলে আল্লাহ তা'আলা তাতে সাহায্য করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগ দান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরি করে দিয়েছেন। জীবন-জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন এবং জীবনধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য।

৩৩৮. পরামর্শ করতে আল্লাহর নির্দেশ

۱. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ -

১. এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। আর আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

৩৯৮. মু'মিনদের কাজ পরামর্শভিত্তিক

(۱) لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا -

১. তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ (পরকালের ভাবনা ও পরিচিতির চিন্তা বিবর্জিত ও ক্ষণস্থায়ী পরামর্শ) ভালো (কল্যাণকর) নয়, কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সং কাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে করা হয় তা স্বতন্ত্র (তা ভালো)। যে একাজ করে (মা'রুফ কাজে পরামর্শ করে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব। (৪-সূরা আন-নিসা : ১১৪)

(۲) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ -

২. আর যারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলে, সালাত কায়েম করে, পরস্পরে পরামর্শ করে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে (তার পুরস্কার আত্মাহর কাছে রয়েছে)। (৪২-সূরা আশ জাঃ : ৩৮)

৩৯৯. পরামর্শভিত্তিক কাজের জন্য লজ্জিত হতে হয় না

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এস্তেখারা করল, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করল, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করল, সে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

৪০০. পরামর্শ ছাড়া কারো দায়িত্বশীল (নেতা) হওয়া যাবে না

(১) يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَايَعَ أَمِيرًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَيْعَةَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ .

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আর্মীর হিসেবে বাইয়াত নেয় তার বাইয়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের (নেতৃত্বের) বাইয়াত গ্রহণ করবে তাদের বাইয়াতও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

৪০১. পরামর্শভিত্তিক কাজ মু'মিন সমাজের বৈশিষ্ট্য

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أُمْرًاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ سُورَاؤُ بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّنْ بَطْنُهَا وَإِذَا كَانَ أُمْرًاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَانُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَاءٍ كُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرَهَا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের নেতারা হবে ভালো মানুষ, ধনীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের

কাজ-কর্ম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন জমীনের উপরের ভাগ নিচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ, এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (জামে তিরমিযী-২২৬৬, মিশকাত-৫০৬৮ হাদীসটি দুর্বল)

৪০২. রাসূল ﷺ পরামর্শ গ্রহণ করতেন

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسْبُونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ.

১. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে খুৎবা (ছোট বক্তৃতা) দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন : যারা আমার পরিবারের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাচ্ছি। আমি কখনও তাদের কোনোরূপ মন্দ কিছু দেখি নি। (সহীহ বুখারী)

৪০৩. তিনজন থেকে দুইজন আলাদা হয়ে পরামর্শ করা যাবে না

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزَنُهُ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন এক সঙ্গে থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুইজন কোনো সলা-পরামর্শ করবে না যে পর্যন্ত না তোমরা অনেক লোকের মধ্যে মিশে যাও। কারণ এভাবে সলা-পরামর্শ করাটা তাকে দুঃখ দিতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩২. সালাম (السَّلَامُ)

৪০৫. সালাম পরিচয়

মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সালাম। ওলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে সালাম দেয়া সুন্নাত। তবে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য পানাহার, মল-মূত্র ত্যাগ, তালিম দেয়া, কুরআন তিলাওয়াত করা ও সালাতরত অবস্থায় সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া মাকরুহ। অমুসলিমকে সালাম দেয়া হারাম। দেখা-সাক্ষাতে, পরস্পর ভাব বিনিময়ে ও সম্ভাষণে **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ** اللّٰهِ বাক্যটি সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক মানের। ছোট-বড়, আমীর-গরিব, সকলের ক্ষেত্রে এবং সব সময়ই প্রযোজ্য। এটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে মহান আদ্বাহর পক্ষ হতে এক বিরাট নিয়ামত।

৪০৬. সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা

(১) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى**

تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ .

১. হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (২৪-সূরা আন নূর : ২৭)

(২) **فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ**

مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

২. যখন ঘরসমূহে প্রবেশ করবে তখন নিজেদের লোকদেরকে সালাম করবে। কল্যাণ কামনা আদ্বাহর নিকট হতে নির্ধারিত করা হয়েছে, যা বরকতময় ও পবিত্র। আর আদ্বাহ এমনিভাবে নির্দেশগুলো বলে দেন যাতে তোমরা বুঝে চলতে পার। (২৪-সূরা আন নূর : ৬১)

৪০৭. সালামের উত্তম জবাব দেয়া

(১) **وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ**

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا .

১. আর তোমাদেরকে যদি কেউ দুআ (সালাম) করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া (সালাম) কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মতো ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (৪-সূরা আন নিসা : ৮৬)

৪০৯. আগে সালাম পরে কালাম (কথা)

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَسَلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ -

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কথাবার্তা বলার আগেই সালাম করবে। (তিরমিযী হাদীস-২৬৯৯ হাদীস হাসান)

৪০৯. সালাম বিনিময় পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যম

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ সে সন্তার শপথ করে বলছি, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালোবাসবে। আর আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে? আর তা হলো তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (তিরমিযী-২৬৮৮, আবু দাউদ-৫১৯৩, মুসলিম-৫৪)

৪৯০. ইসলামের উত্তম কাজ হলো সালাম দেয়া

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আরয করল ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, অপরকে খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(সহীহ বুখারী হাদীস-১২, ২৮, ৬২৩৬, সহীহ মুসলিম হাদীস-৩৯)

৪১১. ছোটরা বড়দের সালাম দেবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسِّمُ

الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ছোটরা বড়দেরকে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দিবে। (সহীহ বুখারী)

৪১২. বড়রাও প্রয়োজনে (শিক্ষা দেয়ার জন্য) ছোটদের সালাম দেবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ

فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল ﷺ একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: অনুমতি চাওয়া পৃ: নং-৫১৩)

৪১৩. এক মুসলমানের উপর আর এক মুসলমানের সালামের জবাব পাওয়া হক

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى

الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهِ وَبُجْبِيهِ إِذَا دَعَاهُ وَيَسْمَتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন একজন মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে- ১. যখন

কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন সালাম দিবে; ২. তাকে কোনো মুসলমান ডাকলে সাড়া দিবে (দাওয়াত দিলে কিংবা সাহায্য করতে ডাকলে); ৩. কোনো মুসলমানের হাঁচি আসলে হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহের বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে; ৪. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় যাবে; ৫. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সেই জিনিসই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্যে পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অ: সালাম, পৃ: ১৯১)

৪১৪. যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى

النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ.

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম দেয়।

(আহমদ, তিরমিযী হাদীস-২৬৯৪, মিশকাত-৪৬৪৬)

৪১৫. গৃহে প্রবেশ করতে সালাম এবং বিদায় হতেও সালাম

(১) عَنْ قَتَادَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا

فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِالسَّلَامِ.

১. কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে। (বায়হাকী, মিশকাত-৪৪৪৬ সহীহ)

৩৩. জ্ঞানার্জন (طَلَبُ الْعِلْمِ)

৪১৬. জ্ঞানার্জন করা

ইলম (عِلْمٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-জ্ঞান, বিদ্যা। ব্যবহারিক অর্থে বিদ্যা অর্জনকেই 'ইলম' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও হাদীসভিত্তিক এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর চলা সহজ হয়। ইলম বা বিদ্যা আলোকস্বরূপ। আলো যেমন-অন্ধকার দূরীভূত করে তেমনি

জাহিলিয়াত বা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞান সত্য-সুন্দর কল্যাণের পথকে আলোকিত করে।

অন্যদিকে ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সবার ওপর ফরয। যতটুকু শিক্ষা করলে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, শিরক-বিদআত্ এবং স্রষ্টাকে জানা যায় ঠিক ততটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয। ধীনি ইলম শিক্ষা করা শরয়ী ফরয। আর দুনিয়ার ইলম শিক্ষা করা দুনিয়ার ফরয।

৪১৭. মুসলিমের প্রথম ফরয জ্ঞান অর্জন করা

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ
وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

১. পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। সেই প্রভুর নামেই পড়, যিনি সম্মানিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন যা তারা জানতো না। (৯৬-সূরা আল-আলাক্ব : ১-৫)

(২) أَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

২. করুণাময় আল্লাহ, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫৫-সূরা আর রাহমান : ১-৪)

(৩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ
الْجَوْهَرِ وَالزُّوْءِ وَالذَّهَبِ -

৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয এবং অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শুকরের গলায় জহরত, মুক্তা বা স্বর্ণ স্থাপনকারী। (ইবনে মাজাহ হাদীস-২২৪)

৪১৮. জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন এক নয়

(১) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ
 دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
 خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

১. তাদেরকে (কাফের মুশরিকদের) জিজ্ঞেস করুন আকাশ ও জমীনের মালিক কে? বলে দিন : আল্লাহ। বলুন : তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া এমন অভিভাবক ঠিক করেছ, যারা নিজেদেরই ভালো-মন্দের মালিক নয়? বলুন, অন্ধ আর চক্ষুস্থান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি আঁধার ও আলো সমান? তবে কি তারা আল্লাহর জন্যে এমন শরীকদার ঠিক করেছে যেমন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তারা তেমন কিছু-সৃষ্টি করেছে? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? আল্লাহই প্রত্যক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৩-সূরা-বাক্বা: ১৬)

(২) أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ط
 إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ .

২. যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ ও মূর্খ? কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই বোধে। (১৩-সূরা বাক্বা : ১৯)

৪১৯. জ্ঞানী একটি দল অবশ্যই থাকা চাই

(১) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
 مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

১. আর সমস্ত মু'মিন লোকদের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গতও নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান-লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেনো তারা বাঁচতে পারে? (৯-সূরা আত্-তাওবা : ১২২)

অর্থাৎ প্রত্যেক দলের কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে- নিজের জাতির লোকদেরকে তা শিক্ষা দিবে যাতে করে তারা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আমল করতে পারে। এখানে আলেমদের বা জ্ঞানীদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪২০. জ্ঞানীরাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে

(১) وَمِنَ النَّاسِ وَالْذُّوَابِ وَالْآتَعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .

১. অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু ও চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাক্রমশীল। (৩৫-সূরা ফাতির : ২৮)

৪২১. জ্ঞানীরাই মর্যাদাবান

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَاقْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

১. হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিশে বসার জায়গা প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দিবে। যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন ওঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানী, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা করো। (৫৮-সূরা আল-মুজাদালাহ : ১১)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَبَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتِحُوا .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির ন্যায় মানুষও একটি খনি বিশেষ। জাহেলী যুগে এদের মধ্যে যারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভ করার কারণে তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, যা তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। (সহীহ মুসলিম)

(৩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعِبَهُ وَاحِدٌ

أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ -

৩. একজন ফকীহ (জ্ঞানী) শয়তানের বিরুদ্ধে এক হাজার আবেদের চেয়েও।
(তিরমিযী হাদীস-২৬৮১, ইবনে মাজাহ-২২২ হাদীসটি জাল/মত্তয়)

৪২২. জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে

(১) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ -

১. (হে নবী!) বলুন : এর (কিয়ামতের) জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৬৭-সূরা আল-মুলক : ২৮)

(২) عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ

فِي الدِّينِ إِنْ احْتَجَّ إِلَيْهِ نَفَعٌ وَإِنْ أَسْتَعْنَى عَنْهُ أَعْنَى نَفْسَهُ -

২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধীন সম্পর্কে বোঝার জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তি কতই না উত্তম! তার মুখাপেক্ষী হলে-ফায়দা দান করে আর তার প্রতি অনগ্রহ দেখালে-সে আত্মনির্ভরশীল।

(মিশকাত-২৩৪ হাদীসটি দুর্বল)

৪২৩. ইনতিকালের পরও তিনটি নেক আমল বিদ্যমান থাকে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكْدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে

তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না। (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) এমন ইলম (বিদ্যা) যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে (আর তার দোয়া তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছতে থাকে)। (মুসলিম ৫ম খণ্ড, অ: ওসিয়ত, পৃ: ৪৯, মিশকাত-১৯৩)

৪২৪. শুধুমাত্র দুটি বিষয়ই ঈর্ষা করা জায়েয

(১) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى مَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তা হল কোনো লোককে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে তা সত্য পথে ব্যয় করার জন্যে নিয়োজিত করেছে। আর কোনো লোককে আল্লাহ তা'য়ালার হিকমত দান করেছেন, সে তা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং অপর লোককে শিখায়। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ইলম, পৃ: ৫৯ ও মুসলিম)

৪২৫. সামান্য সময় জ্ঞানার্জন করা সারা রাত জেগে ইবাদত (নফল) করার চেয়েও উত্তম

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَدَارَسُ أَلْعَلِمُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ أَحْبَانَهَا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমে ধীরে পারস্পরিক আলোচনা করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী-২৬৪, মিশকাত-২৩৯, হাদীসটি দুর্বল)

৪২৬. জ্ঞান অর্জন করা শুনাহের কাফকারা স্বরূপ

(১) عَنْ سَخْبِرَةَ الْأَزْدِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَلَبَّ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى .

১. হাখবারা আযদী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ধীনী-ইলম অন্বেষণ করে তা তার পূর্বকৃত শুনাহের জন্যে কাফকারা হয়।

(তিরমিযী-২৬৪৮, মিশকাত-২২১ হাদীস জাল বা মওযু)

৪২৭. জ্ঞানের কথা বিজ্ঞ জনের হারানো সম্পদ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَةٌ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জ্ঞানের কথা বিজ্ঞ জনের হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশি অধিকারী। (ইবনে মাজাহ-৪১৬৯, মিশকাত-২১৬, তিরমিযী পৃ. ১৩৩ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

৪২৮. জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরী

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رِضَاءً لِصَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ .

১. আবু দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম তালাশের উদ্দেশ্যে পথ চলে আদ্বাহ তা'য়লা এর দ্বারা তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেন। ইলম অন্বেষণকারীর সজ্জিষ্টির জন্যে ফিরিশতগণও তাদের পাখা নামিয়ে দেন। আসমানে যা কিছু আছে এবং যমিনে যা কিছু আছে এমনকি পানির মৎস্য পর্যন্ত আলিমের জন্যে ইস্তিগফার করে। একজন আবেদের উপর একজন আলিমের ফযীলত সেরূপ যেরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের উপর চাঁদের ফযীলত। আলিমগণ হলেন আখিয়া কিরামের ওয়ারিহ। নবীগণ তো মীরাছ হিসেবে দীনার বা দিরহাম রেখে যান না। তাঁরা মীরাছ হিসেবে রেখে যান ইলম, যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো পূর্ণ হিসাব লাভ করল। (তিরমিযী-২৬৮২, ইবনে মাজাহ-২২৩, হাদীসটি সহীহ)

৩৪. আল্লাহর উপর ভরসা (الْتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ)

৪২৯. আল্লাহর উপর ভরসার পরিচয়

“تَوَكَّلْ” তাওয়াক্কুল” আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে— আস্থা স্থাপন করা, ভরসা করা ও নির্ভর করা। ইসলামী শরীহতের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোনো কাজ করার সাথে তার সাফল্যের জন্যে আল্লাহর উপর আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নাম হলো তাওয়াক্কুল। অপর অর্থে “তাওয়াক্কুলের” অর্থ হলো আল্লাহকে নিজের অভিভাবক নিযুক্ত করা এবং তার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা। অভিভাবক তাকেই বলে যিনি তার অধীনস্থ লোকের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) নয়, বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্যে তার উপর নির্ভর করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল।

৪৩০. আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত

(১) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

১. (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই পৌঁছবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আল্লাহর উপরই মু‘মিনদের ভরসা করা উচিত। (৯-সূরা আত্-তাওবাহ : ৫১)

(২) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

২. এর পরেও যদি তারা (মুনাফিকরা) বিমুখ হয়ে থাকে, তবে তাদের বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তারই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের মালিক। (৯-সূরা আত্-তাওবাহ : ১২৯)

(৩) اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَايِبَ لَكُمْ ؕ وَاِنْ يَخَذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

৩. যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৬০)

৪৩১. যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট

(১) وَبَرَزَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِاٰمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔

১. (যে আল্লাহকে ভয় করে) তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে আল্লাহ রিখিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আর আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন। (৬৫-সূরা আত্ তালাক : ৩)

(২) فَمَا اَوْتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ وَاَبْقَى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۔

২. তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ-বিলাস মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৪২-সূরা আশ্ শূরা : ৩৬)

৪৩২. মুসা (আ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহর উপর ভরসাকারী

(১) وَقَالَ مُوسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ - فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔

১. মুসা (আ) (তার জাভিকে) বললেন : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তারই উপর ভরসা করো যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এ জালেম (ফেরাউনের) কণ্ঠের শক্তি পরীক্ষা করিও না। (১০-সূরা ইউনুস : ৮৪-৮৫)

৪৩৩. ইয়াকুব (আ)-এর নির্দেশ

(১) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَاَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .

১. ইয়াকুব (আ) বললেন, হে আমার সন্তানেরা! (মিশরে প্রবেশের সময়) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত। (১২ সূরা ইউসুফ : ৬৭)

৪৩৪. তাহাজ্জুদ সময়ের বিশেষ দোয়া

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَالْبِكْ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا تَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ (রাতের তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের জন্যে উঠার সময়) বলতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্যে ইসলাম কবুল অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমারই ফায়সালা প্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তানের মাধ্যমে আশ্রয় চাই। যাতে তুমি আমাকে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট না করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তুমি চিরজীব। তুমি মরবে না। আর জ্বিন ও মানুষ সবই মরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪৩৫. ভরসাকারীরা নরম দিল সম্পন্ন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

أَقْوَامٌ أَفْنَدْتُهُمْ مِثْلُ أَفْنَدَةِ الطَّيْرِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জান্নাতে এমন অনেক লোক দেখা যাবে যাদের অন্তর পাখির অন্তরের মতো হবে। (তাদের দিল নরম এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে।) (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ أَبِي عَزَّةَ (رضى) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللَّهُ

لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ بِهَا حَاجَةً .

২. আবু আযযা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দার জন্য যখন আল্লাহ তায়ালা কোনো যমীনে মৃত্যুর ফায়সালা করেন সেখানের জন্য তার একটা প্রয়োজন তিনি সৃষ্টি করে দেন। (তিরমিখী-২১৪৭ হাদীসটি সহীহ)

৩৩৬. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল

(১) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَآ إِن رَّبِّي لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ .

১. আর তিনি (নূহ) (আ) বললেন, তোমরা এতে (নৌকায় আল্লাহর উপর ভরসা করে) আরোহণ করো। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ ও মেহেরবান। (১১-সূরা হূদ : ৪১)

(৯) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ

يَذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا .

৯. (হে নবী!) আপনি সেই চিরজীবের (আল্লাহর) উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বান্দাদের গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (২৫-সূরা আল-ফুরকান : ৫৮)

(১০) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ .

১০. অতএব, (হে নবী!) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপুনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন। (২৭-সূরা আন-নমল : ৭৯)

৪৩৭. পরিশ্রম করার মাধ্যমেই আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْقَلُهَا

وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أَطْلُقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ أَعْقَلُهَا وَتَوَكَّلُ -

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেধে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করো। (তিরমিযী-২৫১৭ হাদীস হাসান)

(২) عَنْ عَلِيٍّ (رضي) قَالَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عَلِمَ وَقَالَ وَكَيْعٌ : إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالُوا أَفَلَا نَتَكَلَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لِأَعْمَلُوا فِكُلُّ مَيْسَرٍ لَمَّا خُلِقَ لَهُ -

২. আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি কাঠি দিয়ে যমীনে দাগ কাটছিলেন। হঠাৎ আকাশের দিকে মাথা উঠালেন এরপর বললেন : তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, তার অবস্থান জাহান্নাম বা জান্নাত লিপিবদ্ধ করে না রাখা হয়েছে। তারা (সাহাবীগণ) বললেন : তাহলে আমরা কি ভরসা করে বসে থাকব ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন : না, আমল করে যাও, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তদনুরূপ আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী-২১৩৪ সহীহ)

(৩) عَنْ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ (رضي) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ

ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَقِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةٌ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا فَقَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ -

৩. ইবনে আবু খিয়ামা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আপনি কি মনে করেন এই ঝাঁড়-ফুক যা আমরা

করাই, ঔষুধ যা দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, পরহেয যার মাধ্যমে আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি এগুলো কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের কিছু রদ করতে পারে? তিনি বললেন : এ-ও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

(তিরমিযী হাদীস-২১৪৮ (হাদীসটি দুর্বল)

৪৩৮. আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতিদান

(১) عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَوَأَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا -

১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকারভাবেই আল্লাহর উপর ভরসা করো তবে তিনি পাখিদের মতোই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখির খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে।

(জামে তিরমিযী-২৩৪৪ হাদীস সহীহ)

৪৩৯. আল্লাহই উত্তম ভরসাস্থল

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ) যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনালাহ ওয়া' নি'য়ামাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক)। এ বাক্যটি মুহাম্মদ ﷺ বলেন : যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে লোকেরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় করো। (এ হুমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে 'হাসবুনালাহ ওয়া নি'য়ামাল ওয়াকীল'। (সহীহ বুখারী)

৩৫. ইহতিসাব (الْإِحْتِسَابُ)

৪৪০. গঠনমূলক সমালোচনার পরিচয়

ইহতিসাব বা গঠনমূলক সমালোচনা মু'মিনদের সাথে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে চালু থাকা বা রাখা অপরিহার্য। মূলত ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অপর কর্মীর আয়নারূপ। তাই প্রত্যেক কর্মীকে অপর কর্মীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন এবং দুর্বলতা থেকে হিফাজত করার চেষ্টা করতে হবে। একটি আদর্শিক সংগঠনের সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্য গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ অপরিহার্য। তাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ইহতিসাব। ইহতিসাব প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে আদ্বাহর কাছে যে হিসাব দিতে হবে, তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী আন্দোলনের এক ভাই অপর ভাইকে, সে হিসাবের ব্যাপারে এই দুনিয়ায় থাকতেই সাহায্য-সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

৪৪১. আল্লাহ সবকিছুর হিসাব নিবেন

(১) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ -

১ আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকেও। (৭-সূরা আল-আ'রাফ : ৬)

(২) وَكَوَشَاءَ اللَّهُ لَجُعَلَكُم مِّنْ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَكِن يُّضِلُّ مَن يَّشَاءُ

وَيَهْدِي مَن يَّشَاءُ ط وَنَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ -

২. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। আর তোমরা যা কিছু করো সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (১৬-সূরা আল-নহল : ৯৩)

(৩) اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ -

৩. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় অতীব নিকটবর্তী, অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে। (২১-সূরা আল-আযিয়া : ১)

(৪) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ج وَسَوْفَ تَسْئَلُونَ -

৪. অবশ্যই এই কিতাব আপনার এবং আপনার জাতির জন্যে উল্লিখিত (স্মরণ) থাকবে। আর অতি শীঘ্রই আপনাদেরকে এর জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৪৩-সূরা আয যুখরুফ : ৪৪)

(৫) اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابُهُمْ . ثُمَّ اِن عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ .

৫. নি:সন্দেহে তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অত:পর তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়ার দায়িত্ব আমারই। (৮-সূরা আল-গশিয়াহ: ২৫-২৬)

(৬) ثُمَّ لَتَسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ .

৬. সেদিন (কিয়ামত) তোমাদেরকে দেয়া প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১০২-সূরা তাকাসুর : ৮)

৪৪২. আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে মানুষের হক আদায় করতে হবে

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

আত্মীয়-স্বজন মিসকিন ও মুসাফিরদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করুন। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (সূরা আর রুম : ৩৮)

৩৪৩. এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভুল সংশোধন করে দেয়া উচিত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ أَخُو
الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَإِنْ أَحَدَكُم مَّرَأَةً أَخِيهِ فَاِنْ
رَأَىٰ أَدَىٰ فَلْيَمِطْ عَنْهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুন্নাবি ﷺ বলেছেন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয় না এবং লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোনো ত্রুটি দেখলে সে যেন তা দূর করে দেয়। (তার মুহাসাবা করে তার ভুল-ত্রুটি ধরে দেয় সংশোধন করে (জামে তিরমিযী-১৯২৭ সহীহ)

৪৪৪. প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যাপারে দায়িত্বশীল

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضي) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَكْلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمْرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ الْأَكْلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের অধীনস্থদের সম্পর্কে (আখেরাতে) জিজ্ঞাসিত হতে হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দেশের নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার পরিবারের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন গৃহিণী তার স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্যে দায়িত্বশীল, তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। (অনুরূপভাবে) চাকর ও দাস-দাসী তার মনিব ও প্রভুর সম্পদের রক্ষক ও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩৬. ওয়াদা পালন (إِيفَاءُ الْعَهْدِ)

৪৪৫. ওয়াদা পালন পরিচিত

عَهْدٌ (আহ্দ) অর্থ- অঙ্গীকার, ওয়াদা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নাম إِيفَاءُ الْعَهْدِ বা ওয়াদা পালন। ওয়াদা পূর্ণ করা আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করা ঈমানের একটি অঙ্গ। এ

দিক থেকে অঙ্গীকার রক্ষা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিকভাবেও প্রকৃত মানুষ চিনা যায় ওয়াদা পালনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সামাজিক কর্মনীতিতে ওয়াদার গুরুত্ব অপরিসীম।

৪৪৬. আল্লাহর নির্দেশ প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা পালন করা

(১) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ .

২. হে বনী ইসরাইল! আমার দেয়া তোমাদের প্রতি নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং আমার সাথে তোমাদের কৃত ওয়াদাসমূহ পালন করো। তবে আমিও আমার ওয়াদা পূর্ণ করব। আর তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৪০)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ করো। (৫-সূরা আল মায়দা : ১)

(৩) أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .

৪. আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, আর এ ব্যাপারে তো তোমরাই আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। (১৬-সূরা আন-নাহল : ৯১)

৪৪৭. ওয়াদা পালনের জন্য রাসূলের ৩ দিন একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَسَمَاءِ (رض) قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ وَيَقْبِتَ لَهُ بَقِيَّةَ فَوْعَدَتِهِ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثِ فَيَاذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ أَنَا هُمَا مِنْذُ ثَلَاثِ أَنْتَظِرُكَ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু হুসামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পূর্বে একদা আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু কেনাকাটা করি যার কিছু মূল্য পরিশোধ করতে বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি অবশিষ্ট দাম নিয়ে তাঁর নির্ধারিত স্থানে এসে হাজির হবো। আমি এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলাম। তিনদিন পরে আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানেই আছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে। আমি তিনদিন যাবত তোমার অপেক্ষা করছি।
(আবু দাউদ-৪৯৯৬, মিশকাত-৪৬৬৩ হাদীস দুর্বল)

৪৪৮. ওয়াদা পালন না করা মুনাফিকির আলামত

(১) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

১. যারা আদ্বাহর সাথে প্রতিশ্রুতি করার পরে তা ভঙ্গ করে এবং আদ্বাহ যে বিষয়ে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত লোক। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৭)

(২) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ . وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا .

২. অথচ তারা ইতোপূর্বে আদ্বাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আদ্বাহর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ১৫)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি, ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, ৩. তার কাছে আমানত রাখা হলে সে বিয়ানত করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড: অ: ইমান পৃ: নং-১৩৫ ও তিরমিযী ৫ম খণ্ড: অ: ইমান পৃ: নং-৯৭) (অন্য হাদীসে আছে আরো একটি আলামতের কথা-وَإِذَا خَاصَمَ فَجَدَّ যখন ঝগড়া করে অশ্লীল কথা বলে।

৪৪৯. খেল-তামাশায়ও ওয়াদা ভঙ্গ করা যায় না

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ تَعَالَى أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَدْتُ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَمْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا كُنَيْتَ عَلَيْكَ كَذِبَةً .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। মা বললেন, এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দেব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাঝে বললেন, তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, সাবধান! যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা কথা লেখা হতো।

(আবু দাউদ-৪৯৯১ হাদীস হাসান)

৪৫০. যখন ওয়াদা ভঙ্গ করা যায়

(১) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .

১. য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করে তন্মধ্যে একজন সালাতের সময় পর্যন্ত না আসে, তখন যে ব্যক্তি যথাসময়ে আসল সে যদি যথাসময়ে সালাতে চলে যায়, তবে তার কোনো পাপ হবে না। (মিশকাত-৪৬৬৪, আবু দাউদ-৪৯৯৫ হাদীসটি দুর্বল)

(২) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَتَوَى أَنْ يَفِي بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

২. য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি ওয়াদা করার সময় যদি তা পূরণের নিয়্যত রাখে কিন্তু পরে (কোনো বিশেষ অসুবিধার কারণে) তা পূরণ করতে না পারে তবে এতে তার অপরাধ হবে না। (তিরমিযী-২৬৩৩, মিশকাত-১৪৪৭ হাদীসটি দুর্বল)

৩৭. সত্যবাদিতা (الصِّدْقُ)

৪৫১. সত্যবাদিতা কি

صِدْقٌ (সিদ্ক) অর্থ- সত্যতা, সত্যবাদিতা বা সত্যপ্রিয়তা। যে ব্যক্তির সত্যবাদিতা গুণটি রয়েছে তাকে সাদিক صَادِقٌ বা সত্যবাদী বলে। সত্যবাদিতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গুণ। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশ পায় বলে এর দ্বারা জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সত্যকে আঁকড়ে ধরলে জীবনে প্রকৃত সাফল্য আসে। এজন্যই আদ্বাহর নবী ও রাসূলগণ সত্যে প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সমাজে সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে। আমাদের নবীজীও এ সত্যবাদিতার কারণে আল আমিন উপাধি লাভ করেছিলেন।

৪৫২. যে সত্যবাদিতা দিয়ে জ্ঞান্নাতে যাওয়া যাবে

(১) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ - لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَرْضَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ - ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ -

১. আদ্বাহু তায়াল্লা বলেছেন, আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জ্ঞান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আদ্বাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আদ্বাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য (৫-সূরা আল মায়িদাহ : ১১৯)

৪৫৩. আদ্বাহর নির্দেশ সত্যতা বা সত্যবাদিতা অবলম্বন করতে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا -

১. হে মুমিনগণ! আদ্বাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৭০-৭১)

৪৫৪. আল্লাহই সবচেয়ে বড় সত্যবাদী

(১) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا .

১. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ আমল করেছে, আমরা তাদেরকে এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব যার তলদেশে বর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। বস্তুত এটি আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর অপেক্ষায় অধিক সত্যবাদী কে হতে পারে? (৪-সূরা আন-নিসা : ১২২)

৪৫৫. সত্যবাদীদের সাথে থাকার নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (৯-সূরা আত তাওবা : ১১৯)

৪৫৬. সত্যবাদীদের গণাবলি

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ . . .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : একজন সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী আখেরাতে নবী সিদ্দীক (সত্যবাদী) এবং শহীদগণের সাথে থাকবে। (তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত-২৬৭৪)

৪৫৭. সত্যবাদিতা সৎকর্মের দিকে ধাবিত করে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ
بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহর নবী হতে বর্ণনা করেছেন। মহানবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সদা সত্য কথা বলবে, নিশ্চয়ই সত্য সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই

মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহর দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (সিন্দীক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সন্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১২৮)

৩৮. আমানতদারিতা (الْأَمَانَةُ)

৪৫৮. আমানতদারিতা কি

أَمَانَةٌ (আমানত) অর্থ গচ্ছিত রাখা, এটি (خِيَانَةٌ) খিয়ানত-এর বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারো কাছে কোনো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে হিফায়তে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা প্রত্যর্পণ করেন তাকে আল আমীন বা বিশ্বস্ত বলা হয়। কারো কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কিছু মাল-পত্র বা ধন-সম্পদ আমানত রাখে, তা যত্নসহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে, আর মালিক যখন তা ফেরত চাইবে, সাথে সাথে ফেরত দিবে। এটাই ইসলামের নীতি। যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে টাকা জমা রাখে ঠিক ঐ টাকাই ফেরৎ দেয়া পরিপূর্ণ আমানতদারীতার পরিচয়। কিন্তু সময় আছে কিছু খরচ করে পরে মিলিয়ে রাখা যাবে—এটা আমানতদারিতা হলো না। শুধু ধনসম্পদ নয় কথাও মানুষ আমানত রাখে। তা অন্যের কাছে বলে দেয়া মানে খিয়ানত করা।

৪৫৯. আমানত যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে নির্দেশ

(۱) إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করো। আর লোকদের সাথে যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফ সহকারে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছু শুনে ও দেখেন। (৪-সূরা আন-নিসা : ৫৮)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ

أَتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করেছে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।
(তিরমিযী হাদীস-১২৬৪, মিশকাত-২৮০৬ হাদীসটি সহীহ)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْتَشَارُ

مُؤْتَمَنٌ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয় সে আমানতদার।
(তিরমিযী হাদীস-২৮২২, ২৮২৩, হাদীস সহীহ)

৪৬০. ষিয়ানত না করার নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ -

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূল এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের ষিয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান। (৮-সূরা আনফাল : ২৭)

(২) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا -

২. আমরা এই আমানতকে (কুরআন বা খেলাফত) আকাশমণ্ডলী, জমিন এমনকি পাহাড়-পর্বতের নিকট পেশ করলাম, কিন্তু তারা এর বোঝা বহন করতে রাজি হলো না বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। আর মানুষ তাকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। আসল কথা হলো মানুষ বড়ই জালেম ও মূর্খ। (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৭২)

৪৬১. আমানতরক্ষা করা দ্বীনদারিতার লক্ষণ

(১) عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ فَلَمَّا خُطِبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا

إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন যাতে তিনি বলেন, যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার ঈমান নেই। আর যে ওয়াদা পালন করে না তার মধ্যে ঈমান নেই। (বায়হাকী)

৪৬২. আমানতের খিয়ানত করা ক্ষতির কারণ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ وَعَفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোনো কোনো জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। ১. আমানতের হেফাযত, ২. সত্য ভাষণ, ৩. উত্তম চরিত্র ও ৪. পবিত্র রিযিক। (আহমদ ও বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৯৯৪, হাদীস সহীহ)

৩৯. বিনয় ও নম্রতা (التَّوَّاضُعُ وَالْخُضُوعُ)

৪৬৩. বিনয় ও নম্রতা কি

বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তাঁরা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালোবাসেন তেমনি মানুষও তাকে পছন্দ করেন। যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্খাদা বাড়িয়ে দেন।

৪৬৪. অনুসরণকারীদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে

(১) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

১. যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। (২৬-সূরা আশ-ও'আরা : ২১৫)

৪৬৫. মু'মিনরা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী

(১) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ -

১. মুহাম্মদ আদ্বাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (৪৮-সূরা আল ফাত্হ : ২৯)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

২. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের ধীন থেকে ফিরে যায়, আদ্বাহ্ তায়ালা আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আদ্বাহ্‌র প্রিয় এবং আদ্বাহ্ হবেন তাদের প্রিয়। যারা মু'মিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (৫-সূরা আল মায়েদা : ৫৪)

৪৬৬. রহমানের বান্দারা নম্র ও ভদ্র

(১) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔

১. তারাই তো রহমান আদ্বাহ্‌র প্রকৃত বান্দা যারা জমিনে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে। আর যখন মূর্খ লোকেরা তাদের সাথে আদ্বাহ্‌র বিষয়ে তর্ক করে তখন তারা বলে দেয় তোমাদের সালাম। (২৫-সূরা আল ফুরকান : ৬৩)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى مَا سِوَاهُ۔

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আদ্বাহ্ স্বয়ং নম্র, তাই তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার জন্য যা দান করেন না; তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সন্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ১১৭)

৪৬৭. বিনয়ী ও নম্র হলে আল্লাহ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ
صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ
إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দানের
দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দার ইচ্ছত ও সম্মান বৃদ্ধি করা
ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও
নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ (رضد) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ
أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ
عَلَى أَحَدٍ.

২. ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন, আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে
বিনয় নম্রতার আচরণ করো। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর বা গৌরব না করে
এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (আবু দাউদ, ৫ম খণ্ড; অ:
আদব পৃ: ৫৩৬ সহীহ মুসলিম)

(৩) عَنْ جَرِيرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ
الْخَيْرَ.

৩. জারীর (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে
বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সদ্যবহার
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: নং-১১৬)

(৪) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ
فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নম্রতা
যে কোনো বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে কোনো বিষয় থেকে নম্রতা
বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্যবহার, আত্মীয়তার
সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১১৭)

৪০. কৃতজ্ঞতা (الشُّكْرُ)

৪৬৮. কৃতজ্ঞতা পরিচিতি

শুকর (شُكْرٌ) শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। প্রচলিত অর্থে কারো অনুগ্রহ ও অনুদান ভোগ-ব্যবহার করার পর দাতার প্রতি সবিনয়তা বা সৌজন্যতা প্রকাশ করে তার দান স্বীকার করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালায় অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ ব্যবহারের পর সন্তুষ্টিচিন্তে, বিনয় ও নম্রতার সাথে তার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায়, কথায় ও কাজে এবং বাস্তব জীবনে তাঁরই মর্জি অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেই শুকর বলা হয়। আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে— اَلْحَمْدُ لِلَّهِ। কোনো মানুষ কারো উপকার করলে সেই মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ নির্দেশ করেছেন। কারণ পক্ষান্তরে তা আল্লাহর শুকরিয়াই আদায় করা হয়।

৪৬৯. আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহও স্মরণ করেন

(১) فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ۔

১. তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, অকৃতজ্ঞ হয়ে যেও না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৫১)

৪৭০. কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর পুরস্কার

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِنَّ لِلطَّاعِمِ

الشَّاكِرِ مِنَ الْاَجْرِ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ۔

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর জন্যে ধৈর্যশীল রোযাদারের ন্যায় পুরস্কার রয়েছে। অর্থাৎ একজন ধৈর্যশীল রোযাদার যে পরিমাণ পুরস্কার পাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের পর মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সেও ঐ পরিমাণ পুরস্কার পাবে। (সহীহ বুখারী)

৪৭১. যার জন্য আল্লাহ জান্নাতে ঘর তৈরি করেন

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِذَا

مَاتَ وَكَدَّ الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلِكِيْتهِ: قَبَضْتُمْ وَكَدَّ عَبْدِيْ؟

فَيَقُولُونَ نَعَمْ : فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ،
فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ
تَعَالَى : إِنبِئُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ .

১. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোনো বান্দার পুত্রের মৃত্যু হয়, তখন মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার বান্দার পুত্রের জান কবয় করে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন : এতে আমার বান্দাহ কি বলল? ফেরেশতারা জবাব দেন, আপনার (শুকরিয়া আদায় করে) প্রশংসা করল এবং ইন্নািল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ল। একথা শুনে আল্লাহ তায়ালা বলেন : আমার বান্দার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হাম্দ' (প্রশংসার ঘর)।
(জামে তিরমিযী-১০২১ হাদীস হাসান)

৪৭২. কৃতজ্ঞতা আদায় করলে নিয়ামত বেড়ে যায়

(১) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ . وَقَالَ مُوسَى إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ .

১. আর স্মরণ রাখিও তোমাদের প্রতিপালক সাবধান করছেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে জেনে রেখ নি:সন্দেহে আমার আযাব বড়ই কঠিন। আর মুসা (আ) বললেন, তোমরা যদি কুফরি করো এবং (তোমাদের মতো) জমিনের সকলে কুফরি করে, তথাপি আল্লাহর কিছু যায় আসে না। বরং আল্লাহ বড়ই সম্পদশালী এবং স্ব-প্রশংসিত। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৭-৮)

৪৭৩. কৃতজ্ঞতাসহকারে ভক্ষণ কর

(১) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .

১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার করো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১৫-সূরা আন-নহল : ১১৪)

(২) عَنْ أَنَسٍ (رضاء) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا .

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তাঁর সেই বান্দার প্রতি রাজি-খুশি থাকেন যে, খাবার সময় আল্লাহর (শুকরিয়া স্বরূপ) প্রসংশা করে এবং পানীয় পান করার সময়ও তাঁর প্রশংসা করে। (সহীহ মুসলিম)

৪৭৪. নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করলে জাহান্নামে যাবে

(১) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ . جَهَنَّمَ جَ يَصَلُّونَهَا ط وَيَشْسَ الْقَرَارُ .

১. (হে নবী!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ্ তায়ালায় নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আলায়ে (দোষে)? তারা তাতে প্রবেশ করবে। সেটা কতোই না মন্দ আবাসস্থল। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ২৮-২৯)

(২) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَانِبِينَ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ط وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ .

২. তিনিই আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দিয়ে তোমাদের জন্যে ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজীবন করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং

তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাতকে ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যেসব জিনিস তোমরা চেয়েছ তার প্রতিটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে কখনও গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই জালিম ও অকৃতজ্ঞ। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪)

৪৭৫. মানুষেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ -

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের (উপকারের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, সে আল্লাহর (নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা ও প্রকাশ করতে পারে না। (জামে তিরমিযী)

৪১. ন্যায়-ইনসাফ (الْعَدْلُ وَالْإِنصَافُ)

৪৭৬. ন্যায়-ইনসাফ পরিচিতি

আদল (عَدْلٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ভারসাম্য রক্ষা করা, ন্যায়বিচার করা, ইনসাফ করা, সোজা করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত জীবন বিধানে যার যে হক বা পাওনা তা আদায়ের সুব্যবস্থা করা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে আদল বলা হয়। অত্যাচারের প্রতিবিধান এবং বিচারে ন্যায়ের মানদণ্ড এমনভাবে ধারণ করা, যাতে পক্ষদ্বয়ের কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়; এটাও আদল। বস্তৃত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, ন্যায়-নীতি, ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। যেহেতু ইসলাম ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছে, তাই আদল-ই হলো ন্যায়বিচারের একমাত্র উপায়। সামাজিক জীবনে আদল বা ন্যায়বিচার তথা ন্যায়-নীতি ইসলামের এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ্ যেকোন আদিল-ন্যায়বিচারক তেমনি মানবজাতিকে তাদের সামগ্রিক জীবনে আদল প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করেছেন।

৪৭৭. বিচার ফায়সালা ইনসাফের ভিত্তিতে করা ফরজ

(১) إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا -

১. নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেন তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-ফয়সালা করো, তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করো। আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শুনেন এবং দেখেন। (১৫-সূরা আন-নিসা : ৫৮)

(২) اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَايِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ন্যায়-বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপন্দনীয় কাজ এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (১৫-সূরা আন-নহল : ৯০)

৪৭৮. কুরআনের খেলাফ বিচার করলে কাফের ও ফাসিক হবে

(১) وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ .

১. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফের। (৫-সূরা আল মায়িদাহ : ৪৪)

(২) وَلِيَحْكَمْ اَهْلُ الْاِنۡجِيْلِ بِمَا اَنزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

২. ইঞ্জিল কিতাবের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তায়ালা তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৫-সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৭)

৪৭৯. পিতামাতার বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দিতে হবে

(১) يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْكُمْ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্যে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে তোমাদের বা নিজের পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা গরিব হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়েও বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে মনের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত। (৪-সূরা আন-নিসা : ১৩৫)

৪৮০. সাত শ্রেণীর লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরাশের নিচে স্থান পাবে তার মধ্যে ন্যায়বিচারক অন্যতম

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ مَعْلُقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَلَيْهِ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাত শ্রেণীর লোকদের আল্লাহ সেই (হাশরের) কঠিন দিনে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়াই থাকবে না। তারা হচ্ছে : ১. ন্যায়বিচারক নেতা। ২. ঐ যুবক যে আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত তথা তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাঝে বড় হয়েছে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে জড়ানো থাকে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যে পরস্পরকে ভালোবাসে; আল্লাহর জন্যই তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ৫. ঐ লোক যাকে অভিজাত বংশীয় কোনো সুন্দরী রমণী (কুকর্মের) জন্যে আহ্বান করে। জওয়াবে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ লোক যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাতে কি দান করল বাম হাত তা টেরও পায় না এবং ৭. ঐ লোক যে একাকী গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে দু'চোখের অশ্রু ঝরায়। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অ: যাকাত পৃ: নং-১৯, মিশকাত, তিরমিযী-১৯৪৯)

৪৮১. ন্যায় ইনসাফকারী জ্ঞান্নাতে যাবে

(১) عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَفِيقٌ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ .

১. আইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি জ্ঞান্নাতের অধিকারী হবে তিন শ্রেণীর লোক। ১. ন্যায় বিচারক শাসক যাকে তাওফিক দান করা হয়েছে। ২. দয়াবান ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অভিশয় কোমল ও নরম এবং ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পুত পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তানবিশিষ্ট (সংসারী)। (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَّوْا .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করে আল্লাহর নিকট তারা নূরের মিশরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফায়সালায় ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়-দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়, সেসব বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার করে। (সহীহ মুসলিম)

৪৮২. যে অবস্থায় ফয়সালা করা ঠিক নয়

(১) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ (رض) قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ فَإِنَّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضَيْنَ حَكْمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ .

১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বাক্রাহ্ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মাঝে বিচার-ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক যেনো রাগান্বিত অবস্থায় দু'ব্যক্তির মধ্যে বিচার-মীমাংসা না করে। (সহীহ বুখারী)

৪২. ক্ষমা (الْعَفْوُ وَالْغُفْرَانُ)

৪৮৩. ক্ষমা কি

عَفْوُ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ক্ষমা। ইসলামী পরিভাষায় অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কল্পনা দেখিয়ে অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া ও তার প্রতি সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করাকে আ'ফউ বা ক্ষমা বলা হয়। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। খেলাফতের দায়িত্ব পালনে যে সকল সিফাত বা গুণ অর্জন করা প্রয়োজন তার মধ্যে আ'উফ তথা ক্ষমা অন্যতম। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি সর্বদা তার বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করে থাকেন। তার পরিশ্রেক্ষিতে গফুর ও গাফফার নামে তাকে অভিহিত করা হয়েছে। যদি আল্লাহ্ তার বান্দাদের ক্ষমা না করতেন, তাহলে দুনিয়াতে কোনো মানুষই রেহাই পেত না। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা গুণ অবলম্বন করে অপর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে, আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসেন।

৪৮৪. ক্ষমা একটি মহৎ গুণ

(১) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُورَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ط وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔

১. যদি (বিবাহে) মোহর ঠিক করার পর স্পর্শ করার আগেই (স্ত্রীকে) তলাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর ঠিক করেছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় তবে তা আশাদা কথা। আর তোমরা যদি ক্ষমা করো,

তবে তা হবে পরহেয়গারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ সে সবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৩৭)

৪৮৫. ক্ষমাশীল আল্লাহর মাহবুব বান্দা

(১) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْأَغْبَاطِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

১. যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা মুহসিন লোকদেরকে ভালোবাসেন। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৩৪)

৪৮৬. ক্ষমা আল্লাহর বিশেষ গুণ

(১) إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سَوْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا.

১. তোমরা যদি কল্যাণ করে প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিমান। (৪-সূরা আন-নিসা : ১৪৯)

৪৮৭. ক্ষমা করার নির্দেশ

(১) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

১. ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের (কথাবার্তা) থেকে দূরে সরে থাক। (৭-সূরা আ'রাফ : ১৯৯)

৪৮৮. রাসূল ﷺ কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا.

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি তা থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। আর যদি তা গুনাহের কোনো কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে যদি কেউ আল্লাহ কর্তৃক নিধারিত কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতো, তখন তিনি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তাকে সে গুনাহের জন্য শাস্তি দিতেন। (যেমন যিনার জন্য রজম এবং চুরির জন্য হাত কাটার শাস্তি ইত্যাদি)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৭৮৫ হাদীসটি সহীহ)

৪৮৯. প্রতিশোধের ফলাফল অতি নিকৃষ্ট

(১) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ - وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا جَ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . وَكَمَنْ آتَتْهُ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَكَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .

১. যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দে প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে নেয় তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে, নিশ্চয় তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। অবশ্য যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। (৪২-সূরা আশ শুরা : ৩৯-৪৩)

৪৯০. ক্ষমা করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ .

১. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাদকা করাতে সম্পদের ঘাটতি হয় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সহাবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: ১১৪)

৪৯১. প্রকৃত বীর যে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় লাভ করাতে বীরত্ব নেই। বরঞ্চ ক্রোধ ও গোঁসার মুহুর্তে নিজেসঙ্গে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচয়। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৪৫৩)

৪৯২. আর্থিক সামর্থ্যের আলোকে পোশাক-আশাক হওয়া উচিত

(১) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ أَمْرُهُ فَلَا يَفْرِيئُنِي وَلَا يَضِيفُنِي فَيَمُرُّ بِي أَفَأَقْرِبُهُ قَالَ لَا أَقْرِبُهُ قَالَ وَرَأَيْتُ رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيَرَى عَلَيْكَ .

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা (মালিক ইব্ন নাযলা) (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যখন কোনো ব্যক্তির নিকট দিয়ে আমি যাই কিন্তু সে ব্যক্তি আমার মেহমানদারী করে না, সে যদি আমার নিকট দিয়ে যায় তবে কি আমি তার সাথে অনুরূপ আচরণ করে বদলা নিতে পারি? তিনি বললেন না, বরং তুমি তার মেহমানদারী করবে।

মালিক (রা) বলেন, আমাকে তিনি অত্যন্ত পুরানো হয়ে যাওয়া কাপড়ে দেখে বললেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম, উট, ছাগল, সব ধরনের সম্পদ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার মাঝে এর নিদর্শন যেন পরিলক্ষিত হয়। (তিরমিযী হাদীস ২০০৬ হাদীসটি সহীহ)

৪৩. যিকর (الذِّكْرُ)

৪৯৩. যিকর পরিচিতি

'যিকর' (ذَكَرَ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ স্মরণ করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা। যখন যিকর নীরবে হয় তখন এর অর্থ হয় স্মরণ করা। আর যিকর যদি সরবে হয় তখন এর অর্থ হয় বর্ণনা করা বা উল্লেখ করা। পরিভাষায় যিকর বলা হয় আল্লাহ তা'আলার ভয় ও ভালোবাসা হৃদয়ে সদা-সর্বদা জাগ্রত রেখে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের ঐকান্তিক কামনায় মন ও মুখে একনিষ্ঠ চিন্তে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, চিন্তা-চেতনায় তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

৪৯৪. আল্লাহ তায়ালা বান্দার খুব নিকটেই রয়েছেন

(১) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

১. আমার বান্দারা যখন (হে নবী!) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- (তাদেরকে বলুন) নিশ্চয়ই আমি তাদের খুব নিকটে আছি। যারা আমাকে ডাকে (স্মরণ করে) আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই। কাজেই আমার নির্দেশ মেনে চলা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৮৬)

৪৯৫. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে

(১) وَإِذْ ذُكِّرُوا بِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

১. আর স্মরণ করতে থাক আপন পালনকর্তাকে মনে-মনে, ক্রন্দনরত ও ভীত-সম্বস্ত অবস্থায় এবং অনুচ্চ স্বরে সকাল-সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। (৭-সূরা আল-আ'রাফ : ২০৫)

৪৯৬. আল্লাহর যিকরে মুমিনের অন্তর ভীত হয়ে যায়

(১) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۝

১. যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। (৮-সূরা আনফাল : ৯)

৪৯৭. যখন আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে আসেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ۔

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের প্রভু আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আহ আমাকে ডাক আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আহ আমার কাছে চাও আমি দেব, কে আহো আমার কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী ৯ম খণ্ড: দু'আ পৃ: ৫৬১)

৪৯৮. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে

(১) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَعِنَّا عَذَابُ النَّارِ۔

১. নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সকল অবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (আর তারা বলে) পরওয়ারদেগার এসব ভূমি বিনা কারণে সৃষ্টি করো নি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে ভূমি দোষখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৯০-১৯১)

৪৯৯. সকাল-সন্ধ্যায় আত্মাহ্বয় বিকির করা

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّ

أَصِيلًا .

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আত্মাহ্বয়কে বেশি বেশি স্মরণ করো এবং সকাল বিকাল (সার্বক্ষণিক) আত্মাহ্বয় পবিত্রতা বর্ণনা করো। (৩৩-সূরা আহযাব : ৪০-৪১)

৫০০. -এর ফজিলত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حَطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশ'বার "সুবহানালাহি ওয়া বিহামদিহি" পড়ে তার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয় তা সমুদ্রের তামাম ফেনা পরিমাণ (গুনাহ) হলেও। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দোয়া পৃ: ৫৯৮)

৫০১. -এর ফজিলত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। আত্মাহ্বয় রাসূল ﷺ বলেন, দুটি বাক্য এমন আছে যা রহমান আত্মাহ্বয় নিকটে অতি প্রিয়। উচ্চারণে সহজ, মিজানের (পাণ্ডার) ভারী হবে। বাক্য দুটি হচ্ছে-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

আমি আল্লাহর তাসবীহ বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা স্তোত্র করছি।

নোট : এ হাদীসখানা বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদীস।

৫০২. আল্লাহকে স্মরণ না করার পরিণতি

(১) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى .

১. যে আমার স্মরণ (জিকর) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। (২০-সূরা ত্ব-হা : ১২৪)

(২) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ .

২. যে ব্যক্তি মেহেরবান দয়ালু আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেই। অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী-সাবী। (৪৩-সূরা যুখরুফ : ৩৬)

(৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদেরকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৩-সূরা মুনাফিকুন : ৯)

৫০৩. কুরআন তেলাওয়াত ও সালাত-আদায় অন্যতম যিকির

(১) أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ط إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِط وَكَذَكَرُ اللَّهُ أَكْبَرُط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

১. (হে নবী!) আপনি আপনার প্রতি ওহীকৃত কিতাব তিলাওয়াত করুন এবং সালাত কয়েম করুন। নিশ্চয় সালাত সকল প্রকার অশ্লীল এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর যিকর (সালাতই) সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কিছু করো। (২৯-সূরা আনকাবুত : ৪৫)

৫০৪. অন্তরে যখন মরিচা পড়ে

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنْ هَذِهِ الْقُلُوْبُ تَصَدُّ كَمَا يَصَدُّ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قَبْلَ يَأْ رَسُوْلُ اللهِ وَمَا جَلَاوَهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্তরে (ক্বলবে) মরিচা পড়ে, যেমন-পানির স্পর্শে লোহায় মরিচা পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা (কালিমা) কীভাবে দূর করা যায়? নবী ﷺ বললেন : মৃত্যুর কথা বেশি বেশি করে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত (অধ্যয়ন) করা- এ দুটো জিনিসই অন্তরের মরিচা দূর করে দেয়। (বায়হাকী-২০১৪,

৫০৫. ঈমানের সুস্পষ্ট নিদর্শন

মিশকাত-২০৬৪ হাদীসটি দুর্বল)

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ

اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ -

১. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করেন আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন। (সহীহ মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিক্বর দোয়া তাওবা ও ইসতিগফার পৃ: ১৯০)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

ﷺ فَسَأَلُوهُ اِنَّا نَجِدُ فِيْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِهٖ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ -

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নবী ﷺ এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কোনো কোনো সময় আমরা আমাদের অন্তরের মাঝে এমন কিছু অনুভব করি তা আমাদের কেউ মুখে উচ্চারণ করা ভয়ংকর গুনাহ মনে করে। তিনি উত্তরে বললেন, সত্যই তোমাদের তা হয়? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটা তো সুস্পষ্ট ঈমানের নিদর্শন। (সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৮৫)

৫০৬. আল্লাহকে স্মরণকারী ও গাফিলের মাঝে দৃষ্টান্ত

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى (ض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ

رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে, আর যে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত লোকের অনুরূপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্মরণ করে সে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না সে মৃত ব্যক্তির ন্যায়। (সহীহ বুখারী ১০ম খণ্ড দোয়া পৃ: ২৯)

৫০৭. যে আল্লাহর দিকে হেঁটে আসে আল্লাহ তার দিকে দ্রুত (হামাগুড়ি দিয়ে) আসেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ

عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلًا

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ জালালা শানুহ বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিকুর করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মজলিসে আমার যিকুর (স্মরণ) করে তাহলে আমি তাকে তাদের চাইতে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে অতি দ্রুত আসি। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিকুর দোয়া, তাওবা ও ইসতিগফার পৃ: ১৮৯)

৫০৮. গোপন যিকিরই উত্তম যিকির

(১) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي .

১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- উত্তম যিকির হলো ঐ যিকির, যা গোপনে করা হয়, আর উত্তম রিযিক হলো ঐ 'রিযিক', যা প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট হয়। (আবু আওয়ানা, ইবনে হিব্বান)

৪৪. তাওবা (التَّوْبَةُ)

৫০৯. তাওবা পরিচিতি

তাওবা (التَّوْبَةُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কোনো অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ হয়ে যাবার পর অনুতপ্ত হয়ে সেই কাজের জন্য আলাহ তা'য়ালার কাছে মাফ বা ক্ষমা চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভালো কাজে ফিরে আসাকেই তাওবা বলা হয়।

ওলামায়ে কিরামের মতে, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ আলাহ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোনো লোকের হক জড়িত না থাকে, তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত: তাওবাকারীকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সে তার কৃত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয়ত: তাকে পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে গুনাহের কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে, ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তাওবা করার উপরের তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে, যা বান্দার হকের সাথে জড়িত।

চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে : তাওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পদের হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তা ভাকে ফেরত দিতে হবে। কোনো অন্যায় দোষারোপ এবং অন্য কোনো বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

৫১০. আদম (আ)-এর তাওবা

(১) فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

১. অত:পর আদম তাঁর রবের কাছে কতগুলো (তওবা করার) কথা শিখে নিলেন এবং তাওবা করলেন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (২-সূরা বাক্বারা : ৩৭)

৫১১. নিজের উপর জুলুম করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন

(১) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

১. অত:পর যে নিজের অত্যাচারের পর তাওবা করে এবং সংশোধন হয়, তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (৫-সূরা মায়িদা : ৩৯)

(২) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَكَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهم وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا ط وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ .

২. (পরহেজগার ব্যক্তির) কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়লে বা নিজের উপর জুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্যে হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না। তাদের জন্য প্রতিদান হলো তাদের ক্ষমা ও জান্নাত, এমন জান্নাত যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঝর্ণাধারা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। যারা আমল করে তাদের জন্যে (এটা) কতই না চমৎকার প্রতিদান। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫-১৩৬)

(৩) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

৩. যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তাওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী করুণাময়। (৭-সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৩)

(৪) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ -

৪. তিনি (আল্লাহ) তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমরা যা করো সে বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন। (৪২-সূরা আশ্-শূরা : ২৫)

৫১২. আল্লাহ ক্ষমার হাত প্রসারিত করেন দিনে রাতের গুনাগারের জন্য আর রাতে প্রসারিত করেন দিনের গুনাগারের জন্য

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ الْأَشْعَرِيِّ (رض) عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ
لِيَتُوبَ مَسِيئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيئُ اللَّيْلِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

১. আবু মুসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশ'আরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (কিয়ামত) না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন। যাতে দিনের গুনাগার তাওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাগার তাওবা করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: তাওবা পৃ: ২৫০)

৫১৩. কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (কিয়ামতের পূর্বে) তাওবা করবে তার তাওবা আদ্বা তায়ালা কবুল করেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: যিকর দোয়া ও ইসতিগফার পৃ: ২০৭)

(২) عَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الثَّرْوَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ الثَّرْوَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

২. মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি তাওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবার দরজা বন্ধ হবে না।
(আবু দাউদ-২৪৭৯ সহীহ)

৫১৪. মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفْرَغْ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ বলেছেন: মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী হাদীস-৩৫৩৭, ইবনে মাজাহ-৪২৫৩ সহীহ)

৫১৫. বনি আদমের উদর মাটি ছাড়া পূর্ণ হবে না

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَوَّأَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَهَبٍ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَكَنَّ يَمَلَأُهَا إِلَّا التُّرَابُ وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো মানুষের এক উপত্যকা ভরা সোনা থাকে, তবে তার জন্যে দুটি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫১৬. ক্ষমা চাওয়া ও পাওয়ার বিশেষ সময়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাতেই দুনিয়ার (অর্থাৎ প্রথম) আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, আছে কি কেউ আমার কাছে দোয়া করার? আমি তার দোয়া কবুল করবো। আছে কি কেউ আমার কাছে ফরিয়াদ করার? আমি তাকে তা দান করব। আছে কি কেউ আমার কাছে মাফ চাওয়ার? আমি তাকে মাফ করব। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: দোয়া, পৃ :-৫৬২)

৫১৭. শুনাহ করে তাওবা করলে আল্লাহ শুনাহের পরিবর্তে সাওয়াব দেন

(১) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا .

১. যারা তাওবা করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের শুনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে ও ভালো কাজ করে, সে প্রকৃত ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (২৫-সূরা আল-ফুরকান : ৭০-৭১)

৫১৮. শুনাহের পর তাওবা না করলে শাস্তি জাহান্নাম

(১) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ .

১. যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (৮৫-সূরা আল-বুরূজ : ১০)

৫১৯. তাওবা করতে হবে একনিষ্ঠভাবে

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ط عَسَىٰ
رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنَّا وَآغْفِرْ لَنَا ج إِنَّكَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে খাঁটি তাওবা করো। (আন্তরিক তাওবা)। আশা করা যায়, তোমাদের পরোয়ারদিগার তোমাদের খারাপ আমলগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সে দিন আল্লাহ তা'আলা নবী এবং মু'মিন সঙ্গীদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৬৬-সূরা আত-তাহরীম : ৮)

৫২০. গুনাহ করার সাথে সাথেই তাওবা হবে

(১) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا .

১. আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা যারা অজ্ঞানবশত খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তাওবা করে। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ তো মহাজ্ঞানী ও হেকমত ওয়ালা। (৪-সূরা আন নিসা : ১৭)

(২) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا -

২. অতঃপর তারা কি আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসবে না এবং তাদের গোনাহসমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (৫-সূরা মায়িদা : ৭৪)

৫২১. রাসূল ﷺ দিনে সত্তর বারেরও বেশি তাওবা করতেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَاللَّهِ

أَنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি একদিনে সত্তর বারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট স্তন্যাহ মাফ চাই। (সহীহ বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: দু'আ, পৃ: ৫৫৩)

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةً -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: যিক্র, দোয়া, তাওবা ও ইসতিগফার, পৃ: ২০৬)

৫২০. তাওবা করলে আল্লাহ চরম খুশি হন

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَفْرَحُ

بِتُوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَيَّ بَعِيرُهُ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ -

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দাহ স্তন্যাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তখন আল্লাহ সে ব্যক্তির তাওবার দরুণ ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোনো ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

(এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশি হবে তা অনুমান করো সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তওবা করলে আল্লাহ খুশি হবেন। বরং আল্লাহর খুশি বান্দার খুশির মোকাবিলার আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস।)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَشَدُّ

فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ لِضَائِنِهِ إِذَا وَجَدَهَا .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোনো ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার পর যে পরিমাণ খুশি হয়, তোমাদের তাওবার পর আল্লাহ তায়ালা এর চেয়েও অধিক খুশি হন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: তাওবা, পৃ: নং-২৩৭)

৪৫. গর্ব-অহংকার (الْفَخْرُ)

৫২৩. গর্ব-অহংকার পরিচয়

গর্ব বা অহংকার একটি মস্তবড় অসৎ গুণ। সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেহই অহংকার করতে পারে না। গর্ব বা অহংকার পতনের মূল। সমস্ত সংগণাবলির মূলোৎপাটনকারী হচ্ছে অহংকার। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্লজ্জ মিথ্যা। গর্ব বা অহংকার করার এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। অহংকার আল্লাহর ভূষণ। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান কখনো গর্ব করতে পারে না। তাকে দেয়া সম্পদ ও সম্মান আল্লাহ যে কোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই অহংকার করা কোনো মানুষের উচিত নয়।

কেউ অহংকার করে তার অনেক সম্পত্তি আছে এজন্য, কেউ অহংকার করে তার ভাল চাকুরীর জন্য আর কেউ অহংকার করে তার সন্দুর ও লাভগ্যময় চেহারার জন্য। এগুলো সবই আল্লাহর দান। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা দরকার

৫২৪. আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না

(১) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

১. নিশ্চয় আল্লাহ দাষ্টিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেন না। (৪-সূরা নিসা : ৩৬)

(২) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ط إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لَكَيْلًا تَأْسُوا عَلَى مَفَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .

২. পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ-মুসিবত আসে না; কিন্তু তা পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হতো যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে গর্ববোধ না করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (৫৭-সূরা আল হাদীদ : ২২-২৩)

(৩) وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .

৩. (লোকমান! তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বললেন) অহংকার বসে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোনো দাঙ্কি অহংকারীকে ভালোবাসেন না। (৩১-সূরা লোকমান : ১৮)

(৪) الْعُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ . فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّكْرَهُ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ . لَاجِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ . إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ .

৪. তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালোবাসেন না যারা আঙ্গ-অহংকারে নিমজ্জিত। (১৬-সূরা নহল : ২২-২৩)

৫২৫. অহংকারীর আবাসস্থল জাহান্নাম

(১) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا ط فَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَمُتَكَبِرِينَ .

১. (কাফেরদেরকে বলা হবে) তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ করো। আর এখানেই চিরকাল বসবাস করো। জেনে রাখ, অহংকারীদের আবাসস্থল খুবই নিকট। (১৬-সূরা নহল : ২৯)

৫২৬. অহংকার জাতির জন্য ধ্বংস

(১) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الرَّثِيمِينَ .

১. আমি অনেক জনপদ (গ্রাম-গঞ্জ) ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন-যাপনে ও সহায়-সম্পত্তি নিয়ে গর্ববোধ করত। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি। তাদের পরে এগুলোতে সামান্যই মানুষ বসবাস করেছে। মূলত : সেগুলোর মালিক আমিই। (২৮-সূরা আল-কাসাস : ৫৮)

৫২৭. অহংকারী ব্যক্তি বা জাতি উন্মাদ তুল্য

(১) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ . إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا إِلَهِنَا لَشَاعِرٍ مُّجْتَوِّنٍ

১. আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই ব্যবহার করে থাকি, তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব? (৩৭-সূরা আস সাফফাত : ৩৪-৩৬)

৫২৮. অহংকারী জান্নাতে যেতে পারবে না

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, কেউ যদি তার লেবাস, পোশাক ও জুতো

উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটা কি অহংকার) রাসূল ﷺ জওয়াব দিলেন, অবশ্যই আত্মাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো আত্মাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৫২)

(২) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّازُ وَلَا الْجَعْفَرِيُّ.

২. হারেছ ইবনে ওহাব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ-৪৮০১, মিশকাত-৫০৮০ সহীহ)

৫২৯. টাখনু গিরার নিচে জামা পরিধান করা অহংকারের শামিল

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزَارَةُ الْمُزْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَنِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নিচে এবং গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোনো দোষ নেই। আর যদি গিরার নিচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ। একথা রাসূল ﷺ তিন বার বললেন, যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আত্মাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, যে অহংকারপূর্বক ভূমি স্পর্শকারী পোশাক পরিধান করে। (আবু দাউদ-৪০৯৩ এবং ৪০৯৪)

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُلُّ مَا شِئْتَ وَابْسَسَ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ إِثْنَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ.

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (সহীহ বুখারী)

(৫) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ اتَّعَا هَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلًا.

৫. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দিবেন না)। আবু বকর সিদ্দীক (রা) আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় টিলা হয়ে পায়ের গিরার নিচে চলে যায় যদি না আমি তা ভালোভাবে বেধে রাখি; এক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা অহংকারবশত এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (আবু দাউদ হাদীস-৪০৮৫ সহীহ)

৫৩০. যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে সেও জান্নাতে যাবে না

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءٍ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার আছে। (তবে ঈমান অনুযায়ী আমল না করলে প্রথমে তার অপরাধের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।) আর এমন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে। (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান, পৃ: ১৫২)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান, পৃ: ৩)

৫৩১. অহংকার একমাত্র আল্লাহর চাদর

(১) عَنْ هُنَّادٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَزَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

১. হান্নাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গীস্বরূপ। তাই যে ব্যক্তি এ দু'টি জিনিসে আমার শরীক হতে চায়। আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো। (আবু দাউদ হাদীস-৪০৯০ হাদীসটি সহীহ)

৪৬. গীবত (الْغَيْبَةُ)

৫৩২. গীবত পরিচয়

মানুষের বদ অভ্যাসের একটি হচ্ছে গীবত। (غَيْبَةٌ) আরবি শব্দ। শাস্তিক অর্থ হচ্ছে পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা। অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। কারো অনুপস্থিতিতে তার এমন কোনো দোষ অন্যের কাছে বলা যা সে অপছন্দ করে কিংবা পরে স্তনলে সে মনে কষ্ট পাবে তাই গীবত। গীবত একটি মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ। এটি রীতিমত একটি সামাজিক ব্যাধি। যা মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ হারাম করেছেন।

৫৩৩. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার তুল্য

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

১. হে মু'মিনগণ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা শুনাহ এবং গোপনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারও পিছনে গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? অথচ তোমরা তা ঘৃণাই করো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (৪৯-সূরা আল-হজরাত : ১২)

৫৩৪. আল্লাহ তাআলা অপছন্দনীয় কথাকে অপছন্দ করেন

(১) لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ - وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.

১. আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালোবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। জেনে রেখ, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (৪-সূরা নিসা : ১৪৮)

৫৩৫. যাকে গীবত বলা হয়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ قَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তার রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন গীবত হলো তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল ﷺ জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান (জঘন্য মিথ্যাচার)। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অ: সন্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ১১৫)

৫৩৬. গীবত যিনার চেয়েও মারাত্মক

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّيْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّيْنِ؟ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ حَتَّى يُغْفَرَهَا لَهُ صَاحِبَةٌ .

১. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? রাসূল ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি যেনা করার পর তওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে তাহলে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী-৬৩১৫, মিশকাত হাদীস-৪৬৫৯ হাদীসটি দুর্বল)

৫৩৭. গীবতের কাফফারা

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْنَا وَكَ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৬৬০ হাদীসটি দুর্বল)

৫৩৮. গীবত করলে নেক আমল মুছে যায়

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الرَّجُلُ لَيُؤْتِي كِتَابَهُ مَنشُورًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ فَايْنَ حَسَنَاتُ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِيَّ صَحِيفَتِي فَيَقُولُ مُحِيتٌ بِإِغْتِيَابِكَ النَّاسِ .

১. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বিচারের দিন) লোকদের কাছে তার আমলনামা তুলে ধরা হবে। তখন সে বলবে:

হে আমার রব! দুনিয়ার জীবনে আমি এই এই কাজ করেছিলাম কিন্তু আমার আমলনামায় তা দেখছি না। উত্তরে আল্লাহ বলবেন : লোকের গীবত করার কারণে তা তোমার আমলনামা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। (ভারগীব ও ভারহীব)

৫৩৯. গীবতের কারণে কবরে বিশেষ আযাব

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ
 إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كِبِيرٍ نُمُّ قَالَ بَلَىٰ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
 يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ نُمُّ ثُمَّ أَخَذَ
 عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ عَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ نُمُّ قَالَ
 لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এমন কোনো বড় গুনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ তাদের দু'জনের মধ্যে একজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত এবং অন্য জন পেশাব থেকে সাবধান থাকত না। বর্ণনাকারী বলেন : এরপর তিনি [নবী ﷺ] গাছের তাজা ডাল ভেঙ্গে দু'টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন : হয়তো এ দুটি (ডাল) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উত্তরের আযাব হালকা করা হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার ব্যবহার, পৃ: ৪২৫)

৫৪০. গীবতকারীকে রাসূল ﷺ জাহান্নামে দেখেছেন

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي
 مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارُ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ
 مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَيْلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لِحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ
 فِي أَعْرَاضِهِمْ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন আমার প্রভু আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের

নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিল পিতলের নখের মতো যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইচ্ছত নিয়ে ছিন্মিনি খেলত।

(আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৮ সহীহ)

৫৪১. গীবত বড় শুনাহ

(১) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ مِنْ أَرَسِي الرِّبَا الْأَسْتَطَالَةَ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ -

১. সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : না হকভাবে কোনো মুসলমাননের ইচ্ছত নষ্ট করা হলো সবচাইতে বড় আধিক্যতা, (বড় শুনাহ)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৬, মিশকাত হাদীস-৫০৪৫ সহীহ)

৫৪২. কারো দোষ-ক্রটি গোপন রাখা ইমানের দাবি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَرُّ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো বান্দা যদি অপর কারোর দোষ-ক্রটি দুনিয়াতে গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ক্রটি কিয়ামত দিবসে গোপন রাখবেন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সন্যবহার, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: নং-১১৫)

৪৭. চোগলখোরী (النَّمِيمَةُ)

৫৪৩. চোগলখোরীর পরিচয়

চোগলখোর বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে একজনের কথা অপরজনের কাছে বলে বেড়ায়। আর তার এই বলার কারণে উক্ত দুই ব্যক্তির সাথে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফলে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে যায়। সমাজে বেশিরভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চোগলখোরীর কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই সমাজে চোগলখোরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

কুরআন হাদিসে এ ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হয়েছে, যা নিম্নরূপ-

৫৪৪. চোগলখোরদের স্থান জাহান্নাম

(১) هَمَّازٌ مَّشَاءٌ بِنَبِيٍّ -

১. যারা লোকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করে এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়। (৬৮-সূরা কালাম : ১১)

(২) وَيَلِكُ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةٌ -

২. সেই সব লোকদের জন্যে ধ্বংস যারা অপরের দোষত্রুটি সামনা-সামনি (চোগলখোর) এবং পিছনে (গীবত) চর্চা করে বেড়ায়। (১০৪-সূরা হুমাযাহ্ : ১)

৫৪৫. চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না

(১) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ -

১. হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ (رض) قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَنَاتٌ -

২. হাম্মাম ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের কাছে বসল। হুযাইফা (রা)-কে বলা হলো এ ব্যক্তি মানুষের কিছু কথাবার্তা বাদশাহ্ বা আমীরের নিকট পৌছায়। হুযাইফা (রা) ঐ ব্যক্তিকে শুনানোর উদ্দেশ্যে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম ৯ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৬৩)

৫৪৬. চোগলখুরী করতে নিষেধ

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّمِيمَةِ

وَنَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ وَعَنِ الْإِسْتِمَاعِ الْغَيْبَةِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ চোগলখুরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (সহীহ বুখারী)

৫৪৭. চোগলখুরী বড় গুনাহ

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ

إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَىٰ إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبِرِي مِنْ بَوْلِهِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি বললেন, এই কবরের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের আযাব এমন কোনো বড় অপরাধের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখুরী করে বেড়াত এবং অন্য জন পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকত না। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার ব্যবহার, পৃ: নং-৪২৬)

৫৪৮. চোগলখুরী কী?

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَلَا

أَنْبِئُكُمْ مَا الْعِضَةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না “আযহ” কী? তা হলো চোগলখুরী। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা ছড়ানো। (মুসলিম ৭ম খণ্ড: অ: সদ্যবহার, প: ১২৭)

৪৮. মিথ্যাচার (الْكَذِبُ)

৫৪৯. মিথ্যাচার পরিচিতি

كَذِبٌ অর্থ মিথ্যা প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কিংবা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করাকে মিথ্যা বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। মিথ্যা কেবল ইসলামেই জঘন্য পাপ নয় বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম ও নীতিতেই মিথ্যা ভয়াবহ এবং জঘন্যতম অপরাধ বলে ঘৃণিত। এটি সমস্ত পাপের মূল হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। মিথ্যাবাদী সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়। কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। সকল মানুষের ঘৃণা ও ষিঙ্কার নিয়ে তাঁকে বাঁচতে হয়।

৫৫০. সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ না করা

(১) وَلَا تَلِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ .

১. আর তোমরা মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলো না এবং জেনে বুঝে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করো না। (২-সূরা আল বাক্বারা: ৪২)

৫৫১. মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত

(১) فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ .

১. (হে নবী!) আপনার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাবার পর যদি এই [হিসা (আ)-এর] কাহিনী সম্পর্কে আপনার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলুন : এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ৬১)

৫৫২. সত্য গোপন করা অথবা অপবাদ আরোপ করা মিথ্যার তুল্য

(১) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا .

১. যে ব্যক্তি নিজে কোনো ভুল কিংবা গুনাহ করে অতঃপর কোনো নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ। (৪-সূরা আন-নিসা : ১১২)

৫৫৩. মিথ্যা নির্মূল হবেই

(১) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

১. হে নবী! আপনি বলুন, সত্য এসেছে মিথ্যা নির্মূল হয়ে গেছে। মিথ্যার পরাজয় অবশ্যজারী। (১৭-সূরা বনি ইসরাইল : ৮১)

৫৫৪. আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে বড় জুলুম

(৫) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

৫. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহ্বাত হয়েও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তাঁর চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে? (জেনে রেখো) আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (৬১-সূরা আছ-ছফ : ৭)

৫৫৫. কাউকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলাও জঘন্য অপরাধ

(১) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ .

১. বাহয ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধ্বংস ও বিফলতা সেই ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার রয়েছে অকল্যাণ। (জামে তিরমিযী হাদীস-২৩১৫, আবু দাউদ-৪৯৯০ হাদীস হাসান)

৫৫৬. সন্তানদের সাথেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِي حَيْدٍ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَنْجِزَهُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কৌতুক ছলেও মিথ্যা বলা এবং গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোনো ওয়াদা করবে না যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

৫৫৭. সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো মিথ্যা বলা

(১) عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ .

১. সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হায়রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ হাদীস-৪৯৭১ সহীহ)

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْرَى الْفَرِيءُ أَنْ يَرِيَّ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرِيَّا .

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দুটো চোখ দেখেনি। (সহীহ বুখারী)

৫৫৮. ছোট জিনিস হলেও মিথ্যা ছাড়তে হবে

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِمِصْبِيهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ شَيْئًا يَسْبِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكِ .

১. আবু উমামা ইয়াস ইবনে সা'লাবা আল হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল, আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয়? তিনি উত্তরে বললেন : সেটা পিল গাছের ছোট শাখা হলেও। (মুসলিম)

৫৫৯. সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ عَلَيْكُمْ
بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ
وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই সত্যকথা বলবে। কেননা সত্য অবশ্যই পুণ্যের (নেকীর) দিকে পরিচালিত করে, নিশ্চয় পুণ্য (নেকী) জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ যখন সত্যকথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন সে (ধীরে ধীরে) আল্লাহর কাছে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা কথা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা কথা বা কাজ অবশ্যই অপকর্ম ও পাপাচারের দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চয়ই অপকর্ম ও পাপাচার জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। আর যখন কোনো মানুষ সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অবেশ্যে থাকে তখন সে মহান আল্লাহর নিকট একজন ডাহা মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৬০. সবচেয়ে নিকট ব্যক্তি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُ مِنْ شَرِّ
النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِيَهُ هُؤْلَاءُ بِوَجْهِهِ
وَهُؤْلَاءُ بِوَجْهِهِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে নিকট পাবে, যে দুমুখো। সে এদের সামনে এক রূপ নিয়ে আসত, আর ওদের কাছে অন্য রূপে ধরা দিত। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৪২৮)

৪৯. সুদ ও ঘুষ (الرِّبَا وَالرِّشْوَةُ)

৫৬১. সুদ ও ঘুষ-এর পরিচয়

সুদ প্রথা-টাকা দিয়ে উপার্জন করা, ইসলামী সমাজে এটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ, যা শোষণের কৌশল। ইসলামে এই অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। কারণ এটিই ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজকে নিঃস্ব করে দেয়। সুদ লক্ষ লক্ষ হাতের সম্পদকে এক হাতে পুঞ্জীভূত করার এক মারাত্মক কৌশল। আরবিতে বলা হয় الرِّبَا আর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Interest। ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি, সমাজের ক্ষমতাহীন মানুষেরা তার হৃত অধিকার কিংবা অন্যের অধিকারকে ক্রয়ত্ব করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে যে অর্থ কিংবা পণ্যসামগ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করে থাকে তাই ঘুষ কিংবা উৎকোচ নামে পরিচিত। যার ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে Bribe, আরবিতে বলা হয় الرِّشْوَةُ।

৫৬২. বিচারকে উৎকোচ দিতে নিষেধ

(১) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

১. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিয়ো না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৮৮)

৫৬৩. যারা সুদ খায় তারা শয়তান কর্তৃক উম্মাদ তুল্যা

(১) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِيِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَاتْتَمَّتْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔

১. যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারাই জাহান্নামী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৭৫)

৫৬৪. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এর দানকে বৃদ্ধি করেন

(১) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ -

১. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৭৬)

৫৬৫. চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -

১. হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। আর সেই আগুনকে ভয় করো যা অস্বীকারকারীদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (৩-সূরা আল ইমরান : ১৩০-১৩১)

৫৬৬. সুদ খাওয়ার পরিণতি

(১) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُمْ عَنَّا وَآكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَثَابِ طِيلٍ

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -

১. তারা (ইহুদীরা) যে সুদ গ্রহণ করত অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং নিষেধ করা হয়েছিল তারা যে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে। (কিন্তু অস্বীকারকারী বিরত হয়নি,) ফলে অস্বীকারকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি। (৪-সূরা আল নিসা : ১৬১)

(২) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِّيُرِيَوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيَوْا عِنْدَ

اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

২. লোকদের অর্ধের সাথে शामिल হয়ে বৃদ্ধি পাবে এই জন্য তোমরা সুদ দাও, অথচ উহা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহর সম্মুখি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত তাই বৃদ্ধি পায়, আর তারাই সফলকাম। (৩০-সূরা রুম : ৩৯)

৫৬৭. কোন কাজের সুপারিশ করে বিনিময় নিলে তা সুদভুল্য

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدِي لَهُ هَدِيَّةً عَابَهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِّنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ .

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করল আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করল, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজা সমূহের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ হাদীস-৩৫৪১, মিশকাত-৩৭৫৭ সহীহ)

৫৬৮. সুদ খাওয়া ছেড়ে দাও নয়তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ কর

(১) بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা (সুদের বকেয়া) ছেড়ে না দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করবে না। তাহলে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২-সূরা আল বাক্বার : ২৭৮-২৭৯)

৫৬৯. সুদদাতা ও গ্রহীতা সবার প্রতি লা'নাত

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নিকচয় আল্লাহর রাসূল ﷺ সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবাবের স্বাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লেখক (এই চার শ্রেণীর লোককে) অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন এরা সমান। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী ও মুসলিম)

৫৭০. জেনা-ব্যভিচার ও সুদ-ঘুষ সমাজের অবক্ষয়ের কারণ

(১) عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (رض) يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرَّعْبِ.

১. আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে সমাজে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমদ)

৫৭১. ঋণের পরিবর্তে হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করা সুদ তুল্য

(১) عَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ.

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে ঋণ লেন-দেনের ধারা চলে আসে, তবে তা ভিন্ন কথা।

৫৭২. সুদের সবচেয়ে ছোট ওনাহ মায়ের সাথে যেনা করা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلرِّبَا سَبْعُونَ جَوْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আন্বাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, সুদের মধ্যে সত্তরটি পাপ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ হচ্ছে নিজের মাকে বিবাহ করার মতো। (ইবনে মাজাহ-২২৭৪)

৫৭৩. সুদখোরের উপর রাসূলের লানত

(২) عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ (رضى) قَالَ رَأَيْتُ أَبِي إِشْتَرَى حَبَامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكَسَّرَتْ فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَتَمَنِ الثَّكَلَتِ وَكَسَبِ الأَمَةِ وَلَعْنِ الرَّاشِمَةِ وَالأَمْسْتَوْ شِمَةَ وَأَكَلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَلَعْنِ الأَمُصُورِ .

১. আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে তিনি একটি শিংগা লাগানে ওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিংগা লাগানোর যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দিলে ভেঙ্গে ফেলা হলো। আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উলকি অংকনকারী ও উলকি গ্রহণকারী সুদখোর ও সুদ দাতার উপর এবং জীবের ছবি অংকনকারীর উপর লানত করেছেন। (বুখারী ৪র্থ খণ্ড অ: ক্রয় বিক্রয় পৃ: ৯৩)

৫৭৪. সরকারী কর্মকর্তার ঘুষ নেওয়া হারাম

(১) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رضى) قَالَ إِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدَى لِي فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَمِدَ اللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي إِسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِّنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِّمَّا وَلَانِي اللهُ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ

هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ
بَيْتِ أُمِّهِ فَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ
شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ
بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ أَوْ بَقْرًا لَهُ خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبَعْرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ
حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ ابْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَلَّهُمْ هَلْ بَلَّغْتُ.

১. আবু হুমায়দ সায়েদী (রা) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ইবনে লুতবিয়া নামক আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত উসূলের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। যখন সে যাকাত নিয়ে (মদীনায) ফিরল, বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। ইহা শুনে নবী করীম ﷺ ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান করলেন অতঃপর বললেন : ব্যাপার এই যে, আমি তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের কোন একটির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ আমার প্রতি সোপর্দ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, ইহা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত এবং ইহা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে কেন তার বাপ বা মায়ের ঘরে বসে দেখল না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা? খোদার কসম, সে ব্যক্তি উহার কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাজির হবে। যদি তা উট হয়, উটের ন্যায় চি চি রব করবে। যদি গরু হয়, হাষা হাষা করবে, আর যদি ছাগল বা ভেড়া হয়, তাদের ন্যায় ম্যা ম্যা করবে। অতঃপর রাসূল (খুব দীর্ঘ করে) আপন হস্তঘয় উঠালেন যাতে আমরা তাঁর উভয় বগলের গুঁড়তা পর্যন্ত দেখলাম এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিলাম, হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয় পৌঁছে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

নোট : সে কেন তার বাপ মায়ের ঘরে বসে দেখে না যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কিনা।" রাসূলের এ কথায় প্রমাণ রয়েছে যে, যে বস্তুকে হারামের উসীলা বানান হয়, তাও হারাম। আর যে আকদ কয়েকটি আকদের মধ্যে থাকে, দেখতে হবে, তার পৃথক থাকার সময় ঐ হুকুমই থাকে কিনা যা উহার এক এ হওয়ার সময় রয়েছে। -শরহে সুন্নাহ

ব্যাখ্যা : এ হতে বুঝা গেল যে, সরকারী কর্মীদের পক্ষে সরকারী কার্য উপলক্ষে কোনরূপ হাদিয়া তুহফা বা উপহার উপটৌকন গ্রহণ করা জায়েয নহে। খলীফা ওমর (রা) বাহরাইনের কর্মচারী আবু হুরায়রার প্রাপ্ত উপহার বায়তুল মালে দাখিল করে দিয়েছিলেন এ কারণেই। রাসূলের নিষেধ আবুদ হুরায়রার জানা ছিল না, তাই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

৫৭৫. সরকারী মাল আত্মসাৎকারীর করুণ পরিণতি

(১) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ
 كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১. আদী ইবনে আমীরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোন কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে আমাদের নিকট হতে একটি সূঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে, উহা নিশ্চয় আমানতে খেয়ানত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। (মুসলিম)

৫০. কৃপণতা (الْبَخْلُ)

৬৭৬. কৃপণতার পরিচয়

প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করার নামই কৃপণতা। আরবিতে কৃপণ ব্যক্তিকে বখিল (بَخِيلٌ) বলে। কৃপণতা মানুষের জন্য কখনো কল্যাণকর নয় বরং তা অনিষ্টই বয়ে আনে। তাই ইসলাম কৃপণতাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

৫৭৭. কৃপণতা করে অর্জিত সম্পদই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ

(১) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১. আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে, তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (৩-সূরা ইমরান : ১৮০)

৫৭৮. যারা কৃপণতা করে তারা পরমুখাপেক্ষী

(১) هَآنَتُمْ هَآؤَلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ . وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ .

১. স্তন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো ঐশ্বৰ্যের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। (৪৭-সূরা মুহাম্মদ : ৩৮)

৫৭৯. আল্লাহ তায়ালা কৃপণ ব্যক্তি থেকে মুক্ত

(১) الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ - وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ .

১. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৫৭-সূরা হাদীদ : ২৪)

(২) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى .

২. আর যে কৃপণতা অবলম্বন করল এবং আল্লাহ বিমুখ হলো এবং কল্যাণ অস্বীকার করল, তার জন্যে আমি কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৯২-সূরা লাইল : ৮-১০)

৫৮০. কৃপণতা ও বদ স্বভাব মুমিনের স্বভাব নয়

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَصَلْتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مَوْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : দু'টি স্বভাব মু'মিন লোকদের সাথে একত্রিত হতে পারে না। কৃপণতা ও বদ স্বভাব। (তিরমিযী হাদীস-১৯৬২ হাদীসটি দুর্বল)

৫৮১. কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না

(১) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خُبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ .

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও দান করে খোঁটা দেয়া ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী হাদীস-১৯৬৩ হাদীসটি দুর্বল)

৫১. অপচয় ও অপব্যয় (الْتَبْذِيرُ وَالْإِسْرَافُ)

৫৮২. অপচয় ও অপব্যয় পরিচয়

ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমনিভাবে দূষণীয় অনুরূপভাবে অপব্যয় এবং অপচয় দূষণীয়। আরবিতে অপচয়কে বলে ইসরাফ **إِسْرَافٌ** আর অপব্যয়কে বলে তাবযীর **تَبْذِيرٌ** শরীয়তের পরিভাষায় বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইসরাফ ব অপচয় বলে। আর অবৈধ কাজে ব্যয় করাকে তাবযীর বা অপব্যয় বলে। ইসলামে এই দু'টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৫৮৩. অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই

(১) **وَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ**
إِنَّمَا الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا -

১. আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (১৭-সূরা বনি ইসরাঈল : ২৬-২৭)

৫৮৪. যারা কৃপণতা করে না তারা মধ্যমপন্থী

(১) **وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا -**

১. এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। (২৫-সূরা ফুরকান : ৬৭)

৫৮৫. অপচয় করা অপছন্দনীয় কাজ

(১) **يُنَبِّئُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا**
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ -

১. হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (৭-সূরা আ'রাফ : ৩১)

৫৮৬. প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস অপচয়ের শামিল

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِأَمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ -

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে, অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানদের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ فَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرْفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضْءِ سَرْفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ -

২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী ﷺ সা'দ (রা)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন গুয়ু করছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রা) বললেন, গুয়ুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত-৩৯৩ হাদীস সহীহ)

৫২. মদ, জুয়া ও লটারীর কুফল

(سَوْءُ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ)

৫৮৭. মদ, জুয়া ও লটারী কি

মদ, জুয়া, লটারী, সামাজিক অনাচার এবং মারাত্মক অপরাধ। মানুষকে অনিয়ম ও অনৈতিক কাজ করার জন্যে যে সমস্ত জিনিস উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করে, সমাজকে করে ক্ষত-বিক্ষত, যুব সমাজ হয় বিপথগামী, তারই অপর নাম মদ-জুয়া ও লটারী। এই তিনটি জিনিসকে আল-কুরআনে অশ্রীল ও শয়তানের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৮৮. মদ জুয়া ও লটারী নিষেধ

(১) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا -

১. (হে রাসূল ﷺ!) মানুষ আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, উভয়ের মধ্যেই রয়েছে মহাপাপ। যদিও তাতে মানুষের জন্যে কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে কিন্তু তাতে উপকারের চাইতে পাপের মাত্রাই বেশি। (২-সূরা বাক্বারা : ২১৯)

৫৮৯. মদ, জুয়া ও লটারী শয়তানের কাজ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ -

১. হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও লটারী এ সব শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (৫-সূরা মায়িদা : ৯০)

৫৯০. মদ জুয়ার প্রতি শয়তান আহ্বান জানায়

(১) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُرَاقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ - فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ -

১. শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও সালাত হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (৫-সূরা মায়িদা : ৯১)

৫৯১. দুনিয়াতে মদ পানকারী আখেরাতের সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ
شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرْمَهَا فِي الْآخِرَةِ -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করল, অতঃপর তা থেকে তওবা করল না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (নাসায়ী-৫৬৭১, ইবনে মাজাহ-৩৩৭৩)

৫৯২. মদের আধিক্য পাওয়া কেয়ামতের আলামত

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي) قَالَ أَلَا أَعِدُّكَ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ مِنْهُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَفْشُرَ الزِّنَا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ .

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি এবং আমার পরে কেউ তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেনি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম হচ্ছে ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, যিনা বিস্তৃত হবে, মদ্যপান প্রচলিত হবে, পুরুষ (এর সংখ্যা) হ্রাস পাবে, নারীরা অবশিষ্ট থাকবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর জন্য একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। (মুসলিম ৭ম অ: ইলম পৃ: ১৮০)

৫৯৩. মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ ব্যক্তির উপর লা'নত

(১) عَنْ أَنَسِ (رضي) قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِيَّ لَهَا .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদের সাথে সম্পর্কিত দশ শ্রেণীর লোকদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন, তারা হলো : ১. মদ প্রস্তুতকারী, ২. মদ প্রস্তুতের পরামর্শদাতা, ৩. মদ পানকারী, ৪. মদ বহনকারী, ৫. যার নিকট মদ বহন করা হয়, ৬. মদ পরিবেশনকারী, ৭. মদ বিক্রেতা, ৮. মদের মূল্য গ্রহণকারী, ৯. মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী, ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

(ইবনে মাজাহ-৩৩৮১, তিরমিযী-১২৯৫)

৫৩. মুনাফিকের চরিত্র (خُلُقُ الْمُنَافِقِ)

৫৯৪. মুনাফিকের পরিচয়

‘মুনাফিক’ শব্দটি ‘নিফাক’ শব্দ থেকে উৎকলিত। نَفَقَةٌ শব্দের অর্থ সুড়ঙ্গ বা মাটির মধ্যে গর্ত করা। মুনাফিক বলতে বুঝায় বন্য ইঁদুর এমন গর্তে প্রবেশ করেছে, যার রয়েছে একটি প্রবেশ পথ ও একটি বহির্গমন পথ। নিফাক অর্থ

কপটতা অর্থাৎ মুখে এক কথা বলা এবং অন্তরে ভিন্নমত পোষণ করা। যারা এরূপ করে তাদেরকে কপট বা মুনাফিক বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুনাফিক ঐ সব লোককে বলা হয় যারা মুখে মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু অন্তরে যোর অবিশ্বাস পোষণ করে। মুনাফিকের এই সব চরিত্র লেবাসধারী মুসলমানের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে। তখন কাকের বেঈমানের চেয়ে ঐ মুনাফিক মুসলমানের জন্যে বেশি ভয়ংকর।

৫৯৫. মুনাফিকদের আচরণ

১. **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ لَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ -**

১. যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি', আর যখন তারা নিভূতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। (২-আল বাক্বারা : ১৪)

৫৯৬. মুনাফিকরা একে অপরের অংশ বিশেষ

(১) **الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيْبُهُمُ الْإِنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ -**

১. মুনাফিক নর-নারীর গতিবিধি এক রকম; তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে বাধা দেয় এবং কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, কাজেই আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই নাফরমান। (৯-সূরা তাওবাহ : ৬৭)

৫৯৭. মুনাফিকরা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করতে চায় না

(১) **فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي**

الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا
وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

১. (তাবুকের যুদ্ধে) যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করল। আর তাদের মাল ও জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অপছন্দ করল এবং তারা বলল, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত প্রখর। যদি তারা বুঝত! অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। (৯-সূরা তাওবাহ : ৮১-৮২)

৫৯৮. মুনাফিকের নিকৃষ্ট উদাহরণ

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَثَلُ
الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَانِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى
هَذِهِ مَرَّةً -

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের উদাহরণ এমন কাম পীড়িতা (যৌনভোগী) চঞ্চলা ছাগলীর মতো, যে দু'টি নর ছাগলের দিকে দৌড়া-দৌড়ি করে, কখনও এটির দিকে ছুটে যায় আবার কখনও অপরটির দিকে দৌড়িয়ে আসে। (সহীহ মুসলিম)

৫৯৯. কুরআনে মুনাফিকের আলামত

(১) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ
فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ أَوْلَىٰ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ - وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ -

১. কতক লোক বলে : আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে। যখন আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদেরই সাথে ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা

আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? অবশ্যই আল্লাহ জেনে নিবেন কারা বিশ্বাসী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন কারা মুনাফিক। (২৯-সূরা আনকাবুত : ১০-১১)

(২) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ . وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى . يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . مُدْبِذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ . وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا .

২. এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকার প্রতিফল প্রদান করবেন। তারা যখন সালাত পড়ার জন্য দাঁড়ায় তখন অনিচ্ছা ও শৈথিল্য সহকারে শুধু লোক দেখানোর জন্যে দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা কমই স্মরণ করে। তারা কুফুরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তৃত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্য আপনি কোনো পথ পাবেন না। (৪-সূরা নিসা : ১৪২-১৪৩)

৬০০. মুনাফিকের দুটি মুখ

(১) عَنْ عَمَّارٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ .

১. আশ্কার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখ বিশিষ্ট (মুনাফিক) হবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি মুখ হবে। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৩)

৬০১. মুনাফিকের ৩টি আলামত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ও ৩. তার কাছে কোনো আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ১৩৫, তিরমিযী ৫ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: ৯৭)

৬০২. খাঁটি মুনাফিক

(১) إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ . اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

১. যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ। অথচ আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই তার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তাঁরা তাদের শপথসমূহকে চাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে তা খুবই মন্দ কাজ। (৬৩-সূরা মুনাফিকুন : ১-২)

৬০৩. মুনাফিকের চারটি আলামত

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَعَ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُتَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُتِمِّنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. তার কাছে আমানত রাখলে সে তার খেয়ানত করে, ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ৪. আর ঝগড়া করলে গালাগালী করে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭-১৩৫)

এই হাদীস বর্ণনার পর রাসূল ﷺ নিম্নোক্ত উক্তি করেন-

وَأَنَّ صَامَ وَصَلَّى وَرَعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

যদিও সে সাওম পালন করে সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে।

৬০৪. মুনাফিকের পরিণতি

(১) **إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - وَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ**

نَصِيرًا -

১. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (৪-সূরা নিসা : ১৪৫)

(২) **وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ**

فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ -

২. এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালার দোষখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে, তাই তাদের উপযুক্ত স্থান। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (৯-সূরা তাওবা : ৬৮)

৬০৫. মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

(১) **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ**

جَهَنَّمَ وَيُنْسِ الْأَمَّصِيرُ -

১. হে নবী! কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকট স্থান। (৯-সূরা তাওবা : ৭৩)

৬০৬. মুনাফিকের মধ্যে দুটি স্বভাব থাকতে পারে না

(১) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَصَلْتَانِ لَا**

تَجْتَمِعَانِ فِي مَنَافِقٍ حَسُنُ سَمْتٍ وَلَا فِقَهُ فِي الدِّينِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, এমন দুটি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। ১. সুস্বভাব, ২. ধর্মের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত, তিরমিযী-২৬৮৪)

(৬) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (رضى) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَرَى الرَّبَّ إِسْتِطَالَهٗ فِي عَرَضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ -

৬. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনায়াতভাবে কোনো মুসলমানের ইচ্ছত নষ্ট করা হলো সবচেয়ে বড় আধিক্যতা, (অর্থাৎ কবীরা গুনাহ)। (আবু দাউদ হাদীস-৪৮৭৬)

রাসূল ﷺ-এর যুগে মুনাফিক নেতা ছিল (i) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ii) ইবনে সুলুল।

৫৪. আত্মহত্যা (قَتْلُ الْإِنْفُسِ)

৬০৭. আত্মহত্যা কি

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি চরম নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। আত্মহত্যা হলো নিজে নিজেকে হত্যা করা। আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুষ্কাল একটি মন্ত বড় নিয়ামত এবং আখেরাতের জন্যে নেক কাজ করার সীমিত অবকাশ। একে যারা স্বহস্তে খতম করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। আত্মহত্যা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ। আত্মহত্যাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৬০৮. আত্মহত্যা না করার নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهٖ نَارًا - وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের সম্পদ পরস্পর অনায়াতভাবে ভক্ষণ করো না। ব্যবসায় পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যিক। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়ালু। যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও যুলুমের মাধ্যমে এ কাজ করবে, তাকে আমি আগুনে পোড়াব। এ কাজ আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (৪-সূরা নিসা : ২৯-৩০)

(২) كَانَ بِرَجُلٍ جَرَّاحٌ فَقَتَلَ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

২. এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। (সহীহ বুখারী)

৬০৯. আত্মহত্যা করার পরিণাম

(১) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عَذَّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

১. সাবেত ইবনে দাহহাক নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অ: পৃ: নং ১৬৬)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَحْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ.

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে। জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দিবে। (সহীহ বুখারী)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ وَمَنْ شَرِبَ سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের মধ্যে সে অস্ত্র দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, এভাবে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে অবস্থান করে উক্ত বিষপান করতে থাকবে এবং সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি সর্বদা পাহাড় থেকে জাহান্নামের আগুনে পতিত হতে থাকবে এভাবে সে ব্যক্তি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৬)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّأَنِ أَوْ تَمَلَّأَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ
نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ
النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمَعَتَفُهَا أَوْ مَوْبِقُهَا.

২. আবু মালিক আশযারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অংশ। আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহর প্রশংসা মানুষের আমলের পান্নাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানালাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ এ দু'টি ভরে দেয় অথবা (এর সাওয়াব) আসমান ও জমিনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। সালাত আলোকস্বরূপ, দান (দাতার) দলিল, ধৈর্য হলো জ্যোতি আর কুরআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে ওঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে (এভাবে) মুক্তি করে না হয় ধ্বংস করে। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাতি, পৃ: নং-৩১)

৬১৪. ইবাদাত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا
تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাতই কবুল হয় না। আর হারাম মালের সদকাও গৃহীত হয় না। (তিরমিযী হাদীস-১ হাদীস সহীহ)

৬১৫. অপবিত্রতার জন্য কঠিন শাস্তি

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ
إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ
الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোনো বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট গুনাহের দরুণ আযাব হচ্ছে, অথচ তা হতে বেঁচে

থাকা কঠিন ছিল না)। এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপিত্রতা হতে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোনো চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করত। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহরাত, পৃ: নং-৭৮)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ

فِي الْبَوْلِ -

২. আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : প্রস্রাবই বেশির ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে। (মুসনাতে আহমদ)
(সহীহ : হাকেম-১৮৬)

৫৬. ওযু (الْوُضُوءُ)

৬১৬. ওযু কি

ওযু ব্যতীত সালাত হয় না। সালাতে আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো অযুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। আর যদি কারো উপর গোসল ফরজ হয় তবে অযু-গোসল দুটিই করতে হবে। কেউ যদি গোসলের পূর্বে ওযু করে তবে গোসলের পরে ওযু না করলেও চলবে। নামাযী লোকের মুখমণ্ডল ও হাত পা ওযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচক করবে যা হাদীসে উল্লেখ আছে। আর এই চিহ্ন দেখে রাসূল ﷺ কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন।

৬১৭. ওযুর চার করণ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে (তার পূর্বে) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসেহ করো এবং পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করো। (৫-সূরা মায়িদা : ৬)

৬১৮. ওয়ূর ফযীলত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مَحْجَلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضْءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন ওয়ূর প্রভাবে তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সূতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী ১ম খণ্ড; অ: ওয়ূ পৃ: নং-৯৬ ও মুসলিম ২য় খণ্ড; অ: পবিত্রতা পৃ: ৪৮) মিশকাত-২৭০)

৬১৯. ওয়ূ ছাড়া সালাত হবে না

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ওয়ূ ভঙ্গ হয়েছে, ওয়ূ না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না। (মুসলিম ২য় খণ্ড অ: তাহরাত, পৃ: নং-৩২, মিশকাত-২৮০)

৬২০. ওয়ূর কারণে শুনাহসমূহ ঝরে পড়ে

(১) عَنْ عُسْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

১. উসমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ূ করে এবং উত্তমরূপে ওয়ূ করে তার সমস্ত শরীর হতে শুনাহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নিচ হতেও। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৬৪)

৫৭. গোসল (الْغُسْلُ)

৬২১. গোসল কি

নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলে। ফরজ গোসলে নিয়ত অত্যাবশ্যিক। তিন অবস্থায় গোসল ফরজ হয়— স্বপ্নদোষ, সহবাস জমহরের মতে, দুই লজ্জাস্থান একত্র হলে গোসল ফরজ। এছাড়া দৈনন্দিন গোসল মুস্তাহাব। দুই ঈদের সালাতে ও জুমআর গোসল করা সুন্নাত। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া ওয়াজিব। গোসলের সময় ওয়ু করলে গোসলের পর পুনরায় আবার ওয়ু করতে হবে না।

৬২২. গোসলের বিধান

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাকো তখন সালাতের কাছেও যেও না। সালাত তখনই পড়বে যখন তোমরা যা বলছ তা বুঝতে পারো। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থাতেও সালাতের কাছেও যেও না যতক্ষণ না তোমরা গোসল করবে। (৪-সূরা আন- নিসা : ৪৩)

(২) وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .

২. আর যদি তোমরা অপবিত্র হয়ে থাক, তবে (গোসল করে) পবিত্র হয়ে নাও। (৫-সূরা মায়িদা : ৬)

(৩) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يَخْلُلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ حَتَّىٰ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ آرَوَىٰ بَشْرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

৩. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোসল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং সালাতের ওয়ূর ন্যায় ওয়ূ করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোসল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খিলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূল ﷺ একই পাত্র হতে গোসল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: গোসল, পৃ: নং-১৫৪)

৬২৩.. যখন গোসল ফরয হয়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي شَعْبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّدهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (মহিলাদের যৌনঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোসল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا اِحْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ فِيمَ يَشْبَهُهَا وَكَلَدَهَا

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আন্নাহ তায়ালা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই মেয়েলোকের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন কি তার ওপর গোসল ফরয? রাসূল ﷺ বললেন হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। (একথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন : ইয়া রাসূলান্নাহ! মেয়েলোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার উভয় হাত ধূলিময় হোক তাহলে সন্তান কিসের দ্বারা তার সদৃশ হয়। (বুখারী)

৬২৪. মহিলাদের ফরজ গোসল

(১) عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي إِتِيَّ امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِيُغْسَلَ الْجَنَابَةَ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ تَحْتَمِيَّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَبَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ .

১. উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্যে আমি তা খুলে ফেলব? রাসূল বললেন- না, তুমি মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অত:পর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (সহীহ মুসলিম)

৬২৫. স্বামী-স্ত্রীর একত্রে গোসলের বিধান

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَاتَا جُنْبٍ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَنْزِرُ فَيَبَاشِرُونِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম ﷺ নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্রে গোসল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নিতাম এবং রাসূল ﷺ আমার সঙ্গে একত্রে গুইতেন। এ ছাড়া তিনি ইতিফাক অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আমি ঋতুবতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: হায়েয প: ১৬৭, মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: হায়েয, পৃ: নং ৮০)

৬২৬. ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস

(১) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَانِكَ بِأَعْلَاهَا .

১. যাম্বিদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী ঋতুবতী থাকে, তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে? রাসূল ﷺ বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেধে নাও। অতঃপর তোমার জন্যে কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক) (দারেমী, মিশকাত-৫১০ হাদীস সহীহ)

৫৮. তায়াম্মুম (الْتَيْمُّمُ)

৬২৭. তায়াম্মুম কি

তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে পানি না পাওয়ার কারণে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় (যেমন- বালু, পাথর, চুনা ও সুরমা) জিনিস দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তায়াম্মুম হচ্ছে ওয়ূ এবং গোসলের বিকল্প। মানুষ যখন কোনো কারণে পানি সংগ্রহ করতে কিংবা তা ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে অপারগ হয় তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করা হয়।

৬২৮. তায়াম্মুমের বিধান ও তায়াম্মুম যখন করবে

(১) وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا -

১. যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করবে। নিচ্চয়ই আল্লাহ দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (৪-সূরা নিসা : ৪৩)

৬২৯. তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ অনুগ্রহ

(১) عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تَرْتِبَتُنَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ -

১. হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ১. সালাতে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফেরেশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে; ২. আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্যে মসজিদ তুল্য করা হয়েছে; ৩. আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখনই মাটি আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারী হবে। (সহীহ মুসলিম)

৬৩০. ১০ বছর পর্যন্তও তায়ান্মুম করা যাধে

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضَوْءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْسَ بِبَشْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

১. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, দশ বছর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেবে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিধী-১২৪, আবু দাউদ-৩৫৭ হাদীস সহীহ)

৫৯. মিসওয়াকের গুরুত্ব (أَهْمِيَّةُ السُّوَاكِ)

৬৩১. মিসওয়াকের পরিচয়

প্রত্যেক সালাতের পূর্বে ওষুতে মিসওয়াক করা সুন্নাত। অন্য সময় মিসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের পীড়া হতে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহ্বা পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য। মিসওয়াক করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মিসওয়াকই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মতো এবং লম্বায় এক বিষত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাশ এবং পাক বস্তুর টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই। তবে গাছের ডাল দ্বারা মিছওয়াক করা উত্তম। তা হাদীস ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও।

৬৩২. মিসওয়াকের শুরুত্ব

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَوَلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْتَهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের উপরে অতি কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার আশংকা যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম এশার সালাত বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাতে মিসওয়াক করার। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাৎ, পৃ: নং-৫২)

৬৩৩. রাসূল ﷺ গৃহে প্রবেশ করেই মিসওয়াক করতেন

(১) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ (رضي) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضي) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ -

১. শুরাই ইবনে হানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করে প্রথম কোন কাজটি করতেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, তিনি মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাৎ পৃ: নং-৫২)

৬৩৪. রাসূল ﷺ শেষ রাতে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন

(১) عَنْ حُذَيْفَةَ (رضي) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ -

১. হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাতে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মিসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: তাহারাৎ পৃ: নং-৫২)

৬০. পিতা-মাতার অধিকার (حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার ওসিলায় দুনিয়াতে সন্তানের আগমন। সন্তান জন্মাবার বহু আগ থেকেই মাতা পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্যে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট আনন্দের সাথে বরণ করে নেয়। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান কখনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এ জন্যই সন্তানের কাছে পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি। আল্লাহর হুক তথা ইবাদাত বন্দেগীর পরেই পিতা-মাতার হুক আদায়ের গুরুত্ব মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহকে খুশি করার জন্য পিতা-মাতাকে আমাদের ব্যবহার এবং কার্যাবলি দ্বারা খুশি করতে হবে। তাদের প্রতি অনুগত থাকা আল্লাহরই নির্দেশ। পিতা-মাতা আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। ছোটকালে যারা পিতা-মাতা হারান তারা ই বুঝতে পারেন, পিতা-মাতা কত বড় নিয়ামত। পৃথিবীর সব ধর্মই নির্দেশ করে পিতা-মাতাকে মান্য করতে হবে। সুতরাং একজন মুমিন হিসেবে পিতা-মাতার যথাযথ সেবা করা ফরয। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া মানেই কবিরাত গুনাহ।

৬৩৫. পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করা

(১) وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا -

১. আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। (৪-সূরা নিসা : ৩৬)

(২) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ

فِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ -

২. আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৩১-সূরা লুকমান : ১৪)

৬৩৬. সন্তানের দুধ ছাড়াতে সময় লাগে ৩০ মাস

(১) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا - حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا - وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .

১. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সন্ত্যবহার করে। (কেননা) তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়তে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। শেষ পর্যন্ত যখন সে শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বছরে পৌছলো, তখন সে বলল, হে আমার রব! তুমি আমাকে তৌফিক দাও আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। (৪৬-সূরা আহকাফ : ১৫)

৬৩৭. পিতামাতার উদ্দেশ্যে উহ পর্যন্তও না বলা

(১) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَيَالِئِ الَّذِينَ أَحْسَانًا . أَمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا .

১. আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। যদি তাঁদের একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে কখনো 'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বল। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে বিনয়ের বাহু অবনমিত করো। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। (১৭-সূরা বনি ইসরাঈল : ২৩-২৪)

৬৩৮. তিনটি কাজ হারাম ও তিনটি অপছন্দীয়

(১) عَنِ الْمُغْبِيرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَوَادَ الثَّنَاتِ وَكُرِهَ لَكُمْ قِبَلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

১. মুগীরা (রা) রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালার তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মগ্ন হওয়া, অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৩)

৬৩৯. মাতা-পিতার আনুগত্য যখন করা যাবে না

(১) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا .

১. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের (শিরকী কাজে) আনুগত্য করো না। (২৯-সূরা আনকাবুত : ৮)

৬৪০. মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত

(১) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ (رض) أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ فَقَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمِيهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا .

১. মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা থেকে বর্ণিত। জাহিমা (রা) একবার নবী ﷺ -এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ ব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাহলে তাকেই ধরে রাখ। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছেই রয়েছে।

(নাসায়ী-৩১০৪, ইবনে মাজাহ-২৭৮১ হাসান সহীহ)

৬৪১. পিতামাতাকে দান করা

(১) قُلْ مَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ .

১. হে রাসূল! বলে দিন, তোমরা যদি কিছু আর্থিকভাবে দান করে থাক তা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনকে দান করো। (২-সূরা বাক্বারা : ২১৫)

৬৪২. পিতামাতার জন্য দোয়া করা

(১) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

১. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও। (১৪-সূরা ইব্রাহীম : ৪১)

(২) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

২. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিনরূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করো। (১৭-সূরা নূহ : ২৮)

(৩) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

৩. হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার প্রতি সে রকম অনুগ্রহ কর, যে রকম অনুগ্রহ করে তারা আমার ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

৬৪৩. রাসূল ﷺ যাকে হতভাগা বলেছেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? রাসূল ﷺ বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৯০, মিশকাত হাদীস-৪৬৯৫)

৬৪৪. মায়ের প্রতি সন্তানের হক বেশি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ نُمُّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ قَالَ نُمُّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? রাসূল ﷺ বলেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অত:পর কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল, অত:পর কে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, অত:পর কে? এবারে নবী করীম ﷺ জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা।

(মুসলিম ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৮৫, বুখারী ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৯০, মিশকাত হাদীস-৪৬৯৪)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ وَتَرَكَ أَبُوهُ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্যে নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ফিরে যাও তোমার পিতা-মাতার কাছে এবং তাদেরকে খুশি করে এসো যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছ। (আদাবুল মুফরাদ)

৬৪৫. পিতার খেদমত হচ্ছে বড় জিহাদ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَجَاهِدُ قَالَ لَكَ آيُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি জিহাদ করব? তিনি বললেন : তোমার পিতা-মাতা (বেঁচে) আছেন কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ (বেঁচে) আছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তবে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ করো। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত করো এটাই তোমার জন্যে জিহাদ হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯০)

৬৪৬. পিতা-মাতার প্রতি শা'নত করা কবীরা গুনাহ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مِنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَبْلَ يَأْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُوبُ الرَّجُلُ قَسْبُ آبَاءِ يَسُوبُ أُمَّهُ
فَسُوبُ أُمَّهُ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো- কোনো লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত বা অভিসম্পাত করা। জিজ্ঞেস করা হলো- হে আব্দুল্লাহর রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করতে পারে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন : একজন অপর জনের মাতা-পিতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। (সহীহ বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯০ মিশকাত হাদীস-৪৬৯৯)

৬৪৭. পিতামাতা হচ্ছে সন্তানের বেহেশত ও দোষখ

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رَضِيَ) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَكُدَيْهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَتَارَكَ .

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : হে আব্দুল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও তারা তোমার দোষখ।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৬৬২ হাদীসটি দুর্বল, মিশকাত-৪৯৪১ হাদীসটি যঈফ)

৬৪৮. দুধ মা হালিমার সাথে রাসূল ﷺ-এর আচরণ

(১) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ (رَضِيَ) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْقَسِمُ لَحْمًا بِأَجْعِرَانَةٍ إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتَّى دَنَّتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوا هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعُهُ .

১. আবু তোফায়েল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে জিয়ারানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈক মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? লোকেরা বলল তিনি হলেন তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন (হালিমা (রা))। (আবু দাউদ-৫১৪৪ সনদ দুর্বল)

৬৪৯. পিতামাতা কাফির হলেও তাদের সম্মান করতে হবে

(১) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (رض) قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَىٰ أُمِّي وَهِيَ

مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَىٰ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا .

১. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিক। এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন কুরাইশদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার মা আমার কাছে এসেছেন অথচ তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্‌ব্যবহার করব? আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করো। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৩৯৪)

৬৫০. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়

(১) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوبِ

يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عُنُقَ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّهُ يُعْجِلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَبْرِ قَبْلَ الْمَمَاتِ .

১. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাতা-পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুণাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে থেকে অনেক গুণাহই আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ছাড়েন। (বায়হাকী হাদীস-৭৮৯০ হাদীস দুর্বল, মিশকাত-৪৭২৮)

৬১. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার (حُقُوقُ الْأَقْرَابِ)

আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বলা হয়। আত্মীয়তা সাধারণত রক্ত কিংবা বংশ এবং বৈবাহিক সূত্রে সৃষ্ট সম্পর্কে বলা হয়। অনেক সময় বন্ধুত্বকেও আত্মীয়তার পর্যায়ে গণ্য করা হয়। বরং তা কখনো কখনো আরও অধিকতর সম্পর্কে পরিণত হয়, যদি এ সম্পর্ক ইসলামী আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন গড়ে উঠেছিল মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে একটি অভুলনীয় নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক।

আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম رَحْمَن (রহমান)। এ শব্দটি رَحْم (রিহমুন) ধাতু হতে উৎপত্তি। এর অর্থ আত্মীয়তা। সুতরাং যে আত্মীয়তার অধিকার আদায় করে সে যেন আল্লাহর অধিকার আদায় করে।

৬৫১. আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা ফরজ

(১) وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ

تَبْذِيرًا .

১. তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করো এবং অভাবী ও মুসাফিরদের হক আদায় করো। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। (১৭-সূরা ইসরাঈল : ২৬)

(২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

২. হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তাঁর সঙ্গিনী (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন, আর বংশ বৃদ্ধি করেছেন, তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর সেই আল্লাহকে ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তার (হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবরা-খবর রাখেন। (৪-সূরা নিসা : ১)

(৩) وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ

لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

৩. আর হে নবী! আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই হলো সফলকাম। (৩০-সূরা রুম : ৩৮)

৬৫২. মুমিনদের জন্য নবীর জীরা মাতৃতুল্য

(১) النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا .

১. নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি হকদার এবং তাঁর জীরাগণ তাদের মাতা থেকেও। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মু'মিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক হকদার। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে চাও, তবে করতে পার। এটা লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে। (৩৩-সূরা আহযাব : ৬)

৬৫৩. আত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহর ভয় দেখানো

(১) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ . وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

১. (হে নবী!) তুমি (সর্বপ্রথম) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করো এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি নম্র ব্যবহার করো। (২৬-সূরা শুআরা : ২১৪-২১৫)

৬৫৪. নিকট আত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করা

(১) كَتَبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

১. তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধন-সম্পত্তি রেখে গেলে তার পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসীয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এটা মুস্তাকী লোকদের নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (২-সূরা বাক্বারা : ১৮০)

৬৫৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلرَّحِمُ سُجْنَةٌ فَمَنْ صَلَّى وَصَلَّتْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ .

১. আয়েশা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন : রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি। আর যে লোক তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৮)

৬৫৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে

(১) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) أَخْبَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

১. যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: ৩৯৬) মিশকাত হাদীস-৪৭০৫

৬৫৭. আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহারের উপকারিতা

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَسْأَلَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةً .

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহার করে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্যবহার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার, পৃ: ১৫-১৬) মিশকাত হাদীস-৪৭০১

৬৫৮. আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ঠিক নয়

(১) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِمٍ .

১. আবদুর রহমান ইবনে আবি আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না। (বায়হাকি, মুয়াবুল ইমান হাদীস-৭৫৯০, মিশকাত-৪৭১৪ হাদীস দুর্বল)

৬৫৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رضد) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّحِمُ مُعَلَّفَةٌ

بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ .

১. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : رَحِمٌ (রাহিম) বা আত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলে, “যে আমাকে (আত্মীয়কে) মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করুন। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সন্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ৯৪ (বুখারী, মিশকাত হাদীস-৪৭০৪))

৬৬০. আত্মীয়রা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও নিজে সম্পর্ক বজায় রাখবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضد) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي

قَرَابَةٌ أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي وَأَحْسِنَ إِلَيْهِمْ وَيَسْتُونَنِي إِلَىٰ وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَيْتَن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفَهُمُ الْمَلَّ وَ لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুন তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) মজুদ থাকবে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড; অধ্যায় সন্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার পৃ: ৯৩, মিশকাত হাদীস-৪৭০৭)

৬২. প্রতিবেশীর অধিকার (حُقُوقُ الْجَوَانِبِ)

جَارٌ আরবি শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। যারা বাড়ি বা বাসার চারপাশে বাড়ি বেধে অথবা বাসা ভাড়া করে বসবাস করে তাদেরকে প্রতিবেশী বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, চারপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত যারা বাস করে তারা সকলেই প্রতিবেশী। আধুনিক যুগে বহুতলবিশিষ্ট এ্যাপার্টমেন্ট এবং ফ্ল্যাট এর মধ্যে বসবাসকারীও পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : প্রতিবেশী তিন প্রকার। যেমন- ১. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। ২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী এবং ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। এদের অধিকারও ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। মূলত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও এলাকা নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

৬৬১. প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে আল্লাহর নির্দেশ

(১) وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -

১. তোমরা পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। (৪-সূরা নিসা : ৩৬)

৬৬২. প্রতিবেশীর হক আদায়ের জিব্রাইল (আ)-এর ওসিয়াত

(১) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنِي -

১. আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন: জিব্রাইল (আ) প্রতিনিয়তই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা জন্মেছিল হয়ত প্রতিবেশীকে সম্প্রতিতে হকদার (ওয়ারেছ) করা হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৪০৯; মুসলিম ৭ম খণ্ড: অ: সদ্ব্যবহার, পৃ: নং-১৪১)

৬৬৩. প্রতিবেশীর অনিষ্ট করা ঠিক নয়

(১) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قَبْلَ مَنْ يَأْرُسُوهُ اللَّهُ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقَهُ .

১. আবু শুরাইহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবাদের মজলিসে) বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়। সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! (এমন হতভাগ্য) লোকটি কে? রাসূল ﷺ বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (বুখরী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ:-৪০৯)

৬৬৪. মুখের ভাষা দ্বারাও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَلَائَةَ تَذَكَّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُوذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ فَلَائَةَ تَذَكَّرُ فَلَهُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْإِقْطِ وَ لَا تُؤذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক স্ত্রী লোকটি অধিক নফল সালাত, অধিক নফল রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদেরকে জিহবা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: সে জাহান্নামী। সে আবার আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে নফল সালাত কম পড়ে, নফল রোযা কম রাখে এবং কম দান করে কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোনো প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতবাসিনী। (মিশকাত, আহমদ, তামামুল মিন্না-১৩৬ হাদীস সহীহ)

৬৬৫. সৌভাগ্যের তিনটি জিনিস

(১) عَنْ نَافِعٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الرَّاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِئُ.

১. নাফে (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত- ১. প্রশস্ত বাসস্থান, ২. সৎ প্রতিবেশী, ৩. চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আল আদাবুল মুফরাদ)

৬৬৬. প্রতিবেশীর ষোঁজ-খবর নেয়া

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارَهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ভৃগু সহকারে পেট পূরে ভক্ষণ করে, আর তার-ই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী, মিশকাত হাদীস-৪৭৭৪ সহীহ)

৬৬৭. নিকটবর্তী প্রতিবেশীই বেশি হকদার

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِي جَارَيْنِ قَالِي أَيُّهُمَا أَهْدَى. قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, এর মধ্য হতে কাকে আমি হাদীয়া প্রেরণের ব্যাপারে প্রাধান্য দিব? রাসূল ﷺ বললেন, দরজার দিক দিয়ে যে বেশি তোমার নিকটবর্তী। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার পৃ: নং-৪১১)

৬৬৮. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের হিসাব হবে

(১) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

১. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন যে দু'ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথমে পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। (মিশকাত হাদীস-৪৭৮২, আহমদ হাদীস সহীহ)

৬৬৯. তরকারীতে পানি বেশি দিবে প্রতিবেশীর জন্য

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَبَخْتَ

حَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ .

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিতে পার। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: সদ্যবহার পৃ: নং-১৪১)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا نِسَاءَ

الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرْنَ جَارَةَ لِبَارْتِهَائِكُمْ وَكُوْفِرْسِنَ شَاءَ .

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে মুসলিম রমণীরা! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য বস্তু পাঠানোকে তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তা যদি বকরীর পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী ৯ম খণ্ড, অ: আচার-ব্যবহার, পৃ: ৪১০)

৬৭০. প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে ভালো হওয়া

(১) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ

إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَ

يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُ فَقَدْ أَسَأْتُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট আরয় করল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানব? নবী করীম ﷺ বলেন, যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনে যে, তুমি ভালো করছ, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করেছ। আর যখন প্রতিবেশী বলবে তুমি মন্দ করছ, তবে মনে করবে ঠিকই তুমি মন্দ কাজ করছ। (ইবনে মাজাহ-৪২২৩, মিশকাত-৪৯৮৮)

৬৭১. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী জাহান্নামী

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ .

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

৬৩. নারীর অধিকার (حُوقُ النِّسَاءِ)

ইসলামই সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা দিয়েছে। সমাজে নারীর মর্যাদা দান রাসূল ﷺ-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল পুরুষদের ভোগের সামগ্রী মাত্র। পুরুষ যেভাবে চাইত নারীকে সেভাবে ভোগ করত। এতে নারীর কোন মানবিক মর্যাদাও ছিল না। ইসলাম পূর্বযুগে অন্য কোনো ধর্মই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করেনি। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, কন্যা সন্তানের জন্ম ছিল আরব সমাজে অভিসম্পাত স্বরূপ। এ অভিশাপ এড়াবার জন্য পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। এ ঘৃণ্যতম অবস্থা হতে নারী জাতিকে কল্যাণময়ী ও পুণ্যময়ী রূপ দিয়ে গৌরবের উচ্চস্থানে উন্নত করে সত্যিকারার্থে যথাযথ মায়ের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে বেশ কয়েকটি সূরায় নারীর মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যেমন- সূরা নিসা, নূর, আহযাব ও হজরাত। এগুলো মুখস্থ করা, অনুবাদ ও তাফসীরসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা পড়া প্রতিটি নর-নারীর জন্য উচিত।

৬৭২. নারীর অধিকার প্রদানে আল্লাহর নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْتُمَا

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা মোটেই বৈধ নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদেরকে দিয়েছ তার কিছু

অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে তারা যদি কোনো সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয় (তাহলে অবশ্য তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকারী হবে।) নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। (৪-সূরা নিসা : ১৯)

৬৭৩. নারীর মোহরানা আদায় কর

(১) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

১. তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার। (৪-সূরা নিসা : ৪)

৬৭৪. নারীর আয় নারীর জন্য পুরুষের আয় পুরুষের জন্য

(১) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

১. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন- অংশ আছে তেমনি নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি হোক। এ অংশ নির্ধারিত। (৪-সূরা নিসা : ৭)

৬৭৫. নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক স্বরূপ

(১) أُحِلَّ لَكُمْ كَيْلَ الصِّبَاِ الرَّقِطُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

২. রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাক স্বরূপ। (২-সূরা বাক্বারা : ১৮৭)

৬৭৬. নারী-পুরুষ সমান অধিকার

(১) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا .

১. সে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, যদি কোনো সৎ কাজ করে এবং ঈমানদার হয় তবে তারা জান্নাতে যাবে এবং তাদের সামান্যতম ও জুলুম করা হবে না। (৪-সূরা নিসা : ১২৪)

(২) وَكُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

২. পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী। (২-সূরা বাক্বারা : ২২৮)

(৩) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ .

৩. অতঃপর উত্তরে তাদের প্রতিপালক বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কারো আমলকে নষ্ট করে দিব না-পুরুষ হোক কিংবা নারী, তোমরা তো সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত লোক। (৩-সূরা ইমরান : ১৯৫)

৬৭৭. পরিবার-পরিজনের প্রতি সদয় হওয়া

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোনো সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে। (তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না)। (তিরমিযী-৩৮৯৫ হাদীস সহীহ)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ أَلَطْفُهُمْ بِأَهْلِهِ -

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (সহীহ তিরমিযী-২৬১২ হাদীস দুর্বল)

৬৭৮. পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রধান্য না দেয়া

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَبْدِهَا وَكَمْ يَهِنُهَا وَكَمْ يُوْثِرُ وَكَدَّهُ عَلَيْهَا يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াত যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুলছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ-৫১৪৬, মিশকাত-৪৯৭৯)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسَأَلْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَكَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ فَقَالَ مَنْ ابْتُلِيَ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্ন মহিলা তার দুটি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় এসেছিল; কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খুরমা ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে

দিলাম। মহিলা খুরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেল না। অতঃপর সে চলে যাওয়ার পরপরই নবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমি তাকে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বললাম। রাসূল ﷺ শুনে বললেন, যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সম্ভান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতঃপর সে যেন কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোযখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড; অ: আচার ব্যবহার, পৃ: নং৪০১)

৬৭৯. কন্যা সম্ভানের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত

(১) عَنْ نَيْبِطِ بْنِ شُرَيْطٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُولُونَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَفِرُنَهَا بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى رَأْسِهَا وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفَةِ الْقِيَمِ عَلَيْهَا مَعَانُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১. নাবীত ইবনে শুরাইত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সম্ভান জনগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মুজাম্মাস সগীর)

(২) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ وَكَلَهُ بَنَاتٌ تَمْنَى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ أَنْتَ تَرَزُقُهُنَّ .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তার নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল বেশ ক'টি কন্যা সম্ভান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিল। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

৬৮০. স্ত্রীর বিশেষ অধিকার

(১) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كُنَسَبْتَ وَ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ -

১. হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) তার পিতা মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলাম : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন : তার অধিকার হলো যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অন্ত্রীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না। (আবু দাউদ-২১৪২ হাসান সহীহ)

৬৮১. স্বামীর গুরুত্ব

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَمْرَتٍ أَلْمَرَّةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি কাউকে কোনো ব্যক্তির সেজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই এ নির্দেশ দিতাম যে, স্ত্রী যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। (তিরমিধী-১১৫৯ হাসান সহীহ)

৬৪. শ্রমিকের অধিকার (حُوقُ الْعُمَّالِ)

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে নির্খাতিত মানব হলো শ্রমিক শ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষ। তাদের থেকে দৈহিক সাধারণ ক্ষমতার বাইরে শ্রম আদায় করা হয় অথচ তাদেরকে সংসার পরিচালনার জন্যে ন্যূনতম যে চাহিদা তা পূরণের মতো মজুরী দেয়া হয় না। তাছাড়া মালিকেরা শ্রমিকদেরকে মানুষ মনে করে না। অনেক ক্ষেত্রে অনেক মালিক তাদেরকে গোলাম মনে করে থাকে, যার কারণে তাদেরকে মানুষ হিসেবে

ন্যূনতম মর্যাদাটুকুও দেয় না। শ্রমিকদের সাথে এ ধরনের আচরণ সাধারণত তারাই করে থাকে, যারা মানবতার দাবিদার সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতি এবং লাল সাম্রাজ্যবাদী সমাজতন্ত্রী। পুঁজিবাজ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রসহ কোন মানব রচিত মতবাদই শ্রমিকের অধিকার দিতে পারে নি। পক্ষান্তরে শ্রমজীবী মানুষ বা শ্রমিকদের প্রতি ইসলাম যে অধিকার দান করেছে এবং তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে তা কোনো দিনই, কোনো কালই অতীত বর্তমান বিশ্বেও কোনো ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠী কিংবা কোনো মানব রচিত মতবাদ দিতে সক্ষম হয়নি। মালিকদের বোঝা উচিত শ্রমিকরা কাজ না করলে তাদেরই সে কাজ করতে হবে। আর শ্রমিক আছে বলেই তো মালিকের এত মূল্যায়ন বা মর্যাদা।

৬২৮. মূসা (আ) যখন শ্রমিক নিযুক্ত হলেন

(১) قَالَتْ أَحَدُهُمَا بَأَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ۔ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرْنِي
ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

১. (শোয়াইব (আ)-এর) কন্যাদের মধ্যে একজন বলল : হে পিতা! তাকে (মূসাকে) আমাদের চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, শক্তিশীল এবং বিশ্বস্ততার দিক থেকে আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাঘরের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, এটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ দিয়ে কষ্ট দিতে চাই না। আদ্বাহ চাহেতো তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (২৮-সূরা কাছাছ : ২৬-২৭)

৬৮৩. শ্রমিকের সঙ্গে ভালো আচরণ করা

(১) وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔

১. ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। (২৬-সূরা শোয়ারা : ২১৫)

৬৮৪. নিজে যা খাবে ও পড়বে শ্রমিককেও তাই দিবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَكَلِّبْهُ مِمَّا يَلْبَسُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের অধীনস্থ ব্যক্তির (দাস-দাসীরা) তোমাদের ভাই। সুতরাং আল্লাহ যে ভাইকে যে ভাইদের অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। (সহীহ বুখারী)

৬৮৫. সাধ্যের অতিরিক্ত বোকা দেয়া যাবে না

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَكَلِّبْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَعْنَهُ عَلَيْهِ .

১. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের চাকর-চাকরাণী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত যেন কোনো কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

৬৮৬. চাকর বা খাদেমকে সাথে খাওয়াবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلى حُرَّهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنَّ الطَّعَامَ مَشْفُورَهَا قَلِيلًا فَلْيُضِعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكَلْتَيْنِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের খাদেম যদি খাবার তৈরি করে এবং তা নিয়ে তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আঙনের তাপ ও ঘোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খানা যদি অল্প হয় তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে। (সহীহ মুসলিম)

৬৮৭. শ্রমিকের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে যাবে না

(১) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ .

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণীদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (জামে তিরমিযী-১৯৪৬, ইবনে মাজাহ-৩৬৯১ হাদীস দুর্বল)

৬৮৮. রাসূল ﷺ -এর সর্বশেষ অসিয়াত সালাত ও দাস-দাসী সম্পর্কে

(১) عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةُ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ -এর সর্বশেষ বাণী ছিলো, ১. সালাত এবং ২. যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আদাবুল মুফরাদ)

৮৯. সকল মানুষের মর্যাদা এক নয়

(১) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ . أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ .

১. আর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর রিকম্বলের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অনস্তর যাদেরকে এই মর্যাদা দেয়া

হয়েছে, তারা নিজেদের রিযিক নিজেদের গোলামদের প্রতি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয় না যেন এই রিযিকের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান সমান অংশীদার হতে পারে। তবে কী আল্লাহর অনুমতির স্বীকৃতি দিতে তারা প্রস্তুত নয়? (১৬-সূরা নাহ্ল : ৭১)

(২) أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِالْآخِرَةِ أَكْبَرُ

دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔

২. একটু চিন্তা করো। দুনিয়ার লোকদের মাঝে এক শ্রেণীর উপর আরেক শ্রেণীর লোকদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। আর আখেরাতে তার মর্যাদা আরও বড় হবে এবং তার ফযীলত হবে আরও বেশি। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ২১)

৬৯০. শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক দিতে হবে

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ۔

১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ-২৪৪৩, মিশকাত-২৯৮৭ হাদীস সহীহ)

৬৯১. কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর বিতর্ক

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ

بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اشْتَجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ۔

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন : কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হবে। ১. ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। ২. সেই ব্যক্তি, যেকোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। ৩. সেই ব্যক্তি যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি ভাবে করে নিয়েছে, তার মজুরী দেয়নি। (সহীহ বুখারী)

৬৯২. দাউদ (আ)-এর খাবারের আয়োজন

(১) عَنْ مِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -

৮. মিকদাদ ইবনে মাদি কারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
ﷺ বলেছেন : নিজের হাতে কামাই করা খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার তোমাদের
কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কামাই করে খাবার
খেতেন। (সহীহ বুখারী)

৬৫. অমুসলিমদের অধিকার (حُفُوقُ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ)

আল্লাহ তায়ালাই মানবজাতিকে একজন পুরুষ আদম (আ) ও আর একজন
নারী হাওয়া (আ) থেকেই পয়দা করেছেন। সুতরাং মানুষ হিসেবে সকলেই সমান
এবং সকলেরই অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে মানুষের যে সব মৌলিক চাহিদা
রয়েছে তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম, বর্ণ, জাতিগতও
এলাকা পার্থক্য করা যাবে না। এই অধিকার যেমন ইসলামী রাষ্ট্র আদায় করবে
তেমনি রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদেরকেও তা আদায় করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে
অমুসলিমদের অধিকার আদায়ের নিশ্চয়তা যতটা প্রদান করা হয়েছে, অন্য কোনো
রাষ্ট্রে ব্যবস্থায় তা আদায়ের তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাদের এই অধিকার
যেমন মানুষ হিসেবে তেমনই ইসলামে সুবিচার ন্যায়নীতিপূর্ণ বিধানের কারণেও।

৬৯৩. কাফিরদের সাথে অনর্থক বাক-বিতণ্ডা করা ঠিক নয়

(১) وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ -

১. তোমরা মুসলমানেরা আহলে কিতাব (অতীতে কিতাবপ্রাপ্ত জাতিরা)
লোকদের সাথে ঝগড়া-ফাসাদ, বাকবিতণ্ডা করো না। যদি করতে-ই হয় তবে তা
উত্তমভাবে করবে। অবশ্য যারা জালিম, তাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ নয়। বরং
তোমরা বল : আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাখিল হয়েছে তার প্রতি।
আর যা তোমাদের প্রতি নাখিল হয়েছে তার প্রতিও। (২৯-সূরা আনকাবুত : ৪৬)

(২) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا قَاتَلْتُمُوهُمْ فِي الدِّينِ وَكَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ -

২. আল্লাহ তোমাদেরকে (হে মুসলিমগণ!) নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে, যারা ধ্বিনের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃতও করেননি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ ভালোবাসেন। (৬০-সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮)

(৩) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

৩. আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা পরিণামে সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। (৬-সূরা আনয়াম : ১০৮)

৬৯৪. কাফিরদের প্রয়োজনে আশ্রয় দেয়া অনুচিত নয়

(১) وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ -

১. মুশরিকদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যদি আশ্রয় চেয়ে তোমাদের নিকট আসতে চায় তবে তাকে আশ্রয় দান কর, যেন আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। পরে তাকে তার আশ্রয় স্থলে পৌছে দাও। এ জন্য এটা করা উচিত যে এ লোকেরা আসলে বুঝে না। (৯-সূরা তাওবা : ৬)

৬৯৫. প্রয়োজনে কাফিরদের সাথে সন্ধি করা

(১) وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

১. আর হে নবী! তারা (অমুসলিমরা) যদি শান্তি ও সন্ধির জন্যে আগ্রহী হয় তবে তুমিও এর জন্যে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনে ও জানেন। (৮-সূরা আনফাল : ৬১)

৬৯৬. অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করা বেআইনি

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا أَوْ انْتَقَضَهُ أَوْ كَفَّهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغْيًا طِيبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মনে রেখো যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকদের পক্ষ অবলম্বন করব। (আবু দাউদ-৩০৫২)

৬৯৭. বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত

(১) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ (رض) قَالَ كُنْتُ فِي الْأَسَارَى بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا وَكُنْتُ فِي نَضْرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانُوا إِذَا قَدَمُوا غَدَانَهُمْ أَوْ عَشَانَهُمْ أَكَلُوا التَّمْرَ وَأَطْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১. মুসায়্যাব ইবনে উমাইর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। আমি একজন আনসারীর অধীনে ছিলাম। যখন তারা দুপুর ও রাতের খাবার সামনে আনতেন, তখন তারা নিজেরা খেজুর খেতেন এবং আমাকে রুটি খেতে দিতেন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশের ফল। (মু'জামিস সগীর ও তিবরানী)

৬৬. ইয়াতীমের অধিকার (حُقُوقُ الْيَتِيمِ)

৬৯৮. ইয়াতীমের পরিচয়

يَتِيمٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে নি:সঙ্গ। একটি বিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে দুররে ইয়াতীম বা নি:সঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু সন্তানের পিতা ইত্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয়ে থাকে। ছেলেমেয়ে বালৈগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না।

৬৯৯. ইয়াতীমের মাল চল-চাতুরী করে উক্ষণ করা জায়েয নয়

(১) وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَةَ بِالطَّبِيبِ - وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ - إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

১. ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের রদ-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই, এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৪-সূরা নিসা : ২)

(২) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ

يَبْلُغَ أَشُدَّهُ .

২. তোমরা ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না-অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যত দিন না সে জ্ঞান বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌছে যায়। (১৭-সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৪)

৭০০. ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনে খাওয়া যাবে

(১) إِنْ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي فَاقِرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ

وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَانِلٍ .

১. জনৈক ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, আমি একজন নি:স্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কাছে কোনো সহায় সম্পত্তি নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ

শর্তে খরচ করতে পারবে যে, তা অপব্যয় করবে না, (তা শেষ করার জন্য) তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

৭০১. যারা ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা মূলত আত্মনই ভক্ষণ করে

(১) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا .

১. যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আত্মনই ভর্তি করছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৪-সূরা নিসা : ১০)

৭০২. ইয়াতীমরা তোমাদের ভাই

(১) وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ . قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ . وَإِنْ

تَخَالَطُوهُمْ فَآخِزْهُمْ .

১. আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (২-সূরা বাক্বারা : ২২০)

৭০৩. ইয়াতীমদের সাথে ভালো আচরণ করো

(১) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا .

১. সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (৪-সূরা নিসা : ৮)

৭০৪. ইয়াতীমদের সাথে ইনসাক করো

(১) وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِهِ عَلِيمًا .

১. ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো, তোমরা যা ভালো কাজ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (৪-সূরা নিসা : ১২৭)

৭০৫. ইয়াতীমদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিও না

(১) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ -

১. অতএব হে নবী! আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোরতা গ্রহণ করবেন না এবং ভিক্ষুকদেরকে তিরস্কার করবেন না। (৯৩-সূরা দোহা : ৯-১০)

(২) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ - فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ - وَ لَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ -

২. হে নবী! আপনি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন কি যে বিচার দিনের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে বেড়ায়? এরা তো তারা যারা ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। আর মিসকিনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। (১০৭-সূরা মাউন : ১-৩)

৭০৬. সাতটি ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাক

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা সাতটি ক্ষৎসকারী বিষয় হতে দূরে থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ সেগুলো কি! তিনি বললেন : সেগুলো হলো- ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব-জন্তু হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৬. জিহাদের মাঠ হতে পালিয়ে যাওয়া এবং ৭. সতী-সাধী মুসলিম নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭০৭. ইয়াতীম নিজ সন্তানের মতো

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِمَّا أُضْرِبُ بِعَيْمِي؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَكَذَلِكَ غَيْرَ وَأَنْ مَالِكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَاتِلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا.

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাক, সে সব কারণে তাকেও মারতে পার। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুসনাদুস সগীর)

৬৭. খিলাফত (الْخِلَافَةُ)

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ার এই যমীনে খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা দুনিয়ার একচ্ছত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তাঁর এই সর্বসময় ক্ষমতা দুনিয়াতে বাস্তবায়নের জন্যই মানব জাতিকে পয়দা করেছেন। সুতরাং কোনো মানুষ পৃথিবীতে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা বা রচিত কোনো মতবাদ প্রয়োগ বা প্রতিষ্ঠা করার এখতিয়ার রাখে না। আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতাতায়ালা তাকে যতটুকু ক্ষমতা বা এখতিয়ার দিয়েছেন, কেবল ততটুকুই তাকে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কেননা মানুষের খিলাফতের এই দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছেই জবাবদিহি করতে হবে।

৭০৮. পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ

(১) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً . قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ . وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ . قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

১. স্মরণ করো, তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানাতে চাই। তখন ফেরেশতারা বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাবে যারা দান-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৩০)

(২) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ - وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ -

২. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা দান করেছেন যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন যা তোমাদেরকে দিয়েছেন (হে নবী!) তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৬-সূরা আল আনরাম : ১৬৫)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার পরে কোনো নবী আসবে না। কিন্তু অনেক খলিফার আগমন ঘটবে। (সহীহ বুখারী)

৭০৯. প্রতিনিধির দায়িত্ব

(১) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ -

১. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলিফা করবেন, যেমন তিনি

খলিফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করেছেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই মূলত অবাধ্য। (২৪-সূরা আন নূর : ৫৫)

৭১০. প্রজাদের দায়িত্ব

(১) قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (رض) اِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعْبَنُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوْمُونِي أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔

১. আবু বকর (রা) খলিফা হওয়ার পর ঘোষণা করলেন- হে জনগণ! আমি ভালো কাজ করলে তোমরা সাহায্য করবে। আর মন্দ কাজ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমি যদি কোনো দিন নাফরমানীমূলক কাজ করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না। (সহীহ বুখারী)

৭১১. প্রতিনিধি প্রেরণের কারণ

(১) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ قَالُوا أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔

১. মূসা তার জাতির লোকদের বললেন- তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় এ যমীন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর খলিফা বানিয়ে দেবেন এবং মুস্তাকীনের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে শেষ কল্যাণ। তারা বলল, (হে মূসা!) আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার আগে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশের খলিফা বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ করো। (৭-সূরা আল আ'রাফ : ১২৮-১২৯)

(২) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ

تَعْمَلُونَ -

২. অতঃপর আমি যমীনে তাদের পর তোমাদেরকে খলিফা বানিয়েছি, যাতে দেখতে পারি তোমরা কি করো। (১২-সূরা ইউসূফ : ১৪)

৭১২. দাউদ (আ) কর্তৃক প্রতিনিধি নিযুক্ত

(১) يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ -

১. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সততা সহকারে হুকুম চালাও এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, এমন করলে তো তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এ কারণে যে, তারা হিসাবের দিনকে ভুলে যায়। (৩৮-সূরা ছোয়াদ : ২৬)

৭১৩. প্রতিনিধির জীবিকার ব্যবস্থা

(১) وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ -

১. (মানবমঞ্জলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছি; কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকার আদায় করো। (৭-সূরা আল আরাফ : ১০)

৭১৪. যিনি প্রতিনিধি বানিয়েছেন

(১) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ لَا يَزِيدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا وَ لَا يَزِيدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرَهُمْ اِلَّا خَسَارًا -

১. আল্লাহই তোমাদেরকে দুনিয়াতে খলিফা বানিয়েছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের কুফর কেবল তাদের রবের ক্রোধ-ই বৃদ্ধি করে এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। (৩৫-সূরা ফাতির : ৩৯)

৭১৫. প্রতিনিষি নির্বাচন

(১) عَنْ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ عُمَرَ (رض) قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلَفُ قَالَ أَسْتَخْلَفُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكْتُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّبَعُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَأَيْبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنْتِي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَأَلِيٍّ وَلَا عَلِيٍّ لَا أَتَحْمَلُهَا حَبًا وَلَا مَيْتًا .


১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর (রা)-কে বলা হলো, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন : যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন? অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি খলিফা মনোনীত করে যাবেন।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত আমি পছন্দ করি আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান, না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অধ্যায় আহকাম পৃ: নং ৪৪৮)

৬৮. ইসলামী রাজনীতি বা ধর্মীয় রাজনীতি

(السِّيَاسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ)

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এ জীবন ব্যবস্থারই দু'টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রধান উৎস আল কুরআন মানুষকে শুধু কতিপয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্যও দিয়েছে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, এই দিক-নির্দেশনাতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের জন্য

কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। সমস্ত নবী-রাসূল  রাষ্ট্রীয়ভাবেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। “তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সত্য সঠিক দিক নির্দেশনা সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে করে সমস্ত ধর্মের উপর তা বিজয়ী করতে পারেন।” আল্লাহর এই বাণীই বলে দেয় ইসলামের রাজনীতি কতটুকু বাস্তবসম্মত। এ কারণেই বর্তমান সময় দুনিয়ার মুসলমানদের মনে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা-বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে আজ বাতিলের হাতে মুসলমানরা মার খেয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের একেবারে অজ্ঞাবে তারা আজ পিছিয়ে আছে।

৭১৬. কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান

(১) **أَنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.**

১. (হে নবী!) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন পরম সত্যতার সাথে এ জন্যই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর দেখানো পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার-ইনসাফ কায়ম করবে। (কুরআনকে যারা রাজনীতিতে ব্যবহার করতে চায়নি) তুমি এসব খিয়ানতকারীদের সাহায্যকারী এবং পক্ষাবলম্বনকারী হয়ে যেও না। (৪-সূরা আন নিসা : ১০৫)

৭১৭. আল্লাহর অবাধ্যতায় বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যে মৃত্যু শ্রেয়

(১) **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءٌ فَإِذَا سَارَ رِشْوَةٌ عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ وَكَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ يَمْنَعُكُمْ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ إِلَّا إِنْ رَحَى الْإِسْلَامَ دَائِرَةٌ فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ إِلَّا إِنْ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ كَيْفَتَرِقَانِ فَلَا تَفَارِقُوا الْكِتَابَ إِلَّا إِنَّهُ سَبْكُونُ أَمْرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ يُضِلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا**

أَصْحَابُ عِيسَى نُسِرُوا بِالْمُنْشَارِ وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

১. মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- দান উপটৌকন গ্রহণ করতে পার, যতক্ষণ তা দান উপটৌকন থাকে। কিন্তু যদি তা দ্বীনের ব্যাপারে ঘুমের পর্যায়ে পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবত তোমরা তা ত্যাগ করতে পারবে না। দরিদ্রতা ও অনাহার তোমাদেরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখ, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরতেই থাকবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমন সব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর তাদের বিরোধিতা করলে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী (মুয়ায) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন আমরা কী করব? তিনি বললেন তোমরা তখন তাই করবে, যা করেছিল ইসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হয়েছিল এবং শূলেবিদ্ধ করা হয়েছিল। আর আল্লাহর নাক্ষত্রমাণী করে বেঁচে থাকার চাইতে আল্লাহর অনুগত থেকে মৃত্যুবরণ করা বেশি উত্তম। (আল মু'জামুস-সগীর)

৭১৮. সৃষ্টি যার হুকুমত তার

(১) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

১. সাবধান! সৃষ্টি যার, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের মালিক। (৭-সূরা আল আরাফ : ৫৪)

(২) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

২. তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১০৭)

৭১৯. আল্লাহই হলেন রাজাধিরাজ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِمِصْبِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ آيْنَ مُلْكُ الْأَرْضِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- আল্লাহ মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আকাশকে তাঁর ডান হাতে ভাজ করে রাখবেন, অতঃপর বলবেন, আমি রাজাধিরাজ, এখন কোথায় পৃথিবীর রাজারা। (মুসলিম ৭ম খণ্ড, অ: কিয়ামত ও জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ, পৃ: নং-২৯৩)

৭২০. পৃথিবী যিনি আল্লাহ পরিচালনা করেন

(১) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ .

১. আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌঁছবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৩২-সূরা আস সিজদাহ : ৫)

(২) لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ .

২. আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৫৭-সূরা আল হাদীদ : ৫)

৭২১. যিনি ক্ষমতাবান

(১) تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

১. সকল বরকতময় মহিমা সেই মহান সত্তার। রাজত্ব যার হাতের মুঠোয়, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৬৭-সূরা আল মুলক : ১)

৭২২. পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণের কারণ

(১) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

১. তিনিই (আল্লাহ) নিজের রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন তাঁকে সর্বপ্রকারের দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। তা মুশরিকরা যতই অপছন্দ করুক না কেন। (৯-সূরা আত্ তাওবা : ৩৩)

৬৯. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি

(السياسةُ الخارِجِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ)

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির (Foreign Policy) মূলকথা মানবিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সন্ধি। সব মানুষই আদম সন্তান, অতএব সব দেশের মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ পাবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। কখনো কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে কোনোরূপ বিবাদ হলে তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়া এবং সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তি করা অবশ্যই কাম্য। তাই কোনো জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করলে তা যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এটিই ঈমানের দাবি।

৭২৩. পররাষ্ট্র নীতিমালা

(১) **إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ -**

১. তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছ, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। (৯-সূরা আত্ তাওবা : ৪)

(২) **كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ -**

২. মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কীভাবে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ মসজিদুল হারামের নিকট। অতএব যে

পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে চুক্তিতে অটল থাকে তোমরাও অটল থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (৯-সূরা আত্ তাওবা : ৭)

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِبَاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ
الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলে দুই শক্তির (দল বা রাষ্ট্রের) মধ্যে ঝগড়া-অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে। কেননা, এর পরিণাম তোমাদের স্বীনের জন্যে ধ্বংস। (জামে' জামে তিরমিযী-২৫০৮ হাদীস হাসান)

৭২৪. পররাষ্ট্রনীতি যেমন হওয়া উচিত

(১) وَإِنْ نَكُثُوا إِيمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أُنْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ . أَلَا تَقَاتِلُونَ
قَوْمًا نَكُثُوا إِيمَانَهُمْ وَهُمُورًا يَخْرُجُ الرِّسُولُ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتَخَشَوْنَهُمْ فَأَلَّ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

১. যদি তারা চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের স্বীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাহলে কাফির সর্দারের সাথে যুদ্ধ করো। কারণ, এদের কোনো শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের শপথ বা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে? আর এরাই তো তোমাদের সাথে প্রথম বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? অথচ তোমাদের বেশি ভয় করা উচিত আল্লাহকে- যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাক। (৯-সূরা আত্ তাওবা : ১২-১৩)

(২) عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ كَانَ بَيْنَ مَعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ
عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ
فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَاءٌ وَلَا غَدْرٌ

فَنظَرَ فَأَدَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مَعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدُّنَّهُ حَتَّى يَمُضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْدِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءِ فَرَجَعَ مَعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ -

২. সলীম ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রা) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পশ্চিমধ্যে তার নিকট হাজির হলো এক ঘোড়া সওয়ারী। তিনি বললেন : আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। আগন্তুকের দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা) দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো জাতির চুক্তি হয়, তার পক্ষ থেকে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা বৈধ নয়। আর তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, তাতে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা। আর তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। একথা শুনে মুয়াবিয়া (রা) তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসলেন। (আবু দাউদ-২৭৫৯ সহীহ)

(৩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مَعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارٌ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ الْأَسْبُوقًا وَلَا يُقِيمُ بِهَا إِلَّا مَا أَحْبَبُوا فَأَعْتَمَرَمِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَدْ خَلَّهَا كَمَا صَلَّحَهُمْ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوا أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা করতে রওয়ানা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফিররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন তিনি হুদায়বিয়াতে তার হাদী কোরবানী করলেন, আর মাথা মুড়ালেন

এবং তাদের সাথে সন্ধি করলেন এই শর্তে যে, আগামী বছর তিনি ওমরা করবেন আর (কোষবদ্ধ) তরবারী ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র নিয়ে তাদের কাছে আসবেন না। আর তারা যতদিন পছন্দ করবে তিনি ততদিন সেখানে থাকবেন। পরের বছর তিনি ওমরা করলেন এবং যেমন সন্ধি করেছিলেন তেমনিভাবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করলেন। তারা তাকে বেরিয়ে যেতে বললে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। (বুখারী ৫ম খণ্ড; অধ্যায় সন্ধি, পৃ: নং৩৩)

৭২৫. নিরাপদ আশ্রয় দান

(১) وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ -

১. আর (হে নবী!) মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে সুযোগ লাভ করতে পারে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। এটা এই জন্য যে, এরা জ্ঞান রাখে না। (৯-সূরা তাওবা : ৬)

৭২৬. যাদের সাথে সন্ধি করা যাবে

(১) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

১. আর যদি শত্রুরা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে (হে নবী!) তুমিও আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনি সব শুনে ও জানেন। (৮-সূরা আল আনফাল : ৬১)

৭২৭. সাহায্য করার নীতিমালা

(১) وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

১. কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তা-ও এমন কোনো জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। বস্তুত তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখছেন। (৮-সূরা আল আন-ফাল : ৭২)

৭২৮. রাসূল ﷺ-এর পররাষ্ট্রনীতি

(১) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلَيَّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيِّ أَمَحُّهُ فَقَالَ عَلِيُّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمَحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالِحَهُمْ عَلَيَّ أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبَانُ السِّلَاحِ؟ فَقَالَ الثَّرَابُ بِمَا فِيهِ .

১. বারায়ী ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুদায়বিয়াতে মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি করার সময় আলী (রা) উভয় পক্ষের মাঝে লিখেন, “মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ” ﷺ। তা লিখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখ না। কেননা, যদি তুমি রাসূল হতে (আমরা যদি রাসূল মেনে নিতাম) তাহলে তো আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলীকে বললেন : (রাসূলুল্লাহ) শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে (রাসূলুল্লাহ) শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্যে মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, জুলুব্বান কী? তিনি বললেন : কোষ ও এর মধ্যে যা থাকে। (সহীহ বুখারী-৫ম খণ্ড, অ: সন্ধি, পৃ: ৩০-৩১)

৭০. ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা (الْحُكْمُ فِي الْإِسْلَامِ)

বিচার ও ইনসাফ প্রত্যেকটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারের বিষয়। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পেতে পারে, এ অধিকার হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি সুবিচারও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা এমনকি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝেও কোনোরূপ পার্থক্য করা চলে না।

এটিই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং এটিই ইসলামের চিরন্তন ব্যবস্থা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সবাই সমান। সবাই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। তাই তো মুহাম্মদ ﷺ কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ফাতিমাকে চুরি করার শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। উমর ফারুক (রা) নিজে খলিফা হয়েও নিজ সন্তানকে মদ খাওয়ার অপরাধে নিজ হাতে বেত্রাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আর আলী (রা) খলিফা থাকা সত্ত্বেও বিচার বিভাগের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করেননি নিজের তরবারী পাওয়ার জন্য। এই পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার কারণেই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল।

৭২৯. বিচার ব্যবস্থার বিধান

(১) اِنَّ اللّٰهَ يامرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -

১. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন যে, তোমরা যেন প্রাপকের হাতে তাদের প্রাপ্য আমানত পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার-মীমাংসা করবে তখন ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বিচার মীমাংসা করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। (৪-সূরা আন নিসা : ৫৮)

(২) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -

২. আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে রাসূলগণের নিকট কিতাব এবং নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নাযিল করেছি। যেন মানুষ এসবের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়ম করে। (৫৭-সূরা আল হাদীদ : ২৫)

৭৩০. আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য নয়

(৫) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْتَ شَفَعْتَ فِي حَدِّ مَنْ حَدَّ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلِكَ الَّذِينَ قَبْلُكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا.

১. আশেয়া সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা একবার মাখজুমী বংশের এক মেয়ের জন্যে খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই মেয়ে লোকটি চুরি করেছিল। তারা একে অপরকে বলাবলি করল এই (সন্তোষ পরিবারের) মেয়েটির (ক্ষমার জন্যে) আল্লাহর রাসূলের কাছে কে সুপারিশ করবে? তারা একে অপরকে বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা বিন যায়েদ ছাড়া আর কেউই সাহস করতে পারে না, এবার উসামা রাসূলের নিকট (ক্ষমা করার জন্যে) জরুরি ভিত্তিতে সুপারিশ পেশ করল। একথা শুনে রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ ? অতঃপর রাসূল ﷺ দাড়ালেন এবং উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বললেন অতীত যুগের জাতির লোকেরা এ জন্যেই তো ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের কোনো অভিজাত বংশের লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোনো অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে ক্ষমা করে দিত, কিন্তু যখন কোনো দুর্বল বা নীচ বংশের লোক চুরি কিংবা কোনো অপরাধ করত তখন তার উপর বিচার কার্যকর করত। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সদা-সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার করো। আল্লাহর কসম! আমার প্রিয় মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে বসত, তবে জেনে রেখ, কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী নিঃসন্দেহে তারও হাত কেটে দেয়া হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩১. বিচারের স্বাক্ষ্যদান

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

১. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাক। আর নির্দিষ্ট কোনো জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্বুদ্ধ না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার করো, কারণ এটিই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখ) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (৫-সূরা আল মায়দা : ৮)

৭৩২. বাদী ও বিবাদী উভয় উপস্থিত থাকবে বিচারকের সামনে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْبٍ (رض) قَالَ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ
الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ফয়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসানো হবে। (আহমদ ও আবু দাউদ-৩৫৮৮ সনদ দুর্বল)

৭৩৩. বিচারকের দায়িত্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا .

১. হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায় নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্যদান করো-তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার কিংবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা গরিব হয় তবে আল্লাহ তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতেও বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে

কথা বল, কিংবা পাশ কেটে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। (৪-সূরা আন নিসা : ১৩৫)

(২) فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ .

২. (দুই ভাই দাউদ (আ)-এর কাছে এসে বিচার দাবি করে বলল,) আপনি আমাদের দু'জনের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন, অবিচার করবেন না। আর আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন। (৩৮-সূরা সা'দ : ২২)

৭৩৪. ন্যায় বিচারকের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দোয়া

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ وَّلِيَّ مِنْ أَمْرَاتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَّلِيَّ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفُقْ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

১. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এই মর্মে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোনো বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমিও তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে অতঃপর তাদের প্রতি মেহেরবাণী করে, তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (সহীহ মুসলিম)

৭৩৫. বিচারকদের বিচারক

(১) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ .

১. বিচারকদের উত্তম বিচারক কী আল্লাহ তা'আলা নন? (৯৫-সূরা আত্ তীন : ৮)

৭৩৬. মন্দ বিচারকের পরিণাম

(১) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

১. মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও শিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্যে জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৩৭. তিন বিচারকের ২ জনই জাহান্নামের যাবে

(১) عَنْ بَرِيدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَمَا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

১. বরীদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন— তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। তন্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদানুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছে। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফয়সালা করার ব্যাপারে অবিচার ও জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্য বিচার ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে।

দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-২৩১৫, মিশকাত-৩৭৩৫)

৭১. ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

(الْاِقْتِصَادِيَّةُ فِي الْاِسْلَامِ)

মানবজীবনে অর্থ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি মানুষের নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। ইসলাম যেহেতু একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু ইসলাম মানুষের জন্যে শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজব্যবস্থাই উপস্থাপিত করেনি, বরং মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থাও পেশ করেছে।

৭৩৮. অর্থনীতির নীতিমালা

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُ نَارًا .

১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা একে অপরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়ালু। আর যারা জুলুম করে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে, তাদেরকে আমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। (৪- সূরা আন নিসা : ২৯-৩০)

৭৩৯. বিচারককে ঘোষ দেয়া যাবে না

(১) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

১. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৮৮)

৭৪০. গরীবদের কষ্ট হয় ধনীদের বখিলী আচরনের কারণে

(১) عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فَقْرَاءَهُمْ وَلَكِنْ يَجْهَدُ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاءُ هُمْ إِلَّا وَأَنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

১. আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন- নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন, যা তাদের গরিব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরিবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায়, তার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোনো কারণই থাকতে পারেনি। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয় জেনে রাখো আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দেবেন। (তাবারানী আস সগীর ও আল- আওসাত)

৭৪১. অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করার পরিণতি

(১) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ - وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ -

১. নবী অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করবে এটা অসম্ভব। যে অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে সেই গোপনকৃত বস্তু নিয়ে ঠাঠবে অতঃপর প্রত্যেককে তাদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৬১)

৭৪২. যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হবে দায়িত্বশীলের দায়িত্বে

(১) وَلَا تَزُوا السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا -

১. আর যে অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবন-যাপনের অবলম্বন করে দিয়েছেন, তা তোমরা নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং (তাদেরকে সুশিক্ষা দান করো) তাদের সাথে উত্তম কথা বল। (৪-সূরা আন নিসা : ৫)

৭৪৩. যে ধরনের ব্যবসা করা উচিত

(১) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ - لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ
وَيُزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ -

১. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। বরং পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫-সূরা আল ফাতির : ২৯-৩০)

৭৪৪. ধন-সম্পদ দ্বারা পরকালের গৃহ বানানো উচিত এবং দুনিয়ার অংশ ভুলে যাওয়া যাবে না।

(১) وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .

১. আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তার দ্বারা পরকালের ঘর (জান্নাত) তালাশ করো, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছেন, তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া করো এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করো না। কেননা আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (২৮-সূরা আল কাসাস : ৭৭)

৭৪৫. অন্যেরা জুলুম করলেও নিজে জুলুম করবেন

(১) عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَّاصِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنُكْتَمُ مِنْ أَمْرِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ . قَالَ لَا .

১. বশির ইবনে খাসাসিয়া (রা) বলেন, আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের প্রতি যুলুম করে থাকেন। সুতরাং আমরা কি যুলুম পরিমাণ মাল গোপন করে রাখতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, না। (আবু দাউদ-১৬২৮)

৭৪৬. সকল নবী-রাসূল ছাগল চড়িয়েছেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعِيَ الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরান নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, (হে নবী!) আপনিও কি তাদের মতো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (সহীহ বুখারী)

৭৪৭. ভিক্ষা না করে প্রয়োজনে বোঝা বহন করতে হবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَضِبَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ তার পিঠে বহন করে কাঠের বোঝা এনে বিক্রি করা, কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম, চাই সে দিক বা না দিক। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৪৮. ভিক্ষা করার করণ পরিণাম

(১) عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يَغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ .

১. সাহল ইবনে হানযালিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায়, অথচ তার কাছে বেঁচে থাকার সম্বল আছে, তাহলে সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিক আগুন সংগ্রহ করছে। (আবু দাউদ)

৭২. ইসলামে হালাল-হারাম

(الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِي الْإِسْلَامِ)

حَلَالٌ (হালাল) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- সিদ্ধ বা বৈধ। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় ইসলাম যে কাজ করার বা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কিংবা নিষেধ করেনি এমন বস্তু, জিনিস বা কাজকে হালাল বলা হয়। حَرَامٌ (হারাম) আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ- নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় ইসলাম যা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছে এবং যা করলে পরকালে শাস্তি অনিবার্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনেও দণ্ডনীয় অপরাধ, এরূপ বস্তু, জিনিস বা কাজকে হারাম বলা হয়। কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, হালাল বস্তুর বা কাজের দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ এবং উপকারিতা কী এবং হারাম বস্তুর বা কাজের দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জগতের ক্ষতিকর ও পরিণতির বিষয়গুলো কী? কুরআন এবং হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু নির্দেশনা দেয়া হলো-

৭৪৯. হালাল ভক্ষণ করার নির্দেশ

(১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

১. হে মানবজাতি! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো। আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নি:সন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৬৮)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعَيْتِهِ تَعْبُدُونَ .

২. হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব পবিত্র বস্তুসামগ্রী রিয়ক হিসেবে দান করেছি তা হতে ভক্ষণ করো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা একান্তভাবে তাঁরই বন্দেগী করো। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৭২)

৭৫০. হালাল রিজিক অন্বেষণ করা বড় ফরজ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ
كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন- অন্যান্য ফরযের মতো হালাল রজি তালাশ করাও একটি ফরয। (বায়হাকী)

৭৫১. বিশেষ যে জিনিস হারাম

(১) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ .

১. তিনি তো তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়েছে সে সীমালঙ্ঘনকারী বা অভ্যস্থ নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৭৩)

(২) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْأِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

২. হে নবী ﷺ! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতে নির্লজ্জতার কাজ যা প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহর সাথে এমন জিনিসকে অংশীদার করা, যার কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না। (৭-সূরা আল আরাফ : ৩৩)

৭৫২. আয়-রোজগারে হালাল-হারামের তোয়াক্বা করা দরকার

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানবজাতির কাছে এমন এক যামান আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো বিচার বিবেচনা করবে না। (সহীহ বুখারী)

৭৫৩. হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা আবশ্যিক

(১) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . تَبْتَغِي مَرْضَاتَ
أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

১. হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এই যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাকারী, অনুগ্রহকারী। (৬৬-সূরা আত তাহরীম : ১)

৭৫৪. এমন চুক্তি বৈধ নয় যা দ্বারা হালাল হারাম মিশ্রিত হয়ে যায়

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا .

১. উমার ইবনে আউফ মুযানী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলি পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয়। আর হালালকে হারাম করে দেয়। (জামে' (জামে' জিরমিযী-১৩৫২, ইবনে মাজাহ-২৩৫৩)

৭৫৫. নিজ হস্ত দ্বারা উপার্জিত খাদ্যই উত্তম খাদ্য

(১) عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -

১. মিকদাম ইবনে মায়াদী কারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আন্বাহর প্রিয় নবী দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারী)

৭৫৬. হারাম খাদ্য দ্বারা অর্জিত দেহ জাহান্নামে যাবে

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ -

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে গোশত হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হারাম খাদ্য গঠিত দেহের জন্যে জাহান্নামের আগুনই উত্তম। (আহমদ ও বায়হাকী)

৭৫৭. হারাম পথে অর্জিত সম্পদ জাহান্নামের পাথের

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَّالَ حَرَامٍ فَيُصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكُ

لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُورُ السُّيَّءَ بِالسُّيَّءِ وَلَكِنْ يَمْحُوا السُّيَّءَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُوا الْخَبِيثَ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হারাম পথে উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে তবে আল্লাহ সে দান কবুল করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলে তাতেও কোনো বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সেই সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে তা তার জাহান্নামে যাবার পথের পাথর হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয় মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

৭৫৮. হারাম পথে অর্জিত খাদ্য-পানীয়, পোশাক ও শরীর নিয়ে দোয়া করা সত্ত্বেও সে দোয়া কবুল করা হবে না

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَهُ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَآتَىٰ بِسُتْجَابٍ لِّذَلِكَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিস-ই কবুল করে থাকেন। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সে নির্দেশ দিয়েছেন। যা তিনি দিয়েছেন নবীদেরকে। আল্লাহ বলেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাবার গ্রহণ করো এবং নেক কাজ করো। অনুরূপভাবে তিনি মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুমিনগণ! আমার

দেয়া পবিত্র খাবার হতে আহার করো। অতঃপর রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোনো পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়ে) দু'হাত আসমানের দিকে তুলে দোয়া করে বলে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য পানীয় ও লেবাস-পোশাক সবকিছুই হারাম উপার্জনের। এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দ্বারা জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দু'আ কী করে কবুল হবে? (সহীহ মুসলিম)

৭৩. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব

وَأَجِبَاتُ الْحُكُومَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

ইসলামী সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করাও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাইতো খিলাফতে আসীন হয়ে ওমর (রা) বলেছিলেন, ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে কাল কিয়ামতের মাঠে ওমরকে জবাবদিহি করতে হবে।

৭৫৯. ইসলামী সরকারের মৌলিক ৪টি দায়িত্ব

(১) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ -

১. তারা এমন লোক যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (২২-সূরা আল হাজ্জ : ৪১)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رَض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ مَنْ
وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَاشْفَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْفَقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّرِ
أُمَّتِي شَيْئًا فَارْفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে,

তবে তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (সহীহ মুসলিম)

৭৬০. যার নির্দেশ মান্য করতে হবে

(১) وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَنْيَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.

১. তাদেরকে আমি নেতা হিসেবে নিযুক্তি করেছি তারা আমার নির্দেশ মোতাবেক হিদায়াত (পরিচালনা) করবে। (২১-সূরা আল আশিয়া : ৭৩)

৭৬১. দায়িত্ব পালন না করার পরিণাম

(১) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا وَالٍ وَوَلِيٍّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ كُنُصْحِهِ وَجَهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.

১. মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো-কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও বিদমদের জন্যে এতটুকু চেষ্টাও করল না যা সে নিজের জন্যে করে থাকে, আলাহ তাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তাবারানী আল-মুজাম্মুস সগীর)

৭৬২. দায়িত্বশীলের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَوَلِيٍّ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِي النَّارِ.

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হলো, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে জাহান্নামে যাবে। (তাবারানী আল-মুজাম্মুস সগীর)

৭৪. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (دُنْيَوِيَّةٌ)

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজি 'সেকিউলারিজম' শব্দের বাংলা অনুবাদ। ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আত্মাহ ও রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন।

৭৬৩. ধর্মনিরপেক্ষতার পরিণাম

(১) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا . ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُؤًا .

১. তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলি এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে আমি কোনো গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল। কারণ তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে বিদ্রোপের বিষয়রূপে গ্রহণ করছে। (১৮-সূরা আল কাহাফ : ১০৪-১০৫)

৭৬৪. ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়

(১) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ .

১. আর ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবে তার থেকে তা কবুল করা হবে না। পরকালে সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

৭৬৫. যাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

১. হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদের ব্যতীত কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও? (৪-সূরা আন নিসা : ১৪৪)

(২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ -
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -

২. হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫-সূরা আল মায়দা : ৫১)

৭৬৬. যার যার পথ ও কর্ম তার তা পরিণাম

(৫) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ -

৫. (হে নবী ! কাফেরদের বলুন) তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম (পথ ও কর্ম) আর আমাদের জন্যে আমাদের ধর্ম (পথ ও কর্ম)। (১০৯-সূরা আল কাফিরুন-৬)

৭৬৭. ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই

(১) لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ -

১. ধর্মের ব্যাপারে কোন জ্বরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। (২-সূরা বাক্বরা : ২৫৬)
নোট : যারা মুসলিম নয় তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যারা মুসলিম তাদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালনে রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য করা যাবে।

৭৫. বিবাহ (النِّكَاحُ)

আরবি (نِكَاحٌ) নিকাহ্ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে, শাদি, বন্ধন ও মিলন। আভিধানিক অর্থ চুক্তি করা বা সংযুক্ত করা। মানব বংশের বৃদ্ধিই বিবাহের লক্ষ্য। আর সে জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে নারী। ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নারীকে গর্ভধারণের এবং সন্তান প্রসবের। আর যেহেতু মানুষ পশু নয় তাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে যত্রতত্র যৌন ক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দেয়া হয়নি তাকে বরং নিয়ম-নীতির আলোকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্মানজনক পন্থায় কাম চাহিদা পূরণ করার রীতি প্রণয়ন করছে শরীয়াত। এরই নাম বিয়ে, শাদী। বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর বিবাহ ফরয। বিবাহ বিলম্বে ব্যক্তি গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে এবং অশ্লীল ও পাপ কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে পাপের পথ থেকে বাঁচতে হবে।

৭৬৮. সামর্থ্যবানদের জন্য বিবাহ করার নির্দেশ

(১) وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

১. আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সং তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞানী। (২৪-সূরা আন নূর : ৩২)

৭৬৯. বিবাহের সামর্থ্য না আসা পর্যন্ত সংযম অবলম্বন করবে

(১) وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔

১. আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে সামর্থ্যবান করে দেন। (২৪-সূরা আন নূর : ৩৩)

৭৭০. সামর্থ্য থাকলে একাধিক বিবাহ করা যাবে

(১) فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبْعَ - فَإِنْ

خِفْتُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعْوَلُوا.

১. আর তোমরা নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে পছন্দ করো তাদের মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন বা চার চারজনকে বিবাহ করে নাও। কিন্তু তোমাদের যদি মনে আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে পারবে না তাহলে একজন মাত্র নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের থেকেও তোমরা বিবাহ করতে পারো। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক পন্থা। (৪-সূরা আন নিসা : ৩)

৭৭১. নারী-পুরুষের ভালোবাসা আত্মাহুত প্রদত্ত এবং স্বামী ও স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে

(১) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً -

১. আর মহান আত্মাহুতের নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গী নারীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া। (৩০-সূরা আর রোম : ২১)

(২) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ -

২. অতঃপর আমি আদমকে বললাম তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জন্নাতে বসবাস কর এবং সেখায় নিজেদের ইচ্ছেমত খাও এবং এই গাছের নিকটবর্তী হইও না। তবে তোমরা জ্বালামদের মধ্যে গণ্য হবে। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৩৫)

৭৭২. একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমতা বিধান রাখার বিধান

(১) وَكَانَ تَسْتَضِيْعُو أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَكَلَّوْ حَرَصْتُمْ فَلَا

تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

১. তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। (৪-সূরা নিসা : ১২৯)

৭৭৩. বিবাহের উপকারিতা

(১) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে না তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিবাহ পৃ: ৩৮৪ ও মুসলিম ৪র্থ খণ্ড অ: বিবাহ পৃ: ২৫৬, মিশকাড-২৯৪৬)

৭৭৪. আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمَكَاتِبُ الَّتِي يُرِيدُ الْإِدَاءَ النَّاسِكُ الَّتِي يُرِيدُ الْعِفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

১. আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর তা'আলা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। ১. ঐ চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করেছে। ২. সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফায়তের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। ৩. সেই মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত। (ইবনে মাজাহ-৩১২০, নাসায়ী-৩২২৮ হাদীস হাসান)

৭৭৫. মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা উচিত

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দীনদারী দেখে। তবে তুমি দীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তাতে তোমার কল্যাণ হবে।

(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-২৯৪৮)

৭৭৬. নেককার স্ত্রী হলো সর্বোত্তম সম্পদ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الذَّنْبِيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (বুখারী অ: বিবাহ পৃ: ৩৯৮ ও মুসলিম ৪র্থ খণ্ড; অ: বিবাহ পৃ: ৩৪৪, মিশকাত-২৯৪৯)

৭৭৭. বিয়ের আগে কনেকে দেখে নেয়া উচিত

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ

الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ .

১. জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়।

(আবু দাউদ ৩য় খণ্ড হাদীস-২০৮২ হাদীস হাসান)

নোট : আমাদের সমাজে বিয়ের নামে পূর্ব থেকেই কনের সাথে প্রেম বিনিময়, মোবাইলালাপ, একসাথে ভ্রমণ, ঘুরাফিরা করা, কনেকে বরের দুলাভাই, বড় ভাই, ছোট ভায়েরা দেখা এবং বর কর্তৃক কনেকে আংটি পরানো এ যাবতীয় কাজ সবই নাজায়েজ।

৭৭৮. ৪টি কাজ সকল রাসূলের সূনাত

(১) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ

الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

১. আবু আইয়ুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চারটি বিষয় হলো রাসূলদের সুন্নত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। (তিরমিথী ৩য় খণ্ড হাদীস-১০৮০ দুর্কল)

৭৭৯. জাঁকজমকহীন বিয়েতেই বরকত নিহিত

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مُؤَنَةٌ .

১. আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বরকতের বিয়ে হচ্ছে সেই বিয়ে, যাতে খরচ খুব কম করা হয়। (বায়হাকী)

৭৬. বিবাহের মহর (مَهْرُ النِّكَاحِ)

মহর বলা হয় সে মূল্যকে যা বিবাহের সময় বরের পক্ষ হতে পাত্রীকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়। বিয়েতে দেনমহর ছাড়া অন্য কোনো শর্ত করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। আর দেনমহর পাওনা হচ্ছে শুধু স্ত্রীর। ইসলামে স্বামীর কোনো দেনমহর নেই এবং তার এরূপ কোনো দাবি ও শর্ত করারও অধিকার নেই। আদ্বাহর দেয়া এই হক থেকে বঞ্চিত করার যেকোনো প্রকার চেষ্টা ও কলাকৌশল ইসলাম সম্মত নয়। মহর দেয়া ফরয যা একমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য। মোহর প্রদান করা ছাড়া স্ত্রীকে স্পর্শ করা জায়েজ নেই। যারা মোহর দেয় না, তারা হাশরের ময়দানে জিনাকারী হিসেবে উঠবে।

৭৮০. মহরানা আদায় করা ফরয

(১) وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَكُلُوهُ هِنِينَ مَرِيئًا .

১. আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহরানা মনের সন্তোষ সহকারেই আদায় করো। অবশ্য পরে যদি স্ত্রীরা সেই মহরানা হতে তোমাদেরকে কিছু অংশও খুশি মনে ফেরত দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ কর। (৪-সূরা আন নিসা : ৪)

৭৮১. যে মহরানা না দিয়ে অবৈধভাবে লালসা পূরণ করে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে

(১) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَدِّي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

১. আর সতী নারীরা তোমাদের জন্যে হালাল তারা ঈমানদার হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিताব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের মহরানা আদায় করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের রক্ষক হবে। স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে নয়। যে ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৫-সূরা আল মায়দা : ৫)

৭৮২. সবচেয়ে বড় চুক্তি হল মোহরানা আদায় করার চুক্তি

(১) عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

১. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশি জরুরি, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরণ মালিক হও। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিবাহ পৃ: ৪৩৯)

৭৮৩. মহরানা আদায়ের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর সমঝোতায় আসা

(১) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

১. অত:পর দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর এর বিনিময়ে তাদের মহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো। মহরানা ফরয হওয়ার পর যদি তোমরা পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাও, তবে তাতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী। (৪-সূরা আন নিসা : ২৪)

৭৮৪. তালাকের সময়েও মহরানা কিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়

(১) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ أَحَدُهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا .

১. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে কিছুই গ্রহণ করো না।
(৪-সূরা আন নিসা : ২০)

৭৮৫. আদায়যোগ্য মহরানা নির্ধারণ করা উচিত

(৩) عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ
الصَّدَاقِ آيسِرُهُ .

২. উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : মহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মহরই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য।
(নায়লুল আওতার)

৭৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ (تَوَلِيدُ الضَّبْطِ)

জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থ হচ্ছে সন্তান জন্মকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। জন্মনিয়ন্ত্রণ আজ আধুনিক সমাজে এক সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণকে তালাওভাবে জ্ঞায়েয করেনি। বর্তমান সমাজে দেখা যায়, গরিবের ঘরে সন্তান বেশি আর ধনীদেব ঘরে সন্তান কম। কারণ ধনীরা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী বলে এরকম হচ্ছে। অথচ দরকার ছিল গরিবেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবে আর ধনীরা তা এড়িয়ে চলবে। কিন্তু হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। তাই বলে কোনো গরিবের ছেলে সন্তান না খেয়ে মারা গেছে নাকি? সূতরাং এ বিষয়টি এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ যিনি জন্ম দেন আসলে কি সন্তানের খাদ্য তিনি যোগান দেন না কি মহান আল্লাহ ব্যবস্থা করেন? তবে পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা ইসলাম অনুমোদন করে। কারণ ইসলাম একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম মানুষকে পরিকল্পিত পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছে। পরিবার পরিকল্পনা বলতে ভ্রণ নষ্ট করা বা গর্ভস্থিত সন্তান হত্যাকে বুঝায় না, বরং দুই সন্তানের ব্যবধান সময়ে আয়ল বা স্বাস্থ্যের জন্য অপকারী নয় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বুঝায়, যা দ্বারা দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে না।

৭৮৬. সকলের রিযিকের মালিক আল্লাহ

(১) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا . كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

১. পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি, আর তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লেখা আছে। (১১-সূরা হুদ : ৬)

(২) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِيْنَ . وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ .

২. আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও, এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাগ্য আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসেব অনুসারে বিভিন্ন সময়ে রিযিক নাযিল করে থাকি। (১৫-সূরা হিজর : ২০-২১)

(৩) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا . اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ . وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

৩. অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোনো মজুদ খাদ্যভাগ্যর বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহই এদের রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদেরও রিজিকদাতা। আর তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী। (২৯-সূরা আল আনকাবুত : ৬০)

(৪) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ .

৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (৫১ সূরা আয যারিয়াহ : ৫৮)

৭৮৭. দারিদ্রতার ভয়ে সম্ভান হত্যা বৈধ নয়

(১) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ
إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا .

১. তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সম্ভানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

৭৮৮. রিযিকের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে

(১) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ -

১. আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রার্থ্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। (৪২ সূরা আশ শূরা : ১২)

৭৮৯. যারা আগমন করবে তাদেরকে ঠেকানো সম্ভব নয়

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ نُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مِمَّنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এলো, আমরা আয়ল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করো? তোমরা কি এরূপ করো? তোমরা কি এরূপ করো? কিয়ামত পর্যন্ত যে সব শিশু জন্ম নির্ধারিত আছে, তারাতো জন্মাবেই। (বুখারী ৮ম খণ্ড, অ: বিয়ে-শাদী, পৃ: নং-৪৭৯, মিশকাত-৩০৪৮)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ سِئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مِمَّنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারে না। অর্থাৎ আযল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্ষের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আযল করতে চাও? (সহীহ মুসলিম, মিশকাত হাদীস-৩০৪৯)

৭৯০. মানসম্মত অধিক সন্তান নিতে রাসূলের উৎসাহ

(১) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوْجًا
الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَانِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ -

১. মাকাল ইবন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা শ্রেমময়ী অধিক সন্তান সম্ভাব্য নারীকে বিয়ে করবে। কারণ, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব। (আবু দাউদ-১৭৮৯, নাসায়ী-৩২২৭ হাসান সহীহ)

৭৯১. আযল করা

(১) عَنْ جَابِرٍ (رضى) قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ -

১. জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম আর এমতাবস্থায় কুরআন নাযিল হত। (মুসলিম, বুখারী ও মিশকাত হাদীস-৩০৪৬)

৭৮. যিনা-ব্যভিচার (الزَّيْنَاءُ وَالْفَحْشَاءُ)

ইসলামের মানবিক অপরাধসমূহের যে সব শাস্তি আল-কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সব চাইতে কঠোর ও গুরুতর। ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ যা অনেক অপরাধের সমষ্টি। ব্যভিচার বা যিনা বলতে বুঝায় একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়া ছাড়াই অবৈধভাবে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। ধর্মীয়, সামাজিক ও আদর্শিক সব মাপকাঠিতেই এটি জঘন্য অপরাধ। বলার অপেক্ষা রাখে না, নারীর সত্বীভূত হিফায়ত ও শিয়ানতের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত প্রজন্মের পবিত্রতা। বিয়ে বহির্ভূত সন্তানরা পৃথিবীতে পা রাখে পিতৃপরিচয়হীন ঘণার পাত্র হয়ে। আবার সামাজিকভাবে যিনাকারী ও যিনাকারিণীকে

যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাতে তাদের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে যায়। তাই এই অপরাধ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই ঘৃণ্য পাপের কঠিন শাস্তির বিধান করেছে ইসলাম।

৭৯২. যিনা একটি অশ্লীল কাজ

(১) وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

১. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেনো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৩২)

(২) وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ .

২. লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে এর নিকটেও যেনো না, তা প্রকাশ্যেই হোক আর গোপনেই হোক। (৬-সূরা আল আনআম : ১৫১)

৭৯৩. যিনাকারীকে একশ বেত্রাস্ত মারা

(১) أَلْزَانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ .

১. ব্যভিচারিণী (নারী) ও ব্যভিচারী (পুরুষ) তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাস্ত করবে, আর আক্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আক্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে। (২৪-সূরা আন নূর : ২)

৭৯৪. যিনাকারীর সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না

(১) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةٍ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

১. আর যারা সতী-সাক্ষী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। আর ওরাই তো ফাসেক। (২৪-সূরা আন নূর : ৪)

৭৯৫. যিনা না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাসূলের হাতে বাইয়াত

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَانِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعَصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا .

১. উবাদা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক দল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না। কারো প্রতি জেনে-ওনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ২০)

৭৯৬. সাতটি বিশেষ পাপের অন্যতম হলো যিনা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّفَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغِفْلَاتِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সে সাতটি পাপ কী কী? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং (অসচেতন) পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ও মুসলিম)

৭৯. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

যুগে যুগে যারাই আল্লাহ তা'য়ালাকে মনে-প্রাণে প্রকৃত প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদেরকেই কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে যখন যারা আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হয়েছে তখন তাদেরকে জান-মাল, মান-সম্মানের কুরবানী করতে হয়েছে। আর আল্লাহ তা'য়ালারও ইচ্ছা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাচাই-বাছাই করা। যারা এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার পরকালের চূড়ান্ত সফলতার সুসংবাদ দান করেছেন। সুতরাং একজন প্রকৃত ঈমানদার হতে হলে তাকে অবশ্যই কোনো না কোনো কঠিন বাধা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং যারা বাধাকে পায়ে দলে উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অটল অবিচল থাকে মূলত তারাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয় বহন করে।

৭৯৭. ঈমানের পরীক্ষা

(১) وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ نَبِّئِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

১. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের, যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। (২-সূরা আল-বাক্বার : ১৫৫-১৫৬)

৭৯৮. আল্লাহর দ্বীনের জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করা

(১) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ .

১. মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে- যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২০৭)

৭৯৯. অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে

(১) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُؤَاتٍ الْبِئْسَ الْأَصْرَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ . أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ .

১. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ-আপদ উপনীত হয়নি। তাদের ওপর বহু কষ্ট, কঠোরতা ও কঠিন বিপদ মুসিবত উপনীত হয়েছে। তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রাসূল এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদেরকে সাবুনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জেনে রেখ আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২১৪)

(২) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ .

২. মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ অবশ্যই তা জেনে নেবেন। (২৯-সূরা আল আনকাবুত : ২-৩)

(৩) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

৩. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করব। যেন আমি তোমাদের অবস্থার যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল তা জানতে পারি। (৪৭-সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

(৪) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ

يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ لَئِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ۔

৪. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তঁার পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তঁার রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে? আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৯-সূরা আত-তাওবাহ : ১৬)

৮০০ জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্যই

(১) تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ

الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔

১. পুণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; কে তোমাদের মধ্যে আমলে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬৭-সূরা আল-মুলক : ১-২)

৮০১. যে যত বড় মুমিন সে তত বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে

(১) عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ

عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ

الرِّضَىٰ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (এ শর্তে যে মানুষ

বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্ট চিন্তে মেনে নেয় এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষা আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
(জামে' তিরমিযী-২৩৯৬ হাদীস হাসান)

(২) عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّهِيدَ لِمَنْ جَبَّ الْفِتْنَةَ ثَلَاثًا وَلِمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا .

২. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের ওপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ-৪২৬৩, মিশকাত-৫৪০৫)

৮০২. ঈমান রক্ষা করা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا تَنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَأَقْبَابِضٍ عَلَى الْجَمْرِ .

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন স্বীকৃতদের জন্যে স্বীকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (জামে' তিরমিযী-২২৬০)

৮০৩. আল্লাহর অনুমতিতেই সবকিছু সংঘটিত হয়

(১) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সংপথ দেখান। আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত রয়েছেন। (৬৪-সূরা আত্ তাগাবুন : ১১)

৮০৪. ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি পরীক্ষাস্বরূপ

(১) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

১. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৬৪-সূরা আত্-তাগাবুন : ১৫)

৮০৫. হারানো জিনিস নিয়ে দুঃখ করা ঠিক নয়

(১) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفٍ فَخُورٍ .

১. পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার জন্যে উল্লাসিত হয়ো না। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৫৭-সূরা আল-হাদীদ : ২২-২৩)

৮০৬. যে রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে দরিদ্রতা তার দিকে দ্রুত আসে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ . قَالَ أَنْظِرْهُ مَا تَقُولُ . فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدْ لِلْفَقِيرِ تَجَنُّفًا لِّلْفَقْرِ أَسْرَعُ إِلَيَّ مِنْ حَبْنِيَّ مِنَ السَّبِيلِ إِلَىٰ مَنَهَاهُ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে ভালোবাসি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- তুমি কি বলছ তা ভালো করে ভেবে দেখো। সে বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে ভালোবাসি, একথা সে তিনবার বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্যে প্রত্তুতি নাও। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে বন্যার পানির চাইতে দ্রুত গতিতে দরিদ্রতা তার দিকে এগিয়ে আসে। (জামে' তিরমিযী-২৩৫০)

৮০৭. যত বিপদ-আপদ তত গুনাহ মাফ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَزُلُّ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ . وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মু'মিন নর-নারীর ওপর বালা-মুসিবত আসে, কখনও তার নিজের উপর, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের কারণে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (জামে' তিরমিযী-২৩৯৯ হাদীস হাসান)

৮০. الْبَيْتُ الْخَالِصَةُ (নিয়ত)

بَيْتُ (নিয়ত) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ তথা ইচ্ছা, স্পৃহা, সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কোনো কাজ বা আমলের দিকে মনোনিবেশ করাকে নিয়ত বলে। মূলত প্রতিটি কাজের একমাত্র উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং কাজটি যতই সুন্দর হোক না কেন, যদি নিয়তের গুণ্ডতা না থাকে, তবে তার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অতএব প্রতিটি মু'মিন বান্দার প্রতিটি আমলের পিছনে বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা প্রয়োজন।

৮০৮. উচ্চমানের চিন্তা-চেতনা থাকা উচিত

(১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু যমীন হতে উৎপন্ন করেছ, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর জন্য খরচ কর। আর তা থেকে নিকৃষ্টতম বিষয়কে তোমরা নিয়ত কর না। কেননা সেই জিনিসই যদি তোমাদেরকে কেউ দেয়; তবে তা তোমরা গ্রহণ করবে না; বরং তা উপেক্ষা করবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ বহুসম্পদশালী এবং স্বপ্রশংসিত। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৬৭)

৮০৯. মানুষ যা চায় তা পায়

(১) وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ -

১. আর তার কর্ম অচিরেই তাকে দেখানো হবে। (৫৩-সূরা আন নাজম-৪০)

(২) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ -

২. আর এ যে, মানুষ তাই পায়, যার সে চেষ্টা করে। (৫৩-সূরা নাজম-৩৯)

৮১০. অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই

(১) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ -

১. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (৫৫-সূরা আর রহমান-৬০)

৮১১. যে পরকাল চায় সে পরকাল পায়

(১) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ -

১. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। (৪২-সূরা আশ-শুরা : ২০)

৮১২. যে দুনিয়া চায় সে দুনিয়া পাবে

(১) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا - وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا -

১. যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করব, অত:পর তার জন্য দোষখ নির্ধারণ করব, সে এতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে। যদি সে মু'মিন হয় এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ১৮-১৯)

(২) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا بُصِيبَهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔

২. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের ওপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আদ্বাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আদ্বাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের কিংবা কোনো রমণীকে পাওয়ার নিয়তে করে, মূলত তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে যার দিকে সে হিজরত করেছে। (বুখারী ও মুসলিম);

নোট : এ হাদীসটি বুখারী শরীফে ৬ বার আছে।

৮১৩. আল্লাহ শুধু অন্তর দেখেন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তরকরণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন। (সহীহ মুসলিম)

৮১৪. নেক কাজের নিয়্যাতেই নেকি আর গুনাহের কাজ না করা পর্যন্ত কোন গুনাহ নেই

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُهَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِهَا فَكْتُبُوهَا لَهُ

حَسَنَةٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَكَتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ
عَمِلَهَا فَكَتَبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোনো গুনাহের কাজ করার
নিয়ত করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গুনাহ লিপিবদ্ধ কর না। তবে সে
যদি গুনাহের কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখ।
আর যদি আমার কারণে তা পরিত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী
লিপিবদ্ধ কর। সে যদি কোনো নেকীর কাজ করার জন্যে ইচ্ছা (নিয়ত) করে কিন্তু
এখনো তা করেনি তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি কাজ
টি সে করে তাহলে তার জন্যে দশগুণ থেকে (আন্তরিকতা অনুপাতে) সাতশ গুণ
পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ কর। (সহীহ বুখারী)

৮১৫. বাহ্যিকভাবে মানুষ ভাল করলে ভাল আর অন্তরের
বিষয় আল্লাহর নিকট

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ
بِئِ الْخَطَّابِ (رض) يَقُولُ إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ
لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنًا وَقَرِينًا وَلَيْسَ لَنَا مِنْ
سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا فَلَمْ أَمَّنَّا
وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উকবা ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,
আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর
সময়ে (তার জীবদ্দশায়) লোকদের যাচাই করা হতো অহী দ্বারা। কিন্তু (তার
ইশ্তিকালে) অহী বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা তোমাদেরকে তোমাদের বাহ্যিক
কাজ দ্বারা যাচাই করব। অতএব কেউ আমাদের সামনে বাহ্যত ভালো কাজ করলে

আমরা তাকে বিশ্বাস করব এবং আমাদের নিকটবর্তী বলে গ্রহণ করব, তার অন্তরের (নিয়তের) অবস্থা অনুযায়ী বিচারের জন্যে তো মহান আল্লাহই রয়েছেন। আর কেউ আমাদের সামনে বাহ্যত খারাপ কাজ করলে আমরা তাকে মানব না এবং তাকে বিশ্বাসও করব না। সে যতই বলুক তার অন্তরের অবস্থা খুবই ভালো অর্থাৎ সে খুবই ভালো মানুষ। (সহীহ বুখারী)

৮১. সন্ত্রাসবাদ (الْإِرْهَابُ)

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কখনো সন্ত্রাস, জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং এগুলোকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। মূলত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং সন্ত্রাসবাদকে মূলোৎপাটন করার জন্যেই ইসলাম বিনা কারণে হত্যার পরিবর্তে হত্যা তথা কিসাসকে জায়েয করেছে। ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই মূলত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এসব কিছু বিরুদ্ধে মুসলমানদের আপোষহীন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮১৬. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা পুরো জাতিকে হত্যার সামিল

(১) مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا .

১. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা বা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যে হত্যা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল এবং যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল। (৫-সূরা আল মায়দা : ৩২)

৮১৭. যে কাউকে হত্যা করল সে চরিকাল জাহান্নামী

(১) وَمَنْ يَقْتُلْ مُزِمًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَرِهَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .

১. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর রাগ হন, তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ডয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৪-সূরা আন নিসা : ৯৩)

৮১৮. ধ্বংসের কাজের দিকে বিন্দুমাত্রও যাওয়া যাবে না

(১) وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ .

১. তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর মানুষের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন।
(২-সূরা আল-বাক্বারা : ১৯০)

৮৯১. জালিম ও বিদ্রোহীরাই অপরাধী

(১) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

১. অভিযুক্ত শুধু তারা যারা মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। (পরকালে) তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (৪২-সূরা আশ্ শূরা : ৪২)

৮২০. সামান্য জমিও জবর দখলকারীর করুণ পরিণাম

(১) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (وَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَ
شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ .

১. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কারো সামান্য জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সাত তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৮২১. যার জিহবা ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ কেবল সেই মুসলিম

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ (رَض) قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ
هَجَرَ مَانَهَى اللَّهُ عَنْهُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : যার জিহ্বা ও হাত হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকতে পারবে সেই প্রকৃত মুসলিম। আর যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির। (বুখারী ও মুসলিম)

৮২২. দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়ে একজন মুসলিমকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

(১) لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ -

১. আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চাইতেও গুরুতর বিষয় হচ্ছে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা। (জামে' তিরমিযী)

৮২৩. সন্তাসীদের কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে

(১) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينٍ - مَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ -

১. হে নবী! তুমি তাদেরকে সেদিন সম্পর্কে ভয় দেখাও যা অতি নিকটে, যখন কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে আর লোকেরা-চুপচাপ দুঃখ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঐ অবস্থাতে অত্যাচারীদের কোনো বন্ধু হবে না যে তাতে শাক্ষাৎ করতে পারে এবং যার কথা মেনে নেয়া হবে! (৪০-সূরা আল মুমিন : ১৮)

৮২. ইসলামে নির্বাচন (الْإِنْتِخَابُ فِي الْإِسْلَامِ)

ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো পদে প্রার্থী হওয়া বা নিজেকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করানোর অধিকার নেই। কিন্তু কোনো পদের জন্যে অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, তাতে নিজের কোনো লোভের সন্ধাননা থাকে না। ব্যক্তি নিজের প্রার্থী হওয়া শরীয়তে অবৈধ এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি যদি প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে তখন তা আর নাজায়েয হবে না; বরং তখন নিজেকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাটা ফরজের পর্যায়েও পড়ে। যেমনটা ইউসুফ (আ) করেছিলেন। আর বর্তমান কালের অনেক সময় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো এমন জটিল হয়ে দেখা দেয় যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী না হলে চলে না। জনসাধারণকে ভালোভাবে জানাতে হবে যে, সমাজের মধ্যে কোন লোকেরা সত্যিই নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি

নিজেকে কোনো পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনগণের সামনে পেশ করার অর্থ হবে জনগণের জানিয়ে দেয়া যে, কী ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে। আর ইসলামে নির্বাচনের মূল শ্লোগান হল আল্লাহর আইন চাই সৎ লোকের শাসন চাই।

৮২৪. মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি

(১) **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .**

১. আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, আমি জমিনের বুকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে আগ্রহী। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ৩০)

৬২৫. আল্লাহ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন

(১) **اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ**

سَمِيعٌ بَصِيرٌ .

১. আল্লাহ ফিরেশতাদের মধ্য হতে পয়গামবাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও নির্বাচিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনে ও দেখেন। (২২-সূরা হজ্ব : ৭৫)

৮২৬. যথাযথ স্থানে ভোট প্রদান করতে হবে

(১) **إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تَزِدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .**

১. (হে ঈমানদারগণ!) আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। (৪-সূরা আন-নিসা : ৫৮)

৮২৭. ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষিত নেতা

(২) **وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ**

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ .

২. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীমকে তার রব নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তাতে তিনি উত্তীর্ণ হলেন তখনই আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা নির্বাচন করতে চাই। ইবরাহীম বলল, আমার বংশধর থেকেও নেতা করিও। আল্লাহ উত্তরে বললেন, জালেমরা কখনই এ পদ পাবে না। (২-সূরা আল্ বাক্বারা : ১২৪)

৮২৮. তিনজন হলেও একজন আমীর বানিয়ে নাও

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَالْيَوْمُ مَرُومًا أَحَدُهُمْ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তিনজন এক সাথে সফরে বের হলে একজনকে নেতা বা আমীর মনোনীত করবে। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০৯ হাদীস হাসান)

৮২৯. প্রকৃত মুমিনরা দায়িত্বশীল হতে চায় না

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَجِدُونَ مِنِّي خَيْرَ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে অতঃপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৩০. নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া যায় না

(১) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْتَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا -

১. আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোনো সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোনো রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৩. তাসাউফ-তায়কিয়ায়ে নাকস/আত্মশুদ্ধি

(تَزْكِيَةُ النَّفْسِ)

ফিক্‌হের সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। আর মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটাকে বলা হয় তাসাউফ। যেমন- কেউ সালাত আদায় করছে, সেখানে ফিকহ কেবল এতটুকুই দেখেছে যে, সে ঠিকমত অযু করল কিনা, কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিনা, সালাতের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কিনা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে তাসাউফ দেখে যে, ইবাদতে তার দিলের অবস্থা কি ছিল? সে আল্লাহর দিকে নির্বিচলিত ছিল কিনা? তার দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কিনা? সালাত থেকে তার অন্তরে আল্লাহর ভীতি অর্জিত হলো কিনা? আত্মাকে কতটা পরিশুদ্ধ করেছে? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে? ইত্যাদি। কুরআন মজীদে এ জিনিসটির নাম দেয়া হয়েছে 'তায়কিয়া' ও 'হিকমত' আর হাদীস শরীফে একে বলা হয়েছে 'ইহসান' এবং পরবর্তী লোকেরা একে অভিহিত করেছেন 'তাসাউফ' নামে। যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়।

৮৩১. নিজেকে পরিশুদ্ধ করার গুরুত্ব

(১) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى -

১. নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সেই ব্যক্তি, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে। অতঃপর সালাত আদায় করে। (৮৭-সূরা আলা : ১৪-১৫)

(২) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا -

২. নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষিত করে। (৯১- সূরা আশ্-শামস : ৯-১০)

(১) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ -

১. আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং-এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আর আমরা তাঁরই ইবাদত করি। (২-সূরা বাক্বারা-১৩৮)

৮৩৩. যাকাত দেয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধি অর্জন

(১) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ -
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ - وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

১. তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং তা দ্বারা তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া কর। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের জন্যে সাধুনাশ্বরূপ। অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শুনে ও জানেন। (৯-সূরা আত্-তাওবা : ১০৩)

৮৩৪. রাসূল প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য

(৩) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -

৩. তিনিই আল্লাহ যিনি নিরক্ষরদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ। তাদেরকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (৬২-সূরা জুয়ুআ : ২)

৮৩৫. ভালো মানুষের বেশ ধারণ করলেই ভালো হওয়া যায় না

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّمَنَّى وَلَا بِالتَّحَلَّى وَلَكِنْ هُوَ وَقَرِّ فِي الْقَلْبِ وَصَدَقَهُ الْعَمَلُ -

১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বলেছেন : মুমিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা এবং মুমিনের মতো বেশভূষা বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না। বরং ঈমান সে সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না বরং তিনি তোমাদের মন-মানসিকতা ও কাজ কর্মের দিকেই তাকান। (সহীহ মুসলিম)

৮৪. ইসলামী ছাত্রসংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পাঁচ দফা কর্মসূচি

মুমিন জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামী ছাত্রসংগঠন নির্ধারণ করেছে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের গোটা জীবনকে সাজানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হচ্ছে এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা পাঁচ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। কুরআন হাদীসের আলোকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং পাঁচ দফা কর্মসূচি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৮৩৬. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পূর্ণ বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

৮৩৭. আল কুরআন

(১) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔

১. আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি, যিনি আসমান ও যমীনসমূহকে সৃষ্টি করছেন এবং আমি কস্বিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে शामिल নই। (৬-সূরা আনআম : ৭৯)

(২) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

২. বল, আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্যে। (৬-সূরা আনআম : ১৬২)

(৩) وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

৩. আমার জন্য এমন কী কারণ থাকতে পারে যে আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা সকলেই (মৃত্যুর পর) তাঁর নিকটই ফিরে যাবে? (৩৬-সূরা ইয়াছিন : ২৩)

(৪) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ -

৪. আমি জিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে। (৫১-সূরা যারিয়াহ : ৫৬)

(৫) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ -

৫. (হে নবী!) এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, ধীনকে কেবলমাত্র তারই জন্য খাটি করে দিও। (৩৯-সূরা আয্ যুমার : ২)

৮৩৮. আল হাদীস

(১) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ

وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ -

১. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শক্রতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

(২) عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا -

২. আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে ধীন এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান ১১৭)

(৩) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ -

৩. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। অপর বর্ণনায় আছে, মুমিনগণ পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রথম দফা : দাওয়াত

৮৩৯. আল কুরআন

(১) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ - وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ -

১. হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে তা পৌঁছিয়ে দেয়ার 'হক বা দায়িত্ব' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্টি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে সং পথ প্রদর্শন করেন না। (৫-সূরা মায়দা : ৬৭)

(২) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

২. তার কথাই চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (৪১-সূরা হামীম-আস-সাজদা : ৩৩)

(৩) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ -

৩. তোমাদেরকে উত্তম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের কাজ হলো, তোমরা মানুষকে সং পথে আহ্বান করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

(৬) اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .

৪. ডাক তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম কথার মাধ্যমে এবং তর্ক করো (যুক্তিসহ) সর্বোত্তম পন্থায়। (১৬-সূরা নহল : ১২৫)

(৫) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .

৫. হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীস্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (৩৩-সূরা আল-আহযাব : ৪৫-৪৬)

৮৪০. আল হাদীস

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল হতে বর্ণনা কর। তাতে দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যারোপ করে, তার নিজ ঠিকানা চিরস্থায়ী জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (তিরমিযী হাদীস-২৬৬৯, বুখারী হাদীস-১০৭, ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৬, আবু দাউদ-৩৬৫১)

(২) عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا بِشْرًا وَلَا تَنْفِرُوا .

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (দ্বীনের দাওয়াত) সহজ কর, কঠিন কর না। সুসংবাদ দাও, বিতশ্রদ্ধ কর না (নিরাশ করো না)। (বুখারী ১ম খণ্ড অ: ইলম, পৃ: নং-৫৭)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়েদপ্রাপ্ত হয় তাহলে দায়ীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোনো কমতি হবে না। (মুসলিম)

(৪) عَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا أَبَشَّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا .

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মু'আয (রা)-কে বলেছেন : সে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করে তার সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (একথা শুনে) মু'আয বললেন 'আমি কি লোকদেরকে সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ইলম পৃ: ৯২-৯০)

(৫) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (رضي) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحِمُّهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَبْدَعَ بِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّتِ فَلَئِنَّا، فَاتَاهُ فَحَمَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُجْرِ فَاعِلِهِ ، أَوْ قَالَ عَامِلِهِ .

৫. আবু মাসউদ বাদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি সওয়ালী চাইতে এসে বলল : আমার বাহনটি তো ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : অমুক লোকের নিকট যাও। সে উক্ত লোকটির নিকট গেল অতঃপর সে তাকে একটি বাহন দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কেউ যদি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায় তবে ঐ কাজ যে ব্যক্তি নিজে করল তার সমান সে সওয়াব পাবে। (তিরমিখী হাদীস-২৬৭১ হাদীস সহীহ)

দ্বিতীয় দফা : সংগঠন

৮৪১. আল কুরআন

(১) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا . وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا .

১. তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দীনকে) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পর দূশমন ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তারই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

(২) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ .

২. (হে রাসূলগণ!) আপনাদের এই যে জাতি সব তো একই জাতির (ধর্মের) অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা। অতএব আমাকে ভয় করুন। (২৩-সূরা আল-মুমিনুন : ৫২)

(৩) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

৩. আর তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হিদায়েত পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্যই রয়েছে ভয়ানক আযাব। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১০৫)

(৪) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا .

৪. তবে যারা তওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দীনকে খালিস করে নেবে, এমন লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (৪-সূরা আন নিসা : ১৪৬)

(৫) فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

৫. অতএব সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহর রক্ষুকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (২২-সূরা আল হজ্জ : ৭৮)

৮৪৩. আল হাদীস

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُزْمِرُوا أَحَدَهُمْ۔

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত। (আবু দাউদ-২৬০৮, ২৬০৯ হাসান সহীহ)

(২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

২. আবু যর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিষত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রক্ষু হতে সরে গেল। (আবু দাউদ-৪৭৫৮, আহমদ)

(৩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ۔

৩. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ۔

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যকে অস্বীকার করে জামায়াত পরিতাগ্য করল এবং সেই অবস্থায় মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

(৫) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَ زَبِيَّةٍ .

৫. আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের উপর এরূপ কোনো হাবশী দাসকেও নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর। (বুখারী ১০ম খণ্ড, অ: আহকাম পৃ: ৪০৭)

তৃতীয় দফা : প্রশিক্ষণ

৮৪৩. আল কুরআন

(১) رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ . إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

১. হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিপূর্ণ করবেন। নিশ্চয় তুমি বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (২ সূরা আল বাক্বারা : ১২৯)

(২) وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ .

২. এবং আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৪৮)

(৩) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

৩. তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তার আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিপুষ্ট করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (৬২-সূরা আল জুমরা : ২)

(৪) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ط وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

৪. আমি লোকমানকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছি এই মর্মে যে, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। আর যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় (জেনে রেখো) আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১-সূরা লোকমান : ১২)

(৫) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .

৫. তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। (২-সূরা আল বাক্বারা : ৪৪)

৮৪৪. আল হাদীস

(১) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন সমঝদার আলেম শয়তানের নিকট এক হাজার আবেদের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। (তিরমিখী হাদীস-২৬৮১, নাসায়ী হাদীস-২২২, মিশকাত হাদীস-২১৭)

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালার যাকে কল্যাণ দান করেন, তাকে তিনি ধীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সমঝ দান করেন। (বুখারী-৭১, মুসলিম-১০৩৭, ইবনে মাযাহ-২২১, আহমদ-১৬৩৯২)

(৩) عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى .

৩. উক্বাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তীর চালানো প্রশিক্ষণ নিল তারপর তা ঢেকে দিল (অন্যকে প্রশিক্ষণ দিল না এবং প্রশিক্ষণ কাজে লাগাল না) সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, তীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্যায় কাজে ব্যবহার করা যাবে না; বরং ন্যায় কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যবহার করতে হবে।

(৪) عَنْ أَبِي عَلِيٍّ نُمَامَةَ بْنِ شَفِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقَبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ (رضى) يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ .

৪. আবু আলী সুয়ামা ইবন শাফী আল হামাদানী হতে বর্ণিত। তিনি উক্বাহ ইবন আমির আল জুহানী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিন্বরে দাড়িয়ে খুত্বা দেয়ার সময় বলতে শুনেছেন : (পবিত্র কুরআনের নির্দেশ) “তোমরা শত্রুর মোকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন করো”-মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী। মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী। মনে রেখ, শক্তি হলো তীরন্দাজী।

নোট : তখনকার দিনে তীর নিক্ষেপ করার কৌশলই ছিল রণক্ষেত্রের বিজয়ের অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমানে বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান ও পারমাণবিক ইত্যাদি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
(আবু দাউদ হাদীস-২৫১৪)

(৫) عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ

يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِي بِهِ وَمَنْبِلِهِ وَأَرْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرَمُّوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا كَيْسَ مِنَ اللَّهْرِ وَالْأَثَلُ ثَلَاثٌ تَادِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ وَرَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلَهُ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّمَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا .

৫. উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুতকারীকে, যে যুদ্ধে ব্যবহারের সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে; ২. তীর নিক্ষেপকারীকে; ৩. তীরের ঝুড়ি বাহককে, যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে ব্যবহারের জন্য তীর সরবরাহ করে থাকে।

তোমরা তীর নিক্ষেপ কর ও ঘোড়ায় চড়। তোমাদের তীর নিক্ষেপের জন্য ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপেই আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া অন্য কোনো প্রকার বিনোদন অনুমোদিত নয়। ১. পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান; ২. স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ করা; ৩. তীর খনুক পরিচালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর তার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়, সে যেন একটি উত্তম নি'আমত ত্যাগ করল। অথবা তিনি বলেছেন, নি'আমত অস্বীকার করল ও অকৃতজ্ঞ হলো। (আবু দাউদ হাদীস-২৫১৩ হাদীস দুর্বল)

চতুর্থ দফা : ইসলামী শিক্ষা ও ছাত্র সমস্যা

৮৪৫. আল কুরআন

(১) اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

১. পড় (হে নবী)! তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (৯৬-সূরা আলাক : ১-৫)

(২) اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

২. তিনিই পরম করুণাময় আল্লাহ যিনি এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫৫-সূরা আর-রাহমান : ১-৪)

(৩) يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -

৩. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন করে দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (৫৮-সূরা আল মুযাদালাহ : ১১)

(৪) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ -

৪. আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না- তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই কেবল নসীহত গ্রহণ করে থাকে। (৩৯-সূরা আয যুমার : ৯)

(৫) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ -

৫. নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (৩৫-সূরা আল-ফাতির : ২৮)

৮৪৬. আল হাদীস

(১) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -

১. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম অর্জন করা ফরয। (ইবনে মাযাহ-২২৪)

(২) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -

২. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযী হাদীস-২৬৪৭ দুর্বল)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের নেক আমল বাকি থেকে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ এমন দান-সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে; ২. এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং ৩. এমন সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম ৫ম খণ্ড, অ: ওসিয়ত, পৃ: ৯২-৯৯)

(৪) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ .

৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না। (সহীহ বুখারী)

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ .

৫. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম সন্ধান করে পথ চলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (তিরমিযী হাদীস-১৪১৫, মুসলিম-২৬৯৯, ২৭০০)

পঞ্চম দফা : ইসলামী বিপ্লব

৮৪৭. আল কুরআন

(১) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ

مرصوص - ৮৫ ৮৬ ৮৭

১. আল্লাহ তো ভালোবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। (৬১-সূরা আছ ছফ : ৪)

(২) $\text{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ}$ -

২. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিতে বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত তা দেখেন নি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৪২)

(৩) $\text{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} - \text{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}$ -

৩. তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সে ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন কর না, কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (২-সূরা আল বাক্বারা : ১৯০)

(৪) $\text{إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} - \text{ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}$ -

৪. তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (৯-সূরা আত্ তওরা : ৪১)

(৫) $\text{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} - \text{فَإِنْ أَنْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}$ -

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! কাফেরদের সাথে লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহরই জন্যে হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা থেকে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ দেখবেন। (৮-সূরা আল আনফাল : ৩৯)

৮৪৮. আল হাদীস

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি (আল্লাহর নিকট) সবচেয়ে উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

(২) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: ১১৫)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَكَمْ يَغْزُو وَكَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলো না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করল না, আর এই অবস্থায়-ই যদি সে মারা গেল, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম)

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) سئل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حجٌّ مبرورٌ -

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমলটি উত্তম? তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তারপর তাকে আবার প্রশ্ন করা হল তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। আবার প্রশ্ন করা হলো তারপর কোনটি? তিনি বললেন : মকবুল হজ্জ। (বুখারী ১ম খণ্ড, অ: ঈমান পৃ: নং-২৫)

(৫) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا .

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়্যাত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেয়া হয়, তাহলে বেরিয়ে পড়।' (বুখারী ৫ম খণ্ড, অ: জিহাদ পৃ: নং-১১০)

৮৫. বিশেষ আলোচনা

৮৫০. ইসলামী আন্দোলনের ৩ দফা দাওয়াত ও ৪ দফা কর্মসূচি

শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ দ্বীন ইসলামের যে বাস্তব নমুনা কায়ম করে দেখিয়ে গেছেন সে আদর্শেই ইসলামী আন্দোলন এ দেশকে গড়ে তুলতে চায়। আর তাই এ ইসলামী আন্দোলন দেশবাসীকে সে দাওয়াতই দেয়। ইসলামী সংগঠন কোনো নতুন দাওয়াত দিচ্ছে না। যুগে যুগে নবীগণ যে বিপ্লবী কালেমার দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামী সংগঠন সেই কালেমায়ে তাইয়োবার দাওয়াতই অব্যাহত রেখে তা মানুষের মাঝে পৌছে দিচ্ছে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা হুকুমকর্তা নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁরই রাসূল বা বাণীবাহক।' এ কালেমার দাবি যে করে, তাকে অবশ্যই অন্য সকল প্রকার দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মনিব মানতে হবে এবং তাঁর রাসূল যেভাবে আল্লাহর দাসত্ব করার নমুনা দেখিয়ে গেছেন, সেভাবেই দাসত্ব করতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণরূপে রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে।

৮৫১. কালেমার এ বিপ্লবী দাওয়াতকেই ইসলামী আন্দোলন নিম্নরূপ ৩টি দফায় প্রকাশ করে

১. দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) ও মুহাম্মদ ﷺ-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।

২. আপনি যদি সত্যি তা মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনার জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন।

৩. এ দুটো নীতি অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চাইলে সংঘবদ্ধ হয়ে অসৎ ও আত্মাহ বিমুখ লোকদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, আত্মাহতীক সৎ ও যোগ্য লোকদের হাতে নেতৃত্ব অর্পন করুন।

৮৫২. বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা কর্মসূচি

বাংলাদেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য ৪ ধরনের কাজ করে যাচ্ছে।

১. দাওয়াতের মাধ্যমে চিন্তার পরিষ্কার ও পূর্ণগঠনের কাজ : ইসলামী আন্দোলন কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষাকে বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে তুলে ধরে জনগণের চিন্তার বিকাশ সাধন করছে। তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ ও তা কায়ম করার উৎসাহ ও মনোভাব জাহত করছে।

২. সংগঠন ও প্রশিক্ষণের কাজ : ইসলামী আন্দোলন ইসলাম কায়মের সংগ্রামে আহুদী ব্যক্তিদের সুসংগঠিত করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার যোগ্য করে গড়ে তুলছে।

৩. সমাজ সংস্কার ও সেবার কাজ : ইসলামী আন্দোলন ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজের সংশোধন, নৈতিক পূর্ণগঠন ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করছে।

৪. সরকার সংশোধনের কাজ : গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সকল স্তরে আত্মাহদ্রোহী, ধর্মনিরপেক্ষ, যালেম ও অসৎ নেতৃত্বের বদলে আত্মাহতীক, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব কায়মের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা চালাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের ৩ দফা

দাওয়াত ও তার দাবি

৮৫৩. ১ম দফা : দাওয়াত

“দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মাহ তা’আলাকে একমাত্র ইলাহ (হুকুমদাতা) ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিন।”

এ দফায় মূল দু’টি বিষয় রয়েছে। তাওহীদ এবং রেসালাত। মূলত আত্মাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করাই তাওহীদের দাবী। এ দাবি পূরণে আত্মাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে। আর আত্মাহকে একমাত্র ইলাহ মেনে নেয়া দ্বারা তিনটি বিষয় অতি সহজেই মেনে নিতে হয়। আত্মাহকে একমাত্র রব, তিনিই সমস্ত ভালো গুণের অধিকারী এবং একমাত্র তিনিই উপাস্য।

ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো যাতে মানুষের সামনে ঈমানের সঠিক রূপ, ঈমান বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার উৎসাহ পাওয়া যায়।

১. একমাত্র রব বা প্রতিপালক

দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন মানুষের সামনে এ দাওয়াত পেশ করে যে, আল্লাহ একমাত্র রব বা প্রতিপালক। সৃষ্ট জগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। এ কথার গুরুত্বের জন্য প্রতিদিন প্রতিবেলার সালাতের প্রত্যেক রাকআতেই **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** আয়াতটির তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়াই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহকে সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহই মানুষকে মাতৃগর্ভে প্রতিপালন করেন। সেখানে না আছে কোনো পাহারাদার আর না আছে কোনো ডাক্তার-কবিরাজ। না কোনো আহার, না পানীয়, অক্সিজেন ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারো না। অতএব, বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম উপেক্ষা করেও যিনি সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন করেন তিনিই একমাত্র আল্লাহ। মাতৃগর্ভ দিয়েই আল্লাহর প্রতিপালন শুরু। এরপর দুনিয়ার জিন্দেগীতে এসে তাকে বড় করা, তার বুদ্ধিমত্তা দেয়া, অসুখে সুস্থতা দান করা, ভয়ে নিরাপত্তা দেয়া এই সবই আল্লাহর কাজ। আল্লাহ বলেন—

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ -

সুতরাং তাদের উচিত এ কাবা ঘরের মালিকের এবাদত করা যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দান করেছেন এবং ভয়ের সময় নিরাপদে রেখেছেন। (১০৬-সূরা কুরাইশ: ৩-৪)

মুখ দিয়ে যখন দু' একটি করে মায়া বিজড়িত শব্দ বেরলছে, তখন মুসলিম মাতা-পিতা প্রথমে 'আল্লাহ' বলতে শিখায়। আর অমুসলিম মাতা-পিতা অন্য কিছু শিখায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যথার্থই বলেছেন—

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابْوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ -

প্রত্যেক সন্তান মুসলিম হয়ে জন্ম নেয়, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়।

পূত:পবিত্র মা'সুম সন্তানটি তার পিতা-মাতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতা নির্ভর করে মাতা-পিতার বলিষ্ঠ ভূমিকার উপর। পিতা-মাতার

চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো সন্তান পরিবেশ বা সামাজিক নেতৃত্বের কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এর জন্য মাতা-পিতা দায়ী নয়; বরং সমাজের ঐ নেতারা ই দায়ী হবে যাদের অনুকরণ করে নষ্ট হয়েছে এবং দোষখের উপযুক্ত হয়েছে। হাশরের দিন বিচারের সময় এরা বলবে—

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا.
رَبَّنَا أَنْتَهُمْ ضَعَّفْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.

তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃত্বদের আনুগত্য করেছি আর তারা আমাদেরকে হিদায়াতের পথ হতে গোমরাহ করে রেখেছে। হে রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের উপর কঠিন অভিশাপ বর্ষণ কর। (৩৩-সূরা আহযাব : ৬৭-৬৮)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আজ যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নেয় না সেদিন তারা নিরুপায় হয়ে করুণার আশায় আল্লাহকে প্রতিপালক বলে স্বীকৃতি দিবে। কিন্তু ঐ সময় এমন স্বীকৃতির কোনো মূল্য হবে না। আল্লাহ বলেন-

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ -

তোমরা ভয় কর ঐ দিনকে (কিয়ামত) যেদিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের কোনো দাবি পরিশোধ করতে পারবে না, কবুল করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কারো জন্য কোনো সুপারিশ, গ্রহণ করা হবে না কারো পক্ষ থেকে কোনো বিনিময় এবং তাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না। (২-সূরা আল-বাকারা : ৪৮)

২. স্থায়ী গুণের একমাত্র অধিকারী

কুরআনে হাকীমে বর্ণিত আল্লাহর সকল স্থায়ী নাম ও বিশেষণ আল্লাহর সাথে বিশেষিত। আল্লাহর সকল গুণাবলির আলোচনা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া সম্ভব নয় বিধায় এমন কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হলো যেগুলো কোনো ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে না এবং এগুলোর আলোচনা দ্বারা বাকিগুলোর বুঝতে সহজবোধ হবে। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে এবং এই ৯৯টি গুণের চমৎকার সমাবেশ তাঁর মধ্যে রয়েছে। বুখারী শরীফের হাদীসে আল্লাহর ৯৯টির অধিক গুণবাচক নামের কথা বলা হয়েছে।

ক. خَالِقٌ বা সৃষ্টিকর্তা

ইসলামী সংগঠনের আক্বীদা হচ্ছে মহান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তারা এই দাওয়াতই জনগণের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিয়ে আসছে। আল্লাহর এই গুণটির কিছু ব্যাখ্যা পেশ করা প্রয়োজন—

দুনিয়ার কোনো সৃষ্টজীব আজ পর্যন্ত নিজেকে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করার দুঃসাহস দেখায়নি। ফেরাউন নিজেকে ‘রব’ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ‘খালেক’ বলার সাহস করেনি। কেননা সমাজে মিথ্যুক ও অপমানিত হবার জন্য ‘খালেক’ দাবিই যথেষ্ট। কারণ সবাই বলবে যে, তুমি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আমরা সকল বস্তুকে সৃষ্ট হিসেবে পেয়েছি। তুমি মিথ্যুক, তুমি প্রতারক।

কিন্তু শয়তান ও তার দোসররা বসে নেই। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেয়ার পরিবর্তে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্তা বলছে। এরা সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করে না, যদি করত অবশ্যই তাদের সামনে একথা প্রতিভাত হতো যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। এরা কুরআনের উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীলের প্রতি যদি দৃষ্টি দিত তাহলে অবশ্যই তাদের সামনে ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন—

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا .

তারা কি কুরআন সন্ধকে কোনো চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তরসমূহে তালা পড়ে গিয়েছে? (৪৭-সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

দুনিয়ার সকল সৃষ্টি আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়েছে। শুধু মানুষের মধ্য হতে ঐ ঘৃণিত অংশই অস্বীকার করছে, কুরআনের ভাষায় যাদের পরিচয় হলো—

أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا عَامِلِينَ أَمْ أَعْمَلُوا لَكُمْ أَلْفَاظًا .

তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো বরং তাদের থেকেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফিলতির মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে। (৭-সূরা আ'রাফ : ১৭৯)

আল্লাহ মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান যে, তোমরা মানব-সৃষ্টির প্রতি একটু দৃষ্টি ফেরাও আর চিন্তা করো আমাকে খুঁজে পাবে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে—

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ . الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ .

হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান স্রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাকে সুস্থ সঠিক বানিয়েছেন, তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন এবং যে প্রকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (৮২-সূরা আল ইনফিতার : ৬-৮)

উক্ত আয়াতে মানব সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যতা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ স্বীকার করুক আর না-ই করুক আল্লাহ তাঁর করুণা দিয়ে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কত আশা আর ইচ্ছা যে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে ভুলবে না। তিনি মানুষের ওপর ঈমান গ্রহণকে চাপিয়ে দেননি; বরং এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ তার এই এখতিয়ারের মতো মহান আমানত রক্ষায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যার কারণে তাকে শান্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এই বিষয়টি আপনিও একটু চিন্তা করুন এভাবে যে, একশ লোকের ভরণ-পোষণের সামর্থ্য আপনার আছে; আপনি করুণাবশত এই একশ লোকের যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব নিলেন। দায়িত্ব মোতাবেক তাদের খানা-পিনা, দেখাশুনা যাবতীয় কাজের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কষ্ট কি জিনিস তা তাদেরকে কখনো বুঝতে দেননি। অসুখ হলে সাথে সাথে ডাক্তার দেখান। মোট কথা তাদের কোনো প্রয়োজন আপনি বাকি রাখেনি। এখন তারাই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল। আপনার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিবর্তে ক্ষতি সাধন করল, আপনার জায়গা-জমি মালিকানা তারা দাবি করে বসল। এমতাবস্থায় আপনার যদি প্রশাসনিক শক্তি থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে আপনার ভূমিকাটা কেমন হবে আপনিই চিন্তা করুন। সে ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ কেবল ধৈর্যের পরিচয়ই নয় বরং রীতিমতো মানুষকে নিজ দায়িত্বে ক্ষমা করে চলছেন। নতুবা মানুষ দুনিয়াতেই পাকড়াও হতো।

খ. رُزْقًا বা রিযিকদাতা

ফেরেশতা ছাড়া সকল সৃষ্ট জীবের খাদ্য রয়েছে। সৃষ্টির সাথে সাথে কার কি খাদ্য হবে আল্লাহ তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক জীব নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে নির্ধারিত রিযিক গ্রহণ করে যাচ্ছে। তাদের কখনো খাদ্যাভাব ঘটেনি। গরু-ছাগল ইত্যাদিকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে তারা তাদের আহার ভোগ করে যাচ্ছে। কখনো ঘাসের অভাব অনুভব করেনি। আজকে যেখানে ঘাস খেয়েছে, দুদিন পর আবার সেখানে খেতে পায়। বন-জঙ্গলে হাজারো জন্তু রয়েছে। তাদের কখনো মিছিল বের করতে শোনা যায়নি। তারা রেশনের দাবী ও করেনি। আল্লাহ বলেন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

আর পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার জীবকার দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। (১১-সূরা হুদ : ৬)

কিছু রিষিকের অসামঞ্জস্যতা নিয়ে চিন্তা করলে অবাধ হতে হয়। কেউ অট্টালিকায় বসবাস করছে, আর কেউ খোলা আকাশের নিচে জীব-জন্তুর ন্যায় জীবন-যাপন করছে। কেউ টাকার পাহাড় গড়েছে আর ব্যাংক ব্যালেন্সের অভাব নেই, আর কেউ পথের ভিখারী। কেউ সুঠাম দেহের অধিকারী, আর কেউ হীনস্বাস্থ্য ও রোগশোকে মুহ্যমান। কেউ জ্ঞান-গরীমায় ভরপুর, আর কেউ নির্বোধ।

রিষিকের এই বিরাট ব্যবধানে বিরাট প্রশ্ন এসে আল্লাহর 'স্বায্যাক' সীফাত সম্পূর্ণ ঈমানে ধাক্কা দেয়, এক আল্লাহর সৃষ্টিতে কেন এই বৈষম্য ও বৈপরিত্য? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়-

১. সামাজিক উদ্দেশ্য : মানুষকে আল্লাহ সামাজিক জীব করে সৃষ্টি করেছেন, সামাজিকতা রক্ষার্থে মানুষের উপর প্রতিনিয়ত কত প্রকারের দায়িত্ব বা কাজ যে এসে চাপ দেয়, তার কোনো ইয়াত্তা নেই। যদি সব মানুষকে আল্লাহ একই যোগ্যতা আর একই ধন-সম্পদ দিয়ে পাঠাতেন, তাহলে কেউ কারো কাছে যেত না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। একটি বোঝা মাথায় উঠিয়ে নেয়ার মতো কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না। সমাজ শব্দটা অভিধান থেকে কেটে দেয়ার প্রয়োজন হতো।

২. ভালোবাসা উদ্দেশ্য : বিভিন্ন রকমের যোগ্যতা দান করে আল্লাহ প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাহায্যকারী করেছেন। ধনী তার মাল বহন করার জন্য গরিবের সাহায্য কামনা করে। অপরদিকে গরিব তার কাজের বিনিময়ে ধনীর নিকট থেকে ন্যায্য অধিকারের প্রত্যাশা করে। গড়ে উঠে ধনী গরিবের মধ্যে ভালোবাসা। আবদ্ধ হয়ে যায় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে।

৩. শুকরিয়া প্রাপ্তি উদ্দেশ্য : সবল দুর্বলকে দেখে শুকরিয়া আদায় করবে। শুকরিয়ার অর্থ শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা নয়। বরং 'আল-হামদুলিল্লাহ আল্লাহ

আমায় সবল করেছেন' বলার সাথে সাথে দুর্বলের প্রতি যথাযথ হক বা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে। আর যখনই সবল দুর্বলের সেবায় এগিয়ে আসবে তখনই দুর্বল ব্যক্তি মনে করবে যে, পরস্পরের মধ্যে এহেন ভ্রাতৃত্ব আর সহমর্মিতার পরম নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আমাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন।

৪. তিতা ছাড়া মিষ্টির কদর হয় না। 'জাহেল' ছিল বলেই জ্ঞান নিয়ে নবী শ্রেণণ অবশ্যজ্ঞাবী হয়েছিল।

৫. সবাই যদি জ্ঞান-গরীমায় সমান হতো, তাহলে সমাজ জীবনে কেউ কারো কথা মানত না।

৬. আল্লাহ-ই জানেন, তিনি কেন এভাবে বৈপরিত্য রেখেছেন। যদি কারো তা মনপুত না হয়, তাহলে তার উচিত দুনিয়ার সবাইকে জ্ঞান-গরীমায় সমান করে দেয়া, ধনী বানিয়ে দেয়া, সুশ্রী চেহারা করে দেয়া, এক রংয়ের করে দেয়া, সুস্থ করে দেয়া। যারা নিজেদেরকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করে তারা নিজেদের তৈরি করা আইন দিয়ে সব কিছু চালাতে চায়। অতএব, শুধু আর্থিক সমতা নয়, শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য ব্যাপারে সমতার বিধান করা প্রয়োজন।

৭. মানব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাদের সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তাদের জন্য একটি চিরন্তন ও শাস্বত বিধান হবে, সৃষ্টির এই বৈপরিত্য না থাকলে সেই বিধান কয়েম সহজ ছিল না। আল্লাহর রাসূল বলেন—

قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ .

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের সকলের তাকদীর বা ভাগ্য তার সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন।

গ. مَالِكٌ বা মালিক

যেহেতু আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টজীবের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য রিযিকদাতা, সেহেতু তিনি ছাড়া কেউ মালিক হতে পারে? যদি কেউ নিজেকে বা অন্যকে মালিক মনে করে তাহলে তাকে নিমকহারাম— কাফির বলা যায়।

কোনো কিছুর চিরস্থায়ী মালিক হতে হলে তার মধ্যে ৫টি স্থায়ী গুণ একই সময় উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তাহলো চিরজীব, চিরস্থায়ী, সকল বস্তুকে ধারণকারী, অতন্দ্র অনিদ্রা ও পূর্বাপর সকল কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। এ কয়েকটি গুণ আল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন—

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔

আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাস্তত সত্ত্বা, যিনি সমগ্র চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করে না নিদ্রা, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সম্মুখে রয়েছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তার অগোচরে সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য হতে কোনো জিনিসই তাদের আয়ত্তাধীন হতে পারে না। বরং কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে জানাতে চান (তবে তা ভিন্ন কথা) তাঁর সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবার রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয় যা তাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা। (২-সূরা আল বাকারা : ২৫৫)

অত্র আয়াত দ্বারা মালিক হওয়ার পাঁচটি গুণের কথা বলা হয়েছে।

i. الْحَيُّ বা চিরঞ্জীব হওয়া। মরণশীল কখনো কোনো বস্তুর মালিক হতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহই ঐ সত্ত্বা যিনি চিরঞ্জীব। কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আল্লাহর সত্ত্বা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। (২৮-সূরা কার্সাস : ৮৮)

ii. الْقَيُّومُ বা ক্ষমতাবান হওয়া। চিরঞ্জীব হয়ে মালিকানা সত্ত্বা পেলেই যথেষ্ট হয় না। বরং তাকে অবশ্যই মহান ক্ষমতা ধারণকারী হতে হবে। অর্থাৎ সকল বস্তুকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিচালনা করার ক্ষমতাবান হওয়া।

iii. এরই সাথে সাথে এই বিশ্ব-পরিচালনার জন্য যে গুণটি অত্যাাবশ্যক তা হলো- সামান্যতম তন্দ্রাভাব না আসা। لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ অর্থাৎ তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করবে না।

একটি বাসের সকল যাত্রী সজাগ ও সচেতন হয়ে নিজ নিজ সীটে মজবুত হয়ে বসে আছে। তারপরও প্রত্যেক যাত্রীর মধ্যে কখনো কখনো অলসতা, তন্দ্রাভাব বা অন্য মনস্কত দেখা যায়। তাতে গাড়ির কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু নেই কোনো তন্দ্রাভাব গাড়ির চালকের। যদি ঋণিকের জন্যও তন্দ্রা আসে তাহলে সকল যাত্রীর কী অবস্থা হবে সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তেমনি গোটা বিশ্বের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যদি একটু তন্দ্রাভাব আসে, তাহলে ঐ বাসের মতো সারাবিশ্ব নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

vi. **وَلَا تَنُومُ** চতুর্থ যে গুণটি থাকা দরকার তা হলো নিদ্রা না আসা। যে নিজেই নিদ্রা যায়, সে কীভাবে তার বাড়ি রক্ষা করতে পারে? বাড়ি পাহারাদার যদি বসে বসেও ঘুমায়, বাড়ি নিরাপদ নয়। যে কোনো সময়ে অঘটন ঘটে যেতে পারে। এই বিশ্ব চরাচরের সকল লোক এক সময় ঘুমায় না। যখন কোনো দেশে মানুষ ঘুমায় তখন অন্য দেশে এ সময়েই মানুষ কাজে ব্যস্ত থাকে। এমতাবস্থায় মহা-রক্ষাকারী আল্লাহ তায়াল্লা যদি মুহূর্তের জন্য নিদ্রা যান, তাহলে যে বিশ্বের কি অবস্থা হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া তন্দ্রা এবং নিদ্রা তো ক্লাস্তির কারণে এসে থাকে। ক্লাস্তি আসা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ বলেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ .

আমি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে এবং এই দুটির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ক্লাস্তি আমাকে স্পর্শ করেনি' (৫০-ক্বাফ : ৩৮)

v. মালিক হতে হলে পঞ্চম যে গুণটি অত্যাবশ্যিকীয়, তা হলো— সকল বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত বাস্তব জ্ঞান। অতীতে বস্তুর কি অবস্থা ছিল, বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে, সবকিছু জানতে হবে। আজ কত গতিতে, কোন অবস্থায় কতটা কাজ করছে এবং আগামী কাল কত গতিতে, কোন অবস্থায় কতগুলো কাজ করবে তা জানতে হবে। কবে কার মৃত্যু হবে, কে কতটুকু হায়াত পাবে, বিশদভাবে জানতে হবে। আল্লাহ তায়াল্লা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মায়েদের গর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো প্রাণীই জানে না যে, আগামীকলা সে কী কামাই করবে, না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। (৩১-সূরা লোকমান : ৩৪)

যদি কোনো সৃষ্ট জীব ভবিষ্যৎ জানত, তাহলে দুনিয়ায় কোনো এন্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনা ঘটত না।

ঘ **حَاكِم** বা বিধানদাতা

যার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি গুণ (খালিক, রায্যাক ও মালিক) বর্তমান থাকবে, তিনিই হলেন বিধান রচনার যোগ্য। কেননা, তিনিই জানেন তাঁর তৈরি বস্তুকে কীভাবে চালাতে হবে। রেডিও প্রস্তুতকারী যে নিয়ম লিখে রেডিও চালানোর জন্য দিয়ে দিয়েছেন তদানুযায়ীই তা চলতে পারে। ক্রেতা যদি বলে আমার অধিনের বস্তু আমার ইচ্ছেমতোই চালাব, অন করার চাবিকে যদি অফ ধরে আর অফ কে অন ধরে সারাজীবন চেষ্টা করেও সে রেডিও থেকে উপকৃত হতে পারবে না। অথচ সে মালিক বৈধ, ক্রেতাও বৈধ। তাকে অবশ্যই প্রস্তুতকারীর বিধান মেনে চলতে হবে; তবেই না রেডিও থেকে ফায়দা অর্জন করা সম্ভব।

যদি তা-ই হয়, তাহলে যিনি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দিয়ে লালনকর্তা এবং একচ্ছত্র মালিক তাঁর দেয়া নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া খেয়ালখুশির নিয়ম-নীতি কীভাবে গ্রহণ করা যায়?

নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্ট জীবকে সৃষ্টি করে লাগামহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চলাফেরা করার জন্য ছেড়ে দেননি। বরং সকল সৃষ্ট জীবকে চলার পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। কার কী কাজ হবে, কে কী খাবে, কে কবে মরবে, কাকে কীভাবে চালাতে হবে, কে কীভাবে চলবে সকল কিছু তিনি সুন্দরভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মানুষ ছাড়া সকল জীবকে অলিখিত সংবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আম গাছকে আম, জাম গাছকে জাম, গাভীকে দুধ ও বাচ্চা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কোনো দিন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়নি। মানব-শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে মানুষের ইচ্ছার পক্ষে পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো অঙ্গ তাঁর বিরোধিতা করেনি। সবাই আল্লাহর বিধান মেনে চলছে। আল্লাহ বলেন-

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا

وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .

এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পন্থা ছেড়ে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়েছে। আর তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৮৩)

আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বলেছেন—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا .

আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জল পথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তু দ্বারা রিযিক দান করেছি। আর অনেক সৃষ্টির উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি। (১৭-সূরা বনী ইসরাইল : ৭০)

আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরে মানব জাতি তার এই শ্রেষ্ঠত্ব এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। কিন্তু যদি তারা আল্লাহর বিধান না মানে, তাহলে তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে পশুত্বের কাতারে এসে দাঁড়াবে। যেমন আল্লাহ বলেন—

أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا عَمَلًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ .

তারা তো আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত।

৩. একমাত্র উপাস্য

মানবজাতির মধ্যে প্রত্যেক ধর্মান্বলম্বী আল্লাহকেই খালিক, মালিক এবং অন্যান্য গুণের অধিকারী মনে করে। মুশরিকগণ পর্যন্ত আল্লাহকে স্বীকার করে। যেমন আল্লাহ বলেন—

وَلَكِنَّهُمْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ .

তুমি যদি এ লোকদের নিকট জিজ্ঞেস কর যে, পৃথিবী ও আকাশ-মঙ্গলকে কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা বলবে এগুলোকে সেই প্রবল মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি করেছেন। (৪৩-সূরা আয যুখরুফ : ৯)

কিন্তু তাদের ও মুমিনদের মাঝে পার্থক্য হলো ইবাদতের (উপাসনার) প্রক্রিয়া মাত্র। মুমিনদের যেমন উপাস্য আল্লাহ, মুশরিকদের উপাস্যও আল্লাহ। তারা তাদের মূর্তিকে উপাস্য মনে করে না বরং শুধুমাত্র মাধ্যম মনে করে। যেমন—

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .

আমরা তো ওদের ইবাদত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতম করে দেবে। (৩৯-সূরা আয্ যুমার : ৩)

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুমিন আল্লাহর নিকট পৌছতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে মাধ্যম মনে করবে না। শুধু ইবাদতকে মাধ্যম মনে করবে। তাই তারা বলে যে, আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। আর মুশরিকগণও আল্লাহকে উপাস্য মনে করে, কিন্তু একমাত্র উপাস্য নয়, মাধ্যম উপাস্য। কোনো পাথর মূর্তি বা ব্যক্তি মাধ্যম হবে। যে তাদেরকে আল্লাহ নিকটতম করে দিবে। শিরক এবং ঈমানের মধ্যে এ সূক্ষ্ম পার্থক্য যারা বুঝতে সক্ষম হয়নি, তারাই আজ মানব পূজা তথা শিরকের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ কোনো প্রকারেই শিরককে ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا .

আল্লাহ কেবল শিরক্ গুনাহই ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে— যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে তো মিথ্যা রচনা করল এবং কঠিন গুনাহের কাজ করল। (৪-সূরা আন নিসা : ৪৮)

সুতরাং প্রথমে অন্তরকে সকল প্রকার অন্ধকার ও শিরক মুক্ত করতে হবে। তারপর সেখানে তাওহীদের বীজ বপন করতে হবে। তাহলে একদিন সেই বীজ গাছ হয়ে ফলে ফুলে সু-শোভিত হয়ে উঠবে। “আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।” কালোমায়ের তাইয়েবার মধ্যেও “নেই কোনো উপাস্য” বলে অন্তরকে সমস্ত পথ ও মত, মন্ত্র ও তন্ত্র, শিরক ও কুফরী থেকে পবিত্র করতে হয়। আর اللَّهُ الْوَاحِدُ বলে একমাত্র আল্লাহকে স্থান দিতে হয়। সালাত, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত এবং আল্লাহর অন্যান্য নির্দেশ পালন করে বান্দা আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য এবং নিজেকে উপাসক বলেই পরিচয় দিচ্ছে।

রিসালাত

ইসলামী আন্দোলনের ১ম দফা দাওয়াতের দ্বিতীয় দিকটি হলো রিসালাত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, রিসালাত বা নবুয়্যাত হচ্ছে একটি রহমত। কেননা,

রিসালাতের মাধ্যমেই মহান রাক্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে বান্দার কাছে রহমত অবতীর্ণ হয়। মানুষের অন্তর তার মাধ্যমেই সজীবতা লাভ করে। আল্লাহ আর বান্দার মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির শিক্ষা একমাত্র রিসালাতই বহন করে।

নবী রাসূলগণ দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথের তথা আলোর পথের সন্ধান দিয়েছেন। নবীদের মুখে নিজেদের কোনো বাণী ছিল না, ছিল আল্লাহর বাণী। উত্তম এবং সফলতার পথ তারাই মানুষের জন্য তৈরি করে গিয়েছেন। দিয়ে গেছেন বাস্তব এবং অনুকরণ যোগ্য কর্মসূচি। আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যেন লোকেরা সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (৫৭-সূরা আল হাদিদ : ২৫)

নবীগণ মানুষের কাছে নাজাতের রশ্মি বহন করেন। মানুষ যখন জীবনের নৌকায় দোদুল্যমান টলমলে, দিশেহারা হয়ে রাস্তার এপাশ-ওপাশ ঘুরপাক খায় তখন নবী-রাসূলদের পথ তাদেরকে স্থিরতা দান করে, উঠিয়ে দেয় তীরে, চলতে পারে সঠিক-সোজা পথে। আর যদি ঐ পথের তোয়াক্কা না করে, তাহলে কিছুক্ষণ পরই পানির অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়, অথবা দুর্ঘটনায় নিপতিত হয়। তাইতো আল্লাহ বলেন—

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .

যে কেউ সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হিদায়াত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তার এই ভ্রষ্টতার খারাপ পরিণাম তারই উপর পড়বে। কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। (১৭-সূরা বনী ইসরাইল : ১৫)

এই সত্য এবং কল্যাণের পথকে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারে না। শুধুমাত্র ঐ সব ব্যক্তিরাই উপেক্ষা বা বিরোধিতা করে, যারা মনে করে যে, তা গ্রহণ করলে আমাদের মাতৃকবরী শেষ হয়ে যাবে; এটি প্রতিষ্ঠিত হলে

আমাদের কর্তৃত্ব চলে যাবে। এখন যেভাবে দাপটের সাথে যা-তা করে যাচ্ছি তখন এগুলো করতে পারব না। এই কারণে ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, যারাই নবী রাসূলদের তথা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠাকারীদের বিরোধিতা করেছে, তারা হচ্ছে রাজা ১-বাদশাহ এবং কায়মী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী।

যদি তারা চিন্তা করত তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারত যে, কোনো নবী তাদের ক্ষমতাকে নিজের হাতে কুক্ষিগত করতে আসেননি, তাদের সম্পদকে নিজের হাতে নিয়ে আসার জন্য আগমন করেননি। কোনো রাসূল রাজা-বাদশাহ হতে আসেননি। সম্পদ কুড়িয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে আসেননি। সুন্দর বালা-খানা কিংবা প্রাসাদ নির্মাণ করতে আসেন নি। বরং নবীদের দাওয়াত, জিহাদ এবং যুদ্ধ কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই। ন্যায়-ইনসাফ এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁদের আগমন ঘটেছে। ন্যায়-নীতিবান শাসকের শাসনকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই তাঁরা এসেছিলেন। সকল নবী ও রাসূলের দাওয়াত ছিল একই। যেমন নূহ (আ) বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ -

হে আমার জাতির জনগণ। আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী (নবী)। (৭১-সূরা নূহ : ২)

ওয়াইব (আ) বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ -

হে আমার কণ্ডম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাই নেই। (১১-সূরা হুদ : ৮৪)

হুদ (আ) বলেছিলেন :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ -

এমনিভাবে ছালেহ (আ)ও বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ -

মূসা (আ) বলেছিলেন—

يَا قَوْمِ لِمَ تَزُدُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ -

হে আমার জাতির জনগণ! তোমরা আমাকে কেন পীড়া দিচ্ছ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি। (৬১-সূরা আছ হাফ : ৫)

আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ নবী হয়ে আসার সাথে সাথে ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا .

হে মানবজাতি! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছি। (৭-সূরা আল আরাফ : ১৫৮)

সূতরাং মুহাম্মদ ﷺ হলেন আমাদের নবী ও রাসূল। আর ইসলামী আদর্শই একমাত্র রহমত এবং শান্তি। সেই রহমত এবং শান্তির বাস্তব রূপ দেখিয়েছিলেন মহানবী ﷺ। এর কোনো দিককেই বাদ দেয়া যাবে না। তাকে শুধু ধর্মীয় আদর্শ মানা মুনাফিকীর পরিচায়ক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন মহান আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা মানতে হবে, তেমনি বিশ্বনবী ﷺ-কে জীবনের সর্বস্তরে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তিনি যেভাবে আল্লাহর দাসত্ব করার নমুনা দেখিয়ে গেছেন, সেভাবেই দাসত্ব করতে হবে। এ কারণে তিনি বলেছিলেন—

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ .

তোমরা তোমাদের ইবাদতের নিয়মাবলি আমার নিকট থেকেই গ্রহণ কর।

৮৫৪. ২য় দফা (দাওয়াত)

আপনি সত্যিই মুসলিম হবার দাবিদার হলে আপনার বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের বিপরীত চিন্তা, কাজ ও অভ্যাস দূর করুন এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য না করার সিদ্ধান্ত নিন। এই দফায় দিক দু'টি রয়েছে।

২য় দফা দাওয়াতের ১ম দিক—

সকল কাজে মুনাফিকী পরিহার করতে হবে। কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তাকে 'নিফাক' বলে। নিফাকের শাস্তি কুফরের চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে স্থান পাবে। (৪-সূরা আন নিসা : ১৪৫)

মুনাফিক চেনার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে : অহী দ্বারা এবং কার্যকলাপের দ্বারা। নবী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে অহী দ্বারা মুনাফিক চিনার পদ্ধতি বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পদ্ধতি দ্বারা এখনো মুনাফিক চেনা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَبِعٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُتَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, যার মধ্যে ৪টি ব্যাপার পাওয়া যাবে, সে প্রকৃত মুনাফিক। আর যদি কারো মধ্যে একটি পাওয়া যায়, না ছাড়া পর্যন্ত সে নিফাকের চরিত্র বহন করে চলবে। (৪টি হলো) : যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে-ভঙ্গ করে, যখন অস্বীকার করে- খেলাফ করে এবং যখন তর্ক করে-অঙ্গীল কথা বলে।” (মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ইমান পৃ: ১৩৫)

অন্য বর্ণনায় وَأِذَا أُتْمِنَ خَانَ وَأِذَا أَمَانَتٌ رَاخَا হয় খেয়ানত করে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে দু ধরনের মুনাফিক দেখা যায়। মুনাফিক ফিল-আমল’ কাজে-কর্মে মুনাফিক এবং মুনাফিক ফিল ই’তেক্বাদ-বিশ্বাসে মুনাফিক।

কাজে-কর্মে মুনাফিকীর বর্ণনা আল্লাহ তাআলা এভাবে দিচ্ছেন যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যত কর না? আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের ব্যাপার এই যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা করো না। (৬১-সূরা আছ ছাফ : ২-৩)

মূলত যারা কাজে-কর্মে মুনাফিক তাদেরকে বাহ্যিক মুমিন বলা হয়েছে। এদের উপর মুমিনদের সকল বিধান জরুরী করা যাবে। অন্যায় করলে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তাদের উপর বিচার কার্য চলবে। পরকালে এদের বিচার হবে কঠিন। জাহান্নামে এরা নিক্ষিপ্ত হবে। শাস্তি পাবার পর জান্নাতে যাবে। বিশ্বাসে যারা মুনাফিক তারা মূলত কাফির। তবে যতদিন তাদের এই নিফাক ধরা না যাবে ততদিন তারাও মুমিনদের কাতারে থাকবে। পরকালের অনন্ত জীবনে তারা জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে তবে কুরআনের ভাষায় একে কুফুরী বলা হয়েছে। যেমন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ -

যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা রাসূল ﷺ-কে এমনভাবে চিনে যেমনভাবে তাদের সন্তানকে চেনে। (২-সূরা আল বাকারা : ১৪৬)

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا -

তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছে। অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ অন্যায় এবং গর্হিত। (২৭-সূরা আন নামল : ১৪)

আলোচ্য আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম গ্রহণকারী ও ঈমানের দাবিদার সকল মানুষের বাস্তব জীবনের সকল কাজে মুনাফেকী ও কর্ম-বৈসাদৃশ্য পরিহার করে ঝাঁটি ও পূর্ণ মুসলিম হতে হবে। কেননা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ঘোষণা-ই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অন্য কিছু চলতে পারে না। যে যতটুকু অন্যায়কে আশ্রয় দেবে বা অন্যায় করবে সে ততটুকু মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হবে।

২য় দফা দাওয়াতের দ্বিতীয় দিক-

আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কারো আনুগত্য করা যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনের ভাষা হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে মুমিনগণ! আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলিল আমর বা দায়িত্বশীল তাঁর আনুগত্য কর। (৪-সূরা আন-নিসা : ৫৯)

এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষা হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَا أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমাকে আমান্য করল সে আল্লাহকে-ই অমান্য করল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমার-ই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (ইবনে কাছীর, ইবনে মাআহ-২৮৫৯)

আনুগত্যের সীমানা ঠিক করে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন —

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاذًا أَمْرٍ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ .

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, দায়িত্বশীলের কথা শোনা এবং মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য, চাই তা তার মনপূত হোক আর না হোক, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়। যদি নাফরমানী কাজের নির্দেশ দিয়ে ফেলে, তাহলে সেখানে আনুগত্য করা যাবে না।

(আবু দাউদ হাদীস-২৬২৬)

একটি ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে কোনোরূপ শর্ত নেই। বরং আদেশ আসার সাথে সাথে বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করতে হবে। মনপূত হয়েছে কিনা বা বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু আমীরের নির্দেশের ক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে। তা হতে হবে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পছায়। যদি সাংঘর্ষিক হয়, তবে তা বর্জনীয়। যে কোনো সংগঠনের জন্য আনুগত্য হচ্ছে মূল উপাদান। যে সংগঠনে যত বেশি আনুগত্য থাকবে সে সংগঠন তত মজবুত এবং শক্ত হবে।

৮৫৫. ৩য় দফা (দাওয়াত)

উল্লিখিত দু'টি দফা অনুযায়ী ঋটি মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে চাইলে জামায়াত বন্ধ হয়ে অসং ও খোদা বিমুখ লোকদের নেতৃত্ব খতম করুন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ঈমানদার, খোদাতীক ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম করুন। এ দফার তিনটি দিক রয়েছে :

১. জামায়াতবন্ধ হওয়া,
২. খোদাদ্রোহী লোকদের নেতৃত্ব খতম করা ও
৩. মুস্তাকী লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

১. জামায়াতবন্ধ হওয়ার অর্থ হলো : সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা, একাকী জীবন পরিহার করে একত্রে বসবাস করা। জামায়াতবন্ধ জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম, মুসলিম হিসেবে ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলাম কায়েমের জন্য কাজ করা ফরয। জামায়াতী যিন্দেগী 'ফরয হওয়ার জন্য কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতই যথেষ্ট।

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا .

তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে জামায়াতবদ্ধ হয়ে আঁকড়ে ধরো, বিচ্ছিন্ন হয়ো না
(৩-সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

জামায়াতবদ্ধ ছাড়া ইসলামের কোনো অনুশাসন মানা সম্ভব নয়। সালাত কায়েম করতে হলে, চুরির বিচার করতে হলে, সুদের বিচার করতে গেলে জামায়াতবদ্ধ হতেই হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بِحُبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ

যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তার জন্য সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যিক।

এ কথা কেই গুরুত্বভাবে অনুভব করেছিলেন উমর (রা)। তাই তিনি বলেন—

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ .

জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হতে পারে না, নেতৃত্ব ছাড়া জামায়াত হতে পারে না। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব দেয়া যায় না।

আল্লাহর রাসূল আরও বলেন—

أَنَا أُمْرُكُمْ بِخَمْسٍ أَلَّفَ اللَّهُ أَمْرِنِي بِهِنَ الْجَمَاعَةَ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالْهَجْرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَبْدَ شَيْءٍ فَقَدْ خَلَعَ رِيقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُنْحِي جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সেগুলো হলো জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা নেতার কথা শুনা, নেতার আদেশ মানা, আল্লাহর অপছন্দীয় সকল কিছু ত্যাগ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিষয় পরিমাণও দূরে সরে যায়, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলে। তবে যদি জামায়াতে

প্রত্যাবর্তন করে তাহলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের প্রতি আহবান জানায় সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত কয়েম এবং রোজা পালন করা সত্ত্বেও? উত্তর দিলেন, সালাত কয়েম, রোজা পালন এবং মুসলিম হিসেবে দাবি করা সত্ত্বেও। (আহমদ ও তিরমিযী-২৮৬৩)

কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝা গেল যে, আদ্বাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পন্থায় সমাজে বাস্তবায়ন করে আদ্বাহর সন্তোষ অর্জন করতে হলে জামায়াতবদ্ধ জীবনের বিকল্প নেই। [বাকি আলোচনা বিশদভাবে ৪ দফা কর্মসূচির মধ্যে বিবৃত হবে।] (ইনশাআদ্বাহ)

২. সমাজে মুসলিম হিসেবে বাঁচতে হলে অবশ্যই অসৎ নেতৃত্ব এবং খোদাদ্রোহী লোকদের যাবতীয় কার্যাবলি রুখতে হবে। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বলার দাবি এটাই। কেননা এ দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে আবু জাহেল, আবু লাহাবের মতো খোদাদ্রোহী শক্তির মরিয়্য হয়ে উঠেছিল। তারা বুঝেছিল যে, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বললে বা এর আলোকে সমাজের লোক তৈরি হয় গেলে আমাদের নেতৃত্ব রুখতম হয়ে যাবে। বাস্তবিক তা-ই হয়েছিল। ১৪ বছরের মাথায় খোদাদ্রোহী নেতৃত্ব অপসারিত হয়ে মদীনার যমীনে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-এর ভিত্তিতে তৈরি মুসলিম বাহিনীর ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। খোদাদ্রোহী শক্তিকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য আদ্বাহ বলেন—

فَاقتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানে হত্যা কর। (৯-সূরা আত্ তাওবা : ৫)

৩. অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত হয়ে গেলে উক্ত স্থানে খোদাতীরা এবং সার্বিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে। শুধু ভীরা লোক হয় কাপুরুশ, তারা যে কিছুকেই ভয় করে। এরা মুজাকী নয়। মুজাকী হলো যে একমাত্র আদ্বাহকে ভয় করে। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা অন্য কিছুকে কোনো প্রকার ভয় করে না। যেমন- আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রা) ছিলেন খোদাতীরা। আবার যখন তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যান তখন আদ্বাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনা করেন। যেমন আদ্বাহ বলেন—

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالصَّعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা ক্ষমতা দিলে ১. সালাত কায়েম করবে, ২. যাকাত প্রদান করবে, ৩. সৎ কাজের আদেশ দিবে ও ৪. অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (২২-সূরা আল-হজ্ব : ৪১)

ইসলামী আন্দোলনের ৪ দফা কর্মসূচি ও তার কাজ

“দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন” ধীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। বাংলাদেশের বুকে আল্লাহর ধীন কায়েমের মহান উদ্দেশ্যে নিয়ে তারা কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানব জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা এ সংগঠনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলন যুগোপযোগী ৪ দফা কর্মসূচি নিয়েছে। দফা ভিত্তিক কাজগুলোকে নিম্নে পেশ করা হলো।

৮৫৬. ১ম দফা কর্মসূচি : দাওয়াত ও তাবলীগ (চিন্তার পরিস্ফুটন ও পূর্ণগঠন)

সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করে চিন্তার বিভক্তি করণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করা।

এ দফার ৩টি দিক রয়েছে

- ক. সকল মানুষকে ইসলামের সঠিক ধারণা দান,
- খ. ব্যক্তি ও সমাজের ভেতর ইসলাম বিরোধী ধ্যান-ধারণার অবসান এবং
- গ. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান।

এ দফা বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আল্লাহর নির্দেশ : **وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** নিজেদের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক কর। (২৬-সূরা শুয়ারা : ২১৪)

এ নির্দেশ পাবার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া শুরু করেন। পরিচিতি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেব। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন খাদীজা, আলী, যায়েদ ইবনে হারেসা, আবু বকর (রা) প্রমুখ।

২. গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ

মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছানোর একটি নিয়ম হলো গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ। মুসা (আ) তার ভাই হারুন (আ)-কে নিয়ে ফিরাউনকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এই গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগের পূর্ণ আলোচনা সূরায় 'তুহা'র ৪৭তম আয়াত থেকে শুরু করে ৫৯তম আয়াত পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন- রাসূলে করীম ﷺ কয়েক জনের গ্রুপ করে বিভিন্ন গোত্র বা এলাকা প্রেরণ করতেন। দাহিয়াতুল কালবীর নেতৃত্ব একটি গ্রুপকে রোম সম্রাটের নিকট দাওয়াতের উদ্দেশ্যে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমনিভাবে হাতিব ইবনে আবি বালতায়ার নেতৃত্ব মিসরে, আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফার নেতৃত্বে পারস্যে, আমর ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে হাবশাতে, আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে আশ্বানে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন।

৩. প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ

দাওয়াতী উদ্দেশ্যে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এর ফলে প্রশাসনিকভাবে এর পরিধি বৃদ্ধি পেতে পারে। আল্লাহর রাসূল ﷺ হৃদায়বিয়ার সন্ধির পর মদীনায় ফিরে গিয়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশার কাছে চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

৪. ইসলামী সাহিত্য বিতরণ

কথায় সব সময় কাজ হয় না। সাক্ষাতের মাধ্যমে ইসলামের সকল কথা তুলে ধরাও সম্ভব নয়। তাই মানুষকে ইসলাম বুঝাতে হলে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করতে হবে।

ইসলাম বুঝানোর জন্য আল্লাহ নবী-রাসূলের কাছে কিতাব প্রেরণ করেছেন। সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারটি মানুষ যখন ইসলামী সাহিত্য পড়ে বুঝতে পারবে, তখন তারা কুরআন হাদীস পড়া ও বুঝার জন্য চেষ্টা করবে।

৫. বই বিলিকেন্দ্র স্থাপন ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

প্রতিটি সক্রিয় ইউনিটে দাওয়াতি বই সম্বলিত একটি বই বিলিকেন্দ্র থাকবে। কর্মীগণ এলাকার লোকদেরকে টার্গেট করে কাজ করার সময় এসব বই পড়তে দিবেন। আবার সর্বসাধারণের পড়ার জন্য এলাকার উৎসাহী লোকদেরকে নিয়ে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। আল্লাহর বাণী-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

যে একটি সৎ কর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে। (৬-সূরা আনয়াম : ১৬০)

৬. বই বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যক্তিগতভাবে বই বিক্রয়

ইসলামী বই কেনার জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করাও দাওয়াতী কাজের একটা অংশ। এক্ষেত্রে একটিলে দুই পাখি মারার মতো হবে। যিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নন তিনি এমন উদ্যোগ নিলে তার দাওয়াতী কাজও হলো আবার পরিবার চলাফেরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হলো।

৭. পরিচিতি, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং

ইসলামী সংগঠনের পরিচয় কী এবং তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কী কী কাজ করছে এ নিয়ে পরিচিতি বই, লিফলেট বিলি, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিং করতে হবে। যখন যেখানে সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই পরিচিতি বিতরণ করা উচিত। ইসলামের প্রথম যুগে কাগজ কলমের এরূপ ব্যাপকতা ছিল না বিধায় রাসূল ﷺ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে বাইতুল্লাহর পাশে মিনায়, মুয়দালিফায়, আরাফাতে সাক্ষাত করে নিজের এবং ইসলামের পরিচিতি পেশ করতেন। আকাবার ১ম, ২য় ও ৩য় শপথ তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

৮. মাসিক সাধারণ সভা

দেশের বৃহত্তম ইসলামী সংগঠন সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য মাসে ১টি করে সাধারণ সভা করে থাকে। এতে নতুন লোক বেশি থাকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার লোককে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাওয়া শেষে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। সাফা পর্বতে আরোহন করে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন।

إِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِّ عَذَابٍ شَدِيدٍ .

আমি তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে সতর্ককারী।

“দারুল আরকাম” ছিল রাসূল ﷺ-এর সভাস্থল। নতুন মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য বাড়িটি ব্যবহৃত হতো।

৯. দাওয়াতী জনসভা ও ইসলামী মাহফিল

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ :

আর হে নবী! তুমি বারবার স্মরণ করিয়ে দাও। কেননা এই স্মরণ মুমিনদের উপকারে আসবে। (৫১-সূরা যারিয়াত : ৫৫)

দাওয়াতী জনসভা সাধারণত পরিকল্পনাভিত্তিক হয়। জনসভার জন্য বেশ সময় হাতে নিয়ে তারিখ নির্ধারণ করে জনসভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। দাওয়াতি

জনসভারই মতো আরেকটি প্রোগ্রাম হলো ইসলামী মাহফিল। সাধারণ ও নিরক্ষর মানুষ, শ্রমিক এলাকা ও বাস্তহারা এলাকায় ইসলামী মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১০. দাওয়াতী ইউনিট গঠন

দেশের বৃহত্তম ইসলামী আন্দোলন আদর্শ সমাজ কয়েমের দাওয়াত গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লা ও বস্তিতে পৌঁছিয়ে দেবার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে দাওয়াতী ইউনিট গঠন করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তাদের এক বা একাধিক কর্মী বা দায়িত্বশীল কোনো নতুন এলাকায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে এলাকার লোকদেরকে কোনো একস্থানে একত্রিত করে সংগঠনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচি তাদের নিকট পেশ করেন। তাদের এই দাওয়াত কবুল করলে তাদেরকে সহযোগী সদস্য ফরম পূরণ করে তাদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য লোককে সভাপতি করে একটি দাওয়াতী ইউনিট গঠন করে।

১১. আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ

ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের বিশেষ মাধ্যম হলো আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশ। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে এমন আলোচনা সভা মসজিদে নববীতে করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

১২. সিরাতুলনবী ﷺ মাহফিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী আলোচনা সিরাতুলনবী ﷺ মাহফিল নামে পরিচিত। সাধারণত রবিউল আউয়াল মাসে সিরাতুলনবী ﷺ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ মাসেই মহানবী ﷺ শান্তির বার্তা নিয়ে ধরায় আগমন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনীতে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।
(৩৩-সূরা আহযাব : ২১)

১৩. ইসলামী দিবস পালন

সাধারণত মুহররাম (আত্তরা), শবে মেরাজ, লাইলাতুল কদর ইত্যাদি ইসলামী দিবসগুলোর পূর্বে থেকে আলোচনার জন্য বক্তা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা ঠিক করে যাথার্থীতি দাওয়াত দিয়ে বহু লোকের আগমন ঘটিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়।

১৪. আল কুরআনের দারস ও তাফসীর মাহফিল

আল কুরআনের দারস ও তাফসীরের মাধ্যমে ধীনের দাওয়াত প্রদান দাওয়াতের একটি উত্তম মাধ্যম।

আল্লাহর বাণী- مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِنَشْفِيَ

আমি কুরআন এই জন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিনি যে, এই কুরআন পাবার পরও আপনি হতভাগা থাকবেন। (২০-তোহা-২)

সুতরাং যোগ্যতা সম্পন্ন দারস দানকারী ও মুফাসসের পাওয়া গেলে এই ধরনের প্রোগ্রাম করা হয়ে থাকে।

১৫. মসজিদভিত্তিক দাওয়াতি কাজ ও সংগঠিতকরণ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলমানদের দাওয়াতী কাজসহ সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো মসজিদ। মসজিদ জনপ্রিয় ধীনি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ধীনদার লোকসকল নিয়মিত উপস্থিত হন। তাদের ইসলামী সমাজ কায়েমের দায়িত্ব বুঝিয়ে তাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করে থাকেন বাংলাদেশ বৃহত্তর ইসলামী সংগঠন। অঞ্চল আমাদেরকে বলা হয় মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম। (আল হাদীস) এটা আল হাদীস নয় বরং জাল হাদীস।

১৬. প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান সংস্থাসমূহ ব্যবহার

আব্বাহর রাসূল ﷺ মদীনায় গিয়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে যেভাবে দাওয়াতি কাজ করেছিলেন ; ইসলাম আন্দোলন এখানে ঠিক সেই কাজটি করে থাকেন। ক্লাব বা সমিতির নামে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে গড়ে ওঠেছে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়ার কাজটাকে এ সংগঠন সহজ মনে করে।

১৭. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা সৃষ্টি

পরোক্ষভাবে দাওয়াতী কাজ করার জন্য এগুলো অত্যন্ত ভালো মাধ্যম। এর মাধ্যমে অবশ্য বিলম্ব ফল পাওয়া যায়। তবুও এটি দাওয়াতী কাজের জন্য একটি উত্তম কৌশল।

১৮. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত সম্প্রসারণ

আদর্শ প্রচারের জন্য পত্র-পত্রিকায় আধুনিক যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। তাই আদর্শের পতাকাবাহী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোর মাধ্যমেও এ সংগঠন দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ করে থাকে।

১৯. দাওয়াতী সপ্তাহ পালন ও দাওয়াতী অভিযান

পরিকল্পনা মোতাবেক কর্মীগণ বছরে এক বা একাধিকবার দাওয়াতী সপ্তাহ বেছে নিয়ে গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সারা এলাকায় ছড়িয়ে জনগণকে ধীনের পথে টেনে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

২০. জুম'আর বক্তৃতা ও ঈদগাহে আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাহর ধীনের দাওয়াত জুমআর খুতবায় বা ঈদগাহে দিতেন। তাই জুমআর খুতবার পূর্বে উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে ধীন সম্পর্কে আলোচনা পেশ

করার ব্যবস্থা করে সংগঠন। ইমাম যদি আন্দোলনের কর্মী হন তবে এ কাজ খুবই সহজ হয়। ঠিক ঈদগাহে ও সমবেত মুসল্লিদের সামনে সংগঠনের দায়িত্বশীল বা ইমাম ধীন সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন।

২১. দাওয়াতী চিঠি

অনেক সময় আপনজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে চিঠি দিয়ে এ সংগঠন দাওয়াতের কাজ করে থাকেন। আব্বাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ এই পন্থা অবলম্বন করেছেন।

২২. দাওয়াতী বই উপহার প্রদান

উপহারে মানুষের মন গলে খুব তাড়াতাড়ি। তাই আব্বাহর রাসূল উপহার তথা হাদিয়া পদ্ধতি চালু করেছেন, এ দিকটি সামনে রেখেই বই ও বিভিন্ন জিনিস উপহার প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন দাওয়াতী কাজ করে থাকে।

২৩. ইফতার মাহফিল

রমযান মাসের রোযার সময় আন্দোলনের কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ ব্যক্তিগতভাবে বা সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার লোকজনকে নিয়ে ইফতার মাহফিলের ব্যবস্থা করে থাকে।

২৪. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম

ইসলামী আন্দোলন দাওয়াতকে বিশেষ লোকদের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম করে থাকে। সেমিনারে বৃহত্তম ইসলামী সংগঠনের তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচি এবং আনুসঙ্গিক বিষয়ের উপর এক বা একাধিক বক্তা বক্তৃতা করে থাকেন।

২৫. চা-চক্র ও বনভোজন

সব মানুষকে একইভাবে আন্দোলনে আকৃষ্ট করা যায় না। বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির মানুষ নিয়েই সমাজে মানুষের বসবাস। তাই মানুষকে দাওয়াতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য চা-চক্র ও বনভোজন করে থাকে।

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَى السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

এক ব্যক্তি আব্বাহর রাসূলের কাছে আরয় করল ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম? রাসূলুছায়ে বললেন, অপরকে খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

২৬. হামদ ও নাত ইত্যাদি চর্চা

এ কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠন লোকের ভেতর ইসলামের সৌন্দর্য ইমানের দাবি রাসূল ﷺ -এর প্রতি মহব্বত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ইত্যাদির অনুভূতি জাগিয়ে তোলার কাজটি করে থাকে।

২৭. বর্তমান প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার

বর্তমান সময় হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। যুগের চাহিদার আলোকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন- **وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا سَنَطَعُنْهُمْ مِنْ قُرَّةٍ** - তোমরা শত্রুদের মোকাবেলায় যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। (৮-সূরা আনফাল : ৬০)

দাওয়াতী ক্যাসেট তৈরি ও প্রচার আধুনিক যুগে রেডিও টেলিভিশন, ক্যাসেট ও ফিল্ম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেডিও, টেলিভিশন সরকারি নিয়ন্ত্রণে। তাই ক্যাসেট সিডি ও ভিসিডির মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, হামদ নাত, গজল ইসলামী গান ও দাওয়াতী বক্তৃতা দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে সহজে প্রচার করে থাকে। এছাড়াও বর্তমান সময়ের আলোকে মোবাইল থেকে এস এম এস, ইমেল, ফেইস বুক ও কম খরচে মোবাইলের মাধ্যমেও দাওয়াতী কাজ করা হচ্ছে।

২৮. দাওয়াতী ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশনা

সাধারণ মানুষ ও নিরক্ষর জনগণের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার লক্ষ্যে কোনো বিশেষ বিষয় বা ভাবকে কেন্দ্র করে দাওয়াতী ফিল্ম তৈরি করে উপস্থাপন করে থাকে।

২৯. প্রদর্শনী

স্লাইড শো, চার্ট রাসূলে করীম ﷺ -এর শিক্ষা ও জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাসের উপর প্রদর্শনী, পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠন দাওয়াতী কাজ করে থাকে।

৩০. মিছিল

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরপরই মিছিলের সূচনা হয়। দুই কাতার হয়ে প্রকাশ্য ধ্বনি দিয়ে নতুন মুসলিমগণ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। এছাড়া আরো কিছু কাজ রয়েছে যা ইসলাম প্রচারের সহায়ক হবে, যেমন- তাফসীর মাহফিল, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মোটকথা কুরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় অথবা ইসলামী আকীদার বহির্ভূত নয় এমন কিছু দাওয়াতী কর্মসূচিতে থাকা দোষণীয় নয়।

৮৫৭. ২য় দফা কর্মসূচি : তানযীম ও ভারবিয়াত (সংগঠন ও প্রশিক্ষণ)

ইসলামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আগ্রহী সং-
ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করা এবং তাদেরকে জাহেলিয়াতের যাবতীয় চ্যালেঞ্জের
মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও ইসলাম কায়ম করার যোগ্যতাসম্পন্ন
কর্মীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এ দফায় প্রধানত দুটো দিক রয়েছে

১. সংগঠন, ২. প্রশিক্ষণ

১. সংগঠন : আরবি جَمَاعَةٌ শব্দের বাংলা হলো সংগঠন। ইতোপূর্বে
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রাসূল পেশ করে সংগঠনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে
ধরা হয়েছে; দেশের বৃহত্তর ইসলামী সংগঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এ নয় যে, দুনিয়ায়
ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা হোক; বরং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর আইন
সর্বস্তরে পালনপূর্বক আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই এ সংগঠনের লক্ষ্য। তাই এ
সংগঠনকে মজবুত করা এবং একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তৈরি করার জন্যই এ
সংগঠন কর্মীদের বিন্যাস স্তর সিস্টেম চালু করেছে। জামায়াত বা সংগঠনের
গুরুত্বের জন্য আল্লাহর বাণী যা সূরা আল ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা
হয়েছে— وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا। সংগঠনের কর্মীদের
লব্ধ বিদ্যা স্তর হলো, সহযোগী সদস্য, সক্রিয় সহযোগী সদস্য, কর্মী ও সদস্য।
মূলত আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনে যে মুসলিম বাহিনী তৈরি করেছিলেন তারা
ছিলেন চরম ধৈর্যশীল, নিষ্ঠুর ও বলিষ্ঠ মুমিন। শত নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট তাদের
জীবনে এসেছে। পরীক্ষায় যখন তাঁরা পাস করেছিলেন তখনই আল্লাহ তাদের
শক্তির মূল্যায়ন করে শুভ সংবাদ হিসেবে নাযিল করলেন—

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ .

যদি তোমাদের মধ্য হতে ধৈর্যশীল বিশ জন হয়, তবে দু'শ জনের উপর বিজয়
লাভ করবে। (৮-আনফাল : ৬৫)

আল্লাহর ধীনকে আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়নের জন্য তাদের ত্যাগ ভিত্তিক
এবং ধৈর্যের তুলনা নেই। নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা তাদের ছিল না বরং
ধীন প্রতিষ্ঠা হোক, এ ছিল তাদের পূর্ণ মানসিকতা। তারা রাসূলের প্রত্যেকটি
বক্তব্য মন দিয়ে শুনতেন। তাঁদের অবস্থা অংকন করে আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

যখন তারা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায় তখন তুমি দেখতে পাও যে, সত্যকে উপলব্ধির কারণে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে উঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও। (৫-মায়িদা : ৮৩)

এমন ধরনের একটি গ্রুপ তৈরি করতে পারলে তাদের উপর নাযিল হবে রহমত। আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠিত হবে তখন তোমরা মন-কান দিয়ে শুনবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হবে। (৭-সূরা আরাফ : ২০৪)

এ দলের ব্যাপারেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সু-সংবাদ দেয়া হচ্ছে—

فَبَشِّرْ عِبَادِ - الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ .

আমার ঐ বান্দাদের সু-সংবাদ দিন, যারা কথা মনোযোগ দিয়ে শনে, অতঃপর উত্তম কথা অনুসরণ করে। (৩৯-সূরা যুমার : ১৭-১৮)

একটি দল ঐ পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত কোনো এলাকায় বা রাষ্ট্রে ইসলাম কয়েম সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলামী সংগঠন তার কর্মীদের চারটি ধাপ স্থির করেছে, এ ধাপকেই ক্যাডার বলে।

সংগঠন একদিকে ব্যাপক ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রকাশনার পদক্ষেপ নিয়েছে। অপরদিকে ইসলামী সাহিত্য যথাযথভাবে অধ্যয়নের জন্য একটি সুন্দর সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। যাতে কর্মী বাহিনী যুগ-জিজ্ঞাসার সকল পরিস্থিতিতে তৈরি থাকতে পারে।

১. ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ

আল্লাহ বলেন—

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا .

আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার নিজের হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (১৭-বনী ইসরাঈল : ১৪)

এ আয়াতের দিকে তাকালে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা মুসলিম ব্যক্তির অন্যতম কাজ। যদ্বারা ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। আজ যে কাজ সে করতে পারেনি, আগামীকাল তা করতে উৎসাহী হবে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য কতটুকু কাজ আমার করা দরকার, কতটুকু করতে পেরেছি তারই একটি খতিয়ান ব্যক্তিগত রিপোর্টে সংরক্ষিত হয়। জীবনটাকে সম্পূর্ণ

ভারসাম্যপূর্ণ করতে এ রিপোর্টের জুড়ি নেই। কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন এবং সাংগঠনিক কার্যকলাপ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সকল কাজের ভিতরে সম্পাদন করা কম কথা নয়। এটা একটা অভ্যাসের প্রয়োজন। এ অভ্যাস যার তৈরি হয়, সে ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব ইসলামী নেতৃত্ব।

ii. মুহাসাবা

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন— **الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ** মুমিন মুমিনের আয়না। আয়না যেভাবে এক ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি নোংরা অগোছালো অবস্থাকে তুলে ধরে, একজন মুমিনও সেভাবে অন্য ভাইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে ধরিয়ে দেবে। এরই নাম আরবিতে মুহাসাবা।

মুহাসাবা ব্যক্তিগতভাবেই করা উচিত। তবে সতর্ক না হলে সামষ্টিক ফোরামে আনা যাবে। মুহাসাবার ভাষা হতে হবে অত্যন্ত নরম ও কোমল। ভাষায় কোনোরূপ তেজ বা ক্ষোভ থাকবে না, মুহাসাবা মেনে নেয়ার জন্য উদার মনের পরিচায়ক হতে হবে। সংকীর্ণমনা-কাপুরুষ লোক কখনো মোহাসাবা গ্রহণ করে নিতে পারে না। সংগঠনে মুহাসাবার এই সুন্দর নিয়ম প্রচলিত থাকার কারণে অনেকে মানে পৌছতে পারে না। হ্যাঁ জয্বা আসতে পারে, কিন্তু ইসলামের মৌলিক দিকগুলোর জ্ঞান ইমানের সাথে সাথে আসতে পারে না এগুলো আস্তে আস্তে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসে।

২. প্রশিক্ষণ (তারবিয়াত)

দ্বিতীয় দফা কর্মসূচির উপর গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রশিক্ষণ। আল্লাহ বলেন—

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

যেমন আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের প্রশিক্ষণ দেয় এবং যে সমস্ত ব্যাপারে তোমরা অজ্ঞ তা তোমাদের জানিয়ে দেয়। (২-সূরা বাকারা : ১৫১)

নবীদের প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো উম্মতকে আল্লাহর দ্বীনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা নিজের জীবন উদ্ভাসিত করবে, পরিশুদ্ধ করবে। নবী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এ দায়িত্ব ওলামা সমাজ তথা ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের কক্ষে বর্তিয়েছে। দেশের বৃহত্তম ইসলামী

সংগঠন একটি পরিপূর্ণ ইসলামী আন্দোলন। পরিপূর্ণ ইসলাম সমাজে বাস্তবায়িত হোক এবং এরই মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এ সংগঠনের লক্ষ্য। তাই পরিপূর্ণ ইসলামের প্রশিক্ষণের জন্য নবী-রাসূলদের কায়দায় সংগঠন তার কর্মী বাহিনীকে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের বিভিন্ন দিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেন সমাজে গিয়ে তারা যোগ্যতার সাথে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। এই প্রশিক্ষণের জন্য কোনো ধরা-বাধা সময় নেই। ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার পিছনে সময় ব্যয় করা হবে। তাই সংগঠন তার কর্মীদের প্রয়োজন ও মান অনুযায়ী এক ঘণ্টার তারবিয়াতী বৈঠক (সামষ্টিক পাঠ, মাাসায়েল আলোচনা, দুআ ও কিরাতের তা'লীম) ২ঘণ্টার নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠচক্র, ৬ ঘণ্টার শিক্ষা বৈঠক, তিন থেকে ৭ দিনের শিক্ষা শিবির এবং এক রাতের 'শববেদারী'র প্রোগ্রাম করে থাকে। এর দ্বারা **وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ** এর কাজটি করা সহজ হয়।

প্রশিক্ষণের কয়েকটি দিকের আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো —

সিলেবাসভিত্তিক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ইসলামের সঠিক ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী-সাহিত্য অধ্যয়ন। নবুয়্যাতের প্রথম বাণীই ছিল, **اقْرَأْ** তথা পড়ো। দিন দিন কর্মীদের যোগ্যতা যেমন বাড়ছে, সংখ্যাও অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তদুপরি কর্মীদের মাঝে ভালোবাসাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১. সামষ্টিক পাঠ

কোনো বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সামষ্টিক পাঠ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। একা একা বই পড়ে অনেক সময় বিষয়কে আয়ত্বে আনা যায় না। একা একা পড়তে অনেক সময় আনন্দও পাওয়া যায় না। সামষ্টিক পাঠের মাধ্যমে ঐ বিষয়টি সহজে আয়ত্বে আসে এবং আনন্দও পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল যে, তারা একত্রিত হতেন, একজন পড়তেন এবং অন্যরা শুনতেন, আবার কোনো সময় একজন পড়তেন রাসূল **ﷺ** সহ কয়েকজন শুনতেন। যেমন—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ قُلْتُ اقْرَأْ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ؟ قَالَ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأَ عَلَيْهِ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى وَ صَلَّى إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ فَإِذَا عَلَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার সামনে একটু পড়। আমি বললাম, আমি আপনার সামনে পড়ব, অথচ তা আপনার উপর নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে। অতঃপর আমি সূরায়ে নিসার এ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলাম।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আমি দেখলাম, তার উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। (আবু দাউদ হাদীস-৩৬৬৮)

সামষ্টিক পাঠের এই ধারায় প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন—

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذًا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ .

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়।

২. পাঠচক্র

ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তথা ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুমিনদের মধ্য হতে একদল গবেষক প্রয়োজন। যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে গবেষণা করবে। আল্লাহ বলেন—

فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

কেন এরূপ হবে না? যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক берিয়ে আসবে ও স্বীনের সম্বন্ধ লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করবে, যেন তারা ভয় পায়। (৯-তাওবা : ১২২)

কোনো বিষয়ের গভীরে পৌঁছার জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবে এ সংগঠন পাঠচক্রের ব্যবস্থা করে। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস কি বলছে বা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কোন বিষয়ের মূল্যায়ন করাই পাঠচক্রের মূল উদ্দেশ্য। কেননা, কুরআনে হাকীমে স্বীনি সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। পাঠচক্রের দ্বারা তা খুঁজে বের করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন—

وَوَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ .

আর আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই বর্ণনা দানকারী এবং হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা আত্মসমর্পন করেছে। (১৬-সূরা নাহল : ৮৯)

৩. শববেদারী

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করার একটি উপায় হচ্ছে একাকী উঠে নৈশ ইবাদাত করা। আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ . قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا .

হে কয়লওয়ানা! রাতে সালাতে দাড়াও কিন্তু কম, অর্ধেক রাত্রি অথবা তা থেকে কিছু কম, অথবা তা থেকে কিছুটা বেশি। আর ধীরে ধীরে কুরআন পড়। (৭৩-মুযাম্মিল : ১-৪)

এখানে রাতের কিয়দংশ জেগে ইবাদত করতে বলা হয়েছে। তবে পূর্ণ রাত্রি নয়, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ অথবা দু-তৃতীয়াংশ। সংগঠন তার কর্মীদেরকে ইবাদতে অভ্যস্ত করার নিমিত্তে শববেদারীর প্রোথাম করে থাকে। তাদেরকে তাহাজ্জুদের জন্য তৈরি করে। যে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে আল্লাহ তার রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْهُ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
مُّحَمَّدًا .

আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত। অসম্ভব নয় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করবেন। (১৭-সূরা ইসরাঈল : ৭৯)

৪. শিক্ষা শিবির

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগে কর্মী বাহিনীকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠন শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করে। ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত এই প্রোথাম হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মী বাহিনীকে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে ছিলেন—

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

৫. বক্তৃতা অনুশীলন

যে কোনো বক্তব্য সঠিকভাবে ও সুবিন্যস্তভাবে বলতে সক্ষম হলেই প্রয়োজনীয় কথা লোকদেরকে ভালোভাবে বুঝানো সম্ভব। এ ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করাও সংগঠন পছন্দ করে না। অল্প কথায় সুন্দরভাবে সংগঠনের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য সকলের সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর রাসূলের বাণীকে সংগঠন এক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

الْبَيَانُ كَسْرًا—নিকচয়ই কোনো কোনো বক্তৃতায় যাদু আছে।

৬. আত্মসমালোচনা

নিজেকে গড়ে তোলার জন্য আত্মসমালোচনা উপযুক্ত মাধ্যম।

আল্লাহর বাণী—

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى—কল্যাণ লাভ করল ঐ ব্যক্তি যে নিজকে পরিশুদ্ধ করল। (৮৭—সূরা আ'লা—১৪)

অতএব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য নিয়মিত আত্মসমালোচনা অপরিহার্য। সত্যিকার খাঁটি মুমিনদের নিজের ব্যাপারে সর্বদাই সতর্ক থাকা উচিত। আত্মসমালোচনা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

৮৫৮. ওয় দফা কর্মসূচি : ইছলাহে মুয়াশারা

ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবা করা।

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ—আল্লাহ বলেন—

তোমরা কল্যাণমূলক কাজ কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে (২২—সূরা হজ্জ : ৭৭)

এ দফার আলোচনা তিন ভাগে বিভক্ত হবে। যথা—

১. সামাজিক সংশোধন,
২. অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন ও
৩. দুঃস্থ মানবতার সেবা।

১. সামাজিক সংশোধন

প্রচলিত সমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামী আদর্শের আলোকে সমাজকে আলোকিত করার জন্য ইসলামী আন্দোলন যুগযুগ ধরে চলে আসছে। নিম্নোক্ত কাজগুলো সমাজ থেকে চিরতরে উৎখাত করা একান্তই প্রয়োজন।

ক. প্রচলিত কুসংস্কার সম্পর্কে সতর্কীকরণ

ইসলামের আলো পৌঁছেলো আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার চালু রয়েছে। এমনকি ইসলামের নামেও অনেক কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে যদ্বারা মানুষ না বুঝে শিরক ও বিদ্যুতে জড়িয়ে যায়। এগুলোকে ভালো মনে করে করছে তাদেরকে তা থেকে ফেরাতে হবে। আল্লাহ বলেন—

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অপছন্দীয় মনে হলো, অথচ তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে এও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভালো লাগল অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। (২-সূরা বাক্বারা : ২১৬)

মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যায়।

১. সকল জাহেলী চিন্তা দূর করা

জাহেলী মতবাদ তথা খোদাদ্রোহী মতবাদ যে সময় চলতে থাকে ঐ সময়কে জাহেলী যুগ এবং যে স্থানে চলে সে স্থানকে জাহেলী সমাজ বলা হয়। যে কোনো সমাজে যতটুকু জাহেলী মতবাদ থাকবে ঐ সমাজ ততটুকু জাহেল।

সমাজ থেকে সকল প্রকার জাহেলী চিন্তা-ভাবনা ও কার্যাবলিকে দূর করতে হবে। অশ্লীল কর্মকাণ্ডকে উৎখাত করতে হবে। ইসলাম বিরোধী জাহেলী আচরণসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে।

ড. শাওকী বলেন— জাহেলী যুগ হলো, ইসলামের অবৈধ বন্ধুকে যে সময়ে বৈধ মনে করা হয় এবং প্রাক-ইসলাম যুগ ও তার কার্যাবলি যে যুগে পাওয়া যায়।

আল্লামা শাওকানী জাহেলী যুগের চরম অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরে বলেন : জাহেলী যুগের মহিলাদের এমন অবস্থা ছিল, যে অঙ্গগুলো প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল তারা ঐগুলো উন্মুক্ত করে চলত। এমনকি একজন মহিলা তার স্বামী ও তার বন্ধুর সাথে বিনা দ্বিধায় একই আসনে বসত। এরপর তার বন্ধু নাভী থেকে উপরের অংশ দ্বারা তৃপ্তি গ্রহণ করত, আর তার স্বামী নিচের অংশ নিয়ে তৃপ্তি লাভ করত। কোনো কোনো সময় তারা দু'জন উপভোগের অংশ বদলের প্রস্তাব দিত। (ফাতহুল কাদীর : ৪র্থ খণ্ড-২৭৮)

কিন্তু জাহেলী আচরণকে পরাভূত করে বর্তমান সমাজ আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বর্তমান জাহেলিয়াত প্রাক ইসলাম যুগের জাহেলিয়াত থেকেও মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক।

জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও খারাপ অভ্যাসের কারণে মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির ইবাদাত করত। কিন্তু বর্তমান জাহেলগণ ঈমানের লেভেল আঁটিয়ে কবরে সেজদা করছে, কবরবাসীর কাছে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রার্থনা করছে; তাদের নাম নিয়ে চিৎকার করছে; তাদের কাছে সন্তান কামনা করছে; বিবাহ চাচ্ছে এবং কবরের মাটি বরকতের জন্য নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে মুসলমান নামের কেউ নারী-পুরুষ একত্রে উঠা-বসা, কথাবার্তা বলাকে কিছু মনে করে না। তবে কেন আল্লাহর এই বাণী?

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ .

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন! তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে। এটি তাদের পক্ষে পবিত্রতম নীতি। যা তারা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত। (২৪-সূরা আন-নূর : ৩০)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

আর হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে ও নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রদর্শন না করে। (২৪-সূরা আন-নূর : ৩১)

অতএব বুঝা যায় যে, প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলীয়াতকে পাশ কাটিয়ে বর্তমান জাহেলিয়াত সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষের ঈমান আকীদাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলছে, যা তারা টের পেয়েও পাচ্ছে না। ইসলামী আন্দোলন মানুষকে এই ধ্বংস থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছ ঈমান উপহার দিচ্ছে, সেখানে জাহেলী চিন্তার কোনো গন্ধমাত্র নেই; জাহেলী কর্মের কোনো ক্ষেত্রও নেই।

২. ইবাদত হবে একমাত্র মাধ্যম

আল্লাহর নৈকটা লাভের জন্য রাসূল ﷺ প্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র মাধ্যম বা **اَلْوَسِيْلَةُ**। ইবাদত যথাযথ পালনপূর্বক ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহকে পেতে পারে। আর কোনো ব্যক্তির মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি এবং তার উত্তর দিয়ে থাকি। কাজেই আমার আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের কর্তব্য। হয়ত তারা সত্য পথের সন্ধান পাবে। (২-সূরা বাকারা : ১৮৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তাকে পাওয়ার সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তাঁকে সরাসরি ডাকার জন্য বলেছেন। তবে আল্লাহ উপায় ধরতে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর; আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। (৫-সূরা মায়িদা : ৩৫)

বিবেকবান প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথার সাথে ঐক্যমত যে, উল্লিখিত আয়াতে **الْوَسِيلَةَ** -এর ব্যাখ্যায় রাসূল **ﷺ** সাহাবায়ে কেরাম এবং গ্রহণযোগ্য তাফসীর-কারকদের ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। এছাড়া কারো কোনো মনগড়া কথা মানা যাবে না। বিভিন্ন তাফসীরকারক বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন তাহলে এক একটি করে উল্লেখ করা যাক।

১. **الْوَسِيلَةَ** হলো বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَاسْتَلُّوا إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ قَبِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ ؟ قَالَ أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেন, যখন তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তখন আমার জন্য “অসীলা” চাও।” বলা হলো, হে রাসূল **ﷺ** অসীলা কি? বলা হলো বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান, যা এক ব্যক্তি অর্জন করবে, আমি আশা করছি যে, আমিই সে ব্যক্তি হব। (মুসলিম)

২. কাতাদাহ (রা) বলেন— **أَلْوَسِيلَةٌ** হলো আনুগত্য, উপাসনা এবং আত্মাহার নির্দেশিত কার্যাবলি—

قَالَ قَتَادَةُ: أَيُّ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يَرْضَاهُ .

কাতাদাহ (রা) বলেন, অর্থাৎ আত্মাহার আনুগত্য-উপাসনা এবং তাঁর মজি মোতাবেক আমলের মাধ্যমে তার নৈকট্য অনুসন্ধান কর। (তাকসীরে ইবনে কাছীর)

৩. **أَلْوَسِيلَةُ الْفُرْتَةُ** ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, “অসীলা অর্থ নৈকট্য।” এমনি ধরনের সমস্ত তাকসীরের পাতা উল্টিয়ে দেখলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যারা ‘অসীলা’ শব্দকে কোনো ব্যক্তির সাথে খাছ করে, তাদের পথ কুরআন হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম তথা সলফে ছালেহীনের পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখে ইসলামের জন্য মায়াকান্না, কিন্তু কাজে তার বিরোধিতা। ইবাদতকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিকে অসীলা মনে করা কি একথা প্রমাণ করে না যে, প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলীয়াত আর এদের জাহেলিয়াতে কোনো পার্থক্য নেই? বরং এদের জাহেলিয়াতে ১° ডিগ্রী বেশি। কেননা তারা মাধ্যম মনে করত এমন মূর্তিকে যার কোনো রুহ নেই। আর এর মাধ্যম মনে করে রুহ বিশিষ্ট মানব মণ্ডলীর মধ্য থেকে একটি সত্তাকে। আত্মাহ বিষয়টিকে আরো সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন—

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرَعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ .

বলুন, যাদেরকে তোমরা ছাড়া কিছু (নিজেদের কর্মকর্তা) মনে কর তাদেরকে (একটু) ডেকে দেখ। তারা তোমাদের কোনো কষ্ট লাঘব করতে পারবে না, পারবে না তা বদলাতে। এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিপালকের নিকট পৌছবার অসীলা খোঁজ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হবে। তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং আযাবকে ভয় করে। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৬-৫৭)

আয়াতদ্বয় দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব উপাস্য ও ফরিয়াদ শ্রবণকারীর উল্লেখ এখানে করা হয়েছে তারা পাথরের মূর্তি নয়। হয় তারা ফেরেশতা না হয় অতীতকালের বুয়ুর্গ লোক।

ব্যক্তি-মাধ্যম যদি সামান্যতম বৈধ হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ কে শেখাতেন। আর সাহাবায়ে কেলাম তাঁর কাছ থেকে শিখে আমল করতেন। তবে দ্বীন শেখার জন্য মাধ্যম বৈধ। কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে দ্বীন শিখতে হবে। দ্বীনের বাস্তব নমুনা ব্যক্তির মাধ্যমে আসবে।

অতএব, কুরআন হাদীসে এবং রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবনে যেই মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া যায় না, তাকে শরীয়তের বিধান মনে করা বা ঐ মাধ্যমকে নাজাতের একমাত্র উপায় মনে করা চরম অন্যায এবং মারাত্মক ধৃষ্টতা।

৩. যবেহ হবে আল্লাহর নামে

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা কারো সন্মানে যবেহ করা হারাম। যদি করে, তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন— (هَي نَبِيٍّ) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (হে নবী) অতএব, তুমি তোমার রবের জন্যই সালাত আদায় কর এবং কুরবানী দাও। (১০৮-সূরা কাওসার : ২)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ -

আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি তার গোশত খেও না। তা ফাসেকী (পাপের) কাজ। (৬-সূরা আনয়াম : ১২১)

عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهَ مِنْ لَعْنِ وَالِدِهِ
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ -

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির উপর, যে তার পিতাকে অভিশাপ দেয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করে।” (সহীহ মুসলিম)

ইমাম নববী বলেন, গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করার উদাহরণ হলো, মূর্তির জন্ম, মূসা (আ)-এর জন্ম এবং কা'বার জন্ম যবেহ করা। এরূপ যবেহ করলে ঐ জন্তু হারাম হয়ে যাবে। চাই যবেহকারী মুসলিম হোক আর ইহুদী হোক অথবা নাসারা হোক। এমনকি ঐ সমস্ত স্থানে আল্লাহর নামে যবেহ করাও যাবে না, যেখানে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ হয়ে থাকে।

৪. সুপারিশের ব্যাপার

আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কাউকেও এতখানি প্রভাবশালী বা শক্তিমান মনে করবে না যে, তার সুপারিশে আল্লাহর ফায়সালা পরিবর্তিত হতে পারে। কেননা তাঁর

রাজ্যে সকলেই ক্ষমতাহীন প্রজা মাত্র। পরকালে শুধুমাত্র আল্লাহর অনুমতি নিয়ে সুপারিশ হবে। আবার তা হবে অত্যন্ত সীমিত। এই বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য হলো মুশরিকী ধারণা। কেননা, মুশরিকরা মনে করত যে, আল্লাহ মহান হওয়ার কারণে তাঁর নিকট আমাদের সরাসরি আবেদন সম্ভব নয়। তাই আমরা কোনো ব্যক্তি বা পাথরকে সুপারিশকারী হিসেবে পেশ করি।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .

এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের উপাসনা বা দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি করতে পারে, না কোনো উপকার করতে পারে তারা বলে যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। (১০-সূরা ইউনুস : ১৮)

৫. আল্লাহ ছাড়া অনিষ্টকারী বা কল্যাণকারী কেউ নেই

আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, মূর্তি তাদের অনেক উপকারে আসে, অথবা তাদের ক্ষতি করতে পারে। তারা বলত যে, কোনো গোত্রের উপর আক্রমণ হলে মূর্তির এই শক্তি আছে যে, সে তা রহিত করে দিতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে তারা মূর্তিকে মাথায় বহন করে নিয়ে যেত, তাদের ধারণা মূর্তি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সাহস জোগায়, সেনাপতির কাজ করে। শক্তি পাওয়ার জন্য 'ইয়া লাভ' ইয়া উজ্জা, বলে চিৎকার দেয়। মুসলিমদের কাজ হলো 'ইয়া আল্লাহ' বলা।

অতএব, আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেও অনিষ্টকারী বা কল্যাণকারী মনে করবে না, কারো সম্পর্কে অন্তরে ভীতি অনুভব করবে না, কারো উপর নির্ভর করবে না। যেমন আল্লাহ বলেন—

قُلْ اٰنۡدَعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا .

বলুন আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে ক্ষতি করতে? (৬-সূরা আনআম : ৭১)

৬. আল্লাহ ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে কু-ধারণার অপনোদন

প্রত্যেক যুগের অশিক্ষিত, বর্বর ও কট্টর জাহেলগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কিছু কুধারণা পোষণ করে আসছে। আল্লাহ বলেন—

وَطَٰغِفَةٌ قَدۡ اٰهَمَّتْهُمۡ اَنۡفُسُهُمۡ يَظُنُّوۡنَ بِاللّٰهِ غَيۡرَ الْحَقِّ ظَنۡ الْجَٰهِلِيَّةِ .

একটি দল যার নিকট সব গুরুত্ব হচ্ছে, একমাত্র স্বার্থের, আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহেলী মনোভাব পোষণ করতে লাগল, যা হচ্ছে সত্যের সুস্পষ্ট খেলাফ। (৬-সূরা আনয়াম-১৫৪)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে ইসলামকে আঘাত করছে, তারা বলছে, আল্লাহর এ দ্বীন ঐ যুগের জন্য হয়তো যথেষ্ট ছিল বর্তমানে তা চলে না। চললেও সংস্কার প্রয়োজন। এদেরকে আল্লাহ মুনাফিক ও মুশরিক অ্যাখ্যা দিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন-

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .

এবং সে সব মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রী এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। তারা নিজেরাই দোষ ও খারাবীর আবর্তনে নিপতিত হয়েছে। আল্লাহর গণ্য তাদের ওপর এবং তিনি তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন যা অত্যন্ত নিকট স্থান। (৪৮-সূরা ফাতাহ : ৬)

৭. গাইরুল্লাহর নামে কসম

কা'ব (রা) বলেন, হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কথায় কথায় শিরক কর। যেমন বলে থাক তোর বাপের কসম, তোর জীবনের কসম, কা'বা শরীফের কসম ইত্যাদি।

বর্তমান সমাজে আরও কয়েকটি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। যেমন- বিদ্যার কসম, আমার যেক্টেগীর কসম, তোর মায়ের দিব্যি, আমার সন্তানের মাথা দিব্যি, তোর বাপের কসম ইত্যাদি।

সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে, এমনি ধরনের বললে শিরক হবে। তাদের অজান্তেই শিরক হয়ে যাচ্ছে। অথচ শিরক আল্লাহ মাফ করেন না। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো আল্লাহ বা আল্লাহর যে কোনো গুণবাচক নাম নিয়ে কসম করবে। কেননা, কসম দ্বারা যে সম্মান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

৮. বরকত গ্রহণ হবে আল্লাহর নামে

বর্তমান সমাজে কিছু প্রথা রয়েছে, যাত্রা করার পূর্বে কবর মুছে, কদম মুছে, ঘর কুড়ায়, সামনে থেকে ঝাড়ু সরায় ইত্যাদি। এ কাজগুলো অত্যন্ত মারাত্মক। মুসলিম নারী-পুরুষদের কাজ হবে **اللَّهُ عَلَيَّ** (তাওয়াক্কালতু আল্লাহ্) মুসলিম নারী-পুরুষদের (বিসমিল্লাহে ওয়াআলা বারাকাতিল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর নামের বরকতে ইত্যাদি বলে যাত্রা শুরু করা। নূহ (আ) যথার্থই বলেছিলেন তাঁর কিস্তির বিষয়ে-

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

এমনিভাবে অনেক বিষয় রয়েছে যেখানে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে বরকত নিতে পারি, সেখানে আমরা তা করছি না। মনগড়া নিয়মনীতি তৈরি করে চলছি।

৯. গর্ববোধ হবে বৈধ বিষয় নিয়ে

প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলগণ মূর্তির উল্লেখ করে গর্ববোধ করত কার মূর্তি কত বড়। এ নিয়ে পাল্লা চলত। কুরাইশরা অত্যন্ত বড় করে 'উয্বা' নামক মূর্তিটি তৈরি করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। বনী ছাকীফ 'লাত' নিয়ে গর্ব করত।

উহুদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ান গর্ব করে বলেছিল- **لَنَا الْعُزَىٰ وَلَا عُزَىٰ لَكُمْ** "হে মুসলিম আমাদের উয্বা আছে, তোমাদের উয্বা নেই।" মুসলিম বাহিনী উত্তর দিয়েছিলেন- **اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ** 'আল্লাহ আমাদের সহায়, তোমাদের কোন সহায় নেই। (বুখারী)

বর্তমান সভ্য সমাজের চিত্র আরও একটু উন্নত। তারা হাজার হাজার টাকা খরচ করে গ্লাস দিয়ে শো-কেইছ তৈরি করে সেখানে স্থাপন করে বিভিন্ন মূর্তি। কার শো-কেইছ কত সুন্দর আর কত বেশি প্রকারের মূর্তি স্থান পেয়েছে তা নিয়ে অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলে। সন্তানদের যেন অন্যের কাছে খাটো না হতে হয়, তারা তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখেন। মুশরিকদের মূর্তি ছিল ১টি করে, কিন্তু বর্তমানে সভ্য লোকের মূর্তি অসংখ্য শো কেইছ ভরা।

১০. বিড়ি সিগারেট (ধূমপান)

ধূমপানে স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি : ডাক্তারদের বক্তব্য হলো : ধূমপানকারীর যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, যৌনক্ষমতা হ্রাস, চেহারা ফ্যাকাসে, অকালে দাত নষ্ট, শ্বাস কষ্ট, অল্প বয়সে অলসতা ইত্যাদির মতো মারাত্মক রোগ হয়।

সম্পদের ক্ষতি : ধূমপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের আয়ের এক-চতুর্থাংশ এতে ব্যয় হয়। এমনকি কোনো কোনো মাসে মেহমানের ভিড় হলে এর পরিমাণের উন্নতি হয়ে অর্ধেকেও এসে যায়।

শরয়ী বিধান : এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান হলো, সকল ফকীহ এবং মুজতাহেদীন একমত যে, যা দ্বারা ক্ষতি হয় এবং ধ্বংস টেনে আনে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব আর ঐ কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম। নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে যা বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজাহ- لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ - এবং নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা সাধারণ বিধান- وَلَا تَلْمِزُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ - অর্থাৎ নিজের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিষ্ক্ষেপ করো না।

সমাজের স্বচ্ছ আবহাওয়াকে ধূমপান করে দেয় কলুষিত। স্বচ্ছ আবহাওয়ার লালিত ব্যক্তির মুখে দুর্গন্ধ হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ধূমপানের কারণে ধূমপায়ীর মুখ হয় মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত। যে গন্ধকে একজন রুচিশীল ব্যক্তি কোনো প্রকারেই গ্রহণ করে নিতে পারে না। তাই সকল ফকীহদের মতে, ধূমপান হারাম।

১১- মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠান চালু

সামাজিক সংশোধনের একটি প্রধান দিক হলো, অনৈসলামী কার্যকলাপকে উঠিয়ে দিয়ে মুসলমানী কার্যকলাপ চালু করা। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে

১. বিবাহ

বিবাহ অনুষ্ঠান মানব জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাধ্যমে মানব জীবনের বৈধ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই অনুষ্ঠান হতে হবে অত্যন্ত পুতঃপবিত্র। ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এমন কাজটি সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহের পূর্বে, পরে এবং আক্দের সময় দুটি কাজ ইসলাম সমর্থন করে।

عَنْ عَائِشَةَ (رَضَا) قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَاتْتَنِي أُمِّي فَأَدْخَلْتَنِي الدَّارَ فَاذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَيَّ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةُ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ .

আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর আমার আশ্মা আসলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের ভিতরে কয়েকজন আনসারী মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা বলে উঠল, “আলাল- খাইরি ওয়াল বারাকাহ

ওয়া আলা খাইরি তা-ইর।” কল্যাণ বরকত ও সুখী জীবনযাপন কর। (বুখারী ৮ম খণ্ড অ: বিয়ে-শাদী পৃ: ৪৪২) বিবাহের পর বরের বাড়ীতে অলীমার অনুষ্ঠান করা সুন্নাত। আর কনের বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান না করাই সুন্নাত। কারণ কনের বাড়ীতে হয় হরণ আর বরের বাড়ীতে হয় বরণ।

২. গান : প্রযুক্ততার জন্য এমন গান পরিবেশন বৈধ, যাতে বেহায়াপনা নেই, অবাঞ্ছিত বক্তব্য নেই, খারাপ কথা নেই, বাদ্য যন্ত্র নেই।

২. প্রচলিত গুরশ

মূলত গুরশ আরবি عُرْسُ -এর বিকৃত উচ্চারণ। উচ্চারণ 'উরস'। এর অর্থ, বৈবাহিক উৎসব, বিয়ের ভোজ (ফরহঙ্গে রব্বানী : ৪২১ পৃ:)

কেননা, যারা গুরশ করে তাদের ধারণা হচ্ছে- তাদের গীর সাহেব কবরে নতুন বর-এর মতো গুয়ে আছেন। আমরা নতুন বরকে নিয়ে বছরে একবার ফুর্তি করি।

عُرْسُ -এর দ্বিতীয় অর্থ, “ফকির দরবেশের উদ্দেশ্যে উপহার বা বলি।” (ফরহঙ্গে রব্বানী : ৪২১ পৃ:)

ফকীর দরবেশ যদি জীবিত হন, আর তার জন্য যদি কোনো উপহার দেয়া হয় তা বৈধ (জায়েয)। যদি তিনি মৃত হন তার আওলাদকে দেয়া বৈধ। তার কবরে এনে নিক্ষেপ করা হারাম।

গুরশের নামে যে সকল অপকর্ম সমাজে প্রচলিত, এগুলোর একটিও বৈধ নয়। যেমন : গান-বাদ্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কবরের উপর সেজদা অথবা কবরকে সেজদা, কবরকে হাত দিয়ে মুখে বরকত গ্রহণ, কবর থেকে ফয়েযের আশা, বেপর্দায় মহিলাদের উপস্থিতি ইত্যাদি। এগুলো থেকে বা এমন গুরশ থেকে মুসলিমের সতর্ক থাকতে হবে। আর গুরশের কার্য বাদ দিয়ে ওয়ায মাহফিল চালু করতে হবে।

৩. খাতনা দিবস পালন

সমাজে অনেক বিদআত চালু রয়েছে, যেমন- খাতনা অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন দিবস পালনে, সন্তান জন্মে, সফরে, কবর যিয়ারতে, দিনকাল নির্ধারণে ইত্যাদি।

খাতনার জন্য খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান এবং সেখানে হাদিয়া তোহফার নিয়ম ইসলামে স্বীকৃত নয়।

দিবস পালন ইসলাম সমর্থন করে না। তবে সাধারণ কোনো দোষ নেই। জন্ম অথবা মৃত্যু দিবসই করতে হবে-এমন হলে তা ইসলামে স্বীকৃত নয়।

সন্তান জন্ম নিলে কানে আযানের ধ্বনি দেয়া, সপ্তদিনে আকীকা করা, নাম রাখা, খাতনা করা সুন্নাত। মাইক এনে বাদ্য বাজানো, সন্তান এবং তার মাকে

আলাদা পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা, উপটোকন কুড়ানো বা দেয়ার নিয়ম ইসলামে নেই।

দিনকাল নির্ধারণে সমাজে কুপ্রথা প্রচলিত আছে। রবিবারে বাঁশ কাটা যাবে না। শনিবারে বাইরে রওয়ানা করবে না, বৃহস্পতিবার মরা ভালো নয় ইত্যাদি। মানুষের সামনে সালাতের, কুরআন তেলাওয়াতের, শবে মি'রাজের ও রমজানের গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

খ. অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটন

পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাবে মুসলিম যুবকরা আজ ভেসে যাচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতি তাদের কাছে নেই। শবে বরাতে আর দু'ঈদের সময় টুপি পরিধান করে মসজিদে আর ঈদগাহে যাওয়াই তাদের কাছে ইসলামী সংস্কৃতি। সন্তান হলে ডাক নাম শয়তানের হোক না কেন, আসল নাম ইসলামী হলেই ইসলামী সংস্কৃতি। গুরু আর শেষ করার সময় কুরআন তিলাওয়াত করলেই রেডিও, টিভি ইসলামী সংস্কৃতির হাতিয়ার হয়ে যায়; মাঝখানে যা-ই করুক না কেন। এ ধরনের শত শত বিকৃত ধারণা যুব-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজকে একটি চিড়িয়াখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রতিটি মুসলিম নাগরিকের ঈমানী দায়িত্ব। না হয় এমন একটি সময় আসবে যেদিন ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কিছুই থাকবে না। অপসংস্কৃতি রোধের জন্য জনমত সৃষ্টি করাই বড় কাজ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। প্রিন্টমিডিয়া

অশ্লীল পত্র-পত্রিকা যে বিশেষ করে দেশের মেরুদণ্ড যুবসমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তা জনগণের দৃষ্টিপাতে আনতে হবে। তাদের চরিত্রকে যে হনন করছে, তাদের অর্থ যে লুট করে নিচ্ছে এবং অর্থ লোলুপ ব্যক্তিদের যে কারসাজি তা জনগণকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া, রেডিও-টেলিভিশন ও সিনেমা-ভিসি আর

বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কার হলো রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার ইত্যাদি। এগুলো দ্বিমুখী হাতিয়ার। ভালো কাজে ব্যবহার করা যায়, মন্দ কাজেও। বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে মতবিরোধ করবেন না, যদি এ আবিষ্কারগুলোকে জ্ঞান বিতরণ, ইসলামী আকীদার প্রসার, উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, পূর্ব যুগের লোকদের উত্তম

চরিত্র তুলে ধরা, মুসলিম ইতিহাস তুলে ধরা, পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রচার এবং যেগুলো দ্বারা ধীন ও দুনিয়ার কল্যাণ হয় সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে এগুলো অত্যন্ত ভালো এবং বৈধ। যদি ক্ষেত্রনা সৃষ্টি, যুব চরিত্র ধ্বংস, সমাজকে মানবিক দিক থেকে দূরে সরিয়ে পশত্বের সমাজে উপনীত করে, তাহলে একজন বিবেকবান মুসলিম ব্যক্তি, যে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালে বিশ্বাস করে, একে কোনো প্রকারেই গ্রহণ করে নিতে পারে না। রেডিও, টিভিসহ প্রত্যেকটি আবিষ্কার মূলত: আল্লাহর নিয়ামত। এ নিয়ামত তখন স্বার্থক হবে, যখন এগুলো ধীন প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বর্তমানে অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে চলছে যে, কোনো বিবেকবান পিতা আর ছেলে, মা আর মেয়ে, ভাই আর বোন একসাথে বসে তা দেখা সম্ভব নয়।

৩। বিদেশী গণ-মাধ্যমগুলো যে মিথ্যা প্রচার করে, এগুলোর দ্বারা তারা আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়ে দুর্বল করে রাখতে চায়, এ ব্যাপারে সকলকে সজাগ করতে হবে।

৪। এক শ্রেণীর অসৎ লোকেরা হাউজী, জুয়াও প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমাজের মানুষদের নিয়ে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৩. দুঃস্থ মানবতার সেবা

যেহেতু ইসলাম রোহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করে না, সেহেতু কোনো মুসলিমই সমাজ সংসার ত্যাগ করতে পারে না। সমাজের প্রত্যেক মানুষের সাথে তাদের হবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্পর্ক সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে 'সেবা'। আল্লাহ বলেন—

وَأْتِ ذَٰلِكَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও সযলহীন পথিককে তাদের হক দাও। অপচয় করো না। সেবা বলতে শুধু রোগীর সেবা উদ্দেশ্য নয় বরং এর উদ্দেশ্যে হবে—

১. পরস্পর দয়ার্দ্র হওয়া : যেমন—

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ .

আর যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও (সৃষ্টিকূলের প্রতি) দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দেয় মূলত তারাই দক্ষিণপন্থী। (৯০-সূরা বালাদ : ১৭-১৮)

২. অন্যের প্রতি ইহসান করা

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ -

যে মালই তোমরা খরচ করবে, নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য, আর যে মঙ্গলজনক কাজই তোমরা করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (২-সূরা বাকারা : ২১৫)

৩. ক্ষমা করা : যেমন আল্লাহ বলেন-

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ -

(মুত্তাকী তারা) যারা ক্রোধকে হযম করে এবং অন্যান্য লোকদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। (৩-সূরা আলে-ইমরান)

৪. ভালো এবং কল্যাণের পথে আহ্বান করা এবং খারাপ থেকে বিরত রাখা : আল্লাহ বলেন-

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -

পুণ্য ও খোদাভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করো না। (৫-সূরা মায়িদা : ২)

৫. মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ -

আল্লাহ তায়ালা সুবিচার-ইনসাফ ও অনুগ্রহের নির্দেশ দিচ্ছেন। (১৬-সূরা নাহল : ৯০)

৬. কর্ষে হাসানা প্রদান

কুরআনে কারীমের ১২টি আয়াতে কর্ষে হাসানার কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক স্থানেই কর্ষ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَبُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً -

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহকে কর্ষে হাসানা দিতে প্রস্তুত, তিনি তাকে কয়েক গুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। (২-সূরা আল বাক্বারা : ২৪৫)

৭. রুগীর সেবা করা ও জানাযায় অংশগ্রহণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى
الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا
دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّيْتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ
أَوْ شَهِدَ .

আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমানের প্রতি
অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। যথা ১. যখন কোনো মুসলিম অসুস্থ হয়ে
পড়ে তার সেবা করা, ২. মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া। ৩.
দাওয়াত দিলে গ্রহণ করা, ৪. সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়া ৫. হাঁচি দিয়ে
আলহামদুলিল্লাহ বললে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা এবং ৬. উপস্থিত বা অনুপস্থিত সকল
অবস্থায় মুসলিমের মঙ্গল কামনা করা। (নাসায়ী-১৪৩৩, বুখারী)

৮৫৯. ৪র্থ দফা কর্মসূচি : ইছলাহে হুকুমাত

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাস্ত্বিত
সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং
সমাজের সর্বস্তরে সৎ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা বলতে ইসলামের প্রতিটি দিক ও বিভাগের
বাস্তবায়নকে বুঝায়। অর্থাৎ মানব জীবনের বিশ্বাসমূলক, চিন্তামূলক, নৈতিক ও
ব্যবহারিক সমগ্র দিককে পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা করাই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য
বাস্তবায়ন করতে হলে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত সরকারকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে।
বসাতে হবে একটি ইসলামী সরকার। সমাজের রন্ধে রন্ধে ঢুকে গেছে অন্যায়-
অবিচার, যুল্ম-নির্ধাতন। মানুষ আজ হাহাকার করছে শান্তির কূলে নৌকা ভিড়বে
কিনা-মানুষ এ ব্যাপারে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত। মাঝ সাগরে জাহাজ ডুবে গেলে
যাত্রীদের যে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, গোটা জাতি আজ সে অবস্থায়
নিপতিত। সংগঠন মানুষকে সেই কূলে ভিড়াতে বা সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে
নেমেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই জাহাজ ছাড়া কূলে উঠা সম্ভব নয়। যে জাহাজ
তিনি তৈরি করেছিলেন মদীনায গিয়ে, যে মাঝিদের তৈরি করেছিলেন মক্কায় বসে;
সে জাহাজ আর ঐ ধরনের মাঝি ছাড়া কূলে উঠা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।

প্রথমে এ ঘোষণা সকলকেই দিতে হবে : **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ** “আল্লাহ ছাড়া পরিচালনার ক্ষমতা কারো নেই। (১২-সূরা ইউসূফ : ৪০)

নদী ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার করার একমাত্র আল্লাহই আছেন। অতএব, মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, আল্লাহর বিধানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রয়েছে :

১. পারিবারিক বিধান

এর মূলে রয়েছে বিবাহ, বিবাহের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো—

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرَبَاعَ .

তোমাদের পছন্দমত দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ কর।

পুরুষের দায়িত্ব হলো—

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ . لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَا .

স্বচ্ছল অবস্থায় মানুষ নিজের স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার রিযিক কম সে তার ঐ কম থেকে খরচ করবে যা তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব আল্লাহ তাকে দেন না। (৬৫-সূরা তালাক : ৭)

এই আয়াত দ্বারা যৌতুক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

মহিলাদের দায়িত্ব হলো—

وَالْمَرْأَةُ رَعِيْبَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا .

নারী তার স্বামীর গৃহ রক্ষণাবেক্ষণকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ .

যারা সতী তারা আনুগত্যপরায়ণা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর আদেশে সতীত্ব সংরক্ষণ করে। (৪-সূরা নিসা : ৩৪)

২. সামাজিক বিধান

বর্তমানে সমাজ নিজে খাই; নিজে বাঁচি নীতিতে চলছে। আমাদেরকে ইসলামী সমাজের রূপরেখা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। যেমন বলতে হবে— সকল মানুষের মূল এক—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ .

হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন। (৪-সূরা নিসা : ১)

অতএব মানুষের মাঝে সাদা-কালো, আরব-অনারব বলে কোনো ভেদাভেদ করার কারণ নেই।

১. সবাই ভাই ভাই : আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .

নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই। (৪৯-সূরা আল হুজুরাত : ১০)

২. তারা ত্যাগী হবে : ত্যাগ স্বীকার না করলে সমাজে বাস করা দুষ্কর। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

তারা নিজেদের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তারা নিজেরা অনাহারে থাকে।

৩ বিদ্রূপ রহিত হবে : বিদ্রূপ সমাজ ভাঙ্গনের একটি হাতিয়াত। আল্লাহ বলেন-

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

কোন পুরুষ সম্প্রদায় অপরকে বিদ্রূপ করবে না, হতে পারে যে, ওরা তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না স্ত্রীলোকেরা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের নিয়ে বিদ্রূপ করবে। হতে পারে যে, ওরা তাদের চেয়ে ভালো হবে। (৪৯-সূরা হুজুরাত : ১১)

৪. নিন্দা হবে পরিত্যাজ্য : নিন্দা সমাজ থেকে অবশ্যই দূর করতে হবে। নিন্দা থাকলে সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে, এমনকি নিন্দা নিয়ে সমাজ শব্দের কল্পনাই করা যায় না।

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا

তোমাদের কেউ যেন অপরের নিন্দা না করে। (৪৯-সূরা হুজুরাত : ১৩)

৫. পরস্পর কল্যাণকামী হবে : কল্যাণ কাজে সহযোগিতা করবে-

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা কর। (৫-সূরা মায়দা : ২)

এমনিভাবে সমাজ জীবনে যত বিধানের প্রয়োজন রয়েছে সবগুলোর ইসলামী বিধান কুরআনে কারীম এবং হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. অর্থনৈতিক বিধান

ইসলামের যে অর্থনৈতিক বিধান রয়েছে তা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বকালের সর্বস্থানের জন্য উপযুক্ত। যারা একথা বলে যে, ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক দিক তথা বস্তুগত দিককে গুরুত্ব দেয় না, তারা স্পষ্ট অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। বেচা-কেনা থেকে গুরু করে মানব জীবনের প্রত্যেকটি আর্থিক দিকে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্ট। যেমন—

১. রোজগার হালাল হতে হবে: **طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ** হালাল ক্বযী অন্বেষণ করা ফরয। (বায়হাকী)

২. ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় :

أَلَيْدُ الْعَلْبَا خَيْرٌ مِّنَ الْبَيْدِ السُّفْلَى .

উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। (আবু দাউদ হাদীস-১৬৪৮)

৩। বৈধ প্রত্যেকটি পছা প্রত্যেকের জন্য উনুক্ত: চাষাবাদ থেকে গুরু করে প্রত্যেকটি বৈধ কাজ প্রত্যেকই করতে পারে। কারো জন্য কোনো কাজ নির্দিষ্ট নয়—

خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا .

এ যমীনে সকল কিছু তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। (২-সূরা বাকারা : ২৯)

৪। ব্যবসায় ধোকা পরিত্যাগ্য : রাসূলুল্লাহ **ﷺ** বলেন —

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا .

যে গ্রাহককে ধোকা দিবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

৫. সুদ হারাম :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

(২-সূরা বাকারা : ২৭৫)

৬. ধনীদেব সম্পদে অভাবীদের হক আছে

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

তাদের (ধনীদের) সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিকের সমাধান কুরআনে রয়েছে। (৫১-সূরা জারিয়াত : ৫১)

৪. রাষ্ট্রীয় বিধান

শাসন ও রাষ্ট্র একমাত্র আল্লাহর। মানুষ তাঁর প্রজা ও দাস মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .

হুকুম-ফয়সালা শাসন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব না করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য কয়েকটি দিক

১। আল্লাহ তাঁর রাষ্ট্রকে সরাসরি না চালিয়ে রাসূলের মাধ্যমে চালিয়েছেন। তিনিই তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর আইন রচনাকারী। তিনি যা উপস্থাপনা করেছেন, তা-ই আমাদের জন্য পালনীয়। আল্লাহ বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

২. রাসূলের অনুপস্থিতিতে খলিফা

রাসূল মানুষ হিসেবে চিরঞ্জীব নন। তাঁর পর তাঁরই রেখে যাওয়া ধীন পরিচালনা করবে তার আনীত বিধানে গড়া লোকেরা তাদেরকেই কুরআনের ভাষায় 'উলিল আমর' اُولِيَ الْأَمْرِ বলা হয়েছে। এদেরকে আমীর, খলীফা বা ইমাম বলা যায়।

৩. খলিফা ও জনতার মধ্যে সম্পর্ক হবে অত্যন্ত কোমল

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ .

আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছেন। অন্যথায় আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাশাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তবে এসব লোক আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত। অতএব, এদের ক্ষমা করে দিন এবং এদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন। (৩-আলে ইমরান : ১৫৯)

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে পরামর্শের গুরুত্ব

পরামর্শ ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার বড় হাতিয়ার। তাই আব্দুল্লাহ বলেন—

وَسَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .

কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতপর যখন আপনি দৃঢ় সংকল্প হবেন, তখন আব্দুল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩-সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

৫. ন্যায় প্রতিষ্ঠা

ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দিক। যেমন ইব্রাহীম হুসাইন—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (দাঁড়িপাল্লা) ভারসাম্যের মানদণ্ড নাযিল করেছি যাতে করে মানুষ ইনসাফের সাথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং আমি নাযিল করেছি লোহা (রাজ দণ্ড) যার মধ্যে রয়েছে খুবই কঠোরতাপূর্ণ শক্তি এবং জনগণের জন্য রয়েছে যথেষ্ট উপকারিতা। (৫৭-সূরা হাদীদ : ২৫)

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের অনেক নীতি রয়েছে, যা এই ছোট গ্রন্থে উল্লেখ সম্ভব নয়।

৫. আইন ব্যবস্থা

ইসলামী আইন ব্যবস্থার মৌলিক বিষয় হলো দুটি। কুরআন ও সুন্নাহ।

কুরআন : যেমন—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ .

আব্দুল্লাহ যে আইন অবতরণ করেছেন (কুরআন) তার ভিত্তিতে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা দীন অস্বীকারকারী কাফির। (৫-সূরা মায়িদা : ৪৪)

আব্দুল্লাহ বলেন : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا :

রাসূল তোমাদের জন্য যা এনেছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, বিরত থাক। (৫৯-সূরা হাশর)

এখানে রাসূলের আনীত কুরআন ও হাদীস উভয়টি शामिल। এছাড়া আব্দুল্লাহ বলেন—

وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

তিনি নিজের থেকে কোনো কিছু বানিয়ে বলেন না, যা বলেন তা একমাত্র অহী। অতএব হাদীসও অহী।

এছাড়া ইসলামের আরো দুটি মৌলিক বিষয় রয়েছে, তা হলো ইজমা' ও কিয়াস।

ইজমা : রাসূল ﷺ বলেন-

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ .

আমার উম্মত কোনো গোমরাহীর উপর একমত্য পোষণ করবে না। এটা ছাড়া বুঝা যায় যে, উম্মতের মধ্যে ইজমা হবে, তবে তা গুমরাহীর উপর হবে না।

(সহীহ বুখারী, সহীহ তিরমিযী হাদীস-২১৬৭)

কিয়াস : কিয়াস মূলত কুরআন হাদীসের বাইরের কোনো বিষয় নয়; বরং কুরআন হাদীসের মধ্য হতেই কিয়াস হবে। [বিস্তারিত উসুলের কিতাবে দ্রষ্টব্য]

৮৬. মাসয়ালা-মাসায়েল

৮৬০. তাইয়ান্নুমের ফরয : তাইয়ান্নুমে তিন ফরয

১. নিয়ত করা,
২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা এবং
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

৮৬১. গোসলের ফরয : গোসলে তিন ফরয

১. কুলি করা,
২. নাকে পানি দেয়া এবং
৩. সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

৮৬২. অযুর ফরয : অযুতে চার ফরয

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া,
২. দুই হাতের কনুইসহ একবার ধোয়া,
৩. কানসহ মাথা মাসেহ করা এবং
৪. দুই পায়ের টাখনুসহ একবার ধোয়া।

(বি: দ্র: তিনবার করে ধোয়া সন্নাত এবং সমস্ত মাথা মাসেহ করা মুস্তাহাব।)

৮৬৩. অযু করার সূনাত তরীকা

১. নিয়ত করা,
 ২. বিসমিল্লাহ পড়া,
 ৩. দুই হাতের কজিসহ তিনবার ধোয়া,
 ৪. তিনবার মিসওয়াক করা (দাঁত মাজা),
 ৫. তিনবার কুলি করা,
 ৬. তিনবার নাকে পানি দেয়া,
 ৭. সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়া,
 ৮. ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া,
 ৯. বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া,
 ১০. দু'হাতের ভিজা আঙুলগুলো মাথার সামনে থেকে পেছনে ও পেছন হতে সামনে বুলিয়ে সমসত মাথা মাসাহ করা ।
 ১১. কান মাসেহ করা,
 ১২. ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া এবং
 ১৩. বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া,
- (বি: দ্র: হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুল খিলাল (আঙ্গুলের গোড়াগুলো ঘসে পরিষ্কার) করা এবং দাড়ি থাকলে মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় তা খিলাল করা ।

৮৬৪. অযু ভঙ্গের কারণ : অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি

১. পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়া কোনো কিছু বের হওয়া,
২. মুখ ভরে বমি হওয়া,
৩. শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া,
৪. থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া,
৫. চিং বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো
৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হলে এবং
৭. সালাতে উচ্চ:স্বরে হাসলে ।

৮৬৪. সালাতের ফরয : সালাতের বাহিরে এবং ভিতরে তের ফরয ।**সালাতের বাহিরে সাত ফরয**

১. শরীর পাক,
২. কাপড় পাক,
৩. সালাতের জায়গা পাক,
৪. সতর ঢাকা,
৫. কিবলামুখী হওয়া,
৬. ওয়াক্ত মতো সালাত পড়া এবং
৭. সালাতের নিয়ত করা ।

সালাতের ভিতরে ছয় ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা,
২. দাঁড়িয়ে সালাত পড়া,
৩. রুকু করা,
৪. কিরাত পড়া,
৫. দুই সিজদা করা এবং
৬. আখেরী বৈঠক,

(এই তেরটির কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।)

৮৬৫. সালাতের ওয়াজিব : সালাতের ওয়াজিব চৌদ্দটি

১. সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ পড়া,
২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো,
৩. রুকু সিজদায় দেবী করা,
৪. রুকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া,
৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা,
৬. দরমিয়ানি বৈঠক,
(তিন বা চার রাকাত বিংশটি সালাতে প্রথম দুই রাকাতের পর বসা।)
৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পড়া,
৮. ইমামের জন্যে কিরাত আস্তে বা জোরে পড়া,
(যোহর ও আসরের সালাতে কিরাত আস্তে এবং ফজর, মাগরিব ও এশার সালাতে জোরে পড়া নিয়ম)
৯. দুয়া কুনুত সূনাত মুয়াক্কাদা ওয়াজিব নয়।
১০. দুই ঈদের সালাতে ছয় বা বার তাকবীর বলা,
১১. প্রত্যেক ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পড়া।
১২. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা।
১৩. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব (ধারাবাহিকতা) ঠিক রাখা এবং
১৪. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।
১নং নিয়ম : এই ১৪টির কোনো একটি বাদ পড়লে কিংবা কমবেশি হলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

২নং নিয়ম : আত্তাহিয়াতু, দুরুদ শরীফ ও দু'আ মাসুরা পড়ে ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর পুনরায় দুই সিজদা করলে সালাত শেষ হয়ে যাবে আবার আত্তাহিয়াতু দুরুদ ও দোয়া মাসুরা পরার প্রয়োজন নেই।)

৮৬৬. সালাতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বারটি

১. দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো,
২. দুই হাত বাঁধা (বুকে অথবা নাভির উপরে বাধা।)
৩. সানা পড়া,
৪. আউযুবিল্লাহ পড়া,
৫. বিসমিল্লাহ পড়া,
৬. প্রত্যেক রাকাততে বসতে আল্লাহ আকবার বলা,
৭. রুকু তাসবীহ বলা,
৮. রুকু হতে উঠবার সময় সামিআল্লাহ লিমান হামিদা, রব্বানা লাকাল হামদ বলা। (জামায়াতে সালাত পড়লে ইমাম বলবে সামিআল্লাহলিমান হামিদাহ, মুসুল্লিরা বলবে রব্বানা লাকাল হামদ)
৯. সিজদার তাসবীহ বলা,
১০. দুরুদ শরীফ পড়া,
১১. দোয়া মাসুরা পড়া একং
১২. সূরা ফাতিহা শেষে আমিন জোরে বলা।

সালাত ভঙ্গের কারণ : সালাত ভঙ্গের কারণ উনিশটি।

১. সালাতে কিরাত অশুদ্ধ পড়া।
২. সালাতের ভিতর কথা বলা।
৩. কোনো লোককে সালাম দেয়া।
৪. সালামের উত্তর দেয়া তবে হাতের ইশারায় উত্তর দেয়া যাবে।
৫. উহ্-আহ্ শব্দ করা।
৬. বিনা কারণে কাশি দেয়া।
৭. আমলে কাসীর করা। (আমলে কাসীর এমন কাজ যা সালাতের ভিতর করলে বাহিরের কেউ দেখে সালাতী মনে করে না।)
৮. বিপদে বা ব্যথায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সতর খুলে থাকা (তিন বার তাসবীহ পাঠ করতে যে সময় লাগে সে সময় পরিমাণ সতর খুলে থাকা।)
১০. মুজাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা লওয়া। (ইমামের জন্য জামায়াত বহির্ভূত অন্য কারো ভুল সংশোধনী গ্রহণ করা।)
১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩. সাংসারিক কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করা।

১৪. সালাতে খাওয়া বা পান করা ।
১৫. হাঁচির উত্তর দেয়া ।
১৬. কিবলার দিক হতে সিনা (বুক) ঘুরে যাওয়া ।
১৭. সালাতে শব্দ করে হাসা । (এমতাবস্থায় অযু ও সালাত দুটিই নষ্ট হয়ে যায় ।)
১৮. সালাতে কুরআন মজীদ দেখে পড়া তবে সন্নাত নামাযে কুরআন দেখে পড়া যাবে ।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদির দাঁড়ানো । (ইমামের সাথে বরাবর বা একটু এগিয়ে দাঁড়ানো এবং ইমামের রুকু সেজদার যাওয়ার আগে যাওয়া কিংবা তার রুকু সিজদা থেকে উঠার আগে উঠা)

৮৬৮. রোযা ভঙ্গের কারণ

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করলে ।
২. স্বেচ্ছায় পুংমৈথুন করলে ।
৩. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে ।

৮৬৯. যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে ʔُضًا ʔ ʔُفَارًا উভয়ই ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সাথে সাথে রোযার কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব হয় ।

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করলে ।
২. স্বেচ্ছায় পানাহার করলে ।
৩. স্বেচ্ছায় পুংমৈথুন করলে ।
৪. পিচকারী বা শিংগা নেয়ার পর রোযাদার যদি মনে করে যে, তার রোযা নষ্ট হয়ে গেছে, অতঃপর সে স্বেচ্ছায় পানাহার করে ।

৮৭০. যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হলে শুধু ʔُضًا ʔ ওয়াজিব হয়

নিম্নলিখিত কারণে রোযা ভঙ্গ হলে রোযার পরিবর্তে রোযাই রাখতে হবে । কাফফারা দিতে হবে না ।

১. কোনো অখাদ্য বস্তু খেয়ে ফেললে । (যেমন পাথর ও লোহার টুকরা ইত্যাদি)
২. জোরপূর্বক রোযাদারকে কিছু খাওয়ানো হলে ।
৩. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেতে আরম্ভ করে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে ।
৪. কুলি করার সময় পেটে পানি প্রবেশ করলে ।
৫. পেশাব-পায়খানার রাস্তায় ঔষুধ বা অন্য কিছু প্রবেশ করলে ।
৬. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে ।
৭. সন্ধ্যা মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বেই ইফতার করলে ।

৮. অনিচ্ছায় মুখ ভরে বমি করলে ।
৯. মুখে বমি এনে পুনরায় তা পেটে প্রবেশ করলে ।
১০. দাঁতের ফাঁক হতে কোনো খাদ্য কণা বের করে খেয়ে ফেললে ।
১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়লে তা গিলে ফেললে ।
১২. শরীরের কোনো ক্ষতস্থানে ওষুধ প্রবেশ করলে ।
১৩. নাকে বা কানে ওষুধ প্রবেশ করলে তা অভ্যন্তরে পৌঁছলে ।
১৪. স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে ।

৮৭১. রোযার কাফফারার পরিচয়

রোযার মধ্যে শরীয়তের বিধি লঙ্ঘন করার কারণে রোযাদারের উপর অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয়, তাকে রোযার কাফফারা বলে । রোযার কাফফারা হচ্ছে—

- * ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে হবে ।
- * এতে সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য ঋণ্যতে হবে ।
- * এতেও সক্ষম না হলে একজন গোলাম আযাদ করতে হবে ।

হজ্জের আহকাম

৮৭২. হজ্জের ফরয তিনটি

১. ইহ্রাম বাধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়ত করা ।
২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ) ৯ যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো মুহূর্তের জন্যে হলেও ।
৩. তাওয়াক্ফে যিয়ারত, ১০ যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোনো দিন কা'বা শরীফ তাওয়াক্ফ করা ।
এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করতে হবে ।

৮৮৩. হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাতের আগেই ইহ্রাম বাঁধা ।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে উকূফ বা অবস্থান করা ।
৩. কিরান বা তামাত্তু হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তির শোকর আদায় করা এবং তা রমী ও মাথা মুগানোর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা ।
৪. সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা এবং সাফা থেকে সাঈ আরম্ভ করা ।
৫. মুযদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা ।

৬. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের বা কুরবানীর দিনের মধ্যে সম্পাদন করা।
৭. রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।
৮. মাখা মুগুনো বা চুল ছাটা। আগে রমী ও পরে মাখা মুগুনো।
৯. মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা। এগুলোর কোনো একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

৮৭৪. হজ্জের সন্নাতসমূহ

১. মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করেন তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদুম করা।
২. তাওয়াফে কুদুমে রমল করা। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।
৩. ইমামের জন্যে তিন স্থানে খুতবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে এবং ৯ যিলহজ্জ মিনায়।
৪. ৮ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।
৫. ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।
৬. আরাফাতের ময়দান থেকে ইমামের রওয়ানা হওয়ার পর রওয়ানা হওয়া।
৭. আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুয়দালিফায় রাত্রি যাপন করা।
৮. আরাফাতে গোসল করা।
৯. মিনার কাজকর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।
১০. মিনা থেকে ফেরার পথে মুহাসসার নামক স্থানে অল্পসময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা।

৯৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর শেখানো

দৈনন্দিন দু'আসমূহ

৮৭৫. হালাল উপার্জনের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .

হে আল্লাহ! হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্যে যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা সবকিছু থেকে অভাবমুক্ত করে দিন। [তিরমিযী হাদীস-৩৫৬, হাদীসটি হাসান]

৮৭৬. নিদ্রা যাওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى .

হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রায় যাই) এবং আপনার নামেই জীবিত (জাগ্রত) হই। (মুসলিম ৭ম খণ্ড যিকর, দু'আ, তাওবা ও ইসতিগফার অ: ও বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৫৫) (বু-৬৩১৪, তি-৩৪১৭ আবু দাউদ-৫০৪৯।

৮৭৭. নিদ্রা থেকে উঠার পর দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৫৫)

৮৭৮. পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

হে আল্লাহ! সব রকম অপবিত্রতা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃ: ৯১১ ও বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৬১)

৮৭৯. ইস্তিনজার পরের দু'আ (বের হওয়ার দু'আ)

هَذَا غُفْرَانُكَ - হে আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

[তিরমিযী ১ম খণ্ড পৃ: ১১, তিরমিযী-৩০৭]

৮৮০. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

[আবু দাউদ-৪৬৫ হাদীসটি সহীহ]

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَاْفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আপনার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দিন। [তিরমিযী-৩১৪ হাদীসটি সহীহ]

৮৮১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

[আবু দাউদ-৪৬৫ হাদীসটি সহীহ]

৮৮২. মসজিদে যাওয়ার সময়ের দোয়া

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

আমি আশ্রয় চাই মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার উসিলায় বিভাড়িত শয়তান হতে।

৮৮৩. খাবার শুরু করার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ -

আল্লাহ নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায় শুরু করছি।

[ইবনে মাজাহ-৩২৬৪, আবু দাউদ-৩৭৬৭, তিরমিযী-১৮৫৮]

৮৮৪. খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুল গেলে খাবারের মাঝে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَأَخِرَهُ -

(খাবার) প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি। [প্রাণ্ডা]

৮৮৫. খাবার শেষ করে দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ -

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পানাহার করালেন এবং ইহার সামর্থ্য প্রদান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে উপায়-উদ্যোগ, ছিল না কোনো শক্তি সামর্থ্য।

(আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ- হাসান হাদীস ৩২৮৫; সহীহ আভ-তিরমিযী হাদীস ৩৪৫৮)

৮৮৬. স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا . رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي -

হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ (হৃদয়) খুলে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝে। [সূরা-জুহা : ১৪, ২৫-২৮]

৮৮৭. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

আল্লাহর নামে রওয়ানা দিচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, নেই কোনো ক্ষমতা ও শক্তি আল্লাহ ছাড়া। [তিরমিযী-৩৪২৬, মিশকাত-২৪৪৩ সহীহ]

৮৮৮. নৌকায় আরোহণের দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ .

আল্লাহর নামে ও তারই ইচ্ছায় এটা চলবে এবং থামবে, নিশ্চয়ই আমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। [সূরা হুদ-আয়াত-৪১]

৮৮৯. যানবাহনে উঠার দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

সব প্রশংসা আল্লাহর, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের 'রব'-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। [মুসলিম-১৩৪২]

৮৯০. বাহন থেকে নামার দু'আ

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ .

হে প্রভু আমার! আপনি বরকতের স্থানে অবতীর্ণ করান। আপনিই উত্তম অবতীর্ণকারী।

৮৯১. বাড়িতে ফেরার পর দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَرْجِعِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَكَلَّمْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا .

হে আল্লাহ! ভালো প্রত্যাগমন ও ভালো গমন আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামেই আমাদের গমন ও প্রত্যাবর্তন। আমাদের রব আল্লাহর ওপরই আমাদের ভরসা। [তিরমিযী- সহীহ তারগীব- হাদীস-১৫১৬]

৮৯২. যেকোনো বিপদ ও মুসিবতের সময়ে দু'আ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্গত। [সূরা আযিয়া ২১: ৮৭]

৮৯৩. ইকতারের দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرُوُقُ، وَتَبَّتِ الأَجْرَانِ شَاءَ اللهُ .

‘পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, রগগুলো সিক্ত হয়েছে, সাওলাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।’
(আবু দাউদ-২/৩০৬, সহীহ জামে-৪/২০৯; আবু দাউদ; সনদ হাসান- মিশকাত হাদীস-১৯৯৩)

৮৯৪. কবর যিয়ারতের দু'আ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ،
وَأَنَا إِن شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ (وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ) أَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ العَافِيَةَ .

হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।’ (মুসলিম-২/৬৭১, ইবনে মাজাহ- ১/৪৯৪; বকরীর শব্দগুলো আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। মিশকাত তাহসীক আলবানী হাদীস-১৭৬৪)

৮৯৫. মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আ

(۲) لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِمَوْتِ سَكَرَاتٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي
وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى .

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। মৃত্যুর জন্যে ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও। [সহীহ বুখারী- হাদীস ৪৪৪০]

জ্ঞাতব্য : পানির বাটিতে হাত প্রবেশ করে হাতের পানি দিয়ে নিজের চেহারা মুছে ফেলতে উপযুক্ত দু'আটি পড়তে হবে।

৮৯৬. কবরে লাশ রাখার দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ .

(আমরা এই লাশ) আল্লাহর নামে এবং রাসূল ﷺ এর আদর্শের উপর রাখছি।’ (আবু দাউদ-৩/৩১৪, সনদ সহীহ)

৮৯৭. আনন্দের সময় দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَّرْتَهُ وَجَلَّالِهِ نِعْمَ الصَّالِحَاتُ.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যার একমাত্র বিক্রম ও প্রতিপত্তিতে ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।

৮৯৮. শোক বা দুঃখের সময় দু'আ

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيْتُ.

হে চিরজীবী! হে চিরস্থায়ী! আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী।”

[নাসায়ী-৫৭০, আত-তারগীব-৯৭৩]

৮৯৯. ভয়ের সময় দু'আ

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তমভাবে কার্য সম্পাদনকারী। আর তিনিই উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী। [তিরমিধী-২৪৩১]

৯০০. অযুর শেষে দু'আ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীফ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ বান্দা এবং তার রাসূল। হে প্রভু! যারা তওবা করে (অনুতাপ করে বা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে) আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং যারা নিজেরা (পাপ এবং শিরক থেকে) পবিত্র, আমাকে তাঁদের মধ্যে शामिल করো। [মুসলিম-৫৭৬, আবু দাউদ-১৬৯, আহমদ-১৭৩১৪]

৯০১. দুঃখিত হতে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَتُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফয়সালা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআন মজীদকে বানিয়ে দাও আমার হৃদয়ের জন্য প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বিগ্ন-উৎকর্ষার বিদূরণকারী।
(আহমদ-১/৩৯১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

৯০২. হাঁচির দু'আ

. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। [বুখারী ৯ম খঃ; অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৫০৩]

৯০৩. হাঁচির জবাবের দু'আ

. يَرْحَمُكَ اللّٰهُ - আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক। [বুখারী ৯ম খঃ; অ: আচার ব্যবহার পৃ: ৫০৪]

এবার হাঁচির উত্তর দাতার জন্য দোয়া হাঁচিদাতা কর্তৃক

يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بِاَلْكُمِ -

আল্লাহ তোমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন।

[বুখারী, মিশকাত-৪৫২৭]

৮৮. আল কুরআনে মুনাযাত

৯০৪. আল্লাহর শিখানো মুনাযাতসমূহ

(১) رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

১. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। (২-সূরা আল-বাকার : ২০১)

(২) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا

مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ - وَاَرِنَا مَنَّا سِكْنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

২. (ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপনের সময় দু'আ করেছিলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত (উম্মত) দল সৃষ্টি করিও। আমাদের ইবাদতের (হজ্জের) নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ১২৭-১২৮)

(৩) رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ نَبِّئْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

৩. (যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হলেন তখন দু'আ করলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মনে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো, আর আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৫০)

(৪) رَبَّنَا لَا تَزَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

৪. হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদের অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছিলে; হে আমাদের প্রভু! আমাদের দিয়ে ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৮৬)

(৫) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَرَبِّبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْأُمِّيْعَادَ۔

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়েতের পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে বিগড়িয়ে দিও না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালার তাঁর নির্ধারিত সময়ের ওয়াদা খেলাপ করেন না। (২-সূরা আলে ইমরান : ৮-৯)

(৬) رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৬. (নেককার বান্দাগণ বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদেরকে দোষখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৬)

(৭) رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

৭. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (৩-সূরা আলে ইমরান : ৫৩)

(৮) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ . وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ

صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ . وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ . وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ . وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ . يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

৮. (ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা (হিকমাত) দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে शामिल করো। আর আমাকে পরবর্তীদের জন্যে সত্যভাষী করো এবং আমাকে নি'য়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে शामिल করো, আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্গত। পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সেই যে বিগড় অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (২৬-সূরা আশ্ শূআরা : ৮৩-৮৯)

(৯) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ . وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

৯. (মুসা (আ)-এর অনুগত কওমের দু'আ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর (ফেরাউনের) এ জ্বালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে রক্ষা করো এ কাফেরদের কবল থেকে। (১০-সূরা ইউনুস : ৮৫-৮৬)

(১০) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ أُمَّامًا.

১০. (মু'মিনদের দু'আ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের চোখ জুড়ানো বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্মে আদর্শস্বরূপ করো। (২৫-সূরা আল-ফুরকান : ৭৪)

(১১) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ -

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِيٍّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

১১. [ইবরাহীম (আ) এর দু'আ] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়মকারী করো এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও (সালাত কায়মকারী করিও)। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল করো। হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মু'মিনদের ক্ষমা করিও। (১৪-সূরা ইবরাহীম : ৪০-৪১)

(১২) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

১২. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (২৫-সূরা আল-ফুরকান : ৬৫)

(১৩) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ -

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. رَبَّنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا. وَتَوَقَّفْنَا مَعَ الْآبِرَارِ رَبَّنَا وَإِنَّا

مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

১৩. (আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা গবেষণাকারী মু'মিনেরা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, তুমি আমাদেরকে দোষখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের পালনকর্তা! যাকে তুমি দোষখে নিষ্কেপ করলে তাকে তো তুমি অপমানিত করলে; আর জ্বালামদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে যে অস্বীকার করেছ তা তুমি আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। (৩-সূরা আলে-ইমরান : ১৯১-১৯৪)

(১৪) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ -

১৪. [আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)-এর দু'আ] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা (আমি এবং হাওয়া) আমাদের আত্মার ওপর জুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব। (৭-সূরা আল-আ'রাফ : ২৩)

(১৫) رَبِّ ارْحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -

১৫. হে আমার রব! আমার পিতা-মাতার ওপর রহম করো যেমন করে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে। (১৭-সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

(১৬) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَأَحِلْ لِي عَقْدَةً مِّن

لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي -

১৬. [মুসা (আ)-এর দু'আ] হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও। আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২০ সূরা ত্বহা : ২৫-২৮)

(১৭) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

১৭. [ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে যে দু'আ করেছিলেন : (হে রব!)]
তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি মহান পবিত্র। আমি সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা
আল আখিয়া : ৮৭)

(১৮) رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - رَبَّنَا لَا

تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

১৮. [ইবরাহীম (আ) তার পিতার উপকারের কথা বলে দু'আ করেছিলেন] হে
আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই ওপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ
করেছি এবং তোমারই নিকট তো আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের
পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্যে পরীক্ষার পাত্র করো না। হে
আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী,
প্রজ্ঞাময়। (৬০-সূরা আল-মুমতাহিনা : ৪-৫)

(১৯) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۗ

১৯. [নূহ (আ)-এর দু'আ] হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার
পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদেরকে এবং
মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা কর এবং জালামদেরকে সম্পূর্ণরূপে
ধ্বংস করো। (৭১-সূরা আন নূহ : ২৮)

(২০) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

- وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

২০. (কাফেররা যে দোষারোপ করে) তা হতে (হে নবী!) আপনার
প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। রাসূলগণের প্রতি
সালাম বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।
(৩৭-সূরা আস্-সাফাত : ১৮০-১৮২)

৮৯. সালাতের নিয়তের বিবরণ ও সালাতের কতিপয় দু'আ

৯০৫. অন্তরের ইরাদা বা ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। যেমন- আমি ফজর/ যোহর/ আছর/ মাগরিব/এশার দুই/ তিন/ চার রাকয়াত, ফরয/ সুন্নাত/ নফল সালাতের ইরাদা বা ইচ্ছা করলাম, আল্লাহ আকবার। সালাতের জন্য মুখে নিয়ত করা জরুরি নয়। নিয়ত পড়া বা বলার বিষয় নয় বরং তা সংকল্প মাত্র।

তাক্বীয়ে তাহরীমা- **التَّكْبِيرُ وَالتَّحْرِيمُ**

أَللَّهُ أَكْبَرُ - আল্লাহ মহান

أَلتَّنَائُ - ছানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ

غَيْرُكَ .

হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। বরকতময় তোমার নাম সুউচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। (তিরমিযী হাদীস-২৪৩, আবু দাউদ-৭৭৬, ইবনে মাজাহ-৮০৬)

তাআ'উজ- **تَعَوُّذٌ**

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাসমিয়াহ- **التَّسْمِيَةُ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

কুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ -

আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

কুকু হতে উঠার সময় বলতে হয়

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ -

যে আল্লাহর প্রশংসা করছে আল্লাহ তার প্রশংসা করছেন।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।

(মুসলিম-৭৭২, তিরমিযী-২৬২, ইবনে মাজাহ-১০০৮, ১০৪৬)

সিজদার ভাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى -

আমার সু-মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম হাদীস-৪৮৭)

৯০৬. আস্তাহিয়াতু

الْتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

সমস্ত মৌখিক ইবাদত, শারীরিক ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহর তা'য়ালার নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালার ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।

(ইবনে মাজাহ-৮৯৯, আবু দাউদ-৮৮৯)

৯০৭. সালাত ও সালাম

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যেমনভাবে বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (ইবনে মাজাহ-৯০৪, বুখারী-৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসলিম-৪০৬)

৯০৮. দু'য়ায়ে মাসূরা

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا بَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمِنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর অসংখ্য জুলুম করছি এবং তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর। তোমার নিজের পক্ষ হতে আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান। (বুখারী ৯ম খণ্ড অ: দু'আ পৃ: ৫৬৩)

৯০৯. বিতর সালাতের দোয়া কুনূত (১)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي
فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ،
فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعْزُّ مَنْ
عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا الْبِكُ وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ .

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো, যাদের তুমি হিদায়াত করেছে তাদের সাথে। আমাকে ক্ষমা করে দাও, যাদের ক্ষমা করেছে তাদের সাথে। আমার অভিভাবক হও, যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের সাথে। তুমি যা আমাকে দান করেছে তাতে বরকত দাও আর আমাকে ঐ অনিষ্ট থেকে বাঁচাও, যা তুমি নির্ধারণ করেছে। তুমি ফায়সালা করো কিন্তু তোমার উপরে কেউ ফায়সালা করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা রাখ, সে সম্মান লাভ করতে পারে না। নিশ্চয়ই অপমানিত হয় না সে, যাকে তুমি মিত্র গ্রহণ করেছে। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময়, তুমি উচ্চ। তোমার কাছে ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই। নবী ﷺ-এর উপর রহমত অবতীর্ণ হোক। (আহমদ, তিরমিধী, সহীহ আবু দাউদ ১৪২৫; ইরওয়া ৪২৯, ২/১৭২-৭৭; সনদ সহীহ হাসান তাহক্বীক মিশকাত ১২৭৩-এর টীকাসহ দ্রঃ 'বিতর' অনুচ্ছেদ।)

দু'আ কুনুত (২)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ - وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرِكُ مَنْ يَفْجُرُكَ -
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ -

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমার ওপর ঈমান এনেছি এবং তোমার ওপর ভরসা করছি। তোমার উত্তম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তোমার শুকর আদায় করছি এবং কখনও তোমার নাশকরী বা কুফুরী করি না। যারা তোমার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কারো ইবাদত করি না)। একমাত্র তোমার জন্যে সালাত পড়ি, তোমাকেই সেজদা করি, তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্যেও সালাত পড়ি না বা অন্য কারো সেজদা করি না এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফেরদেরকে পাকড়াও করবে। (মিশকাত, বায়হাকী-২/২১০ সনদ দুর্বল)

৯১০. কবীরা গুনাহ

কবীরা গুনাহ কী?

আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়, সেগুলোই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোট) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন—

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا .

তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো। (সূরা ৪- আন নিসা : আয়াত-৩১)

আল্লাহ তায়ালা এ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

সূরা আশ্ শূরাতে আল্লাহ বলেন--

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ
يَغْفِرُونَ .

“আর সেসব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে।” (সূরা ৪২- আশ্ শূরা : আয়াত-৩৭)

এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ বলেন—

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .

আর যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহের কথা আলাদা। (সূরা ৫৩- আন নাজম : আয়াত-৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “প্রতিদিন পাঁচবার সালাত, জুময়ার সালাত পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোয়া পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়— যদি ‘কবীরা গুনাহ’সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।”

এ কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَيَّدَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন-
“তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাকো।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা,
২. যাদু করা,
৩. শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো,
৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা,
৫. সুদ খাওয়া,
৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো, এবং
৭. সরলমতি সতীসাক্ষী মুমিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এর সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।

হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূল ﷺ এর ভাষায় সে অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়- এরূপ বলা হয়েছে সেগুলো কবীরা গুনাহ।

সাইদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল : কবীরা গুনাহ তো সাতটি। ইবনে আব্বাস বললেন : বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহই কবীরা থাকে না। অর্থাৎ মাক্ফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহও সগীরা থাকে না, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়াজেও থেকে জানা যায় যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন : কবীরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশী পেয়েছেন।

এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহর ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিগু ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ অমার্জনীয়। আব্বাহ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا .

আব্বাহ শিরকের গুনাহ মাক্ফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাক্ফ করে দিতে পারেন। অবশ্য শিরক পরিভ্যাগ করলে ভিন্ন কথা।

(সূরা ৪- আন নিসা : আয়াত-৪৮)

কবীরা গুনাহসমূহ

১. শিরক করা।
২. হত্যা করা।
৩. জাদু করা।
৪. সালাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভংগ করা।
৭. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
৮. আত্মহত্যা করা।
৯. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
১০. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনকে পরিভ্যাগ করা।
১১. সমকাম ও যৌনবিকার।
১২. ব্যভিচার করা।

১৩. সুদের আদান প্রদান ।
১৪. ইয়াতীমের ওপর যুলুম করা ।
১৫. আত্মাহ ও রাসূলের ওপর মিথ্যা আরোপ করা ।
১৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা ।
১৭. শাসক কর্তৃক শাসিতের ওপর যুলুম করা ।
১৮. অহংকার করা ।
১৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা ।
২০. মদ্যপান করা ।
২১. জুয়া খেলা ।
২২. সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা ।
২৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা ।
২৪. চুরি করা ।
২৫. ডাকাতি করা ।
২৬. মিথ্যা শপথ করা ।
২৭. যুলুম করা ।
২৮. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা ।
২৯. হারাম খাওয়া ও হারাম উপার্জন করা ।
৩০. মিথ্যা বলা ।
৩১. বিচার কার্যে অসততা ও দুর্নীতি করা ।
৩২. ঘুষ খাওয়া ।
৩৩. নারী-পুরুষের এবং পুরুষ-নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ বেশভূষা ধারণ করা ।
৩৪. নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দেয়া ।
৩৫. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করা ।
৩৬. প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা ।
৩৭. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সং কাজ করা ।
৩৮. নিছক দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করা ।
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা ।
৪০. নিজের কৃত দানখয়রাতের বা অনুগ্রহের খোটা দেয়া ।
৪১. তাকদীরকে অস্বীকার করা ।
৪২. মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা ।
৪৩. নামীমা বা চোখলখুরি ।

৪৪. বিনা অপরাধে কোন মুসলমানকে অভিশাপ ও গালি দেয়া।
৪৫. ওয়াদা খেলাপ করা।
৪৬. ভবিষ্যৎজ্ঞা ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা।
৪৭. স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন করা।
৪৮. প্রাণীর প্রতিকৃতি বা ছবি আঁকা।
৪৯. বিপদে দুর্ঘোষে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা।
৫০. বিদ্রোহ, ঔদ্ধত্য ও দাঙ্কিতা প্রদর্শন করা।
৫১. দুর্বল শ্রেণী, দাসদাসী বা চাকর-চাকরানী ও জীবজন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা।
৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৫৩. মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা ও গালি দেয়া।
৫৪. সৎ ও খোদাতীকর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া।
৫৫. দাঙ্কিতা ও আভিজাত্য প্রদর্শনার্থে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পোশাক পরা।
৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।
৫৭. বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া ও বৈধ আনুগত্যের বন্ধন একতরফাভাবে ছিন্ন করা।
৫৮. আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে জপ্তু যবাই করা।
৫৯. জেনেভনে নিজেকে পিতা ব্যতীত অন্যের সম্মান বলে পরিচয় দেয়া।
৬০. জেনেভনে অন্যায়ে পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দন্দু করা।
৬১. উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেয়া।
৬২. মাপে ও ওজনে কম দেয়া।
৬৩. আল্লাহর আযাব ও গযব নিজের জন্য সাব্যস্ত করা।
৬৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।
৬৫. বিনা ওযরে জামায়াত ত্যাগ করা ও একাকী সালাত পড়া।
৬৬. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর হক নষ্ট করা।
৬৭. ধোকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা।
৬৮. কৃপণতা, অপচয় ও অপব্যয় তথা অবৈধ ও অন্যায়ে কাজে ব্যয় করা।
৬৯. মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট ফাঁস করা।
৭০. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।

আরো ৩৫টি গুরুতর কবীরা গুনাহ

১. ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।
২. ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্য ও সীমিতরিক্ত নমনীয়তা প্রদর্শন করা
৩. বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া।
৪. গীবত করা।
৫. মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারচুপি ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান এবং অন্যকে ভোট দিতে বাধা দেয়া।
৬. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সং কাজের আদেশ না দেয়া ও অসং কাজ থেকে নিষেধ না করা বা বাধা না দেয়া, সং কাজে সহযোগিতা না করা বা বাধা দেয়া, অসং কাজে সহযোগিতা করা বা অত্যাচারীকে সমর্থন করা।
৭. সালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া।
৮. পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা।
৯. ইসলামী হুদুদ বা দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অন্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দণ্ডবিধি প্রয়োগে বৈষম্য করা।
১০. কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ বা সম্পর্ক ছিন্ন রাখা।
১১. আমীরের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরণ করা।
১২. গান, বাজনা ও নাচ করা।
১৩. পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো, শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত ছতর তথা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা।
১৪. খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গোলাজাত করে রাখা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খুশী হওয়া।
১৫. পাওনা পরিশোধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে হয়রানী করা বা মজুরী না দেয়া।
১৬. হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা।
১৭. মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে ভুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্বেষ করা ও তিরস্কার করা।
১৮. কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হওয়া।
১৯. শিশুদের প্রতি নির্ভরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা।

২০. বিনা ওযরে ডিঙ্কা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া ও পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ও ঋণ করা ।
২১. কাউকে তার পূর্বে কৃত গুনাহ লোক সম্মুখে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা ।
২২. কোন মুসলমান সম্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা ।
২৩. মসজিদের অবমাননা করা ।
২৪. অজানা বিষয়ে কথা বলা, গুজব রটানো, বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা ।
২৫. পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মত আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমান্য করা ।
২৬. জেনেশুনে কোন পাগিষ্ঠ ও ইসলামীবিরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস করা, তাকে ভোট দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্বের মাপকাঠি মেনে নেয়া ।
২৭. ইসলামের তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যিকীয় ও নূনতম জ্ঞান অর্জন না করা ।
২৮. নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদাত করা ।
২৯. স্বাস্থ্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশংকা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ফ্রণ হত্যা, গর্ভপাত ও বন্ধ্যাকরণ প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা ।
৩০. বিনা ওযরে জুময়ার সালাত না পড়া ও জুময়ার নিয়ম লংঘন করা ।
৩১. কোরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে অপব্যখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা, বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থাকা, বা বাধা দেয়া, বিতুদ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিসমিল্লাহ বা কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা গুরু করা ইত্যাদি ।
৩২. সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নিরুৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ।
৩৩. বিনা ওযরে ফেৎরা না দেয়া ও কোরবানী না করা ।
৩৪. বিনা ওযরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কাফেরকে প্রথম সালাম করা ।

৩৫. উপযুক্ত পুরুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

রাসূল ﷺ বলেছেন : “যখন নারীর হাতে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হবে তখন তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চেয়ে ভূগর্ভই উত্তম হবে।”

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন—

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ.

ঐ জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি (পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের) তাদের নেতৃত্বের ভার কোন নারীর উপর অর্পণ করেছে। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

“পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।” (সূরা ৪-আন নিসা : আয়াত-৪৬)

কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ বলেছেন : “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়েন। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

বস্তুত: একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে—

১. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া,
২. ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ না করার ওয়াদা করা,
৩. অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই ত্যাগ করা,
৪. গুনাহর সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। আর গুনাহের সাথে যদি আল্লাহকে অধিকার জড়িত থাকে যেমন- যাকাত, রোজা, হজ্জ তাহলে তা কাফফারা ও কাযা আদায় করা।

এই চারটি শর্ত পালন পূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৯১১. الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى - আসমাউল হুসনা

হাদীসে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার ৯৯টি নামের উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এসব নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। কেউ যদি কুরআন ও হাদীস থেকে এসব নাম গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে তাহলে সে অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় যদি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে হয় তাহলে সে জন কি ধরনের শব্দ উপযুক্ত হবে?

আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রয়োজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোনো ক্রটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোনো ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এজন্য কুরআন মাজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এ নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত পদ্ধতি।

দুই. সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়), করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বাছীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

তিন. পরম শ্রদ্ধা ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোনো পদ্ধতিতে বা এমন কোনো অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোনো গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না, যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে।

ইমাম মালেক (র)-এর জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোনো প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো “আল্লাহ তোমাকে দেবেন” একথা না বলে অন্য কোনোভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম স্তনবে।

মানুষের ভাষায় প্রচলিত যতগুলো শব্দ আল্লাহর জন্য বলা হয়ে থাকে সেগুলো তাদের আসল মৌলিক অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে, তাদের বস্তুগত অর্থের দৃষ্টিতে বলা হয় না। যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি ব্যবহার করি। এর অর্থ এ হয় না যে, তিনি মানুষ ও পশুর মতো চোখ নামক একটি অঙ্গের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ ব্যবহার করি। এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন। তাঁর জন্য আমরা পাকড়াও ও ধরা শব্দ ব্যবহার করি। এ অর্থ এ নয় যে, তিনি হাত নামক একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সব সময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়, শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোনো আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—

(১) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ ادِّعُوا الرَّحْمَنَ ط أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ .

১. “হে নবী! এদের বলো, তোমরা আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান, যে নামেই ডাক না কেন তাঁরই জন্য সুন্দরতম নামসমূহ।” [১৭-বনী ইসরাঈল : ১১০]
সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে—

(২) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ .

২. “তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।” [সূরা ত্বা-হা : ৮]

আল কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে—

(৩) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ .

৩. “তিনি আল্লাহ, তিনিই সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী এবং তা বস্তুবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকৃতি দান করেন আর সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই।” [সূরা আল হাশর : ২৪]

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় আদ্বাহর এমন ৯৯ (নিরানব্বই)টি নাম আছে যেগুলো আয়ত্ত করলে মানুষ জান্নাতে পৌঁছে যাবে। হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো—

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ . أَحْصَيْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। ‘রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আদ্বাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমরা সেগুলো গুণে গুণে মুখস্ত করেছি।’
(সহীহ বুখারী, তাওহীদ অধ্যায়)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ : لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَتَرِيحُ الْوِثْرِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : ‘আদ্বাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে কেউ সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ আদ্বাহ বেজোড় আর তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন।’ (সহীহ বুখারী)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَن حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِثَرَ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘আদ্বাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আদ্বাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কেই ভালবাসেন।’ (সহীহ মুসলিম)

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ‘আদ্বাহর এক কম একশত তথা নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (সহীহ মুসলিম)

(৫) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, ‘আদ্বাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি সেগুলো গুণে গুণে আয়ত্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (তিরমিযী হাদীস-৩৫০৬, ৩৫০৭, ৩৫০৮, মিশকাত-২২৮৮)

৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বরেন্ছেন, 'আল্লাহর নিরানবইটি নাম আছে যে ব্যক্ত সেগুলো শুনে শুনে আয়ত্ত করবে সে জ্ঞানতে প্রবেশ করবে।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর নামসমূহের যে বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সবগুলো বর্ণনার নামসমূহের সমন্বয় করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৬টি। আমরা এখানে বুখারী শরীফের তাওহীদ অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের আলোকে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম উল্লেখ করলাম।

আল্লাহর ৯৯টি (গুণবাচক) সিকাতি নাম ও তার দলিল

(১) **الرَّحْمَنُ** : هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

১. পরম করুণা : তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। [৫৯-আল হাশর : ২২]

(২) **الرَّحِيمُ** : هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

২. অসীম দয়ালু : তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। [৫৯-আল হাশর : ২২]

(৩) **الْمَلِكُ** : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৩. রাজা, সম্রাট : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপবিত্ত, মহাঅ্যাশীল। [৫৯-আল হাশর : ২৩ এবং ২০ : ১১৪]

(৪) **الْقُدُّوسُ** : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৪. পরম পবিত্র : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপবিত্ত, মহাঅ্যাশীল। [৫৯-আল হাশর : ২৩ এবং ৬২ : ১]

(৫) **السَّلَامُ** : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৫. আপাদমস্তক শান্তি : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপবিত্ত, মহাঅ্যাশীল। [৫৯-আল হাশর : ২৩]

(৬) **الْمُؤْمِنُ** : الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৬. নিরাপত্তাদাতা : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাশাস্ত্রাণী। [৫৯-আল হাশর : ২৩]

(৭) **الْمُهَيْمِنُ** : **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ**
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৭. তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাশাস্ত্রাণী। [৫৯-আল হাশর : ২৩]

(৮) **الْعَزِيزُ** : **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ**
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৮. সবার ওপর বিজয়ী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাশাস্ত্রাণী।

[৫৯-আল হাশর : ২৩ এবং ৩ : ৬, ৪ : ১৫৮, ৯ : ৪০, ৪৮ : ৭]

(৯) **الْجَبَّارُ** : **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ**
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

৯. নিজেদের হুকুম শক্তি প্রয়োগে বাস্তবায়নকারী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাশাস্ত্রাণী।

[৫৯-আল হাশর : আয়াত-২৩]

(১০) **الْمُتَكَبِّرُ** : **الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ**
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ۔

১০. বাস্তবিক পক্ষে বড়ত্ব ও মহত্বের অধিকারী : তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাশাস্ত্রাণী।

[৫৯-আল হাশর : আয়াত-২৩]

(১১) **الْخَالِقُ** : **ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ**۔

১১. সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী : তিনি তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং

তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

[৬-আল আনআম : ১০২ এবং ১৩ : ১৬; ৩৯ : ৬২; ৪০ : ৬২; ৫৯ : ২৪]

(১২) **الْبَارِئُ** : هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

১২. আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নরী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [৫৯-আল হাশর : আয়াত-২৪]

(১৩) **الْمُصَوِّرُ** : هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى .

১৩. নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপ দানকারী : তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। [৫৯-আল হাশর : ২৪]

(১৪) **الْغَفَّارُ** : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا تَهْتَدَى .

১৪. ক্ষমাকারী : এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

[২০-ভূহা : ৮২; ৩৮ : ৬৬; ৩৯ : ৫; ৪০ : ৪২; ৭১ : ১০]

(১৫) **الْقَهَّارُ** : قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

১৫. সকলের ওপর বিজয়ী : বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।' [১৩-রা'দ : ১৬; ১৪ : ৪৮; ৩৮ : ৬৫; ৩৯ : ৪; ৪০ : ১৬]

(১৬) **الرَّوَّابُ** : إِنَّكَ أَنْتَ الرَّوَّابُ .

১৬. প্রকৃত দাতা, স্বতস্কৃতভাবে দানশীল : নিচ্ছয়ই তুমি মহাদাতা।

[৩-আলে ইমরান : ৮; ৩৮ : ৯; ৩৮ : ৩৫]

(১৭) **الرَّزَّاقُ** : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ .

(১৭) সকলের জীবিকা প্রদানকারী : আল্লাহ্ই তো রিয়ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। [৫১- আয যারিয়াত : আয়াত-৫৮]

(১৪) **الْفَتْاحُ** : قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ .

১৮. পরাক্রমশালী শাসক, নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী : বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।'

[৩৪-সাবা : আয়াত-২৬]

(১৭) **الْعَلِيمُ** : فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ .

১৯. সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী : আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [২-আল বাক্বরা : ১৫৮ এবং ৩ : ৯২; ৪ : ৩৫; ২৪ : ৪১; ৩৩ : ৪০]

(২০) **الْقَابِضُ** : وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

২০. হ্রাসকারী, সমবেতকারী : আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [২- আল বাক্বরা : আয়াত-২৪৫]

(২১) **الْبَاسِطُ** : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فَيُضِعْفَهُ لَهُ ۗ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

২১. প্রশস্তকারী, বিস্তারকারী, সম্প্রসারণকারী : কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য একে বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [২- আল বাক্বরা : ২৪৫]

(২২) **الْخَافِضُ** : ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ .

২২. স্বাচ্ছন্দ্য দানকারী : অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনভমে পরিণত করি। [৯৫-ত্বীন : আয়াত-৫]

(২৩) **الرَّافِعُ** : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا

فِي الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَأَشْرُوا بِرَقِعِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

২৩. পতনকারী, উন্নয়নকারী : হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিও, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠে যাও', তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। [৫৮-মুজাদালা : ১১ এবং ৬ : ৮৩]

(২৪) الْمُعِزُّ : قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৪. সম্মান দানকারী : বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [৩-আলে ইমরান : ২৬]

(২৫) الْمُدِلُّ : قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৫. অপমানকারী : বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে লও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। [৩-আলে ইমরান : ২৬]

(২৬) أَلْسَمِيعٌ : إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

২৬. সবকিছু শ্রবণকারী : নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞই।'

[২-আল বাক্বারা : ১২৭ এবং ২ : ২৫৬; ৮ : ১৭; ৪৯ : ১]

(২৭) **الْبَصِيرُ** : إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

২৭. সবকিছু দর্শনকারী : আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা ।

[৪- নিসা : ৫৮ এবং ১৭ : ১; ৪২ : ১১; ৪২ : ২৭]

(২৮) **الْحَكِيمُ** : اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيهَا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .

২৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নিষ্পত্তিকারী : 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন ।' [২২-আল হাঙ্ক : আয়াত-৬৯]

(২৯) **الْعَدْلُ** : وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا لِامْبَدَلٍ

لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

২৯. সর্বোত্তম ন্যায়বিচারক, চরম ন্যায়পরায়ণ : সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ । তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নাই । আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । [৬-আল আনআম : ১১৫]

(৩০) **اللطيفُ** : لا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

৩০. গোপন সূক্ষ তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত, সবারজ্ঞান্বে নিজেই ইচ্ছা পূরণকারী, অনুকম্পাশীল ও দয়ালু : দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত ।

[৬-আল আনআম : ১০৩ এবং ২২ : ৬৩; ৩১ : ১৬; ৩৩ : ৩৪]

(৩১) **الْعَبِيرُ** : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ .

৩১. সুবিজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবগত : তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা । [৬-আনআম : ১৮; ১৭ : ৩০; ৪৯ : ১৩; ৫৯ : ১৮]

(৩২) **الْعَلِيمُ** : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

৩২. অত্যন্ত সহনশীল : নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল ।

[২-আল বাক্বারা : ২৩৫ এবং ১৭ : ৪৪; ২২ : ৫৯; ৩৫ : ৪১]

(৩৩) الْعَظِيمُ : وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

৩৩. মহান, শ্রেষ্ঠ : তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ । [২-আল বাক্বরা : ২৫৫ এবং ৪২ : ৪; ৫৬ : ৯৬]

(৩৪) الْغَفُورُ : إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

৩৪. অত্যন্ত ক্ষমাশীল : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ।

[৮-আল আনফাল : ৬৯ এবং ১৬ : ১১০; ৪১ : ৩২]

(৩৫) الشَّكُورُ : إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ .

৩৫. গুণগ্রাহী : নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী ।

[৩৫-আল ফাতির : ৩০ এবং ৩৫ : ৩৪; ৪২ : ৪৩; ৬৪ : ১৭]

(৩৬) الْعَلِيُّ : وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ .

৩৬. অতীব উচ্চ মর্যাদাধারী : তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ ।

[২-আল বাক্বরা : ২৫৫ এবং ৪ : ৩৫; ৩১ : ৩০; ৪২ : ৪; ৪২ : ৫১]

(৩৭) الْكَبِيرُ : عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ .

৩৭. বড়, মহান, শ্রেষ্ঠ : যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি সবই অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান । [১৩-রাদ : ৯ এবং ২২ : ৬২; ৩১ : ৩০]

(৩৮) الْعَفِيفُ : إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ .

৩৮. সব জিনিসের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক : নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী । [১১-হুদ : ৫৭ এবং ৩৪ : ২১; ৪২ : ৬]

(৩৯) الْمُقِيتُ : وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا .

(৩৯) শক্তিমান, তত্ত্বাবধায়ক, জীবিকা দাতা, সাক্ষী : আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান । [৪-আন নিসা : ৮৫]

(৪০) الْعَسِيبُ : وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا .

৪০. হিসাব গ্রহণকারী : হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট ।

[৪-আন নিসা : ৬ এবং ৪ : ৮৬; ৩৩ : ৩৯]

(১১) الْجَلِيلُ : وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ -

৪১. প্রতাপশালী, মহান, শ্রেষ্ঠ : অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব । [৫৫-আন্ন রাহমান : ২৭ এবং ৩৯ : ১৪; ৭ : ১৪৩]

১১৫

(১২) الْكَرِيمُ : فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ -

৪২. সদাচার ও উপকারকারী, স্বভাবসুলভ মহৎ : 'আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব ।' [২৭-আন নামল : ৪০ এবং ৮২ : ৬]

(১৩) الرَّقِيبُ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا -

৪৩. সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক, : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন । [৪-আন নিসা : ১ এবং ৫ : ১১৭]

(১৪) الْمُجِيبُ : إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ -

৪৪. জবাবদাতা, গ্রহণকারী : নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে তিনি আস্থানে সাড়া দেন । [১১-হুদ : ৬১]

(১৫) الْوَاسِعُ : وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ -

৪৫. উদারমনা, প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন : আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ ।

[২-আল বাক্বারা : ২৬৮ এবং ৩ : ৭৩; ৫ : ৫৪]

(১৬) الْعَكِيمُ : إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

৪৬. অত্যন্ত সূক্ষ্ণ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও প্রজ্ঞাময়, সূক্ষ্মজ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী অনুসারে কর্মসম্পাদনকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, ও প্রজ্ঞাময় ।

[৩১-লুকমান : ২৭ এবং ৪৬ : ২; ৫৭ : ১; ৬৬ : ২]

(১৭) الْوَدُودُ : إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ -

৪৭. অতিশয় স্নেহময় ও প্রেমময় : নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু ও প্রেমময় । [১১-হুদ : ৯০ এবং ৮৫ : ১৪]

(১৮) الْمُجِيدُ : إِنَّهُ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ -

৪৮. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মহীয়ান, গরীয়ান : তিনি তো প্রশংসার ও সম্মানার। [১১-হূদ : ৭৩]

(৬৭) **الْبَاعِثُ** : وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

৪৯. প্রেরণাকারী, উত্থানকারী, মৃতকে জীবন দানকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্থিত করবেন। [২২-আল হাঙ্ক : ৭]

(৫০) **الشَّهِيدُ** : وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا -

৫০. সাক্ষী, দর্শক তদারককারী : আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

[৪-আন নিসা : ১৬৬ এবং ২২ : ১৭; ৪১ : ৫৩; ৪৮ : ২৮]

(৫১) **الْحَقُّ** : فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ -

৫১. আসল, সত্য, প্রকৃত : মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক।

[২৩-আল মু'মিনুন : ১১৬ এবং ২৪ : ২৫]

(৫২) **الْوَكِيلُ** : وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -

৫২. কর্ম সম্পাদনকারী, যার কাছে নিজের দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়, তত্ত্বাবধায়ক : 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।' [৩-আলে ইমরান : ১৭৩ এবং ৪ : ১৭১; ২৮ : ২৮; ৭৩ : ৯]

(৫৩) **الْقَوِيُّ** : إِنَّ اللَّهَ لَقَرِيٌّ عَزِيزٌ -

(৫৩) অভ্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, ক্ষমতামণ্ডিত : নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [২২-আল হাঙ্ক : ৪০ এবং ২২ : ৭৪; ৪২ : ১৯; ৫৭ : ২৫]

(৫৪) **الْمَعِينُ** : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ -

৫৪. অজের, অব্যর্থ, অনমনীয় যাকে কেউ নাড়াতে পারে না, দমাতে পারে না, পরাজিত করতে পারে না : নিশ্চয়ই আল্লাহ রিষিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী। [৫২-ভূর : ৫৮]

(৫৫) **الْوَلِيُّ** : وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا -

৫৫. সহায়, রক্ষক, সংগী, বন্ধু, প্রভু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, তদারককারী ও তত্ত্বাবধায়ক : অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহই যথেষ্ট। [৪-আন নিসা : ৪৫ এবং ৭ : ১৯৬; ৪২ : ২৮; ৪৫ : ১৯]

(৫৬) **الْعَمِيدُ** : فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ .

৫৬. স্বতঃ প্রশংসিত, প্রশংসনীয় ও গণাবলী সম্পন্ন : আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। [১৪-ইবরাহীম : ৮ এবং ৩১ : ১২; ৩১ : ২৫; ৪১ : ৪২]

(৫৭) **الْمُحْصِي** : وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .

৫৭. প্রতিটি জিনিসকে যিনি গুণে গুণে রাখেন : তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসেব রাখেন। [৭২-আল মুজ্জামিল : ২৮ এবং ৭৮ : ২৯; ৮২ : ১০-১২]

(৫৮) **الْمُبْدِي** : أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .

৫৮. প্রাথমিক অস্তিত্ব দানকারী : বরং তিনি, যিনি আদিত্তে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করবেন। [২৭-আন নামল : ৬৪ এবং ২৯ : ১৯; ৮৫ : ১৩]

(৫৯) **الْمُعِيدُ** : قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ .

৫৯. পুনরুজ্জীবনকারী, পুন সৃজনকারী : বল 'আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্তে আনয়ন করেন এবং পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান।

[১০-ইউনুস : ৩৪ এবং ২৭ : ৬৪; ২৯ : ১৯; ৮৫ : ১৩]

(৬০) **الْمُحْيِي** : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ .

৬০. জীবনদাতা : তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। [৭-আল আরাক : ১৫৮ এবং ১৫ : ২৩; ৩০ : ৫০; ৫৭ : ২]

(৬১) **الْمُيْتِ** : وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ .

৬১. প্রাণ সংহারক, মৃত্যুদাতা : আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। [৩-আলে ইমরান : ১৫৬ এবং ৭ : ১৫৮; ১৫ : ২৩; ৫৭ : ২]

(৬২) **الْحَيُّ** : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .

৬২. চিরজীব, স্বয়ম্ভু : আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরজীব, সর্বসত্তার ধারক। [২-আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৩ : ২; ২৫ : ৫৮; ৪০ : ৬৫]

(৬৩) **الْقَيُّومُ** : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ .

৬৩. আপন শক্তি বলে যিনি টিকে থাকেন, বিশ্বনিখিলের রক্ষক : আদ্বাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরজীব, সর্বসত্তার ধারক।

[২-আল বাক্বারা : ২৫৫ এবং ৩ : ২; ২০ : ১১১]

(৬৪) **الْوَّاحِدُ : اِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا .**

৬৪. বিদ্যমান, উপস্থিত, প্রাপক : নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম।

[৩৮-স-দ : ৪৪]

(৬৫) **الْمَاجِدُ : ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ .**

৬৫. মহিমাবিত, ব্রহ্মান, শ্রেষ্ঠ, সম্মানিত : 'আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।

[৮৫-আল বুরাজ : ১৫ এবং ১১ : ৭৩]

(৬৬) **الْوَّاحِدُ : وَاللَّهُ وَاحِدٌ .**

৬৬. একক, একাকী, এক : তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্।

[২-আল বাক্বারা : ১৬৩ এবং ৫ : ৭৩; ৯ : ৩১; ১৮ : ১১০]

(৬৭) **الْأَحَدُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .**

৬৭. একক, অদ্বিতীয় : বল, 'তিনিই আদ্বাহ্, এক-অদ্বিতীয়।

[১১২-আল ইখলাস : ১]

(৬৮) **الْمُتَمَدُّ : اللَّهُ الصَّمَدُ .**

৬৮. অভাবহীন, মুখাপেক্ষিহীন, স্বয়ম্ভব : 'আদ্বাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। [১১২-আল ইখলাছ : ২]

(৬৯) **الْقَادِرُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ**

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ .

৬৯. পূর্ণাঙ্গ শক্তি ও ক্ষমতার মালিক : বল, 'তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে তিনি সক্ষম।

[৬-আল আন'আম : ৬৫ এবং ৩৬ : ৮১; ৪৬ : ৩৩; ৭৫ : ৪০]

(৭০) **الْمُقْتَدِرُ : وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا .**

৭০. মহাশক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী : আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

[১৮-আল কাহ্ফ : ৪৫ এবং ৫৪ : ৪২; ৫৪ : ৫৫]

(৭১) الْمُقْتَمِّمُ : فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ .

৭১. অধিম সতর্ককারী : অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ডুরা করতে পারে না। [১৬- আন নাহ্ল : ৬১ এবং ১৭ : ৩৪]

(৭২) الْمَوْخِرُ : إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ .

৭২. অবকাশ দানকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না। [৭১- নূহ : ৪]

(৭৩) الْأَوَّلُ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .

৭৩. সবার প্রথম : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭- হাদীদ : ৩]

(৭৪) الْآخِرُ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .

৭৪. সর্বশেষ, যখন কিছুই থাকবে না, তখন তিনি থাকবেন : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭- হাদীদ : ৩]

(৭৫) الظَّاهِرُ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .

৭৫. সর্বাধিক প্রকাশ্য : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭- হাদীদ : ৩]

(৭৬) الْبَاطِنُ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ .

৭৬. সর্বাধিক গুপ্ত : তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। [৫৭- হাদীদ : ৩]

(৭৭) الْوَالِي : وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

৭৭. সমর্থক, রক্ষক ও সাহায্যকারী, শাসক : তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। [১৩-রাদ : ১১ এবং ২২ : ৭]

(৭৮) **الْمُتَعَالَى** : **عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ** -

৭৮. সর্বাবস্থায় পরাক্রান্ত ও সর্বোচ্চ : যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। [১৩-রা'দ : ৯]

(৭৯) **الْبَرُّ** : **إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ** -

৭৯. অতিশয় পরোপকারী : তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু। [৫২-ভূর : ২৮]

(৮০) **التَّوَابُ** : **إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ** -

৮০. অত্যধিক তাওবা কবুলকারী, অত্যধিক ক্ষমাকারী : নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [২-আল বাক্বারা : ১২৮ এবং ৪ : ৬৪; ৪৯ : ১২; ১১০ : ৩]

(৮১) **الْمُنْتَقِمُ** : **إِنَّا مَنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ** -

৮১. প্রতিশোধ গ্রহণকারী : আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। [৩২- আস সাজ্জদা : ২২ এবং ৪৩ : ৪১; ৪৪ : ১৬]

(৮২) **الْعَفْوُ** : **وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا** -

৮২. ক্ষমাকারী, নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শনকারী : আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। [৪-আন নিসা : ৯৯ এবং ৪ : ১৪৯; ২২ : ৬০]

(৮৩) **الرُّؤُوفُ** : **وَاللَّهُ رُؤُوفٌ بِالْعِبَادِ** -

৮৩. অত্যন্ত স্নেহময়, দয়ালবান, হিতাকাঙ্ক্ষী, কোমল স্বভাব : আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। [৩-আলে ইমরান : ৩০ এবং ৯ : ১১৭; ৫৭ : ৯; ৫৯ : ১০]

(৮৪) **مَالِكِ الْمُلْكِ** : **قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ** -

৮৪. রাজ্যের অধিপতি, বিশ্বজাহানের শাসক ও মালিক : বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর।

[৩-আলে ইমরান : ২৬]

(৮৫) **ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** : **وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** -

৮৫. মহিমাশিত ও দয়ালবান সত্তা : অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। [৫৫-আর রাহমান : ২৭ এবং ৫৫ : ৭৮]

(৪৬) **الْمُقْسِطُ** : قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ .

৮৬. ন্যায় বিচারক : বল, 'আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। [৭-আল আ'রাফ : ২৯ এবং ৩ : ১৮]

(৪৭) **الْجَامِعُ** : رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ .

৮৭. সমবেতকারী : 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। [৩-আলে ইমরান : ৯]

(৪৮) **الْغَنِيُّ** : وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ .

৮৮. যে সস্তা কারো মুখোপেক্ষী নয় : কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখোপেক্ষী নন।

[৩-আলে ইমরান : ৯৭ এবং ৩৯ : ৭; ৪৭ : ৩৮; ৫৭ : ২৪]

(৪৯) **الْمَغْنِيُّ** : وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ .

৮৯. যে সস্তা কাউকে অভাবহীন, অমুখোপেক্ষী করে দেয় : যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। [৯-আত তাওবা : ২৮]

(৯০) **الْمَانِعُ** :

৯০. দান প্রতিহতকারী : এ নামটি কুরআনে নেই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

(৯১) **الضَّارُّ** : وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ .

৯১. ক্ষতি ও লোকসানের সর্বময় কর্তা : আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। [৬-আল আন'আম : ১৭]

(৯২) **النَّافِعُ** : قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ

بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا .

৯২. উপকারকারী ও কল্যাণকারী : আপনি বলুন এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধা দানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে? [৪৮-আল ফাত্হ : ১১]

(৭৩) **النُّورُ** : **أَللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** -

৯৩. সমগ্র বিশ্বজগতের আলো : আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি । [২৪-আন নূর : ৩৫]

(৭৪) **الْهَادِي** : **وَأَنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِّلَّذِينَ أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** -

৯৪. পথপ্রদর্শক : যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন । [২২-আল হাজ্জ : ৫৪]

(৭৫) **الْبَدِيعُ** : **بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** -

৯৫. আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা : আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা ।

[২-আল বাক্বারা : ১১৭ এবং ৬ : ১০১]

(৭৬) **الْبَاقِي** : **وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ** -

৯৬. চিরস্থায়ী ও অবিদ্বন্দ্বিত : অবিদ্বন্দ্বিত কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব । [৫৫-আর রাহমান : ২৭ এবং ৫৫ : ৭৮]

(৭৭) **الْوَارِثُ** : **وَأَنَا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ** -

৯৭. প্রকৃত উত্তরাধিকারী : আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী । [১৫-আল হিজর : ২৩]

(৭৮) **الرَّشِيدُ** : **قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** -

৯৮. সঠিক পথ প্রদর্শনকারী : সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে ।

[২-আল বাক্বারা : ২২৬]

(৭৯) **الصَّبُورُ** : **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** -

৯৯. অত্যধিক ধৈর্য ধারণকারী : নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন । [২-আল বাক্বারা : ১৫৩ এবং ৩ : ২০০; ১০৩ : ৩]

৯২. আল কুরআনের বিশেষ আয়াতসমূহের ফজিলত

৯১২. আয়াতুল কুরসী

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রা তো নয়ই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর আসন সমস্ত আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২-সূরা আল-বাক্বারা : ২৫৫)

ফজিলত

১. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ)
২. রাসূল ﷺ এটিকে কুরআনের সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ)
৩. রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিতভাবে পাঠ করলে তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র অন্তরায় হলো মৃত্যু। (নাসায়ী)

বি: দ্র: আয়াতুল কুরসী ১ আয়াত মতান্তরে ২ আয়াত, মতান্তরে ৩ আয়াত
মেশকাত পৃ:-১৮৫ ও নাসায়ী

৯১৩. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ . هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ . الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি গোপন, প্রকাশ্য সব কিছুই জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীমদাতা। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক-বাদশাহ, মহান পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রভাপাণিত, মহাঅশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা। উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫৯-সূরা আল হাশর : ২২-২৪)

ফযীলত

তিরমিযীতে মাকাম ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রাসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিনবার **مَنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ** مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ এই তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সেও এ মর্যাদা লাভ করবে। (মাজহারী, তিরমিযী, যঈফ আলবানী)

৯১৪. সূরা ফাতিহার কজিলত

(১) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْأَخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ قَالَ بَلَى،
فَتَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সূরার সংবাদ দিব না? অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন (সূরাহ ফাতিহা)। (হাকিম-২০৫৬, আভ-তারগীব-^{১৪৫৪})
(২). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي۔

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে: সূরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব এবং বারবার পঠিত সাতটি আয়াত। (আবু দাউদ-১৪৫৭, তিরমিযী-৩১২৪)
(৩). قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ۔

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! সূরা ফাতিহার মত মর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরা তাওরাত, ইনজিল, যাবুর, এমনকি কুরআনেও নাথিল করা হয়নি। (তিরমিযী-২৮৭৫, আবু দাউদ-১৩১০, মিশকাত-২১৪২)

৯১৫. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের কজিলত

(১). عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ۔

(১) আবু মাসউদ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী-৪৬২৪, মুসলিম-১৯১৪, আবু দাউদ-১৩৯৭)

৯১৬. সূরা মুলক ও (সাজদা) তানযীল আস-সাজদাহের কজিলত

(১). عَنْ كَعْبِ (رَضِيَ) قَالَ مَنْ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَتَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَبْعُونَ سَيِّئَةً وَرُفِعَ لَهُ بِهَا سَبْعُونَ دَرَجَةً۔

(১) কাব (রা) হতে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তানযীল আস-সাজ্জদাহ্ ও সূরাহ মূলক পাঠ করে তার জন্য সত্তরটি সওয়াব লিখা হয়, সত্তরটি মন্দ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং তার জন্য সত্তরটি মর্যাদা সম্মুন্নত করা হয়।

(দারেমী-৩৪০৯, সিলসিলাহ-৫৮৫)

৯১৭. সূরা কাহাফের ফযিলত

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصَمَ مِنَ الدَّجَالِ .

(১) আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহাফের প্রথম দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনাহ হতে নিরাপদ রাখা হবে। (তিরমিযী ও সহীহ মুসলিম)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ .

(২) আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার ঈমানের নূর এক জুমু'আ হতে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হতে থাকবে(বায়হাকীর সুগরা-৬৩৫, সুগরা-৫৭৯২)

৯১৮. সূরা ইয়াসিনের ফযিলত

(১) عَنْ صَفْوَانَ : كَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ : إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ خَفَّفَ عَنْهُ بِهَا .

(১) সাফওয়ান (রা) হতে বর্ণিত : আমাদের শায়খগণ বলতেন : মৃত্যু যন্ত্রণার সময় সূরাহ ইয়াসীন পড়লে আল্লাহ মৃত্যুর যন্ত্রণা আসান করে দেন।

(আহমদ-১৬৯৬৯ যঈফ আলবানী)

৯১৯. সূরা ইখলাসের ফযিলত

(১) عَنْ أَنَسٍ (رضى) أَنَّ رَجُلًا (رضى) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِنَّ حَبِّكَ إِنَّهَا يُدْخِلُكَ الْحَنَّةَ .

(১) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে বললো, হে আদ্বাহর রাসূল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন : তোমার এ ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। (আহমদ-১২৪৩২, তিরমিধী-২৯০১ হাদীস হাসান)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدٌ تَعَدُّ ثُلُثَ الْقُرْآنِ .

(২) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন : জেনে রাখো, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।

(বুখারী হাদীস-৪৬২৭, তিরমিধী-২৮৯৯)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلًا

يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَبَتْ . قُلْتُ

وَمَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ .

(৩) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবু হুরায়রা জিজ্ঞেস করলেন, হে আদ্বাহ রাসূল! কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : জান্নাত। (তিরমিধী হাদীস-২৮৯৭, নাসায়ী হাদীস-৯৯৪)

৯২০. সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস এর ফযিলত

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُوِيَ فَرَأَاهُ كُلَّ

لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمْ فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ

مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

(১) 'আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে যখন বিছানায় স্বেতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতের তালুতে ঝুক দিয়ে সারা দেহের যত দূর পর্যন্ত হাত পৌঁছানো যায় ততদূর পর্যন্ত হাতের ছোঁয়া দিতেন। প্রথমে মাথায়, তারপর মুখে এবং তারপর দেহের সামনের অংশে তিনবার এভাবে হাতের ছোঁয়া দিতেন। (বুখারী হাদীস-৪৬৩০)

৯৩. বিবিধ

৯২১. কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ

أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

১. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি নির্মাণ করে। (নাসায়ী-৫৩৬৪)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

২. আবদুল্লাহ ইবনে 'ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে: তোমরা যা বানিয়েছিলে তা জীবিত কর।

(নাসায়ী-৫৩৬১, ৫৩৬২)

৯২২. সালাতের কাভার মিলিয়ে বা খালি জায়গা পূর্ণ করার মর্যাদা

(১) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَضِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ

وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً.

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতারা সে সব লোকের প্রতি রহমত নাযিল করেন, যারা সালাতের কাভারগুলো মিলিয়ে রাখে। আর যে ব্যক্তি খালি জায়গা পূর্ণ করে, আল্লাহ এর দ্বারা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ-৯৯৫)

৯২৩. সালাতে প্রথম কাতারের কথীলত

(১) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمَقْدَمِ ثَلَاثًا وَلِلثَانِي مَرَّةً .

১. ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম সারির জন্য তিনবার মাগফিরাত চাইতেন এবং দ্বিতীয় সারির জন্য একবার চাইতেন।

(ইবনে মাজাহ-৯৯৬, আহমদ-১৭৪১)

(২) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ .

২. বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতারা প্রথম সারির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (ইবনে মাজাহ-৯৯৭, ৯৯৯)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَوَيْعَلُمُونَ مَا

فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةً .

৩. আব হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যদি প্রথম সারিতে কী (মর্যাদা) আছে তা জানত, তবে এ জন্য অন্ন-লটীরা করত। (তবরানী আওসাত-৫৯৫৯, মাজমাউল যাওয়ায়েদ-২৫০২)

৯২৪. অষ্টতাবশত কিবলা ছাড়া অন্যদিকে ফিরে সালাত আদায় করা

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي

سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَكَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّيْنَا وَأَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَإِنَّمَا تَرَكُوا فِئْتِمَ وَجْهَ اللَّهِ) .

১. আমের ইবনে রবী'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়

এবং কিব্বলা নির্ণয় করা আমাদের উপর কঠিন হয়। তখন আমরা সালাত আদায় করি এবং একটি চিহ্ন রাখি। এরপর যখন সূর্য প্রকাশিত হলো, তখন বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিব্বলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে সালাত আদায় করেছি। অবশেষে আমরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন : **فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَّم وَجْهَ اللَّهِ**

“তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহ বিদ্যমান”।

(ইবনে মাজাহ-১০২০ হাদীস হাসান)

৯২৫. সালাত আদায়কারীর থুথু ফেলা

(২) **عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، وَلَكِنْ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ .**

১. তারিক ইবন আবদুল্লাহ মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন যখন তুমি সালাত আদায় কর, তখন তোমার সামনে ও ডানদিকে থুথু ফেলবে না। বরং তুমি তোমার বামদিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলতে পার। (ইবনে মাজাহ-১০২১ সহীহ)

৯২৬. জুম'আর বিশেষ ফজিলত

(১) **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ . فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوْرًا الصُّحُفَ وَاسْتَمْعَرُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجَّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدَى بَدْنَةً . ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كُمُهْدَى بَقْرَةً . ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كُمُهْدَى كَبْشٍ . حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ . زَادَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ لِحَقِّ إِلَى الصَّلَاةِ .**

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুম'আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের সকল দরজায় অবস্থান নেন এবং লোকদের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের নাম লেখেন। প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে। এরপর ইমাম যখন (খুতবা দানের জন্য) বের হন, তখন তাঁরা তাঁদের নথিপত্র গুটিয়ে নেন এবং

মনোযোগ সহকারে খুতবা শুনে। সালাতে প্রথম আগমনকারীর সওয়াব উট কুরবানী করার সমান, তার পরে আগমনকারীর সওয়াব গরু কুরবানীকারীর সমতুল্য, এরপর আগমনকারীর সওয়াব দুধা কুরবানীকারীর সমতুল্য। এমনকি তিনি মুরগি ও ডিমের কথাও উল্লেখ করেন। সাহুল তাঁর হাদীসে এ অংশ বেশি বর্ণনা করেন যে, এরপর যে ব্যক্তি আসে, সে কেবল সালাত আদায়ের সওয়াবের অধিকারী হয়। (ইবনে মাজাহ-১০৯২ সহীহ)

(২) عَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَرَبَ مِثْلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّكْبِيرِ ، كَنَاحِرِ الْبَدَنِ ، كَنَاحِرِ الْبَقْرَةِ ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ .

২. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর সালাতে পর্যায়ক্রমে আগমনকারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উট কুরবানীদাতা, গরু কুরবানীদাতা, দুধা কুরবানীদাতা, এমনকি তিনি মুরগির কথাও উল্লেখ করেন।

(ইবনে মাজাহ-১০৯৩, হাসান সহীহ)
(৩) عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوَنَّا بِهَا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ .

৩. আবু জা'দ ষামরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলা করে (বিনা ওজরে একাধারে) তিন জুমু'আ ছেড়ে দেয়, তার অন্তরে মোহর মেলে দেয়া হয়। (ইবনে মাজাহ-১১২৫ সহীহ)

(৪) عَنْ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ .

৪. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমু'আর সালাত ছেড়ে দেয়, সে যেন এক দীনার সাদকা করে আর যদি সামর্থ্য না রাখে তাহলে অর্ধ দীনার সাদকা করে। (ইবনে মাজাহ-১১২৮ সহীহ হাদীস)

৯২৭. বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا . فَقَالَ : صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ .

১. আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি বসে সালাত আদায় করছিলেন, আর এ সময় নবী করীম ﷺ তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নবী ﷺ বললেন : বসে সালাত আদায়কারী দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ-১২২৯, আবু দাউদ-৮৭৬)

(২) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ مَنْ صَلَّى قَانِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ . وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَانِمِ . وَمَنْ صَلَّى نَانِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ .

২. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন- যে বসে সালাত আদায় করছিল। তিনি বললেন : যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করল, সে উত্তম। আর যে বসে সালাত আদায় করল, তার জন্য রয়েছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। আর যে শুয়ে শুয়ে তদ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করল, তার জন্য রয়েছে বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব। (ইবনে মাজাহ-১২৩১, আবু দাউদ-৮৭৭)

৯২৮. সালাতে উযু ভঙ্গ হলে যেভাবে বেরিয়ে আসবে

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحَدَثَ فَلْيَمْسِكْ عَلَى آتِنِهِ ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

১. আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কারো যদি সালাতের অবস্থায় উযু ভঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে সে যেন তার নাক ধরে পেছনে চলে আসে। (ইবনে মাজাহ-১২২২, আবু দাউদ-১০২০, মিশকাত-১০০৭)

৯২৯. অসুস্থ ব্যক্তির সালাত প্রসঙ্গে

(১) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ ، كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : صَلَّى قَانِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

১. ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'নাসূর' রোগে আক্রান্ত ছিলাম। তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে সালাত আদায় সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন : তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তুমি এতে সক্ষম না হও, তাহলে বসে আদায় করবে। আর যদি তাতেও সক্ষম না হও, তাহলে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে সালাত আদায় করবে।

(ইবনে মাজাহ-১২২৩, আবু দাউদ-৮৭৮)

(২) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ ، وَهُوَ وَجِعٌ -

২. ওয়াইল ইবনে রাসূল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ডানদিকের উপর ভর করে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (ইবনে মাজাহ-১২২৪ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

৯৩০. ইমামের আগে রুকু বা সিজদা থেকে মাথা উঠানো

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَحْوِلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায়, সে কি এই ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দেবেন? (বুখারী-৬৯১, মুসলিম-৪২৭)

(২) عَنْ أَبِي مُوسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ . فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلَا أَلْفِينَ رَجُلًا يَسْبِقُونِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ .

২. আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ভারী হয়ে গেছি, কাজেই যখন আমি রুকু করি, তখন তোমরাও রুকু করবে। আর যখন আমি মাথা উঠাই, তখন তোমরা মাথা উঠাবে। আমি যখন সিজদা করি, তখন তোমরাও সিজদা করবে। আমি যেন কোনো ব্যক্তিকে আমার আগে রুকু- সিজদা করতে না দেখি। (ইবনে মাজাহ-৯৬২)

(৩) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ . فَهَمَّا أَسْبَغْتُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ ،

تَذَرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ . وَمَهْمَا أَسِيفَكُم بِهِ إِذَا سَجَدْتُ ، تَذَرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ . إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ .

৩. মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার আগে রুকুতে যাবে না এবং সিজদায় যাবে না। কখনো কখনো একপ হরু যে, আমি তোমাদের আগে রুকু করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। আবার কখনো কখনো আমি তোমাদের আগে সিজদা করি, কিন্তু তোমরা আমাকে মাথা উঠাবার আগেই পেয়ে যাও। কেননা আমার শরীর ভারী হয়ে গেছে। (ইবনে মাজাহ-৯৬৩ হাসান সহীহ)

৯৩১. কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে ইমাম সালাত সংক্ষেপ করবে

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لَوْجَدَ أُمَّهُ بِبُكَائِهِ .

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আমি সালাত শুরু করি এবং দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি যখন শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনি, তখন তার মায়ের অস্থিরতার কথা খেয়াল করে আমি আমার সালাত সংক্ষেপ করি। (ইবনে মাজাহ-৯৮৯)

৯৩২. পরিবার ও সম্ভান সম্বন্ধিতর জন্য খরচ করলেও তা সদকা

(১) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ .

১. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকাস্বরূপ। (নাসায়ী-২৫৪৫)

(২) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً تَبْنَعِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ .

২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।'

৯৩৩. আল্লাহর সৃষ্টি

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَنْسَأُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ أَمِنْتُ بِاللَّهِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এক পর্যায়ে এমন প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় যে, এ সৃষ্টি জগত তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন! যার অন্তরে এমন প্রশ্নের উদয় হয়, সে যেন বলে, "আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" (আবু দাউদ-৪৭২১ সহীহ)

(২) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ (رض) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَأْتِي الشَّيْطَانَ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتِهِ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : শয়তান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে, কে তোমার রবকে সৃষ্টি করেছে? এই পর্যায়ে পৌছলে, তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং এ ধরনের ভাবনা থেকে বিরত হও। (মিশকাত হাদীস-৫৯৬০, বুখারী ও মুসলিম)

৯৩৪. নেক কাজের ইচ্ছা করা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ

لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتُبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্যত সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করা পর্যন্ত কোনো গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয়। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-৪০)

৮৩৫. মাতাপিতার আনুগত্য

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِرِوَقَتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ .

১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। (বুখারী-৫২৭, মুসলিম-৮৫, তিরমিযী-১৭৩)

৯৩৬. সম্মান হত্যা করা মহাপাপ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ ذَلِكَ لِعَظِيمٍ قَالَ قُلْتُ نُمُّ أَيُّ قَالَ نُمُّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ نُمُّ أَيُّ قَالَ نُمُّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন : আল্লাহর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করা; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো বড় গুনাহ বটে। এরপর কোনটি? তিনি বললেন : আপন সম্মানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার আহ্বারের সঙ্গী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যতিচারে লিপ্ত হওয়া। (তিরমিযী-৩১৮২, আবু দাউদ-২০০০ হাদীস হাসান)

৯৩৭. রাসূলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর (রা)-কে মিন্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহর) বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

৯৩৮. দুটি বিশেষ সাওয়াব

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَبَ الرَّجُلُ أُمَّتَهُ فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا أَمَّنَ بَعِيسِي ثُمَّ أَمَّنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوْلَاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ .

১. আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। যদি কোনো লোক তার দাসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালোভাবে শিখায় এবং তাকে স্বীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাকে আযাদ করে দেয় অত:পর তাকে বিয়ে করে তবে সে দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার মনীবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত-১০)

৯৩৯. বিশেষ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيبُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا يَعْلَمُ

مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ১. মাতৃজঠরে কি গুণ রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ। ২. আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ। ৩. বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ৪. কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। ৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

৯৪০. রাসূল ﷺ মিরাজে আল্লাহকে দেখেননি

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন, অবশ্যই সে মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন, চক্ষুরাজি কখনো তাঁকে দেখতে পায় না। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলে মুহাম্মদ ﷺ গায়েব জানেন, অবশ্য সেও মিথ্যা বলল। কেননা তিনি (আল্লাহ্) বলেন, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ।

(এটি বড় হাদীসের অংশ তিরমিযী, মিশকাত-৫৪১৮)

৯৪১. নিজ সদকাও প্রয়োজনে খাওয়া যায়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ، قَالَ وَلِمَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ فَأَعْتَقْ رَقَبَةً، قَالَ لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ آيِنِ السَّائِلِ؟ قَالَ هَا أَنَا ذَا، قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ عَلَى أَحْوَجَ

مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ
أَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قَالَ فَانْتُمْ إِنَّا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কেন? সে বলল : রামযান মাসে আমি (দিবসে) স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি। তিনি বললেন : একটি দাস মুক্ত করে দাও। সে বলল : আমার কাছে কিছুই নেই। তিনি বললেন : তাহলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখ। সে বলল : সে ক্ষমতাও আমার নেই। তিনি বলেন : তবে ষাটজন মিসকীনকে আহাির করাও। সে বললো : সে সামর্থ্যও আমার নেই। এ সময় নবী ﷺ-এর কাছে এক বস্তা খেজুর এল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : প্রশংসারী কোথায়ে? লোকটি বললো : আমি এখানে। তিনি বললেন : এগুলো দিয়ে সাদকা কর। সে বললো : ইয়া রাসূলান্নাহ্! আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্তকে দিব? সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার প্রস্তরময় দু'পার্শ্বের মধ্যে আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোনো পরিবার নেই। তখন নবী ﷺ হাসলেন এমন কি তাঁর চোয়ালের দাঁত মোবারক পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল এবং বললেন : তবে তোমাদেরই অনুমতি দেয়া হলো। বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাদীস-

৯৪২. ইস্তিখারার সময়ের দু'আ

১৯০৭)

(১) عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِحَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذْ هُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيُرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِينِي بِهِ وَيُسِّمِي حَاجَتَهُ .

১. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের যাবতীয় কাজের জন্য ইত্তিখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর বলতেন) যখন তোমাদের কারো কোনো বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু'রাকআত সালাত পড়ে এরূপ দু'আ করে। (অর্থ) হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের দ্বারা আমার উদ্দিষ্ট কাজের মঙ্গলামঙ্গল জানতে চাই এবং আপনার ক্ষমতা বলে আমি কাজ করতে সক্ষম হতে চাই। আর আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। কারণ, আপনি ক্ষমতাবান আর আমার কোনো ক্ষমতা নেই এবং আপনার জ্ঞানে এ কাজটিকে আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে; রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন : আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে মঙ্গলজনক বলে জানেন তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন। আর যদি আমার এ কাজটি আমার দ্বীনের ব্যাপারে, জীবন ধারণে ও শেষ পরিণতিতে রাবী বলেন, কিংবা তিনি বলেছেন : দুনিয়ায় আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক দিয়ে, আপনি আমার জন্য অমঙ্গলজনক মনে করেন, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন। আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন। আর যেখানেই হোক, আমার জন্য মঙ্গলজনক কাজ নির্ধারিত করে দিন। তারপর আমাকে আপনার নির্ধারিত কাজের প্রতি তৃপ্ত রাখেন। রাবী বলেন, সে যেন এসময় তার প্রয়োজনের বিষয়ই উল্লেখ করে। (বুখারী-১১৬৬, মিশকাত পৃষ্ঠা-১১৬)

৯৪৩. বদ নযর লাগা সত্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْعَيْنُ حَقٌّ وَتَهَى عَنْ
الْوَسْمِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : বদ নযর লাগা সত্য। আর তিনি উল্কা আঁকতে (খোদাই করতে) নিষেধ করেছেন।

(ইবনে মাজাহ-৩৫০৬, ৩৫০৭)

৯৪৪. সাপ কিংবা বিছুর দংশনে ঝাড়-ফুক দেয়া

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ (رض) عَنِ الرَّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ، فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ
الرَّقِيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي حِمَةٍ -

১. আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পিতা আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের কারণে ঝাড়-ফুক গ্রহণের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : নবী ﷺ সব রকমের বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়-ফুক গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ-৩৫১৬, ৩৫১৭)

৯৪৫. বদ নযরের জন্য ঝাড়ফুক করা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ
يَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ -

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন কিংবা তিনি বলেছেন, বদ নযরের কারণে ঝাড়ফুক গ্রহণের।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-৩৫১২)
(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ
بِمَسْحِ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اذْهَبِ الْبَاسَ اِسْفِه
وَانتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقْمًا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন : হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং শিফা দান কর, তুমিই শিফা দানকারী, তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোনো শিফা নেই। এমন শিফা দাও, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না। (বুখারী-৭৫৭৪২, মিশকাত-১৫৩০ পৃষ্ঠা-১৩৪)

৩. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ:
اِسْحِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، بِبِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا اَنْتَ -

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝাড়ফুক করতেন। আর এ দু'আ পাঠ করতেন : ব্যথা দূর করে দাও, হে মানুষের পালনকর্তা! শিফাদানের ইখতিয়ার কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যথা তুমি ব্যতীত আর কেউ দূর করতে পারে না। (বুখারী)

৯৪৬. কোনো কোনো ভাষণ যাদু তুল্য

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِيقِ
فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ
كِسِحْرًا، أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ كِسِحْرٍ -

১. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার পূর্ব অঞ্চলে (নজ্জদ এলাকা) থেকে দু'জন লোক এল এবং দু'জনই ভাষণ দিল। লোকজন তাদের ভাষণে তাক্জব হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোনো কোনো ভাষণ অবশ্যই যাদুর মতো।

৯৪৭. ইসলামের মৌলিক নির্দশন

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْأَبَاطِ .

১. আব হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি- ফিতরাত পাঁচটি : খাতনা করা, (নাভীর নিচে) স্কুর ব্যবহার করা, গোঁপ ছোট করা, নখ কাটা ও বোগলের পশম উপড়ে ফেলা।

(তিরমিযী-২৭৫৬, ইবনে মাজাহ-২৯২)

(২) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوا الْمَشْرِكِينَ، وَقَرُّوا اللَّحَى، وَأَفُوا الشُّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَالَ أَخَذَهُ .

২. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করবে : দাঁড়ি লম্বা রাখবে, গোঁপ ছোট করবে। ইবনে উমর (রা) যখন হজ্জ বা উমরা করতেন, তখন তিনি তাঁর দাঁড়ি মুট করে ধরতেন এবং মুটের বাইরে যতটুকু অতিরিক্ত থাকত, তা কেটে ফেলতেন। (সহীহ বুখারী)

৯৪৮. দাঁড়ি বড় রাখা

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُكَو الشُّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَى .

১. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁপ বেশি ছোট করবে এবং দাঁড়ি বড় রাখবে।

(তিরমিযী হাদীস-২৭৬৩)

৯৪৯. কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার নিষেধ

(১) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِالْمَدِينَةِ يَخْطُبُ يَقُولُ : أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ إِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ .

১. হুমায়দ ইবনে আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মদীনায়া মুআবিয়া (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছেন যে, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করা নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : বনু ইসরাঈল গোত্রের নারীরা যখন এ ধরনের কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন তারা ধ্বংস হয়েছে।

(তিরমিযী হাদীস-২৭৮১)

৯৫০. কৃত্রিম কেশ তৈয়ারকারিণী, কৃত্রিম কেশ ব্যবহারকারিণী উল্কা অংকনকারিণী এবং যে মহিলা উল্কা অংকন করায় তার পরিণতি

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَمَنِّصَاتِ مَبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে মহিলা কৃত্রিমকেশ তৈরি করে এবং কৃত্রিমকেশ ব্যবহার করে, উল্কা আঁকে এবং উল্কা আঁকায়, ভুরু উপড়ায় নিজেকে সুন্দর করার অভিলাষে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন ঘটায় তাদেরকে নবী ﷺ অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিযী-২৭৮২)

৯৫১. সালাত ও শোকরানা সিজদা প্রসঙ্গে

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ، يَوْمَ بُشِّرَ بِرَجَاسِ أَبِي جَهْلٍ ، رَكَعَتَيْنِ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জাহলের শিরোচ্ছেদের সুসংবাদের দিনে দুই রাক'আত শোকরানা সালাত আদায় করেন।

(ইবনে মাজাহ-১৩৯১ হাদীসটি দুর্বল)

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ ،

فَخَرَّ سَاجِدًا .

২. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে হাজত পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি শোকরানা-সিজদা আদায় করতেন।

(ইবনে মাজাহ-১৩৯২ হাদীসটি হাসান)

(৩) كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ (رض) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا .

৩. কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তাঁর জাওয়া কবুল করেন, তখন তিনি শোকরানা সিজ্দা আদায় করেন।

(আবু দাউদ-২৪৭৯, ইবনে মাজাহ-১৩৯৩)
(৪) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رضي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ أَوْ يُسْرِيهِ ، خَرَّ سَاجِدًا ، شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

৪. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট যখন এমন কোনো খবর আসত, যা তাঁকে খুশী করত বা যাতে তিনি খুশী হতেন; তখন তিনি মহান আল্লাহর শোকর হিসেবে সিজ্দা করতেন। (আবু দাউদ-২৪৭৯, ইবনে মাজাহ-১৩৯৪ হাদীসটি হাসান)

৯৫২. উভয় ঈদের সালাতে ইমাম যত তাকবীর বলবে

(১) عَنْ سَعْدِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَوَّلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

১. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের কিরা'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাক'আতে, কিরা'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন। (মোট ১২ তাকবীর) (ইবনে মাজাহ-১২৭৭)

নোট : দুঃখজনক হানাফী মাজহাবে এ হাদীসটির আমল নেই।

(২) عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْإِعْتِدِ سَبْعًا وَخَمْسًا .

২. আমর ইবনে শুআইব-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ঈদের সালাতে (প্রথম রাক'আতে) সাত তাকবীর এবং (দ্বিতীয় রাক'আতে) পাঁচ তাকবীর বলেন। (আবু দাউদ-১০৪৫, ১০৪৬, ইবনে মাজাহ-১২৭৮)

৯৫৩. মুসাফিরের সালাত

১. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মদীনা হতে কোথাও বেগিয়ে গেলে এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। (ইবনে মাজাহ-১০৬৭, হাদীসটি হাসান)

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ كَعْتَيْنِ .

২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানীতে মুকীম অবস্থায় চার রাক'আত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাক'আত সালাত ফরয করেছেন।

(আবু দাউদ-১১৩৪, ইবনে মাজাহ-১০৬৮)

৯৫৪. সফরে দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করা

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلَا يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ، وَلَا يَخَافُ شَيْئًا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর তাতে থাকত না কোনো তাড়াহুড়া, শত্রুর আশংকা এবং কোনো কিছুর ভয়-ভীতি থাকত না।

(ইবনে মাজাহ-১০৬৯, ১০৭০, আবু দাউদ-১০৮৯)

৯৫৫. মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা

(১) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسَأَلَهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيِّ . فَأَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سَفِيَانُ : فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا ، أَوْ صَبَاحًا ، أَوْ سَاعَةً .

১. বুসর ইবনে সা'য়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা আমাকে যান্নেদ ইবন খালিদ (রা)-এর কাছে এ জন্য পাঠালেন যে, আমি যেন তাঁকে মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি নবী ﷺ-এর সূত্রে আমাকে জানালেন, তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন : মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাতায়াত

করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফিয়ান বলেন : চল্লিশ শব্দটি দিয়ে তিনি কি বছর কিংবা মাস অথবা সকাল কিংবা ঘণ্টা বুঝাতে চেয়েছেন, তা আমার জানা নেই। (ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৪৪, ৯৪৫)

৯৫৬. কুরবানী

(১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ تَسْكُةً وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ .

১. আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবেহ করল সে নিজের জন্যই যবেহ করল। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবেহ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি অনুসরণ করল। (বুখারী ৯ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ১৯৬)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نَمْلَعُ مِنْهُ فَقَدِمَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَأَتَاكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَكَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশতের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী করীম ﷺ এর সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন, তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরি নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ানো হয়। আত্মাহ অধিক অবগত। (বুখারী ৯ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ ২০৭)

(৩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

৩. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখতে পাও আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখকাটা থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম ৫ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ৪৩৬)

(৬) عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ (رضى) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهَا النَّاسُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أُوِيَ مُحَدَّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ -

৪. আবু তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, নবী ﷺ আপনাকে গোপনে কী বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন নবী ﷺ মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখে আমার একান্তে কিছু বলেননি। তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বললেন, ১. যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে লানত করে, আল্লাহ তাকে লানত করে ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করে, আল্লাহ তার উপর লানত করেন। ৩. ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ লানত করেন, যে কোনো বিদআতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি যমীনের সীমানার চিহ্নসমূহ পরিবর্তন করে, তার উপরও লানত করেন। (মুসলিম ৫ম খণ্ড অধ্যায় কুরবানী পৃ: ৪৩৭)

৯৫৭. ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর প্রতি মু'মিনের দায়িত্ব

(৭) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارَهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেন- ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে ব্যক্তি পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে। (মেশকাত-৪৭৭৪ হাদীস সহীহ)

৯৫৮. কিয়ামত

(৮) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرَجُ قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلْقَتْلُ الْقَتْلُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন। হে আল্লাহর রাসূল! 'হারজ' কি? জবাবে তিনি বললেন, হত্যা, হত্যা। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অধ্যায় ফিতনাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী পৃ: ৩৬৬)

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ أَمِنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذَاكَ حِينٌ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا الْآيَةُ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। লোকেরা যখন তা উদিত হতে দেখবে, তখন ঈমান আনলে আর কোনো উপকার হবে না, যদি না সে এর আগে ঈমান আনে, অথবা ঈমান থাকাবস্থায় নেকী অর্জন না করে। (আবু দাউদ হাদীস-৪৩১২ সহীহ)

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجْرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِي يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِي وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এমনকি কোনো ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আশ্রয়গোপন করে থাকলে, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম! আমার পেছনে ইয়াহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা কর'। (বুখারী ৫ম খণ্ড অধ্যায় জিহাদ পৃ: ১৮৪)

(৪) عَنْ أَنَسِ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ .

৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলার মতো একটি মানুষ অবশিষ্ট থাকতেও কিয়ামত হবে না। (মুসলিম ১ম খণ্ড অধ্যায় ঈমান পৃ: ১৯১)

৯৫৯. কিয়ামতের দশটি বিশেষ নিদর্শন

(১) عَنْ حَدِيثَةِ ابْنِ أُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ (رضى) قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَعْدَا كَرُّ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذَكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرْتَنَّ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالْجَالَ وَالذَّابَةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خُسُوفٍ بِالشَّرْقِ وَخُسُوفٍ بِالمَغْرِبِ وَخُسُوفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ تَطُورُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ -

১. হুয়াইফা ইবনে আসাদ আল গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আলোচনা করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? জবাবে তাঁরা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্ক আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, কিয়ামত ততক্ষণ কয়েম হবে না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অত:পর তিনি ধুম, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদ্ভিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা (রা)-এর অবতরণ, ইয়াজ্জ-মাজ্জ এবং তিনবার ভূমি ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম প্রান্তে ভূমি ধ্বস, এবং আরব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের পর এক অগ্নি প্রকাশিত হবে, যা তাদেরকে ইয়ামান থেকে হাঁকিয়ে ময়দানে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে। (মুসলিম ৭ম খণ্ড অধ্যায় ফিত্নাসমূহ ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী পৃ: ৩৭৮)

৯৬০. সর্বনিম্ন জ্ঞানাতীর মর্যাদা

(১) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَتَنْصَبُ لَهُ قَبَّةٌ مِنْ لَوْلُؤٍ وَزَبْرَجِرٍ وَيَأْقُوتُ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মাঝে সর্বনিম্ন যে তারও হবে আশি হাজার সেবক, বাহান্তর হাজার সঙ্গিনী। মোতী, যমরুদ এবং ইয়াকূত পাথরে নির্মিত জাবিয়া থেকে সান'আ পর্যন্ত দূরত্বের ন্যায় বিস্তৃত এক বিরাট গম্বুজ বিশিষ্ট প্রাসাদ তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। (তিরমিযী ৫ম খণ্ড অধ্যায় জান্নাতের বিবরণ পৃ: ৪৯)-২৫৬২ দুর্বল হাদীস)

৯৬১. জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন

(১) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَزُبَيْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ.

১. রাসূল ﷺ বলেছেন- আবু বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবায়ের জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, ও আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ জান্নাতী। (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন)

(মুসলিম, তিরমিযী ও মিশকাত হাদীস-৫৮৫৮, ৫৮৫৯)

৯৬২. বিতরের সালাত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত হওয়া প্রসঙ্গে

(১) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِيَ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

১. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সালাতুন বিতরকে যে চায়, সে যেন পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করে, যে চায়, সে যেন তিন রাক'আত বিতর আদায় করে আর যে চায়, সে যেন এক রাক'আত বিতর আদায় করে। (ইবনে মাজাহ-১১৯০, আবু দাউদ-১২৭৮)

(২) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَنْفَصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ.

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সাত কিংবা পাঁচ রাক'আত বিতর আদায় করতেন। তবে এর মাঝখানে তিনি সালাম ফিরাতেন না এবং কোনো কথাও বলতেন না। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৯২)

(৩) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ -

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রাতে দুই দুই রাক'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং বিতরের সালাত এক রাক'আত আদায় করতেন। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৭৪)

৯৬৩. সালামের পরে বা পূর্বে সাহ্ সেজদাহ প্রসঙ্গে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ بَاتِيَ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো কারো কাছে সালাতরত অবস্থায় শয়তান আসে। তারপর সে তার ও তার অন্তরের মাঝে ঢুকে পড়ে ফলে সে জানে না তার সালাত বেশি হয়েছে না কম হয়েছে। যখন এরূপ হয় তখন সে যেন সালামের পূর্বে সাহ্ সেজদা আদায় করে নেয়, এরপর সালাম ফিরায় (সালাত শেষ করে)

(ইবনে মাজাহ হাদীস-১২১৬, আবু দাউদ হাদীস-৯৪৩, ৯৪৫ সহীহ)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضى) قَالَ أَحَدٌ نَابِصِلِي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى - فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ কেউ সালাত আদায় করে, অথচ সে জানে না কত রাক'আত সালাত সে আদায় করেছে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সেজদা আদায় করে।

(ইবনে মাজাহ হাদীস-১২০৪, আবু দাউদ-৯৩৯)

৯৬৪. ইকামাত হয়ে গেলে ফরজ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো সালাত নেই

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন যখন ইকামাত দেয়া হয়, তখন ফরজ সালাত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সালাত নেই। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৫১)

বি: দ্র: ফজরের ফরয সালাতের পূর্বের ২ রাক'আত সূনাত সালাত যদি ফরযের জামাত শুরু হওয়ার পূর্বে আদায় করা না যায় তাহলে তা ফরয সালাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আদায় করা যাবে। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১১৫৪, আবু দাউদ-১১৫১)

৯৬৫. দু'জনেও জামায়াত হয়

(১) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْنَانِ مِمَّا فَوْقَهُمَا، جَمَاعَةٌ .

১. আবু মুসা আশ'আরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুই বা দুয়ের অধিক লোকে জামা'আতে পরিণত হয়। (ইবনে মাজাহ-৯৭২, মিশকাত-১০৮১ হাদীস দুর্বল)

(২) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي) قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

২. আবুদুদুয়াহ ইবনে আক্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাক্বি যাপন করি। তখন রাসূল ﷺ রাতে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ান এবং আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়াই। এ সময় তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। (ইবনে মাজাহ হাদীস-৯৭৩)

৯৬৬. মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী আর লড়াই করা কুফুরী

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِيَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেয়া গুনাহের কাজ এবং তার সাথে মারামারিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুফরী। (মুসলিম ১ম খণ্ড, অধ্যায় ঈমান, পৃ: ১৩৮)

৯৬৭. (মৃতের শোকে) গাল চাপড়ানো, জামা ছিড়ে ফেলা ও বিলাপ করা হারাম

(১) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى (رضى) قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَنُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأَسَهُ فِي حُجْرٍ تَمْرَاءٍ مِنْ أَهْلِهَا فَصَاحَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ .

১. আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মূসা (রা) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তার মাথা তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চিৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেননি। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে ফেলেন তখন বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে রাসূল ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি সজোরে রোদন করে, কেশ মুগুন করে এবং কাপড় ছিড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬১)

৯৬৮. যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম ১ম খণ্ড পৃ: ১৫৯)

৯৬৯. টাখনুর নিচে কাপড় পরা

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَنَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

১. আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’য়ালার কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আবু যর আরম্ভ করলেন। এরা কারা? তিনি বললেন : এরা হচ্ছে— যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরে, যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে। (মুসলিম ১ম খ: পৃ: ১৬৩)

৯৭০. মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১. আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তবে তাকে তোমরা কল্যাণের নিকটবর্তী করে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয় তবে মন্দকে তোমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলে। (মুসলিম ৩য় খণ্ড পৃ: ২৬২)

৯৭১. জানাযার সালাতে উপস্থিত হওয়া

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ صَلَّى جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوَضَّعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أَحَدٍ .

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করল তার জন্য এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব আর যে ব্যক্তি মৃতের সাথে থাকল তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত তবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সওয়াব রয়েছে। রাবী বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আবু হুরায়রা! কীরাত কী? তিনি বললেন, উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। (মুসলিম-৩য় খণ্ড পৃ: ২৬৪)

৯৭২. জানাযা মাটিতে না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা

(১) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلَّفَكُمْ أَوْ تَوْضِعَ .

১. আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন যে পর্যন্ত জানাযা তোমাদের আগে চলে না যাওয়া অথবা (মাটিতে) না রাখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। (মুসলিম-৩য় খণ্ড পৃ: ২৭৩)

৯৭৩. 'তালবিয়া' বা হজ্জের শ্লোগান

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তালবিয়া হলো : আমি হায়ির হে আল্লাহ! আমি হায়ির, আমি হায়ির, আপনার কোনো অংশীদার নেই আমি হায়ির। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই। (বুখারী ৩য় খণ্ড, অধ্যায় হজ্জ পৃ: ৮১)

৯৭৪. উটকে দাঁড় করিয়ে কুরবানী করা মুস্তাহাব

(১) عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) أَنَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرِدُ نَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ أبعثها قياماً مفيدة سنة نبيكم .

১. যিয়াদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত যে, ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তির কাছে এলেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি বললেন, এটাকে দাড়া করিয়ে কুরবানী কর। এটাই তোমাদের নবী ﷺ-এর সুনাত। (মুসলিম-৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৮)

৯৭৫. মহিলাদের মুহরিমের সঙ্গে হজ্ব অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় সফর করা

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرَمٍ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন সাথে মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া একাকী তিন দিনের সফর না করে। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, পৃ:-২০৪)

৯৭৬. মহিলাদের সাথে একান্তে সাক্ষাত করা

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ الْأَمْعَ ذِي مُحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে ভাষণ দিতে শুনেছি: মুহরাম পুরুষ সাথে না থাকা অবস্থায় কোনো পুরুষ লোক যেন কোনো স্ত্রীলোকের সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে। কোনো স্ত্রীলোক যেন কোনো মুহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী সফর না করে। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমাকে অমুক সৈন্যবাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-যা অমুক স্থানে যুদ্ধে যাবে। তিনি বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় হজ্ব: পৃষ্ঠা ২০৮)

৯৭৭. তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسَاجِدِي هَذَا أَوْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উটের পিঠে হাওদা আঁটা যাবে না (সফর করা যাবে না) তিনটি মসজিদ ব্যতিত : এই মসজিদ (মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় হজ্জ : পৃ: ২৪৯)

৯৭৮. বৌভাত অনুষ্ঠান সুন্নাত

(১) عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (رضي) تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهُ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১. আনাস (রা) বর্ণিত যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা) এক নওয়াত গুজনের সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী ﷺ বললেন : তুমি অলিমা কর, যদি একটি বকরী দিয়েও হয়। (মুসলিম-৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৮৭)

৯৭৯. বৌভাত অনুষ্ঠানের না যাওয়া অন্যায়

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নিকৃষ্টতম খাদ্য হলো অলিমার খাদ্য যেখানে আগমনকারীদের বাধা দেয়া হয়। আর অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-এর নাফরমানী করল। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ; পৃ: ৩০৩)

৯৮০. স্ত্রী সহবাসের দোয়া

(১) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ أَنْ يَقْدَرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলতে চায় সে যেন বলে “বিসমিল্লাহ হে আল্লাহ! আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন, আর আমাদের যা তুমি দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখবে। কেননা এ মিলনে তাদের ভাগ্যে যদি কোনো সন্তান হয় তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ; পৃ: ৩০৬)

৯৮১. স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর উচিত নয়

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, স্বামীর বিছানা পরিহার করে কোনো স্ত্রী রাত্রি যাপন করলে ফজর পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার প্রতি লানত করতে থাকে। (মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, অধ্যায় বিবাহ পৃ: ৩০৮)

৯৮২. মাহে রমযানের পর বিশেষ ৬ টি রোযা রাখা

(১) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (رضي) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ -

(১) আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি রমযানের সিয়াম পালন করে এবং পরে এর পরবর্তীতে শাউয়ালের ছয় দিন (৬ রোজা) সিয়াম পালন করে তবে সে যেন সারা বছরই সিয়াম পালন করল। (তিরমিযী হাদীস-৭৫৯, আবু দাউদ-২৪৪৩, মুসলিম-১১৬৪)

৯৮৩. নিকট আত্মীয়দের দান করার ফযিলত

(১) عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ (رضي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ -

(১) উম্মে কুলছুম (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মনে মনে শক্রতা পোষণ করে এমন রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়কে সদাকাহ করাই হলো সর্বোত্তম সদাকাহ। (ইবনে মাজাহ)

৯৮৪. স্বামীর ঘর থেকে স্ত্রীর দান করা যাবে প্রয়োজনে

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِالْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُضُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

(১) আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন : যদি কোনো নারী নষ্ট না করে স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে কিছু দান-খয়রাত করে তবে সে পূণ্য লাভ করবে দান করার কারণে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্যের অধিকারী হবে উপার্জন করার কারণে। আর ভাণ্ডার রক্ষকও অনুরূপ পূণ্য পাবে। কিন্তু এতে কারোর জন্য কারোর সওয়াবে কমতি হবে না। (ইবনে মাজাহ-২২৯৪, আবু দাউদ-১৪৭৯)

৯৮৫. সহজে জান্নাতে যাওয়ার পদ্ধতি

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রহমানের ইবাদাত করবে, (ক্ষুধার্তকে) খাবার খাওয়াবে এবং বেশি বেশি সালাম দিবে, তাহলে শান্তির সাথে স্বাচ্ছন্দে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী হাদীস-৩২৫১, ১৮৫৫, ইবনে মাজাহ-৩৬৯৪)

৯৮৬. ইখলাছপূর্ণ আমল ও ভাল নিয়্যাতের ফযিলত

(১) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلَدُّهَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا ابْتِغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى .

(১) আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোটা দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা কিছু আছে তাও অভিশপ্ত। কেবল আল্লাহর সন্তুটি অর্জনের জন্য ইখলাসের সাথে যা কিছু করা হয় তা অভিশপ্ত নয়।

(তিরমিযী-২৩২২, ইবনে মাজাহ-৪১১২, মিশকাত-৪৯৪৯)

৯৮৭. শাহাদাত বাসনার ফযিলত

(১) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ .

(১) নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আত্মাহর কাছে শাহাদাত প্রার্থনা করে আত্মাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দিবেন যদিও সে নিজ বিছানাতে মৃত্যুবরণ করে । (ইবনে মাজাহ-২৭৯৭, আবু দাউদ-১৩৬০, মুসলিম)

৯৮৮. সাদা কাপড়ের ফযিলত

(১) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
الْبَسُوا نِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ .

(১) সামুরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো, কেননা গুটাই সব চাইতে পবিত্র ও সর্বাধিক উত্তম । (ইবনে মাজাহ-৩৫৬৭, মিশকাত-৪৩৩৭, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৯৮৯. পরিবারের সকলে একত্রে খাওয়ার ফযিলত

(১) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبِعُ . قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ .

(১) একবার লোকেরা বললো : হে আত্মাহর রাসূল! আমরা খাওয়া দাওয়া করি, কিন্তু ভৃষ্টি পাই না । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা একসাথে খাও নাকি আলাদা আলাদাভাবে? তারা বললো : আলাদা আলাদাভাবে । রাসূল ﷺ বলেছেন : সকলে একসাথে খাবে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবে, তাহলে তাতে বরকত হবে । (ইবনে মাজাহ-৩২৮৭, সিলসিলাহ-৬৬৪, আবু দাউদ)

৯৯০. খািলার সাথে সদ্দ্যবহারের নির্দেশ

(১) عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضي) أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ . قَالَ لَا . قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَبِرَّهَا .

(১) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি। আমার কি তাওবার সুযোগ আছে? নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বললো, না। নবী ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তোমার খালা আছে কি? সে বললো, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন : তার সাথে সদ্যবহার করো। (তিরমিযী হাদীস-১৯০৪)

৯৯১. কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয় করার ফযিলত

(১) عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَالَ

جَارِيَتَيْنِ دَخَلَتْ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ.

(১) আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান লালন-পালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি আঙুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। (তিরমিযী হাদীস-১৯১৪)

৯৯২. ব্যক্তি ভাল বলে স্বীকৃতি পাওয়ার মাপকাঠি স্বীর নিকট

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا

أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِبَارُكُمْ خِبَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাধিক কামিল মুমিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র ভাল। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যারা তাদের স্বীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। (তিরমিযী হাদীস-১১৬২)

৯৯৩. একটি মাত্র ভাল কথাও সদকাতুল্যা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَالْكَلِمَةُ

الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ.

(১) আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সুন্দর কথাও একটি সদাকাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

৯৯৪. হাসি মুখে কথা বলাও সদকাতুল্যা

(১) عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضى) قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَكَوَأَنْ تَلْفَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ -

(১) আবু যার (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভাল কাজের ছোট অংশকেও অবজ্ঞা করো না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ এর মত বিষয় হয়। (মুসলিম)

৯৯৫. ছয়টি জিনিসের হেফাজত করবে বিশেষভাবে

(১) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَصْدِقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا الْأَمَانَ إِذَا أَتَيْتُمْ وَأَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ -

(১) আবু ওবাদা (রা) হতে বর্ণিত; নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিবো। ১. যখন কথা বলবে সত্য বলবে, ২. ওয়াদা করলে তা পালন করবে, ৩. তোমাদের কাছে কোন আমানত রাখা হলে তা রক্ষা করবে, ৪. তোমাদের সত্যি রক্ষা করবে, ৫. তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং ৬. তোমাদের হাত (কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে) বিরত রাখবে। (আহমাদ, মিশকাত হাদীস-৪৬৫৬)

৯৯৬. নেককার স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম সম্পদ দুনিয়া ও আখেরাতের

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ -
الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -

(১) আবুদল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ। এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (নাসায়ী-৩২৩২, ইবনে মাজাহ-১৮৫৫, মুসলিম)

৯৯৭. ওজুর পর ক্রমাল বা গামছা ব্যবহার করা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ .

(১) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিল। এটি দিয়ে তিনি উযু করার পর পানি মুছতেন। (তিরমিযী-৫৩ হাদীস দুর্বল)

৯৯৮. ওজুর পর বিশেষ দোয়া

(১) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

(১) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে উযু করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আট দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হল :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে शामिल কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(তিরমিযী হাদীস-৫৫৪৯৮, ইবনে মাজাহ-৪৭০ সহীহ)

৯৯৯. ইমাম হওয়ার অধিক হকদার যে

(১) عَنْ أَوْسِ بْنِ زَمْعَجٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ
 مِنَ الْأَنْصَارِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ
 لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ
 فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي
 الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْرَهُمْ سِنًا، وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا
 يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

(১) আওস ইবনে দামআজ আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আনুহুর কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামতি করবে, সুন্নাহর ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে আগে হিজরত করেছে সে। আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ইমামতি করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না। (তিরমিখী হাদীস-২৭৯৩, ইবনে মাজাহ-৬৬১ সহীহ)

১০০০. কোন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা মহিলার সঙ্গে মহিলার বন্ধনীয় অবস্থান মিলিত হওয়া নিষেধ

(১) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تُبَاشِرُ
 الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا كَأَنَّهَا بِنَظَرِ الْيَتِيمِ .

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক নারী আরেক নারীর সাথে বন্ধনীয় অবস্থায় মিলিত হবে না যাতে পরবর্তীতে তার স্বামীর কাছে সে নারীর এমন বিবরণ দেয় যে, সে (স্বামী) যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। (তিরমিখী হাদীস-২৮০০, মিশকাত-৩১১৫ হাদীস দুর্বল)

(২) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى

عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

(২) আবদুর রহমান ইব্ন আবু সাঈদ তাঁর পিতা আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক পুরুষ আরেক পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং এক নারীও আরেক নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ে কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না এবং কোন মহিলাও অন্য মহিলার সাথে এক কাপড়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় শোবে না। (তিরমিজি)

১০০১. কখনো উলঙ্গ হওয়া যাবে না

(১) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيَّ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا الْإِغَانُطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ .

(১) আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উলঙ্গ হওয়া থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যারা পেশাব-পায়খানা এবং স্ত্রীসঙ্গত হওয়ার সময় ছাড়া আর কোন সময় তারা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে। (তিরমিজি)

১০০২. মৃতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো ও কবর খননের ফযিলত

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ لَهُ اللَّهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَاجْرَهُ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مِسْكِينٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ .

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে গোসল দিবে অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ ঐ গোসল দানকারীকে

চল্লিশবার ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য কুবর খনন করবে, অতঃপর তাকে দাফন করবে, তাকে বিনিময়ে দেয়া হবে মিসকীনকে বিনিময় দেয়ার সমতুল্য। মহান আল্লাহ বিশেষ করে তাকে কিয়ামতের দিন বাসস্থান দান করবেন। আর যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাবে, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন পাতলা মিহি রেশমী ও পুরু স্বর্ণ ঋচিত জান্নাতী রেমশী কাপড় পরাবেন। (আলবানীর আহ্কামুল জানায়িজ)

(২) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَنَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُفَشِّرْ عَلَيْهِ مَارَأَى ، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

(২) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃতুকে গোসল দেয়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায়, বহন করে নিয়ে যায় এবং জানাঘার সালাত আদায় করে এবং তার গোপনীয় বিষয় যা দেখেছে, তা প্রকাশ না করে, সে তার গুনাহ থেকে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ-১৪৬২ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

১০০৩. স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মৃত্যুর পর গোসল দেয়া

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ لَوْ كُنْتُ إِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ .

(১) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে বিষয়ে আমি পরে অবগত হয়েছি, তা যদি আগে অবগত হতে পারতাম, তাহলে নবী ﷺ কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারত না। (ইবনে মাজাহ হাদীস-১৪৬৪)

(২) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيعِ فَوَجَدَ نِيَّ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَإِرَاسَاهُ - فَقَالَ بَلْ أَنَاهُ يَا عَائِشَةُ وَأِرَاسَاهُ ثُمَّ قَالَ مَا ضَرَّكَ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ فَغَسَلْتُكَ وَكَفَّنْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ .

(২) 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকী' থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পান। আর আমি

বলছিলাম: হে আমার মাথা! তিনি বললেন : হে 'আয়েশা! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি, হে আমার মাথা! তারপর তিনি বললেন : তুমি যদি আমার পূর্বে ইস্তিকাল করতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হত না। কেননা, আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার সালাত আদায় করতাম এবং তোমাকে দাফন করতাম। (ইবনে মাজাহ-১৪৬৫ হাদীসটি হাসান)

১০০৪. মৃত ব্যক্তিকে চুশন করা

(১) عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَانُ بْنُ

مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ .

(১) আয়েশা (রা)-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মৃত উছমান ইবন মাযযুন (রা) কে রাসূলুল্লাহ ﷺ চুশন করেন। আর আমি যেমন এখনো তাঁর গন্ড মুবারক বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখছি। (ইবনে মাজাহ-১৪৫৬, মিশকাত-১৬২৩)

১০০৫. মৃতের গোসলের বর্ণনা

(১) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (رَضِيَ) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَنَحْنُ نُنْغَسِلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كَلْثُومٍ فَقَالَ اغْسِلْهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ

ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا

مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَّغْتَنَّ فَأَذِنِّيْ فَلَمَّا فَرَّغْنَا أَذِنًا فَأَلْقَى إِلَيْنَا حُقُوهَ وَقَالَ

إِشْعَرْنَهَا إِيَّاهُ .

(১) উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কন্যা উম্মু কুলসুমের গোসল দিচ্ছিলাম, এ সময় রাসূল ﷺ আমাদের নিকট এসে বরলেন : তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিকবার পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও। আর শেষ বারে কর্পূর বা কপূর থেকে কিছু লাগিয়ে দাও। যখন তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করবে, তখন আমাকে ডাকবে। আমরা যখন গোসল দেওয়া শেষ করলাম; তখন তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : এ দিয়ে তার শরীর বিশেষ ভাবে আবৃত করে দাও। (ইবনে মাজাহ-১৪৫৮)

(২) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُغَسِّلَ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ۔

(২) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের মৃতদের আমানতের সাথে (পর্দার সাথে) গোসল দেবে। (ইবনে মাজাহ-১৪৬১ হাদীসটি জাল)

১০০৬. জীবিত বা মৃত কারো উরুর দিকে তাকানো যাবে না

(১) عَنْ عَلِيٍّ (رضى) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبْرِزُوا فخذِكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى فخذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ۔

(১) আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বলেন : তুমি তোমার উরু খুলে রাখবে না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর দিকে তাকাবে না। (ইবনে মাজাহ-১৪৬০, ইরওয়াউল গালিল-২৬৯ হাদীসটি অধিক দুর্বল)

১০০৭. মৃতকে গোসল দিলে পরে গোসল করে নিবে

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَلَ مِنِّيَا فَلْيَغْتَسِلْ۔

(১) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল দেয়, সে যেন অবশ্যই গোসল করে নেয়। (ইবনে মাজাহ-১৪৬৩, মিশকাত-৫৪১)

১০০৮. রাসূল ﷺ-এর প্রতি (সালাত ও সালাম) দরুদদের ফযিলত

(১) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْعَلُوا قَبْرِىَ عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغْنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔

(১) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা আমার কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। বরং তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ করো। কারণ তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।

(আবু দাউদ হাদীস-২০৪২ সহীহ)

(২) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَبَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ۔

(২) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহান আল্লাহর এমন ধরণের ফিরিশতা রয়েছে যারা পৃথিবীব্যাপী পরিভ্রমণ করে থাকেন। তারা আমার উম্মাতের পেশকৃত সালাম আমার কাছে পৌছে দেন।
(নাসায়ী-১২৮২, মিশকাত হাদীস-৯২৪, আহমদ ও দারেমী)

(৩) عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ .

(৩) আনাস (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমাত নাযিল করবেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

(নাসায়ী-১২৯৭, মিশকাত হাদীস-৯০২, আহমাদ)

নোট : আমাদের অনেকের এ আকিদা যে, রাসূল ﷺ হাযের-নাযের (নাউযবিলাহ) উল্লেখিত ৩টি হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ তার রওজায় শায়িত আছেন। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই সালাত ও সালাম পেশ করি না কেন তা তার নিকট পৌছানো হয় বিশেষ কিছু ফেরেশতার মাধ্যমে।

১০০৯. বৃক্ষ রোপন করা সদকা তুল্য

(১) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ .

(১) রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমান যা রোপন করে তাঁর থেকে যা খাওয়া হয় এটা তাঁর সদকা, তার থেকে যা চুরি করা হয় এটাও তার জন্য সদকা। চতুপদ জন্তু যা খায় সেটাও তাঁর জন্য সদকা এবং পশুপাখি যা ভক্ষণ করে এটাও রোপনকারী ব্যক্তির জন্য সদকা। (বুখারী)

১০১০. দুনিয়ার জীবনের সর্বশেষ কাজ যা হওয়া উচিত

(১) عَنْ ضِيَاءِ الْمَخْدِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدٍ كُمْ فَسِبْلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ .

(১) জিয়া আল মাখদিসী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর এমতাবস্থায় তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে। তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেন চারাটি রোপন না করে সেখান থেকে না উঠে। (আল মুখতার)

১০১১. যার যে নাম তাকে সে নামে সম্বোধন করা

কুরআনকে আমাদের অনেকে কুরআন শরীফ বলে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে কিন্তু কুরআন শরীফ কোথাও বলেননি। যিনি কুরআন নাজিল করেছেন তিনিই কুরআনকে কারীম ও মাজীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন-

১. **اِنَّ لَفُرَّانَ كَرِيْمًا** - নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন। (সূরা ওয়াকিআ : ৭৭)

২. **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ** - বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন। (সূরা বুরূজ : ২১)

তাই বলা যায় কুরআনকে যদি আপনি কুরআন মাজীদ বা কুরআন কারীম বলেন তাহলে কারীম (كَرِيْمًا) বা মাজীদ (مَجِيْدٌ) বলার কারণে সওয়াব পাবেন। যেমন- কারীম (كَرِيْمًا) বা মাজীদ (مَجِيْدٌ) লিখতে ৪টি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। তাহলে ৪টি অক্ষরের বিপরীতে ৪০ নেকি পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু কুরআনের সাথে শরীফ (شَرِيْفًا) বললে ৪০ নেকি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই কুরআন শরীফ (شَرِيْفًا) না বলে কুরআন মাজীদ বা কুরআন কারীম বলা উচিত। কুরআনের বিশেষণ কারীম বা মাজীদ আল্লাহ প্রদত্ত আর শরীফ সাধারণ জনগণ কর্তৃক দেয়া নাম। সুতরাং কুরআন শরীফ না বলার জন্য সকলের বিবেকের প্রতি চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া অনেকে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আরো একটু বাড়িয়ে মাজার শরীফ, দরবার শরীফ, খানকা শরীফ বলে থাকেন।

এক্ষেত্রে প্রথমে ৬টি ক্ষেত্রে শরীফ ব্যবহার করার কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ তাদের বিশেষণ দেয়া হয়েছে- আল্লাহ, রাসূল ও গ্রন্থকার কর্তৃক। যেমন- কুরআন মাজীদ, হাদীসে নববী, মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম। আর শেষোক্ত ৩টি মাজার শরীফ, দরবার শরীফ ও খানকা শরীফ এ জাতীয় মাজার, দরবার ও খানকার অস্তিত্ব ইসলামে নেই। মূলত মাজার, দরবার ও খানকা থেকেই যত প্রকার শিরক ও বিদআত আমদানী হয়।



ISBN 978-984-8885-04-8



9 789789 843334



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০৯১১০০৫৭৯৫

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ই-মেইল : irafiqul61@yahoo.com

rafiqu@peacepublication.com